জীবনী-কোষ।

অর্থাৎ

ভারতীয় পুবাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতিতে
উল্লিখিত প্রসিদ্ধ নর নারীগণেব
জীবন বৃত্তান্ত।

শ্রীদ্বারকানাথ বসু প্রণীত

গুরু প্রেস : কলিকাতা।
১৮৯৪।

কলিকাতা

৪নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্

গুরু প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

ও

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে প্রকাশিত

মূল্য—~~এক টাকা~~। দশ আনা।

ভূমিকা।

পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিস্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হয়। এইজন্য দেশের পুরাবৃত্ত যত্নসহকারে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সেই পুরাবৃত্তে উল্লিখিত ঘটনা সকলের নায়ক, তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত কতই মূল্যবান্! যাঁহারা লোকের মুক্তির জন্য সংসারে ধর্ম্মসুধা বিতরণ করিয়াছেন, যাঁহারা অশেষ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, যাঁহাদের অমৃতময়ী লেখনী হইতে ভাষার রত্নরাজিস্বরূপ গ্রন্থনিচয় নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত অতীব আদরের সামগ্রী। দেশের গৌরবস্থল সেই সকল মহাত্মাদিগের জীবনচরিত অবগত হইতে না পারিলে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অঙ্গহানি হয়!

অতি পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ভারতবাসিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী একত্র লিপিবদ্ধ করিবার মানসে "জীবনী-কোষ" সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি হইতে

জীবন বৃত্তান্ত সকল সংগৃহীত করা গিয়াছে। পুরাকালীন যে সকল নরনারীগণের জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহাদের সময় নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। বহু চেষ্টায়ও যুগ নির্ণয় ভিন্ন আর কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। পুস্তকের পরিশিষ্টে বৈদেশিক সমধিক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যে জীবনী-কোষের সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছি, তাহা নহে। ইহার কোন স্থানে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ কিংবা ত্রুটি লক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা ভাষার মঙ্গলাকাঙ্খী সহৃদয় পাঠকগণ তাহা জ্ঞাপন করিলে, উপকৃত হইব। এই পুস্তক সঙ্কলন করিতে আমি অনেক গ্রন্থকারের নিকট ঋণী। তাঁহাদের পুস্তকের নাম যথাস্থনে সম্পূর্ণ অথবা সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।



জীবনী-কোষ।

অংশুমান—সূর্য্যবংশীয় সগর রাজার পৌত্র। ইহার পিতার নাম অসমঞ্জ। সগর রাজার ষষ্ঠিসহস্র পুত্র কপিল মুনির কোপানলে ভস্মীভূত হইলে, ইনি অশ্বের অনুসন্ধানে বহির্গত হন। পাতালে গিয়া মুনিবরকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করেন। স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনীত হইলে, তাহার পূত জলে সগর-বংশের উদ্ধার হইবে, তাহাও মুনির নিকট অবগত হইয়া আই-সেন। অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া সগর যজ্ঞ সমাপন করেন। সগরের পর ইনি রাজা হন। যথাসময়ে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, অংশুমান তপস্যার্থ ব[illegible] গমন করেন।

অক্রূর—য[illegible] ঔরসে এবং গান্দিনীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। কৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া ইনি পরিচিত। কৃষ্ণ ও বলরামকে বিনাশ করিবার আশায়, কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ইনি তাহাদিগকে আনিতে বৃন্দাবনে প্রেরিত হন। ইনি কৃষ্ণকে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অবগত করিয়া কংসের অত্যাচার হইতে যাদবদিগকে মুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর তাহা-দিগকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করিলে কংস ধ্বংস হয়। পাণ্ডব-দিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব জানিবার জন্য কৃষ্ণকর্ত্তৃক অক্রূর হস্তিনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা সত্রজিতের স্যমন্তক নামে এক বিখ্যাত মণি ছিল। অক্রূরের উত্তেজনায় শতধন্বা নামক এক ব্যক্তি সত্রজিতকে বধ করিয়া সেই মণি আত্মসাৎ করে। পরে কৃষ্ণকর্তৃক তাড়িত হইলে, শতধন্বা অক্রূরকে সেই মণি দিয়া পলায়ন করে। অতঃপর কৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। স্যমন্তক অক্রূরের নিকট গোপনে রহিল। ইনি এই মণির প্রভাবে দানাদি করিয়া যশস্বী হইলেন। নানাকারণে কৃষ্ণ জানিতে পারেন যে স্যমন্তকমণি অক্রূরের নিকট আছে। কৌশলে জিজ্ঞাসিত হইলে ইনি মণি সম্বন্ধে সমুদায় কৃষ্ণকে বলিয়া তাহাকে মণি প্রদান করেন। কৃষ্ণের আদেশে ইনিই স্যমন্তকের অধিপতি রহিলেন। যদুকুল নির্ম্মূলের সময় অক্রূরও নাশ প্রাপ্ত হন।

অক্ষয় (বা অক্ষকুমার)—মন্দোদরীর গর্ভজাত রাবণের পুত্র। হনুমান্ লঙ্কায় গমন করিয়া রাবণের প্রমোদবন নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাবণ ইহাকে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। ইনি সেই যুদ্ধে হনুমান্ কর্তৃক নিহত হন।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বঙ্গের বিখ্যাত গ্রন্থকার। ১২২৭ সালে নবদ্বীপের সন্নিহিত চুপী গ্রামে কায়স্থকুলে ইহারজন্ম হয়। ইহার পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত এবং মাতার নাম দয়াময়ী। মাতাপিতার চরিত্রগুণে ইহার মনে অতি শৈশব কাল হইতে ধর্ম্ম ও সাধুভাবের আবির্ভাব হয়। শিশুকালে গ্রামস্থ পাঠশালায় অক্ষয়কুমারের লেখা পড়া আরব্ধ হয়। এই সময় ইনি কিছু পার্সীভাষাও অভ্যাস করেন। দশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া অরিএণ্ট্যাল সেমিনারিতে ইনি ইংরাজি পড়িতে লাগিলেন। তের বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হেতু বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ইনি পরিবার প্রতিপালনের জন্য কোন কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উনিশ বৎসর বয়সে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনস্থ পাঠশালার শিক্ষকের কার্য্যে অক্ষয়কুমার মাসিক আট টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হন। পত্রিকায় বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল লিখিতে লাগিলেন। ইনিই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উক্তরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। অতি দক্ষতা সহকারে ইনি বার বৎসর কাল তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পরে মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য হেতু শিরঃপীড়া রোগগ্রস্ত

হইয়া সম্পাদকের কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

পীড়াগ্রস্ত হইয়া অক্ষয়কুমার বালীতে বাস করিতেন। সেখানে উদ্যান সমেত একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া উক্ত উদ্যানে নানাবিধ উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন। দারুণ পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১২৯৩ সালে এই মহাত্মা জীবন-সম্বরণ করেন।

অক্ষয়কুমার একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। সমাজ হইতে কুসংস্কার সকল দূর করিবার জন্য ইনি নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহার মধুর লেখনী হইতে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল নিঃসৃত হইয়াছে—বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার; চারুপাঠ তিন ভাগ; পদার্থবিদ্যা; ধর্ম্মনীতি; ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দুই ভাগ; ইত্যাদি।

অগস্ত্য—বিখ্যাত মুনি বিশেষ। দেব মিত্রাবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি মহা ক্ষমতাশালী তপস্বী ছিলেন। কথিত আছে যে কালেয় অসুরগণ সমুদ্রে লুকাইয়া থাকিত বলিয়া দেবতারা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে অক্ষম হন। দেবতাদিগের অনুরোধে ইনি সমুদ্র পান করিলে, অসুরগণ বিনষ্ট হয়।

বংশ রক্ষার্থ অগস্ত্য বিবাহের জন্য অভিলাষী হইয়া সমুদায় জীবের শ্রেষ্ঠাঙ্গ লইয়া একটী মনোহর কন্যার সৃষ্টি করেন। সেই কন্যা বিদর্ভরাজের গৃহে পালিত হইয়া লোপামুদ্রা নামে অভিহিত হন। তাহার সহিত মুনির বিবাহ হয়।

অতঃপর স্ত্রীর ইচ্ছানুরূপ অর্থ সংগ্রহের জন্য অগস্ত্য বহিষ্কৃত হইয়া ক্রমান্বয়ে তিনজন রাজার নিকট গমন করেন। তাহাদিগের দ্বারা ঈপ্সিত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায়, ইনি তাহাদিগের সহিত ইল্বলের নিকট উপস্থিত হইলেন। দানবরাজ অতিথিদিগের বিনাশার্থ মৃগরূপ নিজ ভ্রাতা বাতাপির মাংস দ্বারা ইহাদের ভোজনের আয়োজন করে। তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, মুনিবর আহারান্তে তপোবলে বাতাপিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ইল্বল ভয়ে ইচ্ছানুরূপ অর্থ দিয়া ইহাকে বিদায় করে। (অন্য মতে ইল্বলও নিহত হয়।)

অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের গুরু ছিলেন। কথিত আছে যে অনুরুদ্ধ হইয়া সূর্য্য বিন্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, পর্ব্বতবর নিজ কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সূর্য্যের পথ অবরোধ করিতে উদ্যত হন। দেবগণ ইহার নিকট সমুদায় জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা

করেন। মুনি বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে অবনতকায় হইলেন। তখন ইনি তাহাকে আদেশ করেন, "যাবত আমি দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমন না করি, তাবত তুমি এই ভাবেই থাক।" মুনিবর আর ফিরিলেন না।

বনবাস কালে রাম অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইলে মুনিবর তাহাকে বৈষ্ণবধনু, .অক্ষয়তূণীরদ্বয়, ও মহাস্ত্র সকল প্রদান করেন।

অগ্নি—দেবতা বিশেষ। ইনি ব্রহ্মার প্রথম পুত্র। ইনি একজন দিকৃপাল এবং পূর্ব্বদক্ষিণ কোণের অধিপতি। ইহার স্ত্রীর নাম স্বাহা। ইহার পুত্র-পাবক, পবমান, ও স্থচি। বসুধারা নামে ইহার অপর স্ত্রীর গর্ভেও অনেকগুলি.সন্তান জন্মে।

শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে অপরিমিত হবির্ভোজন করিয়া অগ্নি রোগগ্রস্ত হন। ব্রহ্মার আদেশ হয় যে খাণ্ডব নামে মহাবন দাহ করিতে পারিলে ইহার রোগের শান্তি হইবে। নিজ চেষ্টায় দেব রক্ষিত খাণ্ডববন দাহ করিতে অসমর্থ হইয়া, ইনি কৃষ্ণার্জ্জুনের শরণাগত হন। অর্জ্জুন সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের অভাব জ্ঞাপন করেন। তখন অগ্নি নিজ সখা বরুণদেবের নিকট হইতে অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু, ও অক্ষয়তুণীরদ্বয় এবং কৃষ্ণকে সুদর্শনচক্র ও কৌমদকী গদা প্রদান করিলেন। তাহাদের সাহায্যে খাণ্ডববন দাহ করাতে ইহার রোগের শান্তি হইল।

অগ্নিবর্ণ—সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইনি মহারাজ সুদর্শনের পুত্র। পিতার প্রভাবে রাজ্য নিষ্কণ্টক থাকায় ইনি বিনা আয়াসে রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। ক্রমে ইহার মন আমোদ প্রমোদে নিবিষ্ট হয়। আত্মসংযমে অক্ষম হইয়া এবং নিয়ত অত্যাচার করিয়া অতি অল্প বয়সে ইনি রাজযক্ষ্মা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অগ্নিবেশ্য—ঋষিবিশেষ। অগ্নি হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। ধনুর্ব্বিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহার শিষ্য অস্ত্রশস্ত্রে বিখ্যাতনামা দ্রোণ।

অঘাসুর—অসুর বিশেষ। এ কংসের একজন সেনাপতি ছিল। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বক এবং ভগিনী পূতনা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইলে, কংস

ইহাকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেয়। এক ভয়ানক অজগররূপে ব্রজের বনে এই অসুর অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদা গোপ-বালকসকল ধেনুসহ পর্ব্বতগহ্বর বিবেচনায় ইহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। কৃষ্ণও সেই সঙ্গে যাইয়া, প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ইহাকে বধ করেন।

অঙ্গ—বলিরাজপুত্র, একজন রাজা। সুদেষ্টার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি যে দেশে রাজত্ব করিতেন, ইহার নামানুসারে তাহার নাম অঙ্গদেশ রক্ষিত হয়। ইনি অতি প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন।

অঙ্গদ—কপিরাজবালীর পুত্র। ইহার মাতার নাম তারা। বালীর মৃত্যুর পর অঙ্গদ পিতৃব্য সুগ্রীবের আশ্রিত হইয়া, যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিতনয় বানরসেনার একজন প্রধান নেতা ছিল; এবং সীতার উদ্ধারার্থ রামসৈন্যের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া অসাধারণ বলবিক্রম প্রকাশে যুদ্ধ করে। রামের দূত হইয়া কপিবর রাবণের সভায় গমন পূর্ব্বক সীতা ফিরাইয়া দিয়া রামের সহিত সন্ধি করিতে তাহাকে উপদেশ দেয়; কিন্তু রাবণ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে অঙ্গদ লঙ্কেশ্বরকে লাঞ্ছনা দিয়া ফিরিয়া আইসে।

(২) লক্ষ্মণের পুত্র। ইহাকে রাম কারুপথের রাজা করেন।

অঙ্গিরা—ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। ইনি মুনিকন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেন। (মতান্তরে কথিত আছে যে ইনি দক্ষরাজের স্মৃতিনামা কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন।) ইহার পুত্রের নাম বৃহস্পতি ও উতথ্য। ঋষিবর ইন্দ্রকে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করান। ইনি অঙ্গিরা সংহিতার প্রণেতা।

অজ—মহারাজ রঘুরপুত্র এবং রামের পিতামহ। রঘুরাজ সমুদায় রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া যাওয়ায়, অজ সচ্ছন্দে রাজ্যশাসন করিতে লাগি-লেন। বিদর্ভ-রাজকন্যা ইন্দু-মতীর সয়ম্বর উপস্থিত হইলে, ইনি সসৈন্যে বিদর্ভ যাত্রা করেন। নর্ম্মদা নদীতীরে অজ শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব্ব প্রিয়ম্বদকে হস্তিরূপ হইতে মুক্ত করিলে, তিনি ইহাকে সম্মোহন শর প্রদান করেন। সয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলে, ইন্দুমতী মালা প্রদানপূর্ব্বক ইহাকে পতিত্বে বরণ করেন। অযোধ্যায় আসিবার সময় অপরাপর নৃপবৃন্দ ইহাকে আক্রমণ করিলে ইনি যুদ্ধে

তাহাদিগকে সম্মোহন শরে পরাস্ত করেন। কিছুকাল পরে ইন্দুমতীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীবিয়োগে অজ অতিশয় শোকাকুল হইয়া পুত্র দশরথকে রাজ্যভার দিয়া, অবশিষ্ট জীবন তপশ্চরণ পূর্ব্বক অতিবাহিত করিতে বনে গমন করেন।

অজমীঢ়—চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ। বহু যজ্ঞাদি করিয়া ইনি অতি যশস্বী হইয়াছিলেন।

অজামিল—পাষণ্ড ব্রাহ্মণ বিশেষ। ইনি অতি কুকর্ম্মান্বিত লোক ছিলেন। নিজ ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া জনৈক গণিকার সহিত দিবা রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। তাহার গর্ভে ইহার আটটী পুত্র হয়। কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের প্রতি ইনি বড় স্নেহাসক্ত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিপ্র প্রিয়পুত্রকে "নারায়ণ", "নারায়ণ" বলিয়া অনবরত ডাকেন। কথিত আছে যে পুত্র নারায়ণকে ডাকিতে ডাকিতে সচ্চিদানন্দ নারায়ণের প্রতি ইহার মন আকৃষ্ট হয়। নারায়ণে মন নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার মুক্তিলাভ হয়।

অঞ্জনা—কুঞ্জর কপির কন্যা। ইহার সহিত সুমেরুর রাজা কেশরীর বিবাহ হয়। পবনদেবের বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়।

অণীমাণ্ডব্য—ব্রহ্মর্ষি বিশেষ। ইনি আশ্রমের দ্বারদেশে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। একদা কয়েকজন তস্কর নগর হইতে দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া নগরপালদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া মাণ্ডব্যের আশ্রমে উপস্থিত হয়। তাহারা আশ্রমে দ্রব্যাদি গোপন করিয়া, লুক্কায়িত রহিল। নগরপালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ইহাকে তস্করদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় ইনি কোন উত্তর করিলেন না। তখন তাহারা আশ্রমে অপহৃত দ্রব্য পাইয়া তস্করদিগের সহিত মৌনাবলম্বী ঋষিকেও বিচারাধীন করিল। বিচারে ইহার শূলের ব্যবস্থা হয়। ঋষি শূলে বিদ্ধ হইয়া জীবিত রহিলেন। তখন রাজপুরুষেরা ইহাকে মুক্ত করেন। কথিত আছে যে ঋষি তৎপরে যমরাজের নিকট গিয়া নিজের শূল বেধের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হন যে ইনি বাল্যে পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার ঐরূপ শাস্তি হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি তখন এই অন্যায় শাস্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া এই বলিয়া পাপের বয়স নির্দ্ধারণ করেন যে চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে কেহ কোন পাপের ভাগী হইবে না। ঋষিবর ঐ অনু-

চিত শাস্তির প্রতিফল স্বরূপ যমরাজকে শাপ দিয়া বিদুররূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন।

অতিকায়—রাক্ষসবিশেষ। রাবণের ঔরসে এবং ধান্যমালিনীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। রাক্ষসদিগের মধ্যে অতিকায় একজন প্রধান বীর ছিল। রাম-রাবণের যুদ্ধে লক্ষ্মণের হাতে ইহার মৃত্যু হয়।

অত্রি—ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং সপ্তর্ষির একজন। ইনি দক্ষকন্যা অনুসূয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র - দত্ত, সোম, ও দুর্ব্বাসা। বনবাস কালে রাম ইহার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতিথি—সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইনি রামের পৌত্র এবং কুশের পুত্র। কুশের মৃত্যুর পর ইনি রাজা হইয়া অতি দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন।

অথর্ব্ব—ঋষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা শান্তির সহিত ইহার বিবাহ হয়। বিখ্যাত দধীচি ইহার পুত্র।

অদিতি—দক্ষরাজকন্যা এবং মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ইহার গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্ঠা, বরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, বরদ মনু, এবং পর্জ্জন্য এই দ্বাদশ দেবতার জন্ম হয়। সমুদ্র মন্থনে যে কুণ্ডল উত্থিত হয়, তাহা ইন্দ্র ইহাকে প্রদান করেন। পারিজাত লইয়া ইন্দ্র ও কৃষ্ণে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন।

অধিরথ—সত্যকর্ম্মার পুত্র। ইনি সূতবংশীয় ছিলেন। ইহার স্ত্রীর নাম রাধা। কুন্তী স্বীয় তনয় কর্ণকে জলে ভাসাইয়া দিলে, অধিরথ তাহাকে নিজ ভবনে আনিয়া, স্বীয় স্ত্রী রাধার সাহায্যে লালন পালন করেন।

অনংশা—নন্দ ও যশোদার কন্যা। কৃষ্ণ ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন এবং ইহার পরামর্শ লইয়া অনেক সময় কার্য্য করিতেন।

অনন্ত—নাগরাজ। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর প্রথম পুত্র। ইহার অপর নাম শেষ। ইনি তুষ্টির পাণিগ্রহণ করেন। ভ্রাতাদিগের অসদাচরণে দুঃখিত হইয়া তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নাগরাজ তপস্যার্থ গমন করেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া ইনি তাহার নিকট ঈপ্সিত বর পান। ব্রহ্মার

আদেশে শেষরাজ পাতালে গমন পূর্ব্বক মস্তকোপরি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন।

অনসূয়া—(১) — দক্ষপ্রজাপতির ঔরসে প্রসূতির গর্ভে ইহার জন্ম হয়। (মতান্তরে ইনি কর্দ্দমঋষি ও দেবদূতির কন্যা।) ইনি মহামুনি অত্রির সহধর্ম্মিনী। বনবাস কালে রাম অত্রিমুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে, অনসূয়া সীতার বিশেষ যত্ন করেন।

(২)—শকুন্তলার সখী বিশেষ।

অনিরুদ্ধ—প্রদ্যুম্নের পুত্র এবং কৃষ্ণের পৌত্র। শৌর্য্যবীর্য্যে ইনি একজন মহাবীর ছিলেন। রুক্মীর পৌত্রী শুভদ্রার সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার পুত্রের নাম বজ্র। বাণদৈত্যের কন্যা উষা ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া পতিভাবে বরণ করিবার জন্য নিজ কক্ষে সখী চিত্রলেখার দ্বারা ইহাকে লইয়া যান। অসুর জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে বধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। অনিরুদ্ধ তাহাদিগকে বধ করেন। পরে বাণ যুদ্ধে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে ইহাকে বন্দী করে। সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ, বলরাম, ও প্রদ্যুম্ন বাণরাজার পুরী শোণিতপুরে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর অসুর পরাস্ত হয়। অনিরুদ্ধ কারামুক্ত হইয়া উষার সহিত দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। ইনি যদুবংশের ধ্বংসের সময় নিহত হন।

অনুশাল্য—একজন পরাক্রান্ত দেববিদ্বেষী দৈত্যবিশেষ। কৃষ্ণের প্রতি ইহার জাতক্রোধ ছিল। ভারতযুদ্ধের পর কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করিবার সময়, এ সসৈন্যে ঐ নগর অবরোধ করে। কথিত আছে ভীমার্জ্জুন যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া একে একে দৈত্যের নিকট পরাজিত হন। পরে কর্ণের পুত্র মহাবীর বৃষকেতু দৈত্যকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। বন্ধনাবস্থায় কৃষ্ণ সমীপে আনীত হইলে, তিনি ইহাকে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। সেই উপদেশে অনুশাল্যের চৈতন্যের উদয় হয়। তখন সে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে গমন করে।

অন্ধক—(১)—দিতির গর্ভজাত কশ্যপের পুত্র, অসুর বিশেষ। অন্ধক মহাদেব ভিন্ন অন্যের অবধ্য ছিল। ইহার উপদ্রবে দেবতারা সন্তপ্ত হইয়া দেবর্ষি নারদের সাহায্য গ্রহণ করেন। নারদ একদা মন্দর পর্ব্বতের উদ্যানস্থিত পুষ্পের মালা গলায়

ধারণ করিয়া অন্ধকের নিকট উপস্থিত হন। দৈত্যরাজ মালার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া সেই পুষ্পের জন্য মন্দর পর্ব্বতে গমন করে। সেখানে মহাদেবের সহিত যুদ্ধে অসুর নিহত হয়।

(২)—মুনিবিশেষ। রাজা দশরথ মৃগয়া করিতে গিয়া অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধুকে হস্তিভ্রমে রাত্রিকালে শব্দভেদী বাণে বধ করেন। মুনি তাহাকে শাপ দেন যে পুত্রশোকের নিদারুণ জ্বালায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। ইনি পুত্রশোকে আত্ম জীবন বিসর্জ্জন দেন।

অন্নপূর্ণা—আদ্যাশক্তি ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ। কাশীতে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

অবিক্ষি (বা অবিক্ষিৎ)—সূর্য্য-বংশীয় নৃপতিবিশেষ। বিদিশাধিপতির কন্যা ভামিনীর সয়ম্বর উপস্থিত হইলে, ইনি তাৎকালিক ক্ষত্রিয় নিয়মানুসারে কন্যাকে সভা হইতে হরণ করেন। অন্যান্য রাজারা কন্যার জন্য ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। পরে তাহারা অন্যায় যুদ্ধে ইহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। অবিক্ষির পিতা এ সংবাদে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া অবিক্ষিকে কারামুক্ত করেন। ভামিনীর পিতা পরে অবিক্ষির সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন। কিন্তু অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করা হইয়াছে বলিয়া ইনি বিবাহ না করিয়া মনের ক্ষোভে বন-গমন পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করেন। ভামিনী ও অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে অসম্মত হন। অবিক্ষি বনগমন করিয়াছেন শুনিয়া তিনিও তপস্যার জন্য বনে গমন করেন। পরে দুই জনের সহিত দেখা হইলে তাহারা প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া অচিরাৎ বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তৎপরে ইনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করেন। যথা সময়ে পুত্রকে রাজসিংহাসন অর্পণ করিয়া, অবিক্ষি ভামিনী সহ বন-গমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া ছিলেন।

অভিমন্যু—সুভদ্রার গর্ভসম্ভূত অর্জ্জুনের পুত্র। পিতার নিকট ইনি অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন। পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে ইনি মাতার সহিত মাতুলালয়ে ছিলেন। অল্প বয়সেই ইনি অতিশয় বীর হইয়া উঠেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় ইহার বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র। প্রথম দিনেই ভীষ্মের সহিত ইনি ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া অনেক কুরুসৈন্য ধ্বংস করেন এবং ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করেন।

ভারতযুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে অর্জ্জুন সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে, দ্রোণ চক্রব্যূহ প্রস্তুত করিয়া পাণ্ডব সৈন্য আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহ সে ব্যূহ ভেদ করিতে জানিতেন না। কেবল অভিমন্যুই জানিতেন, কিন্তু তাহা হইতে নির্গমের উপায় অবগত ছিলেন না। ইনি ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় অন্যান্য পাণ্ডব বীরগণও ইহার সহিত যাইতে প্রয়াস পান। কিন্তু জয়দ্রথ দ্বার রক্ষা করায় আর কেহ ইহার সহিত ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। বিষম যুদ্ধে কুরুপক্ষের বহুসৈন্য ধ্বংস করিয়া অবশেষে সপ্তরথী কর্ত্তৃক বীরবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিরাটরাজ-তনয়া উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হয়। ইহার মৃত্যুর সময় উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন, এবং সেই গর্ভে পরিক্ষিতের জন্ম হয়।

অমরসিংহ—কবি ও পণ্ডিতবিশেষ। ইনি রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মধ্যে তৃতীয়। ইনি "অমরকোষ" নামে সংস্কৃত অভিধান পদ্যে প্রণয়ন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত শিক্ষার্থীর নিকট অতি আদরের জিনিষ।

অম্বরীষ—সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইহার পিতা মহারাজ নাভাগ। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত, পরাক্রান্ত, ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন এবং সর্ব্বদা দানধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। স্বজন ও ঐশর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ইনি কিছুতেই মুগ্ধ হইতেন না। কথিত আছে যে বিষ্ণু স্নুদর্শন চক্র দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতেন।

একদা মহারাজ বৎসরব্যাপী এক ব্রতের উদযাপন করিতেছিলেন। তিনদিন অভুক্ত থাকিয়া চতুর্থদিনে দানধ্যানাদি সমাপন করিয়া পারণ করিতে বসিবার সময় দুর্ব্বাসা মুনি উপস্থিত হন। তিনি আতিথ্য স্বীকার করিয়া নদীতীরে স্নান করিতে গমন করেন। মুনির প্রত্যাগমনের বিলম্ব এবং পারণের তিথির অল্পকাল স্থায়িত্ব দেখিয়া রাজা উপস্থিত মুনিঋষির পরামর্শ অনুসারে পারণ করিতে বসিয়া জল পান করেন। ইতিমধ্যে দুর্ব্বাসা প্রত্যাগমন করিয়া রাজার অগ্রে জলগ্রহণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধে স্বীয় জটা ছিন্ন করেন। জটা হইতে এক ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি সৃষ্ট হইয়া, রাজাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়। সুদর্শন তখন ঐ উগ্রমূর্ত্তিকে ভস্মীভূত করিয়া দুর্ব্বাসাকে নাশ করিতে গমন করে। দুর্ব্বাসা ত্রিসংসার ভ্রমণ

করিয়া নিষ্কৃতি না পাইয়া পরে বিষ্ণুর আদেশে অম্বরীষের পদ-গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, নিষ্কৃতি পান।

অম্বা—কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা। সয়ম্বর স্থল হইতে ভীষ্ম ভগিনীদ্বয় সহ ইহাকে হরণ করিয়া আনেন। হস্তিনায় আসিয়া ভীষ্ম শুনিলেন যে ইনি মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ভীষ্ম তাহাকে শাল্ব সমীপে গমন করিতে আদেশ করেন। শাল্বের নিকট উপ-স্থিত হইলে, তিনি ইহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন, কেন না ভীষ্ম ইহাকে হরণ করিয়া ইহার পতি হইবার অধিকারী হইয়াছেন। পরে পরশুরামের সঙ্গে ইনি ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু পরশুরামের আদেশেও ভীষ্ম অম্বাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার না করায়, দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ত্রয়ো-বিংশতি দিবস যুদ্ধের পর পরশু-রামের পরাজয় হইলে, ইনি ভীষ্ম-বধের জন্য তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন। অম্বা কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি উপস্থিত হইয়া এই বর দেন, "তুমি জন্মান্তরে দ্রুপদগৃহে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মের বধের কারণ হইবে।" অতঃপর অম্বা অগ্নিতে প্রবেশ পূর্ব্বক ভা বধার্থে জীবন ত্যাগ করিলেন।

অম্বালিকা—পাণ্ডুর মাতা, কাশী-রাজের কনিষ্ঠা কন্যা। স্বয়ম্বর স্থল হইতে ইনি ভীষ্ম কর্ত্তৃক অপহৃত হন। পরে বিচিত্রবীর্য্যের সহিত ইহার পরিণয় হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশ্রূর অনুরোধে ব্যাসের ঔরসে ইনি পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি সত্যবতীর সহিত বনে গমন করিয়া তপশ্চরণ পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

অম্বিকা—(১)—ধৃতরাষ্ট্রের মাতা, কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। ইহার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হয়। স্বামীর মৃত্যু হইলে, শ্বশ্রূর আদেশে ব্যাসদেবের ঔরসে ইহার ধৃতরাষ্ট্র নামে পুত্র হয়। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ইনি সত্যবতীর সহিত বনে গমন করিয়া তপস্যাচরণ পূর্ব্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

(২)—ভগবতীর নামবিশেষ। এই নামে ইনি দেবশত্রু শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করেন। দানবদ্বয়ের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, দেবগণ ভগবতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া শুম্ভনিশুম্ভ বধের জন্য প্রতিশ্রুত

হন। পরে ষোড়শ বৎসর বয়স্কা রূপবতীর রূপ ধারণ করিয়া হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শুম্ভের চর ইহাকে দৈত্যরাজের মহিষী হইবার জন্য আহ্বান করে। ইনি উত্তর করেন যে, তাহাকে যুদ্ধে যে পরাস্ত করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। ইহা শুনিয়া শুম্ভ ধূম্রলোচন, রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি মহাবীর দিগকে ইহার নিকট একে একে প্রেরণ করে। ইনি তাহাদিগকে বিনাশ করিলে নিশুম্ভ যুদ্ধে আসিয়া হত হয়। পরে শুম্ভ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সসৈন্য বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধের অপর নাম দেবীযুদ্ধ।

অরিষ্ট—অসুরবিশেষ। বলিরাজের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। অরিষ্ট কংসের অতি প্রিয়পাত্র ছিল। কৃষ্ণকে ধ্বংস করিবার জন্য অনুজ্ঞাত হইলে, অসুর বৃষভরূপে ব্রজে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণকে নিকটে পাইয়া বৃষ শৃঙ্গদ্বারা তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক বৃষকে নিষ্পীড়িত করিয়া, বাম শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক, তাহার আঘাতেই ইহাকে শমনভবনে প্রেরণ করেন।

অরুণ—সূর্য্যসারথি। কশ্যপের ঔরসে এবং বিনতার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। যে অণ্ডে ইহার জন্ম হয় তাহা অসময়ে ভগ্ন হওয়াতে ইহার জানু হয় না। এই নিমিত্তই ইহার আর একটী নাম অনূরু। ইহার কনিষ্ঠের নাম গরুড়। ইনি সূর্য্যের সারথিরূপে নিয়োজিত হন। ইহার স্ত্রী শ্যেণীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

অরুন্ধতী—মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী। ইনি কর্দ্দম মুনি এবং দেবহুতির কন্যা। পতিভক্তি ও পতিসেবার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ। বহুকাল ইহ জগতে অবস্থান করিয়া ইনি স্বামীর সহিত নক্ষত্রলোকে গমন করিয়াছেন। সপ্তর্ষির মধ্যে ইহার উদয় হয়। কথিত আছে যাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, সে ঐ নক্ষত্র দেখিতে পায় না।

অর্জ্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব। কুন্তীর গর্ভে এবং ইন্দ্রের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। ধনুর্বিদ্যায় ইহার ন্যায় বীর সে সময়ে অতি অল্প ছিল। প্রথমে কৃপাচার্য্য পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি ধনুর্ব্বিদ্যায় শিক্ষিত হন। দ্রোণের সমুদায় ছাত্রের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দ্রুপদরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দ্রোণ সমীপে আনয়ন

করেন। জতুগৃহ দাহের পর মাতা ও ভ্রাতৃগণ সহ কিছু কাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, পরে ব্যাসদেবের আদেশে একচক্রা নগরীতে প্রচ্ছন্ন-ভাবে বাস করেন। অতঃপর দ্রৌপদীর বিবাহ উপলক্ষে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ইনি সেই কন্যারত্নকে প্রাপ্ত হন। পরে মাতৃ আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতা তাহার পাণিগ্রহণ করেন। রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি উত্তর-দিকের রাজগণের নিকট কর আদায় করেন।

কোন বিপ্রের সাহায্যার্থ অস্ত্রের প্রয়োজন হইলে, অর্জ্জুন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে দেখিতে পান। তজ্জন্য ইনি নারদ-বাক্যে প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাসের নিমিত্ত গৃহত্যাগ করেন। এই সময় নাগ-কন্যা উলূপীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। তৎপরে মণিপুরে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি-গ্রহণ করেন। তাহার গর্ভে ইহার বভ্রুবাহন নামক পুত্র হয়। অতঃ-পর ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হন। সেখানে কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইলে, উভয় উভয়ের প্রতি আসক্ত হন। অনন্তর কৃষ্ণের পরামর্শে ইনি সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে সুভদ্রা সহ অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকর্ম্মা নামে ইহার পুত্র হয়।

একদা কৃষ্ণার্জ্জুন যমুনাতীরে অব-স্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময় অগ্নিদেব খাণ্ডববন দাহ করিবার জন্য ইহাদের সাহায্য চাহেন। ইনি সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধোপ-যোগী অস্ত্রশস্ত্রের অভাব জ্ঞাপন করিলেন। তখন অগ্নিদেব সখা বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব শরাসন, অক্ষয়তূণীরদ্বয়, এবং কপি-ধ্বজরথ ইহাকে অর্পণ করেন। বীরবর অগ্নির সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধে খাণ্ডববনরক্ষক দেবতা-দিগকে পরাজিত করেন।

অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্য হারা-ইলে ভ্রাতৃগণ সহ অর্জ্জুন বনে গমন করেন। এই সময় ইনি মহাদেবকে তপস্যা ও যুদ্ধে তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হন। পরে স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের নিকট নানাস্ত্র শিক্ষা করেন। নৃত্যগীতাদি গান্ধর্ব্ববিদ্যায় ও পার্থ শিক্ষিত হন। ত্রিদিবগণিকা উর্ব্বশী ইহার নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাহাকে পৌরব-বংশের জননী বলিয়া স্বীয় মাতার ন্যায় সম্মান ও ভক্তি-প্রদর্শন করেন। উর্ব্বশী ক্রোধে ইহাকে

নপুংসক হইতে অভিসম্পাত করেন। এক বৎসর অজ্ঞাত বাস কালে এই শাপ ইহার বর স্বরূপ হইয়াছিল। অনন্তর দেবশত্রু ও বরপ্রভাবে দেবের অবধ্য. নিবাত-কবচ ও হিরণ্যপুরবাসী দৈত্যগণকে নাশ করিয়া, অৰ্জ্জুন দেবতাদিগের প্রীতির ভাজন হন। ইন্দ্রাদেশে পঞ্চ বৎসর স্বর্গে অবস্থান করিয়া, ইনি মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইনি সপরিবারে দুর্য্যোধনকে মুক্ত করেন।

দ্বাদশ বৎসর বনবাসান্তে একবৎসর অজ্ঞাত বাসের সময় অৰ্জ্জুন বিরাট রাজভবনে ক্লীববেশে ব্রহন্নলা নামে উপস্থিত হন। তথায় থাকিয়া রাজকন্যা উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেন। দুর্য্যোধন বিরাটরাজার গোধনহরণ মানসে উত্তরগোগৃহে আগমন করিলে ইনি রাজপুত্র উত্তরের সারথি হইয়া যুদ্ধে গমন করেন। কুরুসৈন্য দেখিয়া উত্তর ভীত হইলে, অৰ্জ্জুন স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধনাদিকে পরাজয় করিয়া বিরাটের গোধন মোচন করেন। বিরাটরাজ উত্তরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, ইনি ছাত্রী কন্যার তুল্য বোধে তাহাতে অসম্মত হইয়া রাজপুত্রীর সহিত নিজ তনয় অভিমন্যুর বিবাহ দেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অৰ্জ্জুন পাণ্ডবপক্ষে প্রধান সেনানী ছিলেন এবং মহাবীর ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতিকে বিনাশ করেন। কুরুসৈন্যের অধিকাংশ ইহার দ্বারা নিপতিত হয়।

পাণ্ডবরাজ্য সংস্থাপিত হইলে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে, অশ্বের সহিত অৰ্জ্জুন দেশে দেশে গমন করেন। মণিপুরে স্বীয় পুত্র বভ্রুবাহণের সহিত যুদ্ধে ইনি হতচৈতন্য হন। পরে উলূপী পাতাল হইতে সঞ্জীবনী মণি আনিয়া ইহাকে পুনর্জীবিত করেন। পার্থ যজ্ঞাশ্ব গৃহে প্রত্যানয়ন করিলে, যজ্ঞ সমাপ্ত হইল।

যদুবংশ ধ্বংসের সংবাদে অৰ্জ্জুন দ্বারকায় উপস্থিত হন। প্রিয় সখা কৃষ্ণের ও যাদবদিগের বিনাশে ইনি অতিশয় শোকান্বিত হন। দারুকের নিকট কৃষ্ণের আদেশ শুনিয়া পার্থ যাদবদিগের স্ত্রীবৃন্দ ও কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করিবার সময় পথে দস্যুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

পৌত্র পরিক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ অৰ্জ্জুন মহাপ্রস্থান করেন। লোহিত সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলে অগ্নিদেবের আদেশে বীরবর গাণ্ডীব শরাসন ত্যাগ করেন। অতঃপর সুমেরু

পর্ব্বতে আরোহণ করিলে দ্রৌপদী, সহদেব, ও নকুলের পতন হইলে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি কৌরবসৈন্য একদিনে নাশ করিবেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা না করায়, এবং অন্যান্য বীর দিগকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়া যে পাপস্পর্শ হইয়াছিল সেই পাপে ইনি স্বশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই।

অর্জ্জুনের দশ নামের বিবরণ ঃ— সর্ব্বজনপদ জিনিয়া ধন আনয়ন হেতু ধনঞ্জয়; রণে শত্রু পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না, এই জন্য বিজয়; রথের অশ্ব শ্বেত বলিয়া শ্বেতবাহন; ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হয়, এই জন্য ফাল্গুন; দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উজ্জ্বল কিরীট প্রাপ্তি হেতু কিরীটী; রণে বীভৎস (ঘৃণিত) কর্ম্ম না করায় বীভৎসু; উভয় হস্তে ধনু আকর্ষণ হেতু সব্যসাচী; সতত নির্ম্মল কর্ম্ম করায় অর্জ্জুন; রণে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুও জয় করার জন্য জিষ্ণু; এবং কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নামে ইনি অভিহিত হইতেন। মাতার নাম পৃথা (ও কুন্তী), তদনুসারে ইনি পার্থ (ও কৌন্তেয়) নামেও পরিচিত।

(২)—(কার্ত্তবীর্য্য দেখ।)

অলক্ষ্মী—লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সমুদ্রমন্থন কালে ইহার উৎপত্তি হয়। দেবদানবের মধ্যে কেহই ইহাকে গ্রহণ করে না। পরে দুঃসহ নামক মুনি ইহাকে বিবাহ করেন। ইহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এবং মার্কণ্ড মুনির পরামর্শে দুঃসহ ইহাকে ত্যাগ করেন।

কথিত আছে যে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া ইনি দেবতাদিগকে নিজ বাসস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বলিলেন—"যে স্থানে সর্ব্বদা কলহ, বিবাদ, অস্থি, ও চিতাভস্ম বিদ্যমান আছে সেই স্থানে তুমি বাস করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করে; যে কদাচারী, পদ ধৌত না করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যায়, তৃণ-অঙ্গার-অস্থি-প্রস্তর প্রভৃতির দ্বারা যে দন্ত পরিষ্কার করে; আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে গাজা, লাউ, বেল, ও ছাতিম প্রভৃতি আহার করে; তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাস করিবে। বিশেষতঃ যে গৃহে পতি-পত্নীর সর্ব্বদা কলহ হয়, সেই গৃহে তুমি গাঢ় প্রবেশ করিতে পারিবে।"

অলম্বল—রাক্ষস বিশেষ। এ জটাসুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। পিতৃহন্তা পাণ্ডবদিগের প্রতি ইহার

চিরবিদ্বেষ ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় এ সদলবলে কুরুপক্ষ অবলম্বন করে। চতুর্দ্দশ দিবসের রাত্রি যুদ্ধে ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক এ রাক্ষস নিধন প্রাপ্ত হয়।

অলম্বুষা—অপ্সরা বিশেষ। কশ্যপের স্ত্রী প্রধার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। তৃণবিন্দু রাজার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল। বিশালরাজা ইহার পুত্র।

অলর্ক—(১) চন্দ্রবংশীয় প্রবর্দ্দন রাজার তনয়। ইহার মাতা মদালসা অতি ধর্ম্মপরায়ণা ও তত্ত্বদর্শিনা নারী ছিলেন। তিনি ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। অলক দার্ঘকাল নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করেন। কথিত আছে যে ইান রাক্ষসহস্ত হইতে কাশীরাজ্য স্বীয় অধানে আনয়ন করিয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী করেন। যোগাভ্যাস দ্বারা এই মহাত্মা রিপু সকল জয় করিয়া অবশেষে যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

(২)—দংশ নামে রাক্ষস ভৃগুর শাপে অষ্টপদ, তাঁক্ষ্নদন্ত, সূঁচবৎ গাত্রলোম বিশিষ্ট হইয়া অলর্ক নামে খ্যাত হয়। পরে কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিয়া পরশুরামের নয়ন গোচর হইলে, অলর্করূপী দং শাপমুক্ত হয়।

অশোক—স্বনাম বিখ্যাত ধার্ম্মিক বৌদ্ধ রাজা। ইনি রাজা বিন্দুসারের পুত্র ও চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। ইনি পাটালিপুত্রের সিংহাসনে ২৬৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২৩৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হন। ইহার রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। ইহার ন্যায় প্রবল অথচ দয়ালু নিষ্ঠাবান ভূপতি সে সময় আর ছিল না। ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য ইনি যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, এরূপ আর কোন দেশের কোন রাজা কখন করেন নাই। ইহার আশ্রিত ও প্রতিপালিত সহস্র সহস্র বৌদ্ধ যাজক দেশ বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেন। প্রস্তরস্তম্ভে, পর্ব্বতের গাত্রে ইনি ধর্ম্মাজ্ঞা খোদিত করিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র রাখিয়াছিলেন। ইহার যত্নে দ্বিতীয় বৌদ্ধসভা আহূত হয়। রাজ্যে সর্ব্বত্র রাস্তার ধারে কূপ ও পান্থশালা স্থাপিত হয়। পশ্বাদির খাদ্য ও জলের সুব্যবস্থাও সর্ব্বত্র ছিল। অশোক রাজ্যে এত বৌদ্ধ মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, যে ইহার রাজ্যের নাম বিহার (মট) হয়।

অশ্বত্থ—অশ্বত্থবৃক্ষ। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত আছে যে জলন্ধর

নামে রাক্ষস দেবরাজ্য প্রাপ্তির বাসনায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে। যুদ্ধে দেবরাজ পরাস্ত হইয়া মহাদেবের শরণাগত হইলে, তিনি স্বয়ং জলন্ধরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রাক্ষসের পতিব্রতা পত্নী বিন্দা ইহার রক্ষার্থ বিষ্ণুর আরাধনা করেন; তাহাতে রাক্ষসের কোন ক্রমে বধ হয় না। দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইলে তিনি জলন্ধরের রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিন্দার নিকট গমন করিয়া তাহার তপোভঙ্গ করেন। তখন রাক্ষস নিপতিত হয়। বিন্দা সমুদায় অবগত হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইহাকে নিরস্ত করিয়া বলেন, "তুমি পতির সহমৃতা হইলে, তোমার ভস্ম হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে সে সকল বিষ্ণুর স্বরূপ হইবে; সেই বৃক্ষ পূজায় বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন।" বিন্দার ভস্ম হইতে অশ্বত্থ, তুলসী (?), ধাত্রী, ও পলাশ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।—(পদ্ম)

অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্য্য ও কৃপীর পুত্র। পিতার নিকট ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইহাঁর চপলতাদোষ হেতু, দ্রোণ ইহা অপেক্ষা অর্জ্জুনকে সমধিক স্নেহ করিতেন। পিতার নিকট মহাস্ত্র ব্রহ্মশির পাইয়া ইনি মহা আহ্লাদিত হন। সকলের অজেয় হইবার বাসনায় অশ্বত্থামা কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মশিরের পরিবর্ত্তে তাঁহার সুদর্শনচক্র যাচ্ঞা করেন। তিনি ইহাঁর মনোভাব অবগত হইয়া চক্র উত্তোলন করিতে বলেন। তাহাতে অসমর্থ হইয়া ইনি লজ্জায় তথা হইতে প্রস্থান করেন।

অশ্বত্থামা একজন প্রধান বীর ছিলেন। কিন্তু নিজ জীবনকে অত্যন্ত প্রিয়জ্ঞান করিতেন বলিয়া ইনি অর্জ্জুনাদি মহাবীরদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের পর ইনি তাহার নিকট গমন করিয়া পাণ্ডববধে প্রতিশ্রুত হন। তদনন্তর দুর্য্যোধন দ্বারা সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সঙ্গে ইনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাত্রা করেন। রজনীযোগে কৃষ্ণ-পাণ্ডব-সাত্যকি-বিহীন পাণ্ডবশিবিরে গমন পূর্ব্বক সুষুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যাবতীয় সৈন্য বিনাশ করেন। অতঃপর দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিয়া সমুদায় বিজ্ঞাপন করেন।

দুর্য্যোধনের মৃত্যুর পর অশ্বত্থামা পাণ্ডবদিগের ভয়ে গঙ্গাতীরে ব্যাসের নিকট গমন করেন। দ্রৌপদীর উত্তেজনায় ভীম ইহাঁকে

বধ করিতে যাত্রা করেন। কৃষ্ণ বৃকোদরকে সে কার্য্যে অসমর্থ জানিয়া অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরসহ তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঐষিকাস্ত্র প্রক্ষেপ করেন। তখন পার্থ আত্মরক্ষার্থ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ব্যাস ও নারদের আদেশে অর্জ্জুন স্বশর সংযম করেন, কিন্তু ইনি অজিতেন্দ্রিয় বলিয়া তাহাতে অসমর্থ হন। পরে ইহাঁর শর উত্তরার গর্ভে পতিত হইলে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যোগবলে গর্ভস্থ শিশু রক্ষিত হয়। অতঃপর মস্তকজাত সহজ মণি প্রদান পূর্ব্বক অশ্বত্থামা বনে গমন করেন।—(মহা)

অশ্বসেন— নাগবিশেষ, তক্ষকের পুত্র। খাণ্ডববনদাহকালে এই সর্প মাতা ও ইন্দ্রের সাহায্যে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু ইহার মাতা অর্জ্জুনের বাণে নিহত হয়। অতঃপর মাতৃহন্তা অর্জ্জুনের বধের জন্য চেষ্টিত থাকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের তূণের মধ্যে সর্পবাণরূপ ধারণ করিয়া ছিল। কর্ণ বাণরূপ অশ্বসেনকে অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করেন। কৃষ্ণ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া রথ নিম্ন করিলে অর্জ্জুনের কিরীট ইহার দ্বারা ছেদিত হয়। সর্প পুনরায় কর্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক নিজের পরিচয় দিয়া বাণরূপে ব্যবহৃত হইতে ইচ্ছুক হয়। কর্ণ তাহাতে অসম্মত হইলে অশ্বসেন স্বয়ং অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে ধাবিত হইয়া, তাঁহার শরে নিহত হইল।—(মহা)

অশ্বিনী—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং চন্দ্রের পত্নী। ইনি প্রথম নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের আকার অশ্ব-মস্তকের ন্যায়; তজ্জন্য ইহাকে অশ্বিনী বলে। এই নক্ষত্রের নামানুসারে আশ্বিন মাসের নামকরণ হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার— স্বর্গবৈদ্য। এই যমজ দেবতা সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদের মাতা যখন অশ্বরূপে উত্তর কুরুবর্ষে বাস করিতেন, তখন সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তথায় গমন করিলে ইহাঁদের জন্ম হয়। চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইহাঁরা স্বর্গের চিকিৎসক হন। "চিকিৎসা সারতন্ত্র" ইহাঁদের বিরচিত। ইহাঁরা মাদ্রীতনয় নকুল সহদেবের জন্মদাতা।—(মহা, ব্রহ্ম)

অষ্টক—রাজাবিশেষ। ইনি মহারাজ যযাতি দৌহিত্র এবং একজন অতি পুণ্যবান লোক। কথিত আছে যে যযাতি স্বর্গে ইন্দ্ররাজের নিকট নিজ পুণ্যের কাহিনী বলায়, তিনি ধরাতলে পাতিত হইতে উদ্যত

হন। তখন অষ্টক নিজ পুণ্যের অংশ যযাতিকে দিয়া তাহাকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। পুণ্যবলে স্বয়ংও স্বর্গারোহণ করেন।—(মহা)

অষ্টাবক্র—মুনিবিশেষ। ইনি কহোড় মুনির পুত্র। সুজাতা ইহাঁর মাতার নাম। কথিত আছে যে ইনি গর্ভাবস্থায় সমুদায় বেদ ও শাস্ত্রে পারদর্শী হন। গর্ভস্থ শিশু একদা পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার অধ্যয়ন সম্যক হইতেছে না। শিষ্যগণ মধ্যে গর্ভস্থ শিশু কর্তৃক এই রূপে অপমানিত হইয়া কহোড় ইহাঁকে শরীরের অষ্টস্থান বক্র হইতে শাপ দেন। এই অভিশাপ হেতু ইনি অষ্টাবক্র হইলেন।

কথিত আছে যে একদা অষ্টাবক্র বিকলাঙ্গ ভগীরথের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ইহাঁকে সম্মান দর্শনের জন্য উত্থান করিতে বৃথা চেষ্টা করেন। মুনি মনে করিলেন যে তাঁহাকে বিদ্রুপ করণাভিপ্রায়ে রাজা তদ্রুপ করিতেছেন এবং তজ্জন্য অভিসম্পাত করেন "যদ্যপি বিদ্রুপ করিয়া থাক তবে বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ উত্তমাঙ্গ হইবে"। ভগীরথ উত্তমাঙ্গ হইলেন।

অষ্টাবক্রের পিতা, জনকরাজসভায় বন্দী নামক এক তার্কিকের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া, পূর্ব্বের পণ অনুসারে জলে নিমজ্জিত হন। অষ্টাবক্র সে সংবাদ শুনিয়া জনকরাজসভায় উপস্থিত হইলেন। বিচারে বন্দীকে পরাস্ত করিয়া পিতাকে মুক্ত করেন। অতঃপর পিতার আদেশে সমঙ্গা নদীতে স্নান করিলে ইহাঁর বিকলাঙ্গতা মুক্ত হয়।

অষ্টাবক্র-সংহিতানামক যে বিখ্যাত যোগশাস্ত্র তাহা এই মুনিবরই প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।—(মহা…বন)

অসমঞ্জ—সগর রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কেশিনীগর্ভসম্ভূত। ইনি অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলে ইহার পিতা ইহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কথিত আছে যে পরে ইনি সাধুশীল হইয়া তপস্যাচরণে জীবন অতিবাহিত করেন।

অসিতলোমা—মহর্ষি কশ্যপও দনুর পুত্র, দানববিশেষ। ব্রহ্মার বরে দানব সকলের অজেয় হয়। পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইয়া দেবতাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। দেবগণ মহাদেব সহ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি নিজ শরীর হইতে মহালক্ষ্মী নাম্নী এক শক্তি উৎপন্ন করেন। তিনিই এই অসিতলোমাকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন।

অহল্যা—গৌতমপত্নী, বৃদ্ধাশ্বের পুত্রী। মতান্তরে উক্ত আছে যে ব্রহ্মা

ইহাঁকে সৃজন করিয়া গৌতমের নিকট রাখিয়া দেন। বহুবর্ষ পরে তিনি ইহাঁকে প্রত্যর্পণ করিলে ব্রহ্মা ঋষির জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকেই কন্যারত্ন ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহ করিবার জন্য দান করেন। ইন্দ্র ইহাঁকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া নিরাশ হইলেন। (রাম···উত্তর-৩৬স্ব)

মহর্ষি গৌতমের সহিত ইহাঁর পরিণয় হইলে উভয়ে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনকরাজ পুরোহিত শতানন্দ।

একদা প্রত্যুষে গৌতম স্নানার্থে গমন করিলে, ইন্দ্র তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট গমন করেন। গৌতম গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ইন্দ্রের রূপান্তর দেখিতে পান। তপোবলে সমুদায় জানিতে পারিয়া, মুনিবর ইন্দ্র ও অহল্যাকে অভিসম্পাত করেন। ইনি সেই শাপে নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা, ভস্মশায়িণী ও অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

বহুকাল পরে মিথিলা গমন কালে রাম বিশ্বামিত্র সহ গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, অহল্যার শাপমোচন হয়। অনন্তর গৌতম তথায় উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে পত্নীরূপে পুনরায় গ্রহণ করেন। (রামা)

অহল্যাবাই — মালব প্রদেশের বিখ্যাত রাজ্ঞী। ইনি মলহর রাওর পুত্রবধূ এবং কন্তী রাওর স্ত্রী। কন্তী পিতার বর্ত্তমানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মলহর রাজের মৃত্যু হইলে, তৎপৌত্র মালিরাও মালবের রাজা হন। নয়মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, অহল্যাবাই পুত্রের সিংহাসনে আরূঢ় হন। রাজ্যের কয়েক জন প্রধান কর্ম্মচারী ইহাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে উদ্যত হইলে, ইনিও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরে তাহাদের সহিত ইহাঁর সদ্ভাব হয়। রাজবেশে ইনি রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজ্যের সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন। ভারতের অন্যান্য রাজধানীতে দূত নিযুক্ত করেন। অহল্যা রাজকার্য্য অতি দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি বিলক্ষণ লেখা পড়া জানিতেন এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে ইহাঁর বড় প্রীতি ছিল।

কথিত আছে যে ইনি রাজ্ঞী হইবার সময় রাজকোষে দুইকোটী টাকা ছিল। রাজকোষ হইতে বাৎসরিক চারি পাঁচ লক্ষ টাকা ইনি নিজ ব্যয়জন্য লইতেন। এই বিপুল অর্থে রাজ্ঞী দেশ বিদেশে দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁর ব্যয়ে প্রস্তুত গয়ার

বিষ্ণুপদ মন্দির ও নাট মন্দিরের তুল্য উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য ভারতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য এবং সর্ব্বত্র ধর্ম্মকর্ম্মের সুবিধার জন্য ইনি অকাতরে ধন ব্যয় করিতেন। ইহাঁর ন্যায় রাজ-কর্ম্মদক্ষ অতি অল্প রমণীই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠি বৎসর বয়সে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়।

হিন্দুরমণী যে রাজকার্য্যও সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম, অহল্যা-বাইর জীবন তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।—(নবনারী)

আদিশূর—বঙ্গের বিখ্যাত রাজা। ইনি অতি পরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। বঙ্গে উপযুক্ত ব্রাহ্মণা-ভাবে, রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সম্ভবতঃ সেই ব্রাহ্মণ-দিগের বংশধরগণ বঙ্গের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; এবং তাঁহাদের সহিত যে সকল কায়স্থ আসিয়া-ছিল তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ বঙ্গের উত্তররাঢ়ী কায়স্থ।

বহুকাল অপুত্রক থাকায় আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ উপলক্ষে কাণ্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই সঙ্গে পাঁচজনকায়স্থও আইসেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে বঙ্গের রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বর্গ এবং সেই সকল কায়স্থ হইতে বঙ্গের দক্ষিণরাঢ়ী কুলিন কায়স্থগণ উদ্ভূত হইয়াছেন।

এই যজ্ঞের পর আদিশূরের একটী পুত্র হয়; কিন্তু অল্প বয়সে পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় দুহিতা লক্ষ্মীকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। ইহাঁর রাজধানী বিক্রমপুরে সুবর্ণগ্রামে ছিল।—(সেনরাজগণ)

আনন্দগিরি—ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি "শঙ্কর-বিজয় জয়ন্তি" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাঁর রচিত গীতার টীকা প্রসিদ্ধ।—(ভবভূতি)

আবি—অন্ধক দৈত্যের পুত্র। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া দৈত্য বর প্রাপ্ত হয় যে রূপান্তর না হইলে ইহার নাশ হইবে না। পিতৃহন্তা মহাদেবের উপর ইহার জাতক্রোধ ছিল এবং তাঁহার অনিষ্ট করিবার জন্য সতত ছিদ্র অন্বেষণ করিত। একদা পার্ব্বতী স্থানান্তরে গমন করিলে দৈত্য সর্পরূপে দ্বার অতি-ক্রম পূর্ব্বক দেবীর রূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহার নাশের চেষ্টা পায়। মহাদেব সমুদায় জানিতে পারিয়া আবিকে নিহত করেন। (পদ্ম)

আরুণি—ব্রাহ্মণকুমারবিশেষ। ইনি আয়োদ ধৌম্যের শিষ্য ছিলেন। গুরুবাক্য প্রতিপালনে ইনি সর্ব্বতোভাবে যত্নবান থাকিতেন। একদা গুরু ইহাঁকে শস্যক্ষেত্রের আলিবন্ধনে নিযুক্ত করেন। জল রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজে তথায় শয়ন করিয়া আলির কার্য্য করেন। ধৌম্য তদ্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা দেন। (মহা)

আর্য্যভট্ট— ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ। ইহাঁর গ্রন্থে ইহাকে কুসুমপুর নিবাসী বলিয়া জানা যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহা ইনিই প্রথমে আবিস্কার করেন। ইহাঁর নাম আরবী ও পারস্য ভাষায় দৃষ্ট হয়। আর্য্যসিদ্ধান্ত ও বীজগণিত নামক গ্রন্থদ্বয় ইহাঁর প্রণীত।

আয়ান (বা রায়ান)—যশোদার সহোদর গোপবিশেষ। ইনি ব্রজধামে বাস করিতেন এবং অতি ধর্ম্ম পরায়ণ লোক ছিলেন। ইহাঁর সহিত বৃষভানুনন্দিনী রাধার বিবাহ হয়।—(ব্রহ্ম)

আয়ু—চন্দ্রবংশীয় নরপতিবিশেষ। ইনি মহারাজ পুরুরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আয়ু মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায় পালিত হইয়াছিলেন। নহুষাদি ইহাঁর চারিটী পুত্র হয়।—(মহা)

আস্তিক, আস্তীক— মুনিবিশেষ। জরৎকারু মুনির ঔরসে এবং বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর (মনসাদেবী) গর্ভে ইহার জন্ম হয়। জনমেজয় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া নাগকুল বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, নাগরাজ ভগিনীর দ্বারা আস্তিককে সমুদায় জ্ঞাপন করেন। আস্তিক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিলে যজ্ঞ বন্দ হয়। জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞে আস্তিক বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।—(মহা)

আহুক—রাজাবিশেষ। ইহাঁর পুত্র কৃষ্ণের মাতামহ দেবক এবং কংসের পিতা উগ্রসেন।—(হরি)

ইক্ষ্বাকু—সূর্য্যবংশীয় প্রথম ভূপতি। ইনি বৈবস্বত মনু ও তৎপত্নী শ্রদ্ধার পুত্র। ইনি অতি প্রতাপান্বিত ভূপতি ছিলেন। ইহাঁর শতপুত্র হইয়াছিল।—(রামা)

ইড়া, ইলা—বৈবস্বত মনুর কন্যা। ইহাঁর সহিত চন্দ্রতনয় বুধের পরিণয় হয়। বুধের ঔরসে ইহাঁর পুরুরবা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।—(মহা)

ইন্দুমতী— বিদর্ভরাজের কন্যা। ইন্দুমতী স্বয়ম্বর স্থলে অন্যান্য রাজাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অযোধ্যাপতি অজরাজকে বরমাল্য অর্পণ করেন। পরে উপেক্ষিত নৃপবৃন্দ অজের সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলে, তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ইন্দুমতীসহ অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। দশরথ ইহাঁদের পুত্র। একদা ইন্দুমতী পতির সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় শূন্যপথগামী নারদের বীণাস্থিত পারিজাত মালা শরীরে পতিত হইলে তদ্দর্শনে ইহার মৃত্যু হয়। (রামা, রঘুবংশ)

ইন্দ্র—দেবরাজ। দেবমাতা অদিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভিন্ন অন্যান্য দেবগণ ইহাঁর অধীন। স্বর্গ ইহাঁর রাজ্য, অমরাবতী ইহাঁর পুরী, এবং বৈজয়ন্ত ইহাঁর রাজপ্রাসাদ। ইহাঁর হস্তীর নাম ঐরাবত, অশ্বের নাম উচ্চৈঃশ্রবা, এবং অস্ত্রের নাম বজ্র। তিলোত্তমা সৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় তাহাকে দর্শন লালসায় ইহাঁর সর্ব্বগাত্রে সহস্র সংখ্যক নেত্র উদ্ভূত হইল। এইরূপে বাসব সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। (মহা…আদি-২১২অ)

ইন্দ্র পুলোমা দানবের কন্যা, শচীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর জয়ন্ত নামে পুত্রের জন্ম হয়। ইহাঁর ঔরসে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন এবং ঋক্ষরাজপুত্র বালী জন্ম গ্রহণ করেন।

দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি দেব ও বেদ বিদ্বেষীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া ইন্দ্র স্বীয় গৌরব ও লোকস্থিতি রক্ষা করিতেন। সময় সময় তাহাদের হস্তে পরাজিতও হইতেন। বৃত্রাসুর দ্বারা পরাজিত ও স্বর্গচ্যুত হইয়া পরে দধীচির অস্থি-নির্ম্মিত বজ্রাস্ত্রের দ্বারা তাহাকে নিধন করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। রাবণপুত্র মেঘনাদ কর্ত্তৃক ইনি পরাস্ত ও বন্দি হইয়া লঙ্কায় নীত হন; পরে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক মুক্তি লাভ করেন। খাণ্ডববন রক্ষা করিতে ইনি কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হন। পারিজাত লইয়া কৃষ্ণের সহিত ইহাঁর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অদিতির দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হয়।

বর্ণিত আছে যে শত অশ্বমেধ করিতে পারিলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। সেই জন্য ইন্দ্র নৃপতিগণের শত অশ্বমেধযজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। মহাতপস্বী ঋষিগণও ইহাঁর ভয়ের পাত্র; এবং সেই জন্য অপ্সরা দ্বারা তাঁহাদের তপস্যার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেন। অহল্যা হরণ অপরাধে ইনি শাপগ্রস্ত হন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—সূর্য্যবংশীয় ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতি নামে একজন ব্রাহ্মণকে পুরুষোত্তমে পাঠাইয়া দেন। তিনি লীলাচলে নারায়ণ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইহাঁকেতদ্বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া বলেন। রাজা তচ্ছ্রবণে সপরিবারে ও প্রজাবর্গের সহিত লীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নারদমুখে শ্রবণ করেন যে নারায়ণ আর লীলাচলে নাই। তখন রাজা অতীব শোকার্ত্ত হইয়া নারদের পরামর্শে বিষ্ণুর চারিটী মূর্ত্তি স্থাপন জন্য প্রস্তুত হন। বহুকালের যত্নে ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ দেবের মন্দির এবং প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

ইরাবান—নাগবিশেষ। ইনি অর্জ্জুনের ঔরসজাত তনয়। ইহার জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে নাগ ঐরাবতের পুত্র গরুড় কর্ত্তৃক হত হইলে, নাগ বংশরক্ষার্থ চিন্তিত হইলেন। পরে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অনুনয় দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার ঔরসে স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন।

ইরাবান একজন বীরপুরুষ ছিলেন এবং পিতৃসাহায্যার্থে ভারতযুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অষ্টম দিনের যুদ্ধে সৌবলরাজের অশ্বসেনা নিজ অশ্বসেনা দ্বারা ধ্বংস করেন। অতঃপর রাক্ষস অলম্বুষের হস্তে নিপতিত হন।—(মহা...ভীষ্ম-৮৬অ)

ইলবিলা—কুবেরজননী। ইনি তৃণবৃন্দের কন্যা এবং বিশ্রবার পত্নী।

ইল্বল— দানববিশেষ। এ দাক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশের রাজা ছিল। ইহার ভ্রাতা বাতাপি। ইহারা অনেক মুনিঋষির প্রাণনাশ করিত। মৃগরূপী বাতাপির মাংস দ্বারা অতিথিদিগকে ভোজন করাইত। পরে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে দানব পুনর্জীবিত হইলে, ভোক্তাদিগের মৃত্যু হইত।

অর্থের জন্য একদা মহর্ষি অগস্ত্য, ইল্বলের নিকট উপস্থিত হইলে, এ তাঁহাকেও বাতাপির মাংস দ্বারা ভোজন করাইল। মুনিবর সমুদায় অবগত হইয়া তপোবলে বাতাপিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ইল্বল ইপ্সিত অর্থ দিয়া মুনিবরকে বিদায় করে।—(মহা)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—বঙ্গভাষায় হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ কবি। ১২১৩ সালে ভাগীরথীতীরে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না; তজ্জন্য পুত্রের যথারীতি বিদ্যাভ্যাস হয় নাই। গ্রামস্থ পাঠশালাতেই ইহার শিক্ষা

শেষ হয়। কিন্তু নিজের অসাধারণ বিদ্যানুরাগ হেতু ইনি পরে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ১২৩৯ সালে "সংবাদ প্রভাকর" নামে বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। এই কাগজে প্রকাশিত ইহাঁর কবিতা সকলের মন মুগ্ধ করিতে লাগিল। "সাধু-রঞ্জন" ও "পাষণ্ডপীড়ন" নামে ইহাঁর আর দুই খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল। যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ইনি ভারতচন্দ্র, রাম প্রসাদ রামবসু, নিতাই দাস প্রভৃতি বঙ্গের কবিদিগের জীবনী সংগ্রহ করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করেন। ১২৬৫ সালে কবিবরের পরলোক প্রপ্তি হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম নিজের লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করেন। ইনি বিলক্ষণ অর্থো-পার্জ্জন এবং সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর কবি না হইলেও ইনি একজন স্বভাবজাত কবি। ইহঁার রচনা অতি প্রাঞ্জল, কিন্তু অনুপ্রাসের ভারে মধ্যে মধ্যে বড় পীড়িত। হাস্যরসে ইনি অদ্বিতীয়। (কবিতাসংগ্রহ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—হিন্দুশাস্ত্র মতে বাল-বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তক। ইনি বঙ্গের বিখ্যাত বিদ্বান্, বদান্য, ও সহৃদয়বান লোক ছিলেন। হুগলি জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে ১২২৭ সালে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় থাকি-তেন। তাঁহার আয় এতাদৃশ ছিল না যে তিনি পরিবার বর্গ সঙ্গে রাখেন। সুতরাং বালক ঈশ্বরচন্দ্র মাতা ভগবতী দেবী ও পিতা-মহীর নিকট দেশেই রহিলেন। বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষিত হইয়া নয়বৎসর বয়সে ইনি পিতার সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়া, ইং ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। ঐকান্তিক যত্ন ও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র উৎকৃষ্ট ছাত্রের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। অতি প্রশংসার সহিত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহা-শয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা স্বত্তেও ইনি হুগলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনী-পুর এই জেলা চতুষ্টয়ের স্কুল সমূহের অতিরিক্ত ইনেস্পেক্টর হন। এই

সময়ে ইহাঁর বেতন সর্ব্বসমেত মাসিক পাঁচ শত টাকা। উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত অবনিবনায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্য্য ত্যাগ করেন।

অতঃপর ইহাঁকে স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইতে হইল। বালক বালিকাদিগের পাঠ্য অনেক গুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক প্রণয়ন করিয়া আয়ের সংস্থান করেন। উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী রচনা করিয়া ইনি সহজে সংস্কৃত শিক্ষায় পথ সুগম করেন। ইনি স্বীয় পুস্তক বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেন এবং যাবজ্জীবন আর্থিক সুখে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের প্রধান কার্য্য বাল-বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তণ। ইনি একদা বীরসিংহে বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ইহাঁর জননী একটী বালিকার বৈধব্য দুঃখ উল্লেখ করিয়া রোদন করিতে করিতে উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে বলিলেন, "তুই এত শাস্ত্র পড়িলি তাহাতে বিধবাদের কোন উপায় আছে কি না।" ইহাঁর পিতৃদেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর বলেন, "বেদ, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে বালবিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। তবে সে সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিলে নানা লোকে নানা-রূপ কুৎসা ও কটু বাক্য প্রয়োগ করিলে, আপনারা দুঃখিত হইতে পারেন।" তখন ইহাঁর পিতা বলিলেন, "আমরা উভয়ে একবাক্যে বলিতেছি এ বিষয়ে যাহা কিছু সহ্য করিতে হয়, তাহা করিব। পুস্তক প্রচারিত করিবার অগ্রে আর একবার ধর্ম্মশাস্ত্র ভাল করিয়া দেখিয়া প্রবৃত্ত হইবে। প্রবৃত্ত হইলে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না, এমন কি আমরা তোমার পিতা-মাতা, আমরা নিবারণ করিলেও থামিবে না।" পিতামাতার আদেশে বিদ্যাসাগর বালবিধবা—বিবাহের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "বিধবা বিবাহ" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। অতঃপর অকাতরে নিন্দা, অত্যাচার, ব্যয়, অসুবিধা প্রভৃতি সহ্য করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ও বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেক গুলি বিধবার বিবাহ দেন। নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একটী বিধবার সহিত বিবাহ দেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথমে ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত

কলেজ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই মহাত্মা মানবলীলা সম্বরণ করেন।
(বিদ্যাসাগর জীবনচরিত)

উগ্রসেন—যাদববংশীয় মথুরার রাজা। ইনি আহুকের পুত্র এবং কংসের পিতা। দুর্বৃত্ত কংস ইহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করে। পরে কৃষ্ণ কংসকে নিপাত করিয়া উগ্রসেনকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাঁর ভ্রাতা দেবক কৃষ্ণের মাতামহ। যদুবংশ ধ্বংসের পর ইনি দেহ ত্যাগ করেন।—(হরি)

উচ্চৈঃশ্রবা—ইন্দ্রের অশ্ব। সমুদ্রমন্থনে ইহাঁর উৎপত্তি হয়। ইহাঁর বর্ণ শ্বেত।—(মহা)

উতঙ্ক—(১) মহর্ষিবিশেষ। ইনি কোন মরুভূমিতে আশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক বহুবর্ষ কঠোর তপস্যা করেন। বর্ণিত আছে যে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া বর লইতে আদেশ করেন। হরির দর্শন লাভই শ্রেষ্ঠ বর বলিয়া ঋষিবর অন্যবরের আকাঙ্ক্ষা করেন না। বিষ্ণু ইহাঁর নিস্পৃহতা ও ভক্তিতে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে বর নিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তখনি মুনিপুঙ্গব যাচ্ঞা করিলেন "আমার বুদ্ধি যেন সতত ধর্ম্মে, সত্যে, দমে নিরতা থাকে। মদীয় চিত্তবৃত্তি প্রবাহ যেন তোমার প্রতিই নিয়ত ভক্তিপ্রবণ হয়"। ত্রিলোকের উপকারার্থ উতঙ্ক কুবলাশ্বরাজ দ্বারা দৈত্য ধুন্ধুর বিনাশ সাধন করেন।—(মহা···বন-২০৩অ)

(২)—ঋষিবর বেদের শিষ্য, মুনি বিশেষ। ইনি অতি গুরুভক্ত ছিলেন এবং যথাসাধ্য গুরুআজ্ঞা পালন করিতেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলে,গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হন। গুরুদক্ষিণা দিতে অনুনয় করিলে, বেদ তাহার পত্নীর আদেশ পালনের আজ্ঞা করেন। বেদজায়া পৌষ্যরাজপত্নীর কুণ্ডল দ্বয় প্রার্থনা করেন। কুণ্ডল অনিবার সময় পথে তক্ষক কর্ত্তৃক তাহা অপহৃত হইল। অতঃপর উতঙ্ক পাতালে গিয়া কুণ্ডল আনয়ন করিয়া গুরুপত্নীকে প্রদান করেন। ইনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে মন্ত্রণা দেন।—(মহা)

উত্তম—উত্তানপাদ রাজার পুত্র। ইনি সুরুচির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মৃগয়া উপলক্ষে হিমাদ্রি প্রদেশে এক যক্ষের বনে উপস্থিত হইলে তাহার হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। (বিষ্ণু)

উত্তর—বিরাটরাজতনয়। বিরাটরাজ সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধে গমন করিলে সংবাদ আইসে যে কুরুবীরগণ উত্তর গোগৃহে উপস্থিত হইয়া গাভিগণ

লইয়া যাইতেছে। উত্তর রাজধানীতে ছিলেন। ইনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে আমি একজন সারথি পাইলেই গোধন মোচন করিতে পারিতাম। ছদ্মবেশধারী অর্জ্জুন সারথ্য স্বীকার করিয়া ইহার সহিত যুদ্ধে গমন করেন। কুরুসৈন্য দর্শনে উত্তর ভীত হইয়া রথ ফিরাইতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হন এবং স্বয়ং রথী হইয়া কুরুসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া বিরাটরাজের গাভি মুক্ত করেন। উত্তর তাহার রথে সারথি ছিলেন মাত্র। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রথমদিনে ইনি শল্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ইহার অপর নাম (মহা)

উত্তরা—বিরাটরাজতনয়া। ইনি ছদ্মবেশধারী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নৃত্যগীত প্রভৃতি বিদ্যায় শিক্ষিতা হন। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাস বৎসর অতীত হইলে, পার্থপুত্র অভিমন্যুর সহিত ইহার বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হয়, তখন ইনি গর্ভবতী ছিলেন। পরে যুদ্ধশেষে অশ্বত্থমার ঐশিকাস্ত্র ইহার গর্ভনাশার্থ প্রেরিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণ যোগবলে ইহার গর্ভ রক্ষা করেন। এই গর্ভে পরিক্ষিতের জন্ম হয়।—(মহা)

উত্তানপাদ—স্বায়ম্ভূব মনুর পুত্র রাজাবিশেষ। ইহাঁর স্ত্রী সুনীতির গর্ভে ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুপরায়ণ ধ্রুব জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর অপর স্ত্রী সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে পুত্রের জন্ম হয়। যথাসময়ে রাজ্যভার ধ্রুবের উপর ন্যস্ত করিয়া উত্তানপাদ চতুর্থাশ্রমে গমন করেন।—(বিষ্ণু)

উদয়ন—(১) পণ্ডিত বিশেষ। বুদ্ধদেব ও উদয়ন একদিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ইহাঁর ধর্ম্মশিক্ষক। কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন।

(২)—(বৎসরাজা দেখ)।

উদ্ধব—সত্যকের পুত্র এবং কৃষ্ণের বিশেষ অনুগত সখা। বৃহস্পতির নিকট ইনি শিক্ষিত হইয়া যদুবংশের মন্ত্রী হন। কৃষ্ণ ইহাঁকে আত্মতত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর উদ্ধব বদরিকাশ্রমে জীবনের শেষভাগ তপস্যায় যাপন করেন।—(ভাগ)

উপগুপ্ত—মহারাজ অশোকের ধর্ম্মগুরু। ইনি মথুরার জনৈক ধনবানের পুত্র ছিলেন। ধর্ম্মে মতিগতি হওয়ায় ধর্ম্মোদ্দেশে ইনি সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্রমে একজন

বিখ্যাত ধার্ম্মিকপুরুষ হন। উপগুপ্ত মহারাজ অশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

উপমন্যু—আয়োদ ধৌম্যের শিষ্য। ইনি অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন এবং নানাক্লেশ সহ্য করিয়া গুরুর আদেশ পালন করিতেন। এমন কি গুরুর কার্য্যের জন্য অনশনও উপেক্ষা করিতেন। একদা অতিরিক্ত ক্ষুধাহেতু অর্কফল ভোজনে ইনি অন্ধ হন। দেব অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের বরে ইহার চক্ষু পূর্ব্ববৎ হয়। ধৌম্য সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।—(মহা)

উপসুন্দ—দৈত্যরাজ বিশেষ। ইহার পিতার নাম নিকুম্ভ। দৈত্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দের সহিত ত্রিলোকের অধিপতি হইবার বাসনায় ঘোরতর তপস্যা করে। কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ইহাদিগকে বরপ্রদান করেন যে ইহারা অন্যের অবধ্য হইবে কিন্তু কেবল পরস্পরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব থাকায় এই বরে তাহারা অমর হইল বলিয়া মনে করিল।

অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইল। সকলের অবধ্য বলিয়া ইহারা ক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিসংসার জয় করিল। পরে সাধু লোকদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়া মুনিঋষির ধ্বংশে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের উৎপীড়নে ত্রিসংসার উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইলে, দেব ও ঋষিগণ দৈত্যদ্বয়ের বধার্থে ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে এক পরম রূপবতী নারী সৃজন করিতে আদেশ করিলে, তিলোত্তমার সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মার আজ্ঞায় তিলোত্তমা ইহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে, তাহাকে প্রাপ্তির জন্য দুই ভ্রাতায় বিবাদ আরম্ভ হইয়া উভয়েই যুদ্ধে নিহত হয়।—(মহা…সভা)

উমা—ভগবতীর অন্যতমনাম। দেবী পূর্ব্বজন্মে পিতা দক্ষরাজের মুখে পতিশিবের নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহাদেবকে পতি পাইবার আশায় তপস্যার্থ উদ্যত হইলে মেনকা ইহাঁকে নিষেধ করেন সেই জন্য ইনি উমা নামে খ্যাত হন। অতঃপর কঠোর তপস্যা করিয়া সফলমনোরথা হইয়াছিলেন।

উর্ব্বশী—অপ্সরাবিশেষ। একদা ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরূরবাকে দেখিয়া ইহার তাল ভঙ্গ হয়। তজ্জন্য ইন্দ্রের (মতান্তরে মিত্রাবরুণের) শাপে

ইনি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পুরূরবার পত্নী হইয়া মর্ত্ত্যে বাস করিতে লাগিলেন। রাজার ঔরসে ইহার আয়ু আদি পাঁচটী পুত্র হয়।

অস্ত্রশিক্ষার্থ অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়া দেবরাজসভায় উর্ব্বশীকে পৌরববংশের জননী বলিয়া বারংবার দর্শন করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্রের আদেশে ইনি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলে, তিনি ইহাকে মাতৃ সম্বোধন করেন। তাহাতে ইনি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শাপ দিয়া এক বৎসরের জন্য নপুংসক করিয়া ছিলেন।—(মহা)

উলুক—শকুনির পুত্র। ইনি দুর্য্যোধনের আশ্রিত ছিলেন এবং তাহার দূতরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করেন। ভারতযুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে ইনি সহদেবের হস্তে নিপতিত হন।—(মহা)

উলূপী—নাগরাজ কৌরব্যের দুহিতা। অর্জ্জুনের একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাস কালে উলূপীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি পার্থকে বর দেন যে তিনি জলমধ্যে অজেয় হইবেন এবং জলচর জন্তু তাঁহার বাধ্য হইবে।

পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে, অর্জ্জুন অশ্বসহ মণিপুরে উপস্থিত হইলে, বভ্রুবাহন যুদ্ধার্থ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে অর্জ্জুনের উত্তেজনায় এবং উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অর্জ্জুন প্রপীড়িত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হন। তখন উলূপী পিতার নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনিয়া অর্জ্জুনের চেতনা সম্পাদন করেন।—(মহা)

উশীনর—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইনি শরণাগতের প্রতিপালক ছিলেন। ইহাঁর পুত্র শিবিরাজা। পুণ্য কর্ম্মদ্বারা ইনি অতি প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন। কথিত আছে যে ইহাঁর ধর্ম্মপরীক্ষার্থে ইন্দ্র শ্যেন ও অগ্নি কপোত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহাঁর নিকট উপস্থিত হন। কপোত রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্যেন তাহাকে ভক্ষণজন্য প্রার্থনা করে। শরণাগতের রক্ষার্থ রাজা শ্যেনকে অন্য কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিতে বলেন। শ্যেন কপোতের পরিবর্ত্তে রাজার শরীরের মাংস লইতে স্বীকৃত হয়। রাজা তাহাই দিতে সম্মত হইয়া,নিজ দেহ হইতে মাংস কর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ইন্দ্র ও অগ্নি নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রাজার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করেন।—(মহা)

-অসুররাজ বাণের কন্যা। ইনি পার্ব্বতীর বরে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহাকে

পতিভাবে পাইতে ইচ্ছা করেন। সখী চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে দ্বারকা হইতে ইহার আবাসে গোপনে আনয়ন করিলে, ইনি গান্ধর্ব্ব বিবাহে তাঁহার পত্নী হন। বাণ সমুদায় জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে যুদ্ধে বন্দি করে। পরে কৃষ্ণকর্ত্তৃক বাণ পরাস্ত হইলে, উষা অনিরুদ্ধ সহ দ্বারকায় নীত হন।—(হরি)

ঊর্ম্মিলা—রাজর্ষি জনকের তনয়া। ইহাঁর সহিত লক্ষ্মণের পরিণয় হয়। ইহাঁর গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে।—[রাম]

ঋচীক—ভৃগুবংশীয় মুনিবিশেষ। ইনি গাধি তনয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ইহাঁর একশত পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্নি। বিখ্যাত শুনঃশেফও ইহাঁর পুত্র।

ঋতুপর্ণ—সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইনি অক্ষক্রীড়া ও গণনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কলিপ্রাপ্তকালে নলরাজা বাহুক নামে সারথির বেশে ইহাঁর আশ্রয়ে অবস্থান করেন। তাঁহাকে প্রাপ্তির আশায় দময়ন্তী নিজ স্বয়ম্বরের অলীক সংবাদ তথায় প্রেরণ করিলে ঋতুপর্ণ স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইতে প্রয়াসী হইয়া অশ্ববিদ্যাবিৎ নলকে সারথি করিয়া বিদর্ভনগরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ইনি গণনা বিদ্যার পরিচয় দিয়া নলকে অক্ষবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া পরদিবস নলের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ইনি পরম তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার নিকট অশ্বতত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।—[মহা]

ঋষ্যশৃঙ্গ—মুনিবিশেষ। ইনি বিভাণ্ডক মুনির পুত্র। যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত পর্য্যন্ত পিতা ভিন্ন অন্য কোন নরনারীর সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয় না। নির্জ্জন পিতৃ কুটীরে সর্ব্বদা তপোরত থাকায় ইনি তপস্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অঙ্গদেশে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হইলে, লোমপাদরাজ ঋষ্যশৃঙ্গকে গণিকাদ্বারা লইয়া গেলে, দেশে সুবৃষ্টি হয়। অতঃপর দশরথরাজের কন্যা শান্তার সহিত বিবাহ হয়। ইনি দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে, রাম লক্ষ্মণাদি তাহার পুত্রচতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করেন। (রাম)

একলব্য—নিষাদরাজ পুত্র। দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে আগমন করেন, নীচজাতি বলিয়া তিনি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। বিফল মনোরথ হইয়া অতিশয় দুঃখে একলব্য বনগমন পূর্ব্বক দ্রোণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার আরাধনা

করেন। পরে কঠোর তপস্যা দ্বারা সমগ্র অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হন।

একদা সশিষ্য দ্রোণ একলব্যের বনে মৃগয়া করিতে উপস্থিত হন। তাঁহাদের কুকুর একলব্যের নিকট গিয়া উচ্চরবে ইহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করে। ইনি তখন বাণ দ্বারা কুকুরের মুখ বন্ধ করেন, কিন্তু তাহাতে কুকুর আহত না হইয়া অক্ষত শরীরে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে শিষ্যবৃন্দ বিস্মিত হইয়া, একলব্যের নিকট গমন করিয়া অবগত হইলেন যে দ্রোণ তাহার গুরু। অতঃপর দ্রোণ সমীপে আগমন পূর্ব্বক অর্জ্জুন সমুদায় জ্ঞাপন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে তাহাকে সে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। দ্রোণ একলব্যের নিকট গমন পূর্ব্বক সমুদায় অবগত হইয়া গুরু দক্ষিণার স্বরূপ ইহার বৃদ্ধাঙ্গুলি চাহিয়া কঠিন হৃদয়ের পরিচয় দেন। বিনা বাক্য ব্যয়ে একলব্য সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই দ্রোণকে প্রদান করিলেন।

পরে একলব্য অতি দুর্দ্দান্ত ও অত্যাচারী হইলে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন। (মহা)

ঐরাবত—(১)—দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী। শ্বেতবর্ণ চতুর্দ্দন্ত এই প্রকাণ্ড বারণ সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন হয়।

(২)—নাগবিশেষ, কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর তৃতীয় পুত্র। ইহার পুত্র গরুড়ের দ্বারা হত হইলে, ইনি বীর্য্যবান অর্জ্জুনের দ্বারা স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে ইরাবান নামে পুত্র উৎপাদিত করেন। (মহা…ভীষ্ম-৮৭অ)

ঔর্ব্ব—ভৃগু বংশীয় মুনিবিশেষ ইনি চ্যবনের ঔরসে আরুষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেম। ক্ষত্রিয়গণ ভার্গবদিগকে নাশ করিতে কৃতসংকল্প হন। ইহাঁর জন্ম হইলে ইনি তৎ সমুদায় অবগত হইয়া ক্ষত্রিয়নাশের জন্য ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করেন। পরে পিতৃগণের আদেশে সে উদ্দেশ্য ত্যাগ করেন। মতান্তরে উল্লেখ আছে যে ক্ষত্রিয়গণ আরুষীর গর্ভনাশ করিতে উদ্যত হইলে, উরুস্থিত ঔর্ব্ব বহির্গত হইয়া স্বীয় তেজে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি নাশ করেন। তখন তাহারা অতি কাতর হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ইনি বরদানে তাহাদের দর্শনেন্দ্রিয় পূর্ব্ববৎ করিলেন।

কংস—যাদববংশীয় উগ্রসেনের পুত্র। ইনি জরাসন্ধের পুত্রীদ্বয় অস্তি ও প্রাপ্তির পাণিগ্রহণ করেন। একে স্বভাবতঃ দুর্বৃত্ত তাহাতে জরাসন্ধের সাহায্য প্রাপ্তে কংস যাদবগণকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ পূর্ব্বক স্বয়ং

মথুরার সিংহাসন অধিকার করিলেন। অতঃপর যদৃচ্ছাক্রমে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার উপদ্রবে ও স্বেচ্ছাচারিতায় যাদববৃন্দ জ্বালাতন হইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

কংসের পিতৃব্য দেবকের কন্যা দেবকীর সহিত বসুদেবের পরিণয় হইলে, কংস দৈববাণীতে অবগত হন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহার বিনাশ সাধন করিবে। তচ্ছ্রবণে কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের এক একটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, আর ইনি তাহা শমন সদনে প্রেরণ করেন। এইরূপে সাতটী সন্তান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হইল। বসুদেব তাঁহাকে রজনীতে গোপনে গোকুলে নন্দঘোষের গৃহে রাখিয়া তাহার সদ্যোজাত কন্যা (যোগমায়া) আনয়ন করেন। প্রাতঃকালে কংস সেই কন্যা বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বলিয়া যান যে তাহার হন্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তদনন্তর কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করেন; এবং কেশী, ধেনুক, পূতনা প্রভৃতি অনুগত অনুচরদিগকে আজ্ঞা করেন "যে বালকে বলের আধিক্য দেখিবে তাহাকেই বধ করিবে"। উহারা কৃষ্ণ ও বলরামের হস্তে নিপতিত হইলে, কংস জানিতে পান যে তাঁহারাই ভয়ের পাত্র। তাঁহাদের ধ্বংশের জন্য অন্যান্য অনুচরগণ প্রেরিত হইলে, তাহারাও নাশ প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণবলরামকে আনিতে অক্রূরকে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের বিনাশের জন্য বলিষ্ঠ মল্লগণ ও মদোন্মত্ত মাতঙ্গ নিয়োজিত হয়। কৃষ্ণবলরাম সে সকলকে বিনাশ করিয়া কংসের বধার্থ প্রস্তুত হন। তখন কংস কৃষ্ণকে নাশ করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়া তাঁহার হস্তে নিপতিত হইলেন। (হরিবংশ)

ককুৎস্থ—ভগীরথের পুত্র। ইনি অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। ইহাঁর নাম পুরঞ্জয়, পরে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে ককুৎস্থ হইয়াছিল। ইহাঁর জীবিত কালে দেবাসুরে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দেবগণ পরাস্ত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হন। তাঁহার আদেশে দেবগণ পুরঞ্জয়ের সাহায্যে অসুরগণকে বিধ্বংস করেন। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র স্বয়ং এক মহাবৃষ রূপ ধারণ করিয়া রাজাকে ককুদের

উপর যুদ্ধাসন প্রদান করেন। সেই জন্য পুরঞ্জয়ের নাম ককুৎস্থ হইয়াছিল। (রামা)

কচ—বৃহস্পতির পুত্র। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার্থ কচ দেবগণ দ্বারা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরিত হন। শিষ্যরূপে গৃহীত হইলে, ইনি বিশেষ যত্নসহকারে গুরু ও গুরুতনয়া দেবযানীর শুশ্রূষা করেন। তাঁহারা উভয়েই ইহাঁর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

দৈত্যগণ কচের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বধ করিলে, দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। দ্বিতীয় বারও ঐরূপ হয়। তৃতীয়বারে ইনি দেবযানীর আদেশে পুষ্পচয়নে গমন করিলে, দৈত্যগণ ইহাঁকে বধ করিয়া ভস্মীভূত করে। পরে সেই ভস্ম মিশ্রিত সুরা কৌশলে শুক্রাচার্য্যকে পান করায়। দেবযানীর বিশেষ অনুরোধে শুক্রাচার্য্য ইহঁাকে জীবিত করিয়া জানিতে পারেন যে কচ তাঁহার উদরে আছেন। অতঃপর ইহঁাকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিয়া বাহির হইতে আদেশ করেন। গুরুকুক্ষি ভেদ করিয়া কচ বহির্গত হইলে শুক্রাচার্য্য প্রাণত্যাগ করেন। তখন কচ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের প্রভাবে গুরুকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

কিছুকাল পরে গুরুর আদেশে কচ দেবলোকে যাইতে প্রস্তুত হইলে, দেবযানী তাঁহাকে পতি-ভাবে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গুরুকন্যা সহোদরা জ্ঞানে কচ তাহাতে কোনক্রমে সম্মত হন না। তখন দেবযানী ইহাঁকে অভিসম্পাত করেন যে ইহাঁর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র ফলদায়িনী হইবে না। কচ প্রত্যুত্তরে বলেন "মন্ত্র অমোঘ, তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না। আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব না; কিন্তু আমি যাহাকে এই মন্ত্র শিক্ষা দিব সে কৃতকার্য্য হইবে"। ইনি দেবযানীকে শাপ দেন যে তিনি ব্রাহ্মণের পত্নী হইতে পারিবেন না। অতঃপর কচ স্বর্গে গমন পূর্ব্বক মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দেবতাদিগকে শিক্ষা দিলেন। (মহা)

কচুরায়—বঙ্গের রাজাবিশেষ। ইনি রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের পুত্র। কথিত আছে যে কোন কারণে প্রতাপ, সপরিবার বসন্তরায়ের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলে, প্রতাপের মহিষী দয়ার্দ্র হইয়া কচুরায়কে রক্ষা করেন। তৎপরে ইনি পলায়ন পূর্ব্বক দিল্লীতে উপ-

স্থিত হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গিরের নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

আকবরের সময় হইতে দিল্লীর সম্রাট বঙ্গের প্রতাপকে শাসনাধীনে আনিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন। কিন্তু প্রতাপের পরাক্রমে, তাঁহার মন্ত্রীর কৌশলে, এবং অন্যান্য কারণে তাহা সম্পন্ন হয় নাই। এখন প্রতাপের বলাবল ও ছিদ্রজ্ঞ কচু-রায়কে পাইয়া জাহাঙ্গির বহু সৈন্য সহ মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। ঘরসন্ধানী কচু-রায়ের মন্ত্রণায় এবং মানসিংহের পরাক্রমে প্রতাপ পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। অতঃপর জাহাঙ্গিরের কৃপায় ও অধীনে কচুরায় যশোহরের বহুকালের স্বাধীন সিংহাসনে আরো-হণ করিলেন। (অন্নদামঙ্গল)

কণাদ—দার্শনিক মুনিবিশেষ। ইনি বৈশেষিক দর্শন প্রণয়ন করেন।

কর্ণিক—ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। এই ব্রাহ্ম-ণের কুমন্ত্রণায় অন্ধরাজের হৃদয়স্থিত পাণ্ডববিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। ইহার পরামর্শে তিনি তাঁহাদিগকে অশেষ কষ্ট দিয়া পরে নিজে সবংশে নির্বংশ হইয়াছিলেন। (মহা)

কণ্ব—মুনিবিশেষ। ইনি পুরুবংশে উদ্ভূত হন। মালিনী নদীতীরে ইহাঁর আশ্রম ছিল। ইহাঁর পুত্রের নাম কণ্ডু। একদা মুনিবর স্নানার্থ মালিনী নদীতে গমন করিয়া, তাহার তীরে মেনকানিক্ষিপ্ত সদ্য-প্রসূত শকুন্তলাকে প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করেন। একদা কণ্ব ফলাহরণে গমন করিলে, রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করেন। মুনি সমুদায় জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পরে ঋষি সপুত্র শকুন্ত-লাকে রাজ সমীপে প্রেরণ করেন। ভরতরাজের যজ্ঞে কণ্ব সাহায্য করিয়াছিলেন। (মহা)

কণ্ডু—মহর্ষি কণ্বের পুত্র। যোগে নিরত হইয়া ইনি বহুবর্ষ তপশ্চরণ করেন। ইন্দ্র ইহাঁর তপস্যায় ভীত হইয়া অপ্সরা প্রম্লোচাকে ইহাঁর নিকট প্রেরণ করেন। অপ্-সরা মুনির তপোভঙ্গে কৃতকার্য্য হইয়া বহুকাল ইহাঁর সহিত বাস করেন। বহুবর্ষ পরে চৈতন্যোদয় হইলে, মুনিবর অপ্সরাকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক আপনাকে শত ধিক্ দিয়া নির্বিষ্ট চিত্তে পুনরায় তপস্যায় রত হইলেন। (রামা, বিষ্ণু)

কদ্রু—সর্পজননী। ইনি দক্ষরাজের পুত্রী এবং কশ্যপ ঋষির পত্নী।

স্বামীর কৃপায় ইহাঁর সহস্র নাগসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সপত্নী ভগ্নী বিনতার সহিত ইনি একত্র বাস করিতেন। একদা উচ্চৈঃশ্রবা দর্শনে দুই ভগ্নাতে অশ্ববরের বর্ণ লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অশ্ববর শ্বেত বর্ণের ছিল ; কিন্তু ইনি তাহার পুচ্ছ কাল বলিয়া উল্লেখ করেন। রজনীতে কদ্রু পুত্রগণকে অশ্বের পুচ্ছ নিজ নিজ শরীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া কাল করিতে আদেশ করিলে, তাহারা তাহাতে অসম্মত হয়। তখন ইনি অভিসম্পাত করেন যে তাহারা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নিহত হইবে। মাতৃশাপে ভীত হইয়া এবং মাতার তুষ্টির জন্য সর্পগণ দেহ আবরণে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কাল করে। প্রত্যুষে দুই ভগ্নী অশ্বরাজের পুচ্ছ কাল দেখেন। তখন পূর্ব্বের পণ অনুসারে বিনতা ইহাঁর দাসী হইলেন। পরে বিনতানন্দন গরুড় বিমাতাদেশে সুধা প্রদানে মাতার দাসীত্ব মোচন করেন। (মহা)

কন্দর্প— কামদেব। ইনি ব্রহ্মার পুত্র এবং পিতার কৃপায় ত্রিসংসারের জীববর্গ দমনে সমর্থ হন। ইহাঁর পত্নী রতি। দেবতাদিগের ইচ্ছায় ইনি মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাইয়া নিজে তাঁহার কোপানলে ভস্মীভূত হন। পরে কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। (মহা, হরি)

কন্দলী—মহর্ষি ঔর্ব্বের তনয়া। ইহাঁর সহিত দুর্ব্বাসার পরিণয় হয়। কথিত আছে যে বিবাহান্তে ঔর্ব্ব কন্যার কলহদোষ মার্জ্জনা করিতে দুর্ব্বাসাকে অনুরোধ করেন। দুর্ব্বাসা ইহাঁর শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হন। বিবাহের কতিপয় দিবস পরে শত অপরাধ উত্তীর্ণ হইলে ইনি স্বামীশাপে ভস্মীভূত হন। পরে বিষ্ণুর প্রসাদে সেই ভস্ম হইতে কদলী বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। (ব্রহ্ম)

কপিল—মুনিবিশেষ। প্রজাপতি কর্দ্দম এবং দেবহূতি ইহাঁর পিতা ও মাতা। ইনি সাঙ্খ্য দর্শন প্রণয়ন করেন। ইন্দ্রদেব সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া ইহাঁর নিকটে পাতালে রাখিয়া আইসেন। ইহাঁকে অশ্বচোর বিবেচনা করিয়া অশ্বরক্ষকগণ ইহাঁর লাঞ্ছনা করে। তখন ঋষিবরের কোপে সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হয়। অতঃপর অংশুমান্ পাতালে গমন পূর্ব্বক ইহাঁকে সন্তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করেন। ভাগীরথীর পূতসলিলে

সগরবংশ উদ্ধারের বিষয় মুনিবর অংশুমান্‌কে বলিয়া দেন। (রামা)

কপিলা—দক্ষরাজকন্যা এবং কশ্যপের স্ত্রী। মিশ্রকোটী, তিলোত্তমা, রম্ভা, মনোরমা, প্রভৃতি কন্যা, এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ইহাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। গো গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য কপিলা হইতে উৎপন্ন হয়। (মহা…আদি-৩২অ)

কবন্ধ—মস্তকবিহীন রাক্ষস বিশেষ। কবন্ধ পূর্ব্বে দৈত্য ছিল; কিন্তু রাক্ষসরূপে মুনিঋষিদিগকে নির্য্যাতন করিত। একদা স্থূলশিরা নামে মুনির ফলমূল বলপূর্ব্বক লইয়া তাঁহাকে নিষ্পীড়ন করে। মুনিবর শাপদ্বারা দৈত্যকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। অতঃপর রাক্ষস কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দীর্ঘায়ু হইবার বর প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবরে দৃপ্ত রাক্ষস দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা মস্তক ও জঙ্ঘাবিহীন হয়। পরে দেবরাজের দয়ায় ইহার যোজন-আয়ত বাহুদ্বয় এবং কুক্ষিমধ্যে দণ্ডযুক্ত মুখ হয়। রাক্ষস এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে পতিত থাকিয়া হস্ত প্রসারণে জীবজন্তু ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। বহুকাল পরে রামলক্ষ্মণ ইহার নিকট উপস্থিত হইলে, এ তাঁহাদিগকে হস্তদ্বারা আবদ্ধ করে। তখন তাঁহারা ইহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলে, রাক্ষস নিধন প্রাপ্ত হইয়া শাপমুক্ত হয়। কবন্ধ দিব্য দেহ ধারণ করিয়া রামকে কপিবর সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপনপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণ ও উদ্ধার করিতে পরামর্শ প্রদান করে। (রামা)

কবীর—বিখ্যাত ধর্ম্মবীর। ইনি বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন এবং ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচার করেন। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীকে কবীর উপদেশ দিতেন এবং এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিতে প্রয়াস পান। ইনি বলিতেন যে বিষ্ণু ও আল্লা একই, ভাষা ভেদে বিভিন্ন শব্দ মাত্র। কবীরের দোহাবলী অতি উৎকৃষ্ট নীতি বিষয়ক উপদেশ। ইহাঁর মতে মানব মায়ামুক্ত না হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ঈশ্বরদত্ত জীবন তাঁহার কার্য্যেই নিয়োগ করা উচিত। সত্য, দয়া, ও গুরুসেবা দ্বারা লোকে ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারে।

কবীরের জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে একজন

ধার্ম্মিক যুগী সদ্যোজাত অবস্থায় ইহাঁকে পথে পাইয়া লালন পালন করেন। ইহাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সমান ছিল। ইহাঁর মৃত্যু হইলে হিন্দু শিষ্যগণ ইহাঁর দেহ দাহ করিতে চাহেন। মুসলমান শিষ্যবৃন্দ তাহা কবর দিতে উদ্যত হন। এইরূপে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, যে ইহাঁর মৃতদেহ আর সেখানে নাই। তখন তাঁহাদের জ্ঞানোদয় হইল। অতঃপর বৃথা বিবাদহেতু সন্তপ্তহৃদয়ে শিষ্যবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

কর্কোটক—সর্পবিশেষ। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর পঞ্চম পুত্র। দেবর্ষি নারদের অভিসম্পাতে নাগবর একস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। পরে নলরাজ বনগমন করিলে, তিনি ইহাঁর কাতরোক্তি শ্রবণে ইহাঁকে মুক্ত করেন। কর্কোটক উপকারার্থ রাজাকে দংশন করিলে তাঁহার শরীর বিবর্ণ হয় এবং শরীরস্থ কলি বিষে জ্বালাতন হন। ইহাঁর পরামর্শে নল অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। (মহা)

কর্ণ—সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর পুত্র। কন্যাবস্থায় এই পুত্র হওয়ায় কুন্তী ইহাকে মঞ্জুষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক ধাত্রীর সাহায্যে নদীতে ভাসাইয়া দেন। ঐ মঞ্জুষা সূত অধিরথ ও তৎপত্নী রাধার নয়নগোচর হয়। তাঁহারা উহা আহরণ পূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়বিশিষ্ট শিশু কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত বয়সে কর্ণ শিক্ষার্থ হস্তিনাপুরে প্রেরিত হইলেন।

হস্তিনায় আগমন পূর্ব্বক কৃপ ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট কর্ণ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিলেন। কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্র পরীক্ষায় অর্জ্জুনের কার্য্যকলাপ দর্শনে দর্শকমণ্ডলী বিস্মিত হইলে, কর্ণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুন প্রদর্শিত সমস্ত অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেন। পাণ্ডবভয়ে ভীত দুর্য্যোধন কর্ণের বীরত্ব দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে অঙ্গদেশের রাজা করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র না পাইয়া কর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট গমন করেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা সমুদ্রতীরে শরক্রীড়া করিতে করিতে জনৈক ব্রাহ্মণের হোমধেনু অজ্ঞাতসারে বধ করেন। ব্রাহ্মণ

অভিসম্পাত করেন যে মৃত্যু-সময়ে পৃথিবী ইহাঁর রথচক্র গ্রাস করিবে। একদা পরশুরাম ইহাঁর উরু-দেশে মস্তক রক্ষা পূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়াছিলেন। দংশরূপে অলর্ক কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিলেও গুরুর নিদ্রাব্যাঘাত ভয়ে তিনি সমুদায় সহ্য করিয়া রহিলেন। পরে রক্তস্পর্শ হেতু পরশুরামের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি ইহাঁর সহ্যগুণ দেখিয়া ইহাঁকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন। পরে সমুদায় অবগত হইয়া প্রবঞ্চনা হেতু ইহাঁকে শাপ প্রদান করেন যে মৃত্যু-সময়ে ব্রহ্মাস্ত্র সকল স্মরণ থাকিবে না।

দুর্য্যোধনের সখা ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী হইয়া কর্ণ সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইনি পদ্মাবতী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বৃষসেন, সুরসেন, চিত্রসেন, বৃষকেতু প্রভৃতি ইহাঁর পুত্র জন্মে। নিজ রাজ্য অঙ্গদেশে (বর্ত্তমান ভাগলপুর) সুচারুরূপে রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। ইহাঁর রাজধানীর নাম চম্পা।

স্বয়ম্বরস্থল হইতে চিত্রাঙ্গদরাজ-কন্যা হরণে কর্ণ দুর্যোধনকে সাহায্য করেন। এই বিবাদ উপলক্ষে মহাবীর জরাসন্ধের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হইলে কর্ণ জয়ী হন। জরাসন্ধ ইহাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া মালিনী নগরী ইহাঁকে প্রদান করেন। গন্ধর্ব্ব হস্তে কর্ণের পরাজয় এবং দুর্য্যোধনের বন্ধন হইলে, অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে পরাজিত করিয়া কুরুরাজকে মুক্ত করেন। তাহাতে দুর্য্যোধন নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া দীন চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধনার্থ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু দেশ জয় করিয়া বিবিধ রত্নরাজি আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করেন।

কথিত আছে যে অর্জ্জুনের উপকারার্থ দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় যাচ্ঞা করেন। ইনি সে সকল প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে একটী অমোঘ শক্তি প্রাপ্ত হন। কর্ণ অতিশয় দাতা ছিলেন এবং কথিত আছে যে ইহাঁর দাতৃত্ব পরীক্ষার্থ কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া ইহাঁর পুত্রের মাংস ভোজন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণের আদেশে কর্ণ ও পদ্মাবতী বৃষকেতুকে হনন করিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিলেন। বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলেন, বৃষকেতু পুনর্জীবিত হইলেন, এবং কর্ণ দাতা নামে খ্যাত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে কর্ণ দুর্য্যোধনকে সতত পরামর্শ দিতেন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ অর্জ্জুনকে বধ করিবেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন। কিন্তু ইনি অর্জ্জুনের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহার নিকট বারংবার পরাজিত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অগ্রে কুন্তী গোপনে ইহাঁর জন্ম বৃত্তান্ত বলিয়া ইহাঁকে ভ্রাতা পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইতে বলেন। কর্ণ তাহাতে অসম্মত হইয়া অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডবকে বধ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

যুদ্ধের অগ্রে ভীষ্ম ইহাঁকে অর্দ্ধরথী বলায় কর্ণ তাঁহার জীবন সত্ত্বে অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। ভীষ্মের শরশয্যায় দ্রোণের সেনাপত্যধীনে ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধে ইনি অন্য ছয় রথীর সহিত অন্যায় সমরে বালক অভিমন্যুর নিধন সাধন করেন। চতুর্দ্দশ দিবসের রাত্রি যুদ্ধে ভীমনন্দন মহাবীর ঘটোৎকচকে ইন্দ্রের প্রদত্ত শক্তি দ্বারা নিহত করিয়া অর্জ্জুনের বধার্থে রক্ষিত অস্ত্র শূন্য হন। দ্রোণবধের পর ষোড়শ দিবসে কর্ণ কুরু সৈন্যের সেনাপতি হইয়া দারুণ সমর করেন। যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেবকে আয়ত্ত করিয়াও মাতা কুন্তীর নিকট অঙ্গীকার হেতু তাঁহাদিগকে বধ করিলেন না। সপ্তদশ দিবসে অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে কর্ণ নিপতিত হন। (মহা)

কর্দ্দম—প্রজাপতি বিশেষ। ইনি মনুতনয়া দেবহূতিকে বিবাহ করেন। ইহাঁর পুত্র বিখ্যাত কপিল। অনসূয়া, অরুন্ধতী, শ্রদ্ধা, শান্তি প্রভৃতি ইহার নয়টী কন্যা হয়। (ভাগবত)

কলা—মহর্ষি কশ্যপের মাতা। ইনি কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মারনন্দন মরীচির সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। ইহাঁর গর্ভে কশ্যপের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)

কলাবতী—রাধিকার জননী। ইনি কান্যকুব্জ দেশের রাজকন্যা। কথিত আছে যে যজ্ঞকুণ্ড হইতে ইনি উৎপন্ন হন। ইহাঁর সহিত বৃষভানুরাজের পরিণয় হইয়াছিল। রাধিকা ইহাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। (ব্রহ্ম)

কলি—কলিযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি ক্রোধের ঔরসে তৎভগিনী হিংসার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। নিজ ভগিনী দুরুক্তির সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। ভয় ইহাঁর পুত্র

এবং মৃত্যু ইহাঁর কন্যা। ইহাঁর অধিকার ৪৩২০০০(=১২০০ X ৩৬০) বৎসর থাকিবে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ৩১০১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে। এই যুগ শেষে বিষ্ণু কল্কি অবতারে আবির্ভূত হইবেন। তৎপরে পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

কলি, সথা শনির সহিত দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে গমন করিতে ছিলেন। পথে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের নিকট অবগত হন যে দময়ন্তী দেবতাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নল রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে কলি নলদময়ন্তীর প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টের চেষ্টা করেন। নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া ইনি তাঁহাকে পাশা ক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত করিয়া স্ত্রীর সহিত বনে প্রেরণ করেন। পরে দময়ন্তীর বিচ্ছেদ ঘটান। এই সময় কর্কোটক নামে নাগকে নল উদ্ধার করাতে, তিনি নলের শরীর দংশন করিলে বিষে কলি জর্জরিত হন। পরে ঋতুপর্ণ রাজার নিকট নল অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিলে কলি তাঁহাকে ত্যাগ করেন। (মহা…বন)

কলিঙ্গ—বলিরাজপুত্র। ইনি সুদেষ্ণার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কলিঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন বলিয়া ইহাঁর নামানুসারে সে দেশের নাম রক্ষিত হইয়াছে।

কল্কি—বিষ্ণুর দশম অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে ব্রাহ্মণের গৃহে সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিবেন। (মহা…বন)

কল্মাষপাদ—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইনি অতিশয় মৃগয়া পরায়ণ ভূপতি ছিলেন। একদা মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন কালে বশিষ্ঠের পুত্র শক্ত্রির সহিত ইহাঁর পথে সাক্ষাৎ হয়। মুনি পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায়, রাজা তাহাকে কশাঘাত করেন। শক্ত্রি শাপ দেন যে ইনি রাক্ষস হইবেন। নগরে প্রবেশ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে নরমাংস ভক্ষণ করিতে দেওয়ায়, তিনিও ইহাকে "রাক্ষস হও" বলিয়া শাপ দেন। পরে রাজা রাক্ষস হইয়া বনে গমন করিয়া শক্ত্রি প্রভৃতি বশিষ্ঠের শত পুত্র বিশ্বামিত্রের কৌশলে ভক্ষণ করেন। বহুকাল পরে শক্ত্রির স্ত্রীকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে বশিষ্ঠ ইহাঁকে শাপমুক্ত করেন। অতঃপর ইহাঁর অনুরোধে বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের কুলগুরু হইলেন। (রামা)

কশ্যপ—দেবদৈত্য প্রভৃতির জনক। ইনি ব্রহ্মার তনয়, মরীচির ঔরসে

কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি দক্ষ প্রজাপতির দ্বাদশটী (মতান্তরে তের) কন্যা বিবাহ করেন,—অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, সুরসা, ক্রোধা, বিনতা, ও কদ্রু। ইহাঁদের গর্ভে দেব-দানব-নাগ প্রভৃতি কশ্যপের সন্তান সকল জন্ম গ্রহণ করে।

বরুণের গাভি হরণাপরাধে ইনি ব্রহ্মার শাপে মর্ত্ত্যে বসুদেব রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। (মহা, হরি)

কহোড়—মুনিবিশেষ। ইনি উদ্দালকের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় তনয়া সুজাতাকে ইহাঁর সহিত বিবাহ দেন। ইনি গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একদা ইহাঁর পুত্র গর্ভ হইতেই বলিলেন যে ইহাঁর অধ্যয়ন সম্যক হইতেছে না। শিষ্যগণ মধ্যে গর্ভস্থ পুত্র কর্ত্তৃক এই রূপে অপমানিত হইলে, কহোড় শিশুর বক্র প্রকৃতি বলিয়া তাহাকে শরীরের অষ্ট স্থান বক্র হইতে শাপ দিলেন। সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হইলেন। অর্থের জন্য কহোড় জনকরাজসভায় উপস্থিত হইলে, তথায় বন্দী নামক তার্কিকের নিকট পরাস্ত হইয়া পূর্ব্বের পণ অনুসারে জলে নিমজ্জিত হইলেন। ইহাঁর পুত্র অষ্টাবক্র পিতার অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া মাতুলের সাহায্যে মিথিলায় উপস্থিত হন। পরে বন্দীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া পিতাকে উদ্ধার করেন। কহোড় পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সমঙ্গা নদীতে স্নান করাইয়া তাঁহার অঙ্গদোষ মোচন করেন। (মহা···বন)

কাত্যায়ন—স্মৃতিশাস্ত্রকার। ইনি মহর্ষি গোভিলের পুত্র। স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ইনি বিখ্যাত হইয়াছেন। কর্ম্মপ্রদীপ (ছন্দোগপরিশিষ্ট) ইহাঁর বিরচিত। (ঐতি রহস্য—২য়)

কার্ত্তবীর্য্য—কৃতবীর্য্যরাজের পুত্র। ইহাঁর অপর নাম অর্জ্জুন। মাহিষ্মতী নগরীতে ইহাঁর রাজধানী ছিল। বর্ণিত আছে যে কঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি অনেক বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা সহস্র বাহু, ইচ্ছাগামী রথ, যুদ্ধে শত্রু কর্ত্তৃক অদৃশ্যতা, দুষ্ট দমনের ক্ষমতা, ইত্যাদি। ইহাঁর রাজ্য এত শাসিত ছিল যে চৌর্য্যাদি একেবারেই ছিল না। কথিত আছে যে অপহৃত দ্রব্য ইহাঁর নাম মাত্র পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। ইনি অতিশয় বীরপুরুষ ছিলেন এবং যুদ্ধে অজেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া-

ছিলেন। রাবণকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দি করিয়া পরে কৃপা পূর্ব্বক মুক্ত করেন।

একদা মৃগয়ার্থ কার্ত্তবীর্য্য সৈন্যসহ বনগমন পূর্ব্বক জমদগ্নি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। মুনিবর কামধেনু নন্দার সাহায্যে সসৈন্যে রাজাকে অতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। রাজা সেই কামধেনু যাচ্ঞা করিলে, মুনি তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হন। তখন বিবাদ উপস্থিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। নন্দার সাহায্যে জমদগ্নি মহা বিক্রম প্রকাশে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য অবশেষে তাঁহাকে নিহত করেন। জমদগ্নিতনয় পরশু-রাম পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণে অতি দীনমনে মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করিয়া ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হন। যুদ্ধে বিপদের নিশ্চয়তা জানিয়া ইহাঁর স্ত্রী মনোরমা সন্ধির জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহা বীর ও ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম নহে বলিয়া ইনি তাহাতে অসম্মত হইলে, মনো-রমা যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করেন। অতঃপর অতি সন্তপ্ত হৃদয়ে কার্ত্তবীর্য্য পুত্রকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া পরশুরামের হস্তে সসৈন্যে নিপতিত হইলেন। (মহা, ব্রহ্ম)

কার্ত্তিকেয়—মহাদেব ও পার্ব্বতীর পুত্র। কথিত আছে যে তারকা-সুরের উপদ্রবে ত্রাসিত দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। ইনি কৃত্তিকাগণ দ্বারা প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম কার্ত্তিকেয়। ইহাঁর বাহন ময়ূর। দেবগণ ইহাঁকে অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া, ব্রহ্মার কন্যা দেব-সেনার সহিত বিবাহ দেন। তৎপরে ইনি দেবসেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর যুদ্ধে তারকা-সুর নিহত করেন। ইহাঁর জন্ম উপলক্ষ করিয়া কবিবর কালিদাস তাঁহার বিখ্যাত "কুমারসম্ভব" কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। (মহা)

কালকেয়—দানবগণ। ইহারা কশ্য-পের ঔরসে কালার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কালা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর পায় যে তাহার পুত্রগণ দেবতা, রাক্ষস ও পন্নগের অবধ্য হইবে। ইহারা হিরণ্যপুরে বাস করিত। স্বর্গে বাস কালে অর্জ্জুন এই দানবগণকে নিপাত করেন। (মহা...বন)

কালনেমি—রাবণের মাতুল। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে অচৈতন্য হইলে, বীরবর

হনুমান ঔষধ আনিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করেন। রাবণ তাহা অবগত হইয়া, হনুমানের বধের জন্য কালনেমিকে তথায় যাইতে আদেশ করেন। কালনেমি লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য প্রাপ্তির প্রলোভনে হনুমানের বিরুদ্ধে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহার হস্তে হত হয়। (কৃত্তিবাসের রামা)

কালপুরুষ—যমের অনুচরবিশেষ। কথিত আছে যে দেবাদেশে ইনি রামচন্দ্রের নিকট গমন করেন। রামের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে, তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করেন যে, যে কেহ সেখানে উপস্থিত হইবে তাহাকে বর্জ্জন করা হইবে। দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময়ে দুর্ব্বাসার আদেশে লক্ষ্মণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বাঙ্গীকার রক্ষার জন্য রাম লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। (রাম···উত্তর)

কালযবন—যবনরাজ বিশেষ। ইনি গার্গ্য মুনির ঔরসে গোপালী অপ্সরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অপুত্রক যবনরাজ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইহার পিতা মহাদেবের নিকট বর প্রাপ্ত হন যে ইনি যাদবদিগের অবধ্য হইবেন। যবনরাজের মৃত্যুর পর ইনি তাহার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি একজন অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠেন।

মগধরাজ জরাসন্ধ ইহাকে যাদবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ মথুরায় আগমন করিতে অনুরোধ করেন। ইনি তাহাই করিলেন। কৃষ্ণ জানিতেন যে যাদবেরা কালযবনকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। তিনি তজ্জন্য যাদবদিগকে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। যাদবগণ দ্বারকায় গমন করিলে কৃষ্ণ একাকী মথুরায় আসিয়া যবনরাজের সন্মুখীন হইলেন। ইনি তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলে, কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া কৌশলে ইহাকে মুচুকুন্দ রাজার পর্ব্বত-গহ্বরে লইয়া গেলেন। ইনি রাজাকে পদাঘাত করিলে, তিনি জাগ্রত হইয়া ইন্দ্রের বরে কোপ দৃষ্টিতে ইহাকে ভস্মীভূত করেন। (হরি)

কালা—দক্ষরাজের কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী। ইহার গর্ভে কালকেয় অসুরগণ এবং রাক্ষস উৎপন্ন হয়।

কালিদাস—ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং তাঁহার সভাস্থ নবরত্নের প্রধান রত্ন। কিংবদন্তী আছে যে ইনি যৌবনের প্রারম্ভে-

অতি নির্ব্বোধ ও মুর্খ ছিলেন। এই সময় বিদ্যাবতী রাজকন্যা কমলা প্রচার করেন যে যিনি বিচারে তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার পতি হইবেন। একদা রাজকন্যার নিকট কয়েকজন পণ্ডিত পরাজিত হইয়া প্রতিহিংসার উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে কালিদাস কোন বৃক্ষশাখায় বসিয়া সেই শাখার মূলদেশ ছেদন করিতেছেন। তাঁহারা এই মহা মূর্খকে বিদ্যাভিমানী কমলার সহিত বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। রাজতনয়াকে বিবাহের প্রস্তাবে ইনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মত হইলেন। কমলার সহিত বিচারের সময় পণ্ডিতগণের আদেশে ইনি নিজ মনোভাব ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতবর্গ সেই সকল ইঙ্গিতের অর্থ করিয়া ইহাঁকেই জয়ী করাইলে কালিদাসের সঙ্গে রাজকন্যার পরিণয় হইল। বাসরঘরে বর-কন্যা সুখাসনে আসীন আছেন এমন সময় একটী উষ্ট্র শব্দ করিল। রসময় কবিতালহরি শ্রবণ মানসে রাজকন্যা কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ডাকিতেছে"। কিন্তু শ্লোকের পরিবর্ত্তে কালিদাসের মুখ হইতে প্রথমে 'উষ্ট' পরে 'উট্র' শব্দ নিসৃত হইল। তখন কমলা কপালে কঙ্কণাঘাত করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে মনঃকষ্ট প্রকাশ করিলেন—

কিং ন করোতি বিধি র্যদি রুষ্টঃ
কি ন দদাতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ দত্তা বিপুল নিতম্বা ॥

অতঃপর কালিদাসকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কমলা শয্যায় আশ্রয় লইলেন।

কালিদাস মহাদুঃখে বিশেষ যত্ন সহকারে অল্পকালের মধ্যে পণ্ডিত হইলেন। (কথিত আছে যে ইনি বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতী-কুণ্ডের জল পান এবং তাহাতে অবগাহন করিয়া মহাকবি হইয়াছিলেন) তদনন্তর শ্বশুরালয়ে গমন পূর্ব্বক স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে দ্বার-উদ্ঘাটন করিতে বলিলেন। কমলা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কবি উত্তর করিলেন—

অস্তি কশ্চিৎ বাগ্ বিশেষঃ *।

উক্ত চারিটী শব্দ লইয়া চারিখানি কাব্য প্রণয়ন করিতে স্ত্রী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে কবিবর কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণ-

---

* 'বিশেষ' কালিদাসের কোন গ্রন্থের আদিতে দেখা যায় না। হয়ত তিনি 'বিশেষ' দিয়া কোন কাব্য আরব্ধ করেন নাই, নচেৎ সেগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা উক্ত ঘটনাটি অলীক মাত্র।

য়ন করেন। তদবধি দম্পতী মহা-সুখে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে কালিদাস কাশ্মীর দেশে রাজত্ব করিতেন। প্রায় পাঁচ বৎসর কাশ্মীরের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ইনি প্রবরসেনকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক বারাণসীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কালিদাস নিম্নলিখিত গ্রন্থনিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন ঃ— অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, নলোদয়, ঋতুসংহার।

কালিয়—সর্প বিশেষ। গরুড়ের ভোক্ষ্য অপহরণ করায় তাহার সহিত ইহার বিবাদ হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সর্প কালিন্দী হ্রদে আশ্রয় লয়। সৌভরি ঋষির শাপে গরুড়ের পক্ষে সেই হ্রদের জল অস্পর্শীয় হইলে কালিয় সেখানে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল। কালিয়ের ভয়ে সে জল জীবজন্তুর অস্পৃর্শ্য হয়। পরে কৃষ্ণ হ্রদে নামিয়া কালিয়কে দমন করিয়া সমুদ্রে নির্ব্বাসিত করেন। (হরি)

কালী—আদ্যা শক্তির রূপবিশেষ। শম্ভুনিশম্ভুযুদ্ধে অম্বিকার ললাট হইতে এইরূপ উৎপন্ন হইয়া রক্তবীজের সমুদায় রক্ত পান করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। ভারতের কালীভক্ত হিন্দুগণ আদ্যা শক্তির এইরূপ পূজা করেন। কালীমূর্ত্তি দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত একমূর্ত্তি। এইমূর্ত্তি দিগম্বরী, আকর্ণ নয়না, পূর্ণযৌবনা, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, ও শ্যামবর্ণা।

কাশীরাম দেব—মহাভারতের পদ্যে বঙ্গানুবাদক। ইহাঁর রচনার দ্বারা অনুমিত হয় যে ইনি কবিকঙ্কণের পরবর্ত্তী লেখক। বোধ হয় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি আবির্ভূত হন। বর্দ্ধমান জেলায় সিঙ্গিগ্রামে কায়স্থকুলে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত দেব।

কাশীরাম দেব সংস্কৃত জানিতেন না। কথকের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাহা বঙ্গভাষায় পদ্যে রচনা করিতেন—

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার,
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার।

মুকুন্দরামের সময় অপেক্ষা ভাষার উন্নতি হওয়ায় ইনি নানাবিধ ছন্দে মহাভারত অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু অনেকস্থলে অনুবাদের সহিত মূলের ঐক্য নাই। স্থানে স্থানে কবি স্বীয় কল্পনা প্রসূত অনেক বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

কাশ্যপ—জনৈক সর্প চিকিৎসক ব্রাহ্মণ। পরিক্ষিৎরাজকে তক্ষকের বিষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইনি হস্তিনাপুরে গমন করিতে ছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষকের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়। দুই জনে পরিচয় হইলে তক্ষক বলিলেন যে তিনি রাজাকে কোনক্রমে জীবিত রাখিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ কৃতকার্য্যের বিষয় দৃঢ় করিয়া বলিলেন। পরীক্ষার্থ তক্ষক একটী বটবৃক্ষ দংশন করিলে ইনি নিজ বিদ্যাবলে সেই বৃক্ষ রক্ষা করিলেন। অতঃপর প্রভূত ধন প্রাপ্তে কাশ্যপ তুষ্ট হইয়া হস্তিনায় গমন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (মহা…আদি)

কাশীরাজ—(১) নৃপতিবিশেষ। ইনি অম্বা, অম্বিকা, এবং অম্বালিকার পিতা ছিলেন। (মহা)

(২)—বিখ্যাত চিকিৎসক। ভাস্করের নিকট ইনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইহাঁর প্রণীত "চিকিৎসা কৌমুদী"। (ব্রহ্ম)

কিম্মীর—রাক্ষস বিশেষ। এ বক রাক্ষসের ভ্রাতা এবং হিড়ম্বের বন্ধু ছিল। কাম্যবনে এ রাক্ষস বসতি করিত। পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া বনে গমন করিলে, ইহার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভীমের সহিত যুদ্ধে রাক্ষস নিপতিত হয়। (মহা

কীচক—বিরাটরাজের শ্যালক এবং কেকয়রাজের পুত্র। ইনি অতিশয় বলবান ও বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। ইহার বীরত্বে মৎস্যদেশ নিরাপদে ছিল। ইনি বিরাটশত্রু সুশর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার দেশ (ত্রিগর্ত্ত) বিরাটরাজের অধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বিরাটরাজ ইহার বশতাপন্ন ছিলেন এবং ইহার অত্যাচারও সহ্য করিতেন।

বিরাটরাজ ভবনে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাত বাসকালে কীচক দ্রৌপদীর প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় ভগ্নী রাজ্ঞা সুদেষ্ণার দ্বারা তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন করেন। দ্রৌপদী ইহার ভয়ে পলায়ন করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হন। সেখানে কীচক তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক পদাঘাত করেন। অতঃপর দ্রৌপদী ভীমের পরামর্শে কীচককে রজনীতে নাট্যশালায় যাইতে সঙ্কেত করেন। কীচক সেখানে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীবেশধারী ভীমকে প্রাপ্ত হন। তৎপর উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভীমসেন ইহাকে বধ করিয়া কুষ্মাণ্ডের আকারে পরিণত করেন। (মহা…বিরাট)

কুন্তী—যুধিষ্ঠিরাদির মাতা। ইনি যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা এবং বসুদেবের ভগ্নী। ইহাঁর অপর নাম পৃথা। শূরসেন নিঃসন্তান বন্ধু কুন্তি-ভোজ রাজাকে স্বীয় প্রথম জাত কন্যা পৃথাকে দুহিতৃত্বে প্রদান করেন। ইনি কুন্তি-ভোজ রাজদ্বারা প্রতিপালিত হইয়া কুন্তী নামে অভিহিত হইলেন।

একদা দুর্ব্বাসা ঋষি কুন্তি-ভোজ রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ঋষিবর সম্বৎসর সেখানে থাকিয়া কুন্তীর সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিলেন যে স্মরণমাত্র যে কোন দেবতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। বালস্বভাব প্রযুক্ত কুন্তী মন্ত্র পরীক্ষার্থ সূর্য্যদেবকে স্মরণ করিবা মাত্র তিনি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ঔরসে কন্যাবস্থায় কুন্তীর কর্ণ পুত্র জন্মিলে লোকলজ্জা ভয়ে তাহাকে মঞ্জুষে রক্ষা পূর্ব্বক ধাত্রীর সাহায্যে নদীতে ভাসাইয়া দেন। পরে গুপ্ত চর দ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত হন যে সেই পুত্র অঙ্গদেশে অধিরথও রাধার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে।

অতঃপর কুন্তি-ভোজরাজ কন্যার স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। কুন্তী স্বয়ম্বর সভায় বরমাল্য অর্পণপূর্ব্বক পাণ্ডুকে পতিত্বে বরণ করিলেন। পাণ্ডু মাদ্রী নাম্নী আর একটী স্ত্রী পরিগ্রহ করিলেন। কুন্তী মাদ্রীসহ পতির সহিত বনভ্রমণ করিতেন। জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিসম্পাতে পাণ্ডু স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত হন। পরে পুত্রোৎপাদন মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায়, পাণ্ডু কুন্তীকে পুত্রোৎপাদন করিতে অনুরোধ করেন। স্বামীর আদেশে কুন্তী দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রবলে ধর্ম্মরাজ, পবনদেব ও ইন্দ্রের ঔরসে যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জ্জুন নামে পুত্র উৎপাদন করেন। সপত্নী মাদ্রীকে ও সেই মন্ত্র প্রদান করিলে, তিনি যমজ পুত্রদ্বয় নকুল সহদেবকে উৎপাদন করেন। অতঃপর পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে এবং মাদ্রী স্বামীর সহগমন করিলে, পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কুন্তীর উপর ন্যস্ত হইল।

তদনন্তর পুত্রগণসহ কুন্তী হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। পুত্রগণের বিদ্যা শিক্ষা হইলে, তাঁহারা যশস্বী হইলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন তাঁহাদের প্রতি হিংসা করিতেন এবং অবশেষে কুন্তী সহ তাঁহাদিগকে জতুগৃহে প্রেরণ করেন। দেবর বিদুরের কৌশলে কুন্তী সপুত্র নির্ব্বিঘ্নে বনে পলায়ন করেন। অতঃপর একচক্র নগরীতে জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৎক

রাক্ষসের উপদ্রব হেতু সেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কুন্তী স্বীয় বলিষ্ঠ পুত্র ভীমসেনের দ্বারা সেই রাক্ষসের বিনাশ সাধন করেন। পরে দ্রৌপদীর বিবাহে অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইলে, ইহাঁর আদেশে পঞ্চ ভ্রাতা তাঁহার পতি হন তৎপরে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন করিলে, কুন্তী তাঁহাদের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্য হারাইয়া স্ত্রী ও ভ্রাতৃগণসহ বনগমন করিলে, কুন্তী ধর্ম্মাত্মা বিদুরের নিকট রহিলেন। ইহার ত্রয়োদশ বৎসর অন্তে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ স্থির হইলে, ইনি গোপনে কর্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিলেন। বীরবর কর্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া মাতাকে এই মাত্র বলিলেন যে তিনি অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডব-চতুষ্টয়ের অনিষ্ট করিবেন না। কুন্তী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের তর্পণ করিতে বলিয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তখন ভ্রাতৃশোকে ক্ষিণ্নমনা যুধিষ্ঠির মাতাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন। ইনি পুত্রগণকে প্রাপ্তরাজ্য দেখিয়া সুখী হইলেন এবং তাঁহাদের সহিত পনর বৎসর সুখে বাস করিলেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমন পূর্ব্বক অনন্যমনে তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর কাল বনে তপস্যা করিয়া, কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীসহ দাবানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। (মহা)

কুন্তি-ভোজ—নৃপতিবিশেষ। ইনি শূরসেনের পিতৃষ্বসার পুত্র ছিলেন এবং তাঁহার সহিত ইহাঁর সৌহৃদ্য ছিল। অপুত্রক বলিয়া শূরসেন ইহাঁকে স্বীয় প্রথমজাত সন্তান অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পৃথাকে অর্পণ করেন। তিনি ইহাঁর দ্বারা লালিত পালিত হইয়া কুন্তী নামে পরিচিত হন। ইনি ভারত-সমরে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে নিহত হন। (মহা)

কুণাল—আশোকের পুত্র। ইনি অতি রূপবান্ ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। কাঞ্চন নামে এক রমণীর সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। মহারাজ অশোকের কোন অন্তঃপুরচারিণী ইহাঁকে পাপ পথে লইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া ইহাঁর সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কথিত আছে যে মহারাজ অশোক

এই সময়ে কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগে পীড়িত অন্য কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে ঐ রমণী আনয়ন পূর্ব্বক, বিষদানে তাহার প্রাণনাশ করে। পরে সেই ব্যক্তির উদর পরীক্ষা করিয়া এক প্রকাণ্ড ক্রিমি দেখিয়া তাহা পলাণ্ডুর রসে নাশ করে। তদনন্তর ঐ দুষ্টা পলাণ্ডুরসে রাজাকে সুস্থ করিয়া, তাঁহার নিকট একটী বর লইল। সেই বরে রমণী এক সপ্তাহের জন্য রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া কুণালের দুই চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিল।

কুণাল ভিক্ষুকের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত সাধ্বী কাঞ্চনও গৃহ ত্যাগ করিলেন। বীণা বাজাইয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া কুণাল সস্ত্রীক কোনক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা ইনি ভিক্ষুক বেশে পাটলীপুত্র নগরের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। দ্বাররক্ষক সামান্য ভিক্ষুক জ্ঞানে ইহাঁকে পুরে প্রবেশ করিতে দিল না। তখন বীণার শব্দে মহারাজ অশোক কুণালকে চিনিতে পারিয়া, অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ইহাঁকে গ্রহণ করিলেন; এবং রোষভরে সেই দুষ্টা স্ত্রীলোকের প্রাণনাশের আদেশ প্রদান করিলেন। তখন কুণাল অতি দীনভাবে পিতার নিকট এই বলিয়া তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন—"অন্ধ হইয়াছি বলিয়া আমার কোন ক্লেশ নাই। রমণী চক্ষু উৎপাটন করিয়া আমার মিত্রের কার্য্য করিয়াছেন, আমার ধর্ম্মচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অতএব আমার অনন্তজীবনদাতার প্রাণবধ করিবেন না।" (বুদ্ধদেবচরিত)

কুবলাশ্ব—মহারাজ বৃহদশ্বের পুত্র। ইনি অতি ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন। মহর্ষি উতঙ্ক ত্রিলোকের উপকারের জন্য দৈত্য ধুন্ধুকে বিনাশার্থ ইহাঁকে নিয়োজিত করেন। কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে বিনাশ করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন। (মহা)

কুবের—ধনাধিপ। ইনি ঋষি বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া ইনি অমর এবং একজন দিকপাল হন। পুষ্পকরথও ব্রহ্মা ইহাঁকে অর্পণ করেন। ইনি উত্তরদিকের অধিপতি। যক্ষ ও কিন্নরগণ ইহাঁর অধীন। ইনি প্রথমে লঙ্কায় বাস করিতেন, পরে বৈমাত্র ভ্রাতা রাবণ ইহাঁকে স্থানচ্যুত করেন। তৎপরে পিতার আদেশে ইনি কৈলাস শৈলে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করেন। ইহাঁর পুরীর নাম অলকা এবং পুত্রের নাম নলকূবর। ইহাঁর সহিত মহাদেবের মিত্রতা হয়।

কুবেরের সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইনি পরাস্ত হইলে ইহাঁর পুষ্পকরথ তিনি হরণ করিয়া লইয়া যান। একদা ইহাঁর অনুচর মাণিমান মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করায়, তাঁহার শাপে ভীমের হস্তে ইহাঁর অনুচরবর্গ পরাজিত হয়। (রামা, মহা)

কুব্জা—কংসের পরিচারিকাবিশেষ। শরীরে কুব্জ থাকায় ইনি অতি কুরূপা ছিলেন। কৃষ্ণও বলরাম মথুরায় আগমন করিয়া রাজপথে ইহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। ইনি রাজপুরে চন্দনমাল্য লইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা সে সকল চাহিলে ইনি তাঁহাদিগকে সে সমস্ত অর্পণ করেন। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া ইহার দেহদোষ মোচন করিয়াছিলেন। (হরি)

কুম্ভকর্ণ—রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। ঋষি বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। কুম্ভকর্ণ অতি দীর্ঘকায় ও বলবান্ রাক্ষস ছিল। রাক্ষসবর সতত জীবগণ ধরিয়া ভক্ষণ করিত। যোগী, ঋষি, অপ্সরাগণও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন না। বলাধিক্য বশতঃ রাক্ষস একদা দেবরাজ ইন্দ্র ও ঐরাবতকে লাঞ্ছিত করে।

কুম্ভকর্ণ ভ্রাতৃগণ সহ তপস্যায় রত হইয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে। ব্রহ্মা ইহাকে বর দিতে উপস্থিত হইলে, দেবগণ ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। বিধির আদেশে সরস্বতী কণ্ঠে আবির্ভূত হইলে রাক্ষস বর প্রার্থনা করিল, "আমি যেন ছয়মাস নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া একদিন মাত্র ভোজন করি।" ব্রহ্মা সেই বরই প্রদান করিলেন।

অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় উপনীত হইল। ইহার সহিত দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার পরিণয় হয়। কুম্ভ ও নিকুম্ভ ইহার পুত্র দ্বয়।

রামরাবণের যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ করা হয়। তাহাতে রাক্ষস বধার্হ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রামের হস্তে নিপতিত হয়। (রামা)

কুম্ভাণ্ড—দৈত্যবিশেষ। ইনি অসুররাজ বাণের অমাত্য ছিলেন। বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়া বধ করিতে ইচ্ছুক হইলে, ইনি নিষেধ করেন। কৃষ্ণ বাণকে পরাস্ত করিয়া, ইহাকে তাহার রাজ্য প্রদান করেন। (হরি)

কুম্ভীনসী—রাক্ষসীবিশেষ। এ মাল্যবানের নাতিনী এবং সম্পর্কে রাবণের ভগিনী। রাবণ দিক্‌বিজয়ার্থ গমন করিলে, মধু রাক্ষস ইহাকে লঙ্কা হইতে হরণ করে। রাবণ মধুর বিরুদ্ধে গমন করিলে, কুম্ভীনসার অনুরোধে, দুই জনে সদ্ভাব হয়। ইহার পুত্রের নাম লবণ। (রামা)

কুরু—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইনি সম্বরণ রাজার ঔরসে সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর নামানুসারে ইহাঁর বংশধরগণ কৌরব নামে খ্যাত হইয়াছেন। মানবগণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, এই আশায় কুরুরাজ পঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করেন। অধ্যবসায় সহকারে বহুবর্ষ ঐ কার্য্য করিলে, ইন্দ্র ইহাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন যে, ঐ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে, সে স্বর্গলাভ করিবে। ঐ ক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। (মহা)

কুশ—রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহাঁর কনিষ্ঠের নাম লব। গর্ভাবস্থায় সীতা নির্ব্বাসিত হইলে, ইহাঁরা বাল্মিকীর তপোবনে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্মিকীর যত্নে ইহাঁরা ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি রাজপুত্রের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হন। বাল্মিকী লব ও কুশকে রামায়ণ গ্রন্থ মুখস্থ করাইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন। ইহাঁদের রামায়ণ গান শ্রবণে সকলে মোহিত হয়। অতঃপর সভায় সীতার অন্তর্ধান হইলে রাম, লব ও কুশকে গ্রহণ করেন। কুশকে কুশাবতীর রাজা করা হয়। রামের মৃত্যুর পর ইনি অযোধ্যায় রাজত্ব করেন। (রামা)

কুশধ্বজ—হ্রস্বরোমের পুত্র, জনক রাজার অনুজ ভ্রাতা। ইহাঁর কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। সাঙ্কাশ্য রাজ্যের রাজা সুধন্বা জনক কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার রাজ্যে কুশধ্বজ রাজা হন। (রামা)

কুশনাভ—কুশরাজের পুত্র, এবং বিশ্বামিত্রের পিতামহ। রাজর্ষি কুশনাভ মহোদয় নামে নগর স্থাপন করেন। অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে ইহাঁর একশত কন্যার জন্ম হয়। ঐ সকল কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বায়ু কর্ত্তৃক অঙ্গবিকলতা প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ধার্ম্মিক ব্রহ্মদত্ত রাজাকে সেই কন্যা সকল ভার্য্যার্থ প্রদান করিলে, তাহাদের দেহদোষ মোচন হয়। অতঃপর রাজর্ষি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে, তাঁহার গাধি নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। (রামা)

কূর্ম্মাবতার—বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থন সময়ে পৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। (মহা)

কৃতবর্ম্মা—ভোজবংশীয় রাজাবিশেষ। ইনি হৃদিকার পুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কুরুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামার নৃশংস রাত্রিহত্যার সময়, ইনি

পাণ্ডবশিবিরদ্বারে ছিলেন। যদুকুল নির্ম্মূলের সময় ইনি নিহত হন। (মহা)

কৃতবীর্য্য—রাজাবিশেষ। ইনি মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের পিতা ছিলেন। ভৃগুবংশীয়গণ ইহাঁর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। মাহিষ্মতী নগরীতে ইহাঁর রাজধানী ছিল। (মহা)

কৃপ—গৌতম ঋষির পুত্র। ইনি এবং ইহাঁর ভগিনী শরস্তম্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ শান্তনু কৃপা পূর্ব্বক ইহাঁদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁদের নাম কৃপ ও কৃপী রক্ষিত হয়। ইনি ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া কুরুপাণ্ডবদিগকে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করেন। ভারতযুদ্ধে ইনি কুরুপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষদিবস রজনীতে অশ্বত্থামার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময় ইনি পাণ্ডবশিবিরদ্বারে ছিলেন। যুদ্ধান্তে পাণ্ডবদিগের দ্বারা ইনি সাদরে গৃহীত হন। যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিলে, ইনি পরীক্ষিতের শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। (মহা)

কৃপী—কৃপের ভগিনী। দ্রোণাচার্য্য ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁর গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। (মহা)

কৃত্তিবাস—রামায়ণের প্রথম বঙ্গানুবাদক। ইনি অনুমান ষোড়শ শতাব্দীতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়াগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও কথকদিগের নিকট রামায়ণ শ্রবণ করিয়া ইনি বঙ্গভাষায় তাহা অনুবাদ করেন—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে,
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।

সংস্কৃত না জানিয়া অনুবাদ করায়, ইহাঁর অনুবাদিত রামায়ণের সহিত মূলের অনেক স্থলে ঐক্য নাই।

কৃষ্ণ*—বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর অষ্টম গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। কংস-ভয়ে বসুদেব ইহাঁকে জন্মিবামাত্র যমুনা পারে নন্দালয়ে রাখিয়া তাহার সদ্যোজাত কন্যা আনয়ন করেন। নন্দযশোদা কৃষ্ণকে তাহাদের পুত্র বলিয়া জানিতেন, এবং পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। শিশুকাল অন্তে কৃষ্ণ গোপবালকসহ ধেনু চরাইতেন। ইহাঁর বুদ্ধি, বল, ও শ্রী দেখিয়া

*শ্রীকৃষ্ণের জীবনীর ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত করা গেল। সৎ গুরুর উপদেশ ভিন্ন তাঁহার প্রকৃত রহস্য জানিবার উপায়ান্তর নাই।

ব্রজবাসীগণ ইহাঁকে বড় ভাল বাসিতেন এবং ইহাঁর বাধ্য হইয়াছিলেন। দুর্বৃত্ত কংস প্রেরিত পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, অরিষ্ট প্রভৃতি অসুরদিগকে ইনি বিনাশ করেন। কালিয় সর্প দমন করিয়া কালিন্দীর জল নিরাপদ্ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পরামর্শে গোপগণ ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত উত্তম স্থান বৃন্দাবনে গমন করেন।

চর দ্বারা কৃষ্ণবলরামকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইলে, কংস ধনুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ অক্রূরের নিকট কংসের অত্যাচার অবগত হইয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য বলরাম সহ মথুরায় গমন করিলেন। তাঁহাদের বিনাশার্থ নিয়োজিত হস্তী ও মল্ল বিনাশ করিয়া, দুই ভ্রাতা রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কংসের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিলেন। অতঃপর উগ্রসেন প্রমুখ যাদববৃন্দ, কৃষ্ণকে মথুরার শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিতে বলিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "আমার রাজ্যে আবশ্যক বা নৃপাসনে আকাঙ্ক্ষা নাই।" পরে ইনি উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করিয়া নিজে অন্যান্য যাদবগণের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর শিক্ষার্থ কৃষ্ণ বলরামসহ কাশীর সন্নিহিত অবন্তীপুরে আচার্য্য সান্দীপনির নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয় শাস্ত্রে ও শস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। কথিত আছে যে পঞ্চজন নামে এক দৈত্য সান্দীপনির পুত্র হরণ করে। গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আচার্য্য সেই পুত্র কামনা করিলে, কৃষ্ণবলরাম দৈত্যকে বিনাশ করিয়া গুরুপুত্র আনয়ন করেন। এই দৈত্য বধ করিয়া কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তাঁহারা মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

জরাসন্ধ জামাতৃকংস-বধে কোপান্বিত হইয়া কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবদিগব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিংশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া তিনি ক্রমাগত অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের বীরত্বে এবং কৌশলে, তাঁহাকে প্রত্যেক বারই পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। তখন জরাসন্ধ কালযবনের সাহায্য লইলেন। দুই প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে লোকক্ষয় করা অপেক্ষা বাসস্থান ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনায়, কৃষ্ণ যাদবগণকে পরামর্শ দিয়া দূরস্থিত দ্বারকায় লইয়া যান। পরে স্বয়ং মথুরায় আসিয়া কালযবনের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে কৌশলে মুচুকুন্দ-

রাজের পর্ব্বতগহ্বরে লইয়া, রাজার দ্বারা তাহার ধ্বংস সাধন করেন।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী অতি রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। কথিত আছে তিনি কৃষ্ণের প্রতি-আসক্ত হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে পাইতে ইচ্ছুক হইয়া পত্রসহ দূত প্রেরণ করেন। রুক্মিণীর বিবাহ উপস্থিত হইলে, তৎসময়ের রীত্যনুসারে কৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন প্রমুখ দশটী পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবদিগের উপর কৃষ্ণের বড় প্রীতি ছিল। বিশেষতঃ পাণ্ডব-মধ্যম অর্জ্জুনের গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। ভীমার্জ্জুনের সহিত অন্যান্য রাজন্যবর্গের বিরোধ উপস্থিত হইলে, ইনি সে বিবাদ ভঞ্জন করেন। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত থাকিয়া সুচারুরূপে যজ্ঞ সমাধান জন্য যত্ন করেন। যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন সহ মগধপুরীতে উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধকে বন্দী নৃপতিদিগকে মুক্ত করিতে অথবা তিন জনের এক-তমের সহিত যুদ্ধ করিতে বলায়, জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। যজ্ঞে ভীষ্মের আদেশে অর্চ্চনার অর্ঘ্য কৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে অর্পণ করা হয়। তাহাতে শিশুপাল ইহাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিহত করেন। ইহাঁর মতানুসারে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। খাণ্ডব-বন দাহ করিতে সাহায্য করায়, অগ্নি বরুণদেবের নিকট হইতে ইহাঁকে সুদর্শন চক্র এবং কৌমদকী গদা প্রদান করেন। ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর বিরাট রাজভবনে পাণ্ডবগণ অভিমন্যুর বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলে, কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হন। দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধি করিতে পাণ্ডবদিগের মতি লওয়াইয়া এবং হস্তিনায় দূত প্রেরণের পরামর্শ দিয়া, কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন। যুদ্ধাশঙ্কায় ইহাঁকে বরণ করিতে, দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন দ্বারকাতে উপস্থিত হন। তাঁহারা ইহাঁর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহাঁকে নিদ্রিত দেখিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। জাগ্রত হইয়া ইনি অগ্রে অর্জ্জুনকে পরে দুর্য্যোধনকে দর্শন করেন। যুদ্ধে ইনি কোন পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন না স্থির করিয়া, দুর্য্যোধনের ইচ্ছামত তাঁহাকে এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা দিয়া, অর্জ্জুনের বাঞ্ছামত তাঁহার সারথি হইতে স্বীকৃত হইলেন। কুরুপাণ্ডবে সন্ধি স্থাপন জন্য কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিয়া বিফল

মনোরথ হন। কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতি-নাশ ভয়ে অর্জ্জুন যুদ্ধ-বিমুখ হইলে, ইনি তাঁহাকে নানা উপদেশ দেন। ইহাঁর সেই উপদেশাবলি শ্রীমদ্ভগবৎগীতা নামে খ্যাত হইয়াছে। ভারত-যুদ্ধের তৃতীয় ও নবম দিবসে মহাবীর ভীষ্ম কর্তৃক পাণ্ডবপক্ষ ধ্বংস প্রায় হইতে দেখিয়া, স্বয়ং তাঁহার শরে জর্জ্জরিত হইয়া, এবং অর্জ্জুনকে পিতামহের সহিত মৃদু যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া, কৃষ্ণ ভীষ্মকে নাশ করিতে ধাবিত হন। তখন অর্জ্জুন ইহাঁকে শান্ত করিয়া ফিরাইয়া আনেন। দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধে ভগদত্তপ্রক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্র অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে অসমর্থ জানিয়া স্বয়ং তাহা নিবারণ করেন। কৃষ্ণের পরামর্শে চালিত হইয়া পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয়ী হন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, কৃষ্ণ সেই শিশু যোগবলে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ অসংখ্য যুদ্ধ করিয়াছেন। কখনও বা স্বজন রক্ষার্থ, কখনও বা দুরাত্মাদিগের অত্যাচার হইতে মুনি ঋষি ও জনগণকে রক্ষা করিতে, ইনি অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন এবং অনেক দুর্বৃত্তদিগকে নাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কখনও যুদ্ধ করেন নাই। বরং লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করিতেন। কংস, জরাসন্ধ, পঞ্চজন দৈত্য, কালযবন, শিশুপাল, শৃগাল, বাণাসুর, হংসডিম্ভক, নরকাসুর, নিকুম্ভ, পৌণ্ড্রক ইত্যাদি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ যুদ্ধে কৃষ্ণের নিকট বিধ্বস্ত হইয়াছেন।

পরস্পর বিরোধে যদুবংশ ধ্বংস হইলে, কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় প্রেরণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বস্ত্র ও স্ত্রীবৃন্দ রক্ষা করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বনগমন করেন। পরে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক একস্থানে শয়ন করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগের অঙ্গ ভ্রমে ইহাঁর পদ শরবিদ্ধ করিল। তাহাতেই কৃষ্ণের দেহত্যাগ হইল।

কৃষ্ণের প্রধান প্রধান নাম—দামোদর, হৃষীকেশ, কেশব, মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ, গদাধর, গোবিন্দ, পীতাম্বর, জনার্দ্দন, বনমালী, বিশ্বম্ভর, বাসুদেব, ইত্যাদি। (হরি, বিষ্ণু, ভাগবত, মহা)

কৃষ্ণচন্দ্র—নদীয়ার বিখ্যাত রাজা। ইনি খৃষ্টীয় ১৭১০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা রাজা রঘুপতি রায়। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও পারসী ভাষায় ইনি শিক্ষিত হন। অস্ত্র বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে

ইনি মৃগয়াকালে ব্যাঘ্রের ভ্রূর মধ্যে শর বিদ্ধ করিতে পারিতেন। পিতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হন।

কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্বান্‌দিগের সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিয়া সুখী হইতেন। কবি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ইহাঁর সাহায্য পাইয়াছেন। পণ্ডিত বাণেশ্বর ইহাঁর সভাসদ্ ছিলেন। ইনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নাখেরাজ জমি দান করিয়া গিয়াছেন। ইনি বাজপেয়ী যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

মুরসিদাবাদের স্বেচ্ছাচারী নবাবদিগের অধীন থাকায়, কৃষ্ণচন্দ্রকে অনেক সময় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়, ইনি তাহাতে লিপ্ত ছিলেন; এবং সকলে মিলিয়া ইংরাজদিগের হস্তে দেশ রক্ষার ভার অর্পণ করেন। ইংরাজেরা তজ্জন্য ইহাঁর মান্য করিতেন। পলাশির যুদ্ধের পর ইহাঁকে পাঁচটী কামান উপঢৌকন দেওয়া হয় এবং দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি প্রদত্ত হয়। ১৭৮০ খৃঃ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। (চরিতাষ্টক)

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন—মুনিবর পরাশরের পুত্র। দাসরাজ বসুর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি তপস্যার্থ বনগমন করেন। তপস্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া বেদ বিভাগ পূর্ব্বক, ইনি ব্যাস নামে খ্যাত হইলেন। (ব্যাস দেখ)।

কেকয়ী—কেকয় দেশের রাজকন্যা। ইহাঁর সহিত রাজা দশরথের বিবাহ হয়। ইহাঁর পুত্রের নাম ভরত। একদা দশরথ, যুদ্ধে আহত হইয়া কেকয়ীর শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করেন। তজ্জন্য ইহাঁর উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হন।

যখন দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যুবরাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তখন কেকেয়ী পরিচারিকা মন্থরার কুপরামর্শে চালিত হইয়া, পূর্ব্বদত্ত দুই বরে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস এবং পুত্র ভরতের যুবরাজপদে অভিষেক বাঞ্ছা করেন। রাম ও লক্ষণ বনগমন করিলে, এবং দশরথের মৃত্যু হইলে, ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক ইহাঁকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। পরে নিজকৃত অকর্ম্মের জন্য ইনি সন্তাপিত হইয়া দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বনবাস হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাম ইহাঁর সম্যক অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ-শেষে কৌশ-

ল্যার মৃত্যুর পর কৈকেয়ীর মৃত্যু হয়। (রামা)

কেতু—দানববিশেষ। সমুদ্র মন্থনের পর দেবগণ অমৃত পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবরূপ ধারণ করিয়া দানব অমৃত পান করিতে উপবিষ্ট হয়। কেতুর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত অমৃত প্রবিষ্ট হইলে, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাকে চিনিতে পারিয়া দেবগণের নিকট ইহার বিষয় প্রকাশ করেন। তখন বিষ্ণু চক্রের দ্বারা কেতুর মস্তক ছিন্ন করিলেন। পূর্ব্বার্দ্ধ রাহুনামে খ্যাত হইল এবং অপরার্দ্ধ কেতু নামে বিদিত রহিল। (মহা)

কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্মধর্ম্মের বিখ্যাত নেতা। ইনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা প্যারীমোহন সেন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। ইনি পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়া, হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর বিবাহ হয়।

অতঃপর কেশবচন্দ্র ধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। বাল্যকাল হইতে ইহাঁর মনে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়। নয় দশ বৎসর বয়সে ইনি তিলক কাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপ দিয়া মৃদঙ্গের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতেন। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি ধর্ম্ম চিন্তায় নিরত হইলেন। এই সময় "রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা" নামক একখানি ব্রাহ্ম পুস্তক পড়িয়া, ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হন। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ত্রিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান।

অনন্যমনে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার জন্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ধর্ম্মের জন্য ইনি আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ইনি ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য ক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রিয়পাত্র হইলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইয়া, ক্রমে আদি ব্রাহ্ম সমাজের একরূপ সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠেন। সমাজে নূতন নূতন নিয়ম প্রচারিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মগণের তাহা সহ্য হইত না। ক্রমে ইহাঁর সহিত প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের গোলযোগ উপস্থিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া, পর বৎসর

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপন করেন। অতঃপর কেশব বাবু ধর্ম্ম প্রচারে যত্নশীল হইয়া অসাধারণ বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম প্রচারার্থ ইনি ভারতের অনেক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই ইহাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কেশব বাবু ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে ইহাঁর মোহিনী বক্তৃতা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ধর্ম্ম ও বিদ্যায় বিখ্যাত লোকদিগের সহিত ইহাঁর পরিচয় হয়। স্বয়ং মহারাণী ভিক-টোরিয়া ইহাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া ছয়মাস পরে ইনি দেশে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর ইনি নানাবিধ লোকহিত-কর কার্য্যে লিপ্ত হন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজের বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইত্যগ্রে ইনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহের বয়স কন্যার পক্ষে চৌদ্দ ও পাত্রের পক্ষে অষ্টাদশ বৎসর নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করেন। বর ও কন্যা উক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়ায় সেই নিয়মানু-সারে অনেক ব্রাহ্ম এই বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া পরিগণিত করেন না। কেশব বাবু প্রকাশ করেন যে বাক্‌দান হইতেছে মাত্র। সে যুক্তিতে আপত্তিকারীরা সন্তুষ্ট না হওয়ায়, ইনি অনেক ব্রাহ্মের অমতে স্বীয় বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া এই বিবাহ সম্পাদন করেন। বিবাহের পর অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাঁহার নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন।

১৮০১ শকে কেশব বাবু "নব-বিধান" ধর্ম্ম প্রচার করেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভিত্তির উপর নববিধান প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কতকগুলি নিয়ম তাহার সহিত একত্রিত করিলেন—যথা হোম, ধর্ম্মগ্রন্থ (ও নিশান,) আরতি করা, কমল সরোবরের জল দ্বারা অভি-ষিক্ত করা, ইত্যাদি।

শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে এবং মানসিক শ্রমের আতিশয্যে, কেশব-চন্দ্র ১৮০৩ শকে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসায় প্রথম প্রথম রোগ উপশম হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল না। চকিৎসকের আদেশে ইনি এই সময় প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা ছুতরের কার্য্য করিতেন। কিন্তু রোগ ক্রমে কঠিন হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার

বিশ্ববিমোহিনী বাগ্মিতা, অসাধারণ প্রতিভা, ঐকান্তিক ঈশ্বর-নিষ্ঠা, এবং উন্নত ধর্ম্মজীবন তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। (কেশবচরিত)

কেশব ভারতী—চৈতন্যের দীক্ষা-গুরু। কাটোয়া গ্রামে ইহাঁর আবাস ছিল এবং সেইখানেই সন্ন্যাসী হইয়া অবস্থান করিতেন। চৈতন্য ইহাঁর নিকট গমন পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (চৈ ভা)

কেশী—কংসের অনুচর বিশেষ। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস ইহাকে ব্রজে প্রেরণ করেন। এ অশ্বরূপে যমুনাতীরে ব্রজবাসীর প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণ ইহার নিকট গমন করিলে, এ মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে আইসে। তখন কৃষ্ণ ইহাকে নিহত করেন। (হরি)

কৈকসী—রাবণাদির মাতা। ইনি সুমালী রাক্ষসের তনয়া। সুমালী কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে নিজ কন্যাকে বিশ্রবা ঋষির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নী হইয়া বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিতে বলেন। পিতার আদেশে ইনি ঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহার ভার্য্যা হইলেন। সময়ে ইহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ও বিভীষণ নামে পুত্র এবং শূর্পনখা নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মতান্তরে ইহার নাম নিকষা। (রামা)

কৈটভ—দানব বিশেষ। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে এই দানব এবং ইহার ভ্রাতা মধু উদ্ভূত হয়। ইহারা ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হয়। (মহা)

কৌশল্যা—রামের মাতা। ইনি কোশলাধিপতির তনয়া ছিলেন। রাজা দশরথের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর, ইহাঁর গর্ভে রামের জন্ম হয়। রামের বনবাসে এবং দশরথের মৃত্যুতে ইনি অতি দুঃখিতা হইয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ইনি সুখী হইলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর, ইহাঁর মৃত্যু হয়। (রামা)

কৌশিক—জনৈক তপস্বী বিশেষ। ইনি পিতামাতার অমতে তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করেন। তপস্যায় রত হইয়া দ্বিজ, বহুবর্ষ অতীত করিলেন। একদা এক বৃক্ষের নিম্নে উপবিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটী বলাকায় ইহাঁর শরীরে পুরাষ নিক্ষেপ করে। ইনি ক্রোধে পক্ষীর অনিষ্ট চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করায় সে ভস্মীভূত হইল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্মণ নিজের ক্ষমতায় অহঙ্কৃত হইলেন।

একদা কৌশিক গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক কোন গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামিনী ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলে, তাঁহার স্বামী শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করেন। গৃহিণী তখন স্বামী সেবায় রত হইয়া পরে ইহাঁর নিকট ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহার উপর কুপিত হইলেন। তখন তিনি স্থির-চিত্তে ইহাঁকে বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি কুপিত হইবেন না। আমি স্বামিশুশ্রূষার ফলে সকল জানিতে পারিতেছি। আমি বকী নহি। আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। আপনি মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম শিক্ষা করুন।"

কৌশিক ঐ স্ত্রীলোকের বাক্যে বিস্মিত হইয়া তাঁহার কথানুসারে মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করিলেন; এবং তাঁহার নিকট ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষ পাইয়া জ্ঞানী হইলেন। পিতামাতার সেবায় ব্যাধ ধার্ম্মিক হইয়াছেন শুনিয়া ইনি আতীব বিস্মিত হইলেন। পরে ব্রাহ্মণ তাঁহার আদেশে গৃহে গমন পূর্ব্বক নিজ পিতামাতার শুশ্রূষায় রত হইলেন। (মহা… বন—২০৫-২১৫ অ)

ক্রতু—ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি দক্ষকন্যা সন্নীতির (মতান্তরে ক্রিয়ার) পাণিগ্রহণ করেন। বালখিল্য মুনি-বৃন্দ ইহাঁর পুত্র। (ভাগ)

ক্রোধা—দক্ষরাজকন্যা এবং কশ্যপের বনিতা। ইহার গর্ভে পিশাচ, যক্ষ, প্রভৃতির জন্ম হয়। (বিষ্ণু)

খগম—তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণবিশেষ। সহস্রপাদ নামে ঋষি তনয়ের সহিত ইহাঁর সখ্য ছিল। একদা বালস্বভাব-প্রযুক্ত সহস্রপাদ তৃণ নির্ম্মিত এক কৃত্রিম সর্প প্রদর্শনে, খগমকে ভয় দেখান। ইনি ভয়হেতু মূর্চ্ছিত হন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া তাঁহাকে বিষহীন সর্প ডুণ্ডুভরূপে পরিণত হইতে শাপ প্রদান করেন। পরে বন্ধুর বিনয় ও কাতরতায় বীতক্রোধ হইয়া, তাঁহাকে রুরুমুনির দর্শনে শাপমুক্ত হইবার বর দেন। (মহা-আদি-১১ অ)

খনা—বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবতী। কথিত আছে যে ইনি লঙ্কাদ্বীপে প্রতিপালিত হইয়া জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী হন। সেখানে মিহিরের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। পরে উভয়ে ভারতে আসিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। বরাহ মিহিরে পরিচয় হইলে, খনা শ্বশুর গৃহে আদরে গৃহীত হন। জ্যোতিষে ইনি এতদূর পারদর্শী হইয়াছিলেন যে অন্যে যাহা অনেক আয়াসে গণিয়া স্থির করিতেন, ইনি

তাহা অবলীলাক্রমে বলিয়া দিতে পারিতেন। বরাহ রাজসভার জ্যোতিষী বলিয়া, অনেকে তাঁহার গৃহে গণনা করাইতে আসিতেন। বরাহ কোন গণনায় অসমর্থ হইলে অথবা অনায়াসে উত্তর করিতে না পারিলে, খনা ঘরের ভিতর হইতে তাহা বলিয়া দিতেন। খনার নাম চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া বরাহের যশঃ ক্রমে হীনপ্রভ হইতে লাগিল। কথিত আছে যে এই কারণে খনার প্রতি বরাহের দ্বেষ উপস্থিত হয়।

কিংবদন্তী আছে যে একদা বিক্রমাদিত্য সভাপণ্ডিতদিগকে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যা গণনা করিয়া দিতে বলেন। কেহই তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। বরাহ পর দিবস নক্ষত্রসংখ্যা গণিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু তাহা না পারিয়া দুঃখিত হইয়া গৃহে শয়ন করিয়া রহিলেন। রজনীতে রন্ধনান্তে খনা শ্বশুরকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলে, বরাহ নক্ষত্র গণনা স্থির না করিয়া জল গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন খনা মাটীতে কয়েকটী অঙ্ক পাতিয়া নক্ষত্রসংখ্যা বলিয়া তাঁহাকে আহার করিতে আহ্বান করেন—

সাত সাত আরও সাত, সাতে দিয়া ভরা;
ভাত খাওসে শ্বশুরঠাকুর আকাশে এত তারা।

পর দিবস রাজসভায় বরাহ নক্ষত্রসংখ্যা বলিলে, রাজা তাঁহাকে নক্ষত্র গণনার সঙ্কেত কোথায় পাইলেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহার পুত্রবধূ খনা বলিয়া দিয়াছেন। এরূপ বিদুষী নারীকে পুরস্কার দিবার জন্য রাজা তাঁহাকে সভায় আনিতে আদেশ করেন। কুলবধূকে রাজসভায় উপস্থিত করায় দুর্ব্বিসহ অপমানের ভয়ে, বরাহ মিহিরকে খনার জিহ্বাচ্ছেদন করিতে আদেশ করেন। নির্দ্দোষী স্ত্রীর প্রতি সেই গর্হিত আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া, মিহির অতি ম্রিয়মাণ হইলেন। খনা নিজ মৃত্যুর সময়ও উপায় গণনা দ্বারা অগ্রে জানিতে পারিয়া, স্বামীকে পিতার আজ্ঞা পালনে অনুরোধ করেন। জিহ্বা ছেদিত হইলে খনার মৃত্যু হয়।

গণনা সম্বন্ধে খনার অনেক বচন বঙ্গভাষায় প্রচলিত আছে। কয়েকটী বচন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

কিসের তিথি কিসের বার,
জন্ম নক্ষত্র কর সার;
কি কর শ্বশুর মতিহীন,
পলকে জীবন বার দীন॥

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা,
নামে নামে করি সমতা;
এক শূন্যে মরে পতি,
দুয়ে মরে ঘর যুবতী॥

(নবনারী, খনার বচন)

খর—রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা। বিশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার পুত্রের নাম মকরাক্ষ। শূর্পনখার বৈধব্য অবস্থা উপস্থিত হইলে, খর রাবণের আদেশে চৌদ্দহাজার রাক্ষস সৈন্য সহ শূর্পনখার আজ্ঞাধীনে তাহার সহিত পঞ্চবটীতে বাস করে। ইহার সেনপতির নাম দূষণ। লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকা কর্ণ ছেদন করিলে, খর সসৈন্যে রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। (রামা, মহা)

খুল্লনা—শ্রীমন্তের মাতা। ইনি লক্ষপতি বণিকের কন্যা ছিলেন। ইহাঁর সহিত ধনপতি বণিকের বিবাহ হয়। ইহাঁর গর্ভে বিখ্যাত শ্রীমন্ত সদাগরের জন্ম হয়। ধনপতি যখন বাণিজ্যার্থে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন ইনি সপত্নী কর্ত্তৃক অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। স্বামী গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ইহাঁর কষ্টের শেষ হয়। (কবিকঙ্কন চণ্ডী)

খ্যাতি—ভৃগুপত্নী। ইনি দক্ষপ্রজাপতির তনয়া ছিলেন। ইহাঁর সহিত ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুর পরিণয় হয়। খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মী নামে কন্যা এবং ধাতৃ ও বিধাতৃ নামে পুত্রদ্বয় জন্ম গ্রহণ করে। (বিষ্ণু)

গঙ্গা—দেবী বিশেষ। পর্ব্বতরাজ হিমালয় এবং তৎপত্নী মেনকার (বা মেনা) জ্যেষ্ঠা কন্যা। দেবগণের চেষ্টায় মহাদেবের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। ইহাঁর অদর্শনে শোকাভিভূতা মেনকা ইহাঁকে সলিল রূপে পরিণত হইতে অভিসম্পাত করেন। গঙ্গা তদবধি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে জলরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সগরবংশ উদ্ধারার্থ ভগীরথ তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ইনি মহাদেব কর্ত্তৃক মস্তকে ধৃত হন। অতঃপর তিনি ইহাঁকে বিন্দুসরোবরে ত্যাগ করেন। তথা হইতে ইনি ভগীরথের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হস্তিবর ঐরাবত ইহাঁকে ধারণ করিতে প্রয়াস পাইলে, ইনি তাহাকে স্রোতে ভাসাইয়া মৃতবৎ করিয়া, তৎপরে কৃপাপূর্ব্বক ত্যাগ করেন। হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থান দিয়া ইনি ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন। পথে জহ্নু মুনির যজ্ঞদ্রব্য ভাসাইলে, তিনি তপোবলে ইহাঁকে পান করেন। তখন ভগীরথ মুনিকে স্তবে ও বিনয়ে তুষ্ট করিলে, তিনি কর্ণপথে (মতান্তরে জানুভেদ করিয়া) ইহাঁকে বহিষ্কৃত করেন। তদনন্তর ইহাঁর

পূত সলিলস্পর্শে ভস্মীভূত সগর-বংশের উদ্ধার হয়।

একদা গঙ্গা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময় অভিশপ্ত বসুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের অনুনয়ে ইনি মানবীরূপে তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া শাপ মুক্ত করিবার জন্ম স্বীকৃতা হন। অতঃপর মানবী-বেশে শান্তনুরাজের পত্নী হইয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করেন যে ইহাঁর ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে তিনি ব্যাঘাত দিতে পারিবেন না। শান্ত-নুর ঔরসে ইহাঁর আটটী পুত্র হয়। পুত্র জন্মিবামাত্র ইনি তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে সাতটী পুত্র জলে নিমজ্জিত হয়। অষ্টম পুত্র জন্মিবামাত্র, শান্তনু ইহাঁর কার্য্যে ব্যাঘাত দিয়া তাহা রক্ষা করিতে বলেন। পুত্র রক্ষা হইল, কিন্তু ইনি পূর্ব্বের পণ অনুসারে আর শান্তনুর ভার্য্যা রহিলেন না। অতঃ-পর পুত্র দেবব্রতকে (ভীষ্ম) লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেবব্রত শিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, গঙ্গা তাঁহাকে শান্তনুর নিকট প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। (রামা, মহা)

গণেশ—মহাদেব ও পার্ব্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কথিত আছে যে শনির দর্শনে ইহাঁর মস্তক ছিন্ন হয়। তখন বিষ্ণু একটী হস্তিমুণ্ড আন-য়ন পূর্ব্বক ইহাঁর স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন। ইনি গণের অধী-শ্বর এবং সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধিদাতা। ইহাঁর বাহন মূষিক।

দার পরিগ্রহে অনিচ্ছুক হইয়া গণেশ তপশ্চরণ পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদা ইহাঁর দর্শনে তুলসী দেবী ইহাঁকে পতিভাবে পাইতে অভি-লাষ করিলেন। তৎপর ইহাঁর তপোভঙ্গ করিয়া মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করেন। গণেশ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক তুলসীর চঞ্চলতা দেখিয়া অভিসম্পাত করেন যে তিনি অসুরের পত্নী হইবেন। তিনি ইহাঁকে পরিণয় পাশে বদ্ধ হইতে শাপ দেন। অতঃপর ইনি পুষ্টি নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন।

একদা গণেশ কৈলাসে অবস্থান করিতে ছিলেন, এমন সময় পরশু-রাম মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। ইনি দেবাদিদেবের আদেশ অপেক্ষা করিয়া পরশুরামকে অবস্থান করিতে বলিলেন। তিনি তাহা অবহেলা করিয়া পুর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, দুইজনে বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন পরশুরাম কুঠারাঘাতে গণেশের একটী দন্ত ছেদন করেন।

মহাত্মতা হেতু ইনি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থ লিখিবার জন্য লেখকের নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার আদেশে গণেশকে স্মরণ করিলেন। ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই অঙ্গীকারে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, যে লিখিবার সময় ইহাঁর লেখনী বিশ্রাম করিবে না। তিনি তাহাতেই স্বাকৃত হইলেন; কিন্তু ইহাঁকে সমস্ত বুঝিয়া লিখিতে অনুরোধ করিলেন। মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেব দুরূহ শ্লোক বলিতেন। তখন গণেশ তাহা বুঝিয়া লিখিতে বিলম্ব করায়, তিনি ইতিমধ্যে অন্য শ্লোক রচনা করিয়া রাখিতেন। (ব্রহ্ম, মহা)

গদাধর—বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি নবদ্বীপে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। দেশে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া ইনি ন্যায় পড়িবার জন্য মিথিলায় গমন করেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গীয় ছাত্রগণ মিথিলায় গমন পূর্ব্বক সে সকল অধ্যয়ন করিতেন। পাঠ সমাপন করিয়া তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সমুৎসুক হইলে, মিথিলাবাসী পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে গ্রন্থাদি সঙ্গে আনিতে দিতেন না। সুতরাং গ্রন্থাভাবে কৃতবিদ্য বঙ্গীয় ছাত্রগণ স্বদেশে ন্যায়দর্শন শিক্ষা দিতে পারিতেন না।

গদাধর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি যাহা অধ্যয়ন করিতেন, তাহা কণ্ঠস্থ হইত। কথিত আছে যে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হইলে, পণ্ডিতগণ ইহাঁকে গ্রন্থাদি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। ইনি অম্লান বদনে তাঁহাদের আদেশ পালন করিলে, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলেন, যে গ্রন্থ সকল ইহাঁর কণ্ঠস্থ আছে। তখন তাঁহারা ইহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, অবশিষ্ট গ্রন্থদ্বয় ইহাঁকে প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ সহকারে বিদায় দিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত গদাধর নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যশঃ অতি অল্প কালেই বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ সুদূর মিথিলা গমন না করিয়া, তাঁহার নিকটই ন্যায় শিক্ষা করিতে লাগিল। এই মহাত্মার জন্যই বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের বহুল প্রচার হয়।

গয়—(১) সুগ্রীবের অনুচর বানর বিশেষ। কপিবর রামরাবণের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। (রামা)

গয়—(২) নৃপতিবিশেষ। ইনি গয়াপুরী স্থাপন করেন। ইনি একজন অতি ধার্ম্মিক ভূপতি ছিলেন এবং সতত যজ্ঞাদি কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন। (মহা)

গরুড়—পক্ষিরাজ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে এবং বিনতার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ক্ষুধিত হইয়া ইনি পিতার আদেশে যুদ্ধরত গজকচ্ছপদ্বয় ভক্ষণ করেন। বিমাতার দাসীত্ব হইতে মাতাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ইনি কদ্রুর আদেশে সুধা আনিতে স্বর্গে গমন করেন। অমৃত প্রাপ্তে তাহা পান না করিয়া পক্ষিবরকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া, বিষ্ণু ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইহাকে বর দিতে স্বীকৃত হইলে, ইনি তাঁহার অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্তি এবং অমৃত পান না করিয়া অজর অমর হইবার বর গ্রহণ করিলেন। ইনি বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইহাকে বাহনরূপে পাইতে চাহিলেন। সেই অবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইলেন। গরুড়ের আসন বিষ্ণুর ধ্বজার উপর স্থির হইল।

অতঃপর সুধারক্ষার্থ ইন্দ্র ইহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। ইন্দ্রের বরে সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল। তদনন্তর অমৃত আনয়ন কদ্রুকে প্রদান করিয়া ইনি মাতার দাসীত্ব মোচন করিলেন। গরুড়ের যোগে ইন্দ্র সুধাহরণ করিলে, তাহা আর সর্পগণের বা সর্পমাতার ভোগে আসিল না।

একদা গরুড় সুমুখনামে নাগের পিতাকে ভক্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে ভক্ষণের দিন স্থির করিয়া প্রস্থান করেন। ইতিমধ্যে সুমুখের সহিত মাতলির কন্যার বিবাহ হইলে, মাতলির অনুরোধে দেবরাজ সর্পকে দীর্ঘায়ুর বর প্রদান করেন। তচ্ছ্রবণে গরুড় স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বিষ্ণু ও ইন্দ্রের সাক্ষাতে নিজবলের স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু পক্ষিবরের স্কন্ধে স্বীয় হস্ত অর্পণ করিলে, ইনি তাহার ভারে মৃতপ্রায় হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে নিষ্কৃতি পাইলেন। অতঃপর গরুড়ের সহিত সুমুখের মিত্রতা হইল। (মহা)

গর্গ—মুনিবিশেষ। ইনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। মুনিবর যাদবগণের কুলগুরুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র গার্গ্য এবং পুত্রী গার্গী। (ভাগবত)

গাধি—চন্দ্রবংশীয় নরপতিবিশেষ। ইনি বিশ্বামিত্রের পিতা ছিলেন। ইহার তনয়া সত্যবতীর সহিত ভৃগুনন্দন ঋচীক মুনির বিবাহ হয়।

ইহাঁর অনুরোধে মুনিবর পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নৃপমহিষী সেই যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়া রাজার ঔরসে বিশ্বামিত্রকে গর্ভে ধারণ করেন। (রামা, মহা)

গান্দিনী—অক্রূরের মাতা। কাশীরাজ ইহাঁর পিতা ছিলেন। কথিত আছে যে ইনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইহাঁর শুভ কামনা করিয়া কাশীরাজ প্রত্যহ একটী গাভী দান করিতেন বলিয়া ইহাঁর নাম গান্দিনী রক্ষিত হয়। ইহাঁর সহিত যদুবংশীয় শ্বফল্কের পরিণয় হইলে ইহাঁর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। (ভাগবত)

গান্ধারী—দুর্য্যোধনাদির মাতা। ইনি গান্ধার দেশের অধিপতি সুবল রাজার তনয়া ছিলেন। ইহাঁর সহিত কুরুবংশীয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পরিণয় হয়। পতি অন্ধ বলিয়া ইনি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নিজ চক্ষু আজীবন বন্ধন করিয়া রাখেন। ইহাঁর গর্ভে দুর্য্যোধন প্রমুখ শতপুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ইনি দুর্য্যোধনকে সাধুপথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দুর্য্যোধন ইহাঁর সৎবাক্যে কর্ণপাত করেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, দুর্য্যোধন সময় সময় ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপক্ষের জয় কামনা করিতে ইহাঁকে অনুরোধ করিতেন। ইনি কেবল এই মাত্র বলিতেন, "যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়।"

ভারতযুদ্ধের পর কৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলে, ইহাঁর শতপুত্রের শোক উচ্ছসিত হয়। তখন ব্যাসদেব ইহাঁর ক্রোধের শান্তি করেন। নেত্রবন্ধ বস্ত্রের প্রান্তভাগ দিয়া ইনি যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দর্শন করিলে, সে সকল বিকৃতিরূপ ধারণ করিল। অতঃপর যুদ্ধস্থলে গমন পূর্ব্বক মৃতপুত্র ও আত্মীয় স্বজন জন্য বিস্তর শোক করেন। তদনন্তর গান্ধারী পনর বৎসর স্বামীসহ পাণ্ডবদিগের অধীনে হস্তিনাপুরে অবস্থান করেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমন পূর্ব্বক তিন বৎসর কাল তপশ্চরণ করিয়া গান্ধারী দাবানলে ভস্মীভূত হন। (মহা)

গার্গী—বিদুষী প্রাচীন ভারত-মহিলা। ইনি গর্গমুনির তনয়া ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় বিদ্যাবতী ও প্রতিভাসম্পন্না অতি অল্প স্ত্রীলোক ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে যে ইনি জনকরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া

সর্ব্বজন সমক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর কৃত ঋগ্বেদের টীকা আছে।

গার্গ্য—মুনিবিশেষ। জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি গার্গ্যসংহিতা নামক একখানি জ্যোতিষের পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইনি যাদবদিগের কুলগুরু ছিলেন এবং সেই বংশে বিবাহ করেন। শ্যালক কর্ত্তৃক নপুংসক বলিয়া অভিহিত হইলে, ইনি ক্রোধপরবশ হইয়া যাদবদিগকে ত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেব ইহাঁর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ইনি যাদবদিগের অজেয় একটী পুত্র কামনা করিয়া বর লইলেন। অতঃপর অপ্সরা গোপালীর গর্ভে ইহাঁর কালযবন নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। (হরি)

গুরু গোবিন্দ—শিখদিগের দশম গুরু। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি গুরু পদে আরূঢ় হন। শিখবিদ্বেষীরা ইহাঁর পিতা নবম গুরুকে বধ করে। সমুদায় শিখদিগকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিতে এবং তাহাদিগকে বিপক্ষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, ইনি বিশেষ চেষ্টিত হন। এই উদ্দেশে ইনি সমুদায় শিখদিগকে একত্র করেন। জাতি বিচার ত্যাগ করিয়া সকল শিখ একজাতীয় হইতে বলায়, অনেকে ইহাঁর শিষ্যত্ব ত্যাগ করে। কিন্তু প্রায় বিশ হাজারের উপর এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। এই সকল লোক প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক শপথ করিল যে তাহারা জাতিবিচার করিবে না; স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করিবে; এবং কোনরূপ অস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবে। কোন প্রকার জাতিবিচার তাহাদের না থাকে, এইজন্য সকলেরই পদবী সিংহ করা হইল। অন্যান্য বিষয়ে গোবিন্দ নানকের মতের অনুসরণ করেন।

গোবিন্দ যে রাজার রাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, রাজা শিখদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। গোবিন্দ রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করায়, তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাটের আজ্ঞায় সারহিণ্ডের গবর্ণর রাজার সাহায্য করেন। প্রথমে গোবিন্দ পরাস্ত হন, এবং পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ শত্রু কর্ত্তৃক হত হয়। কিন্তু পরে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এই সংবাদে আরাঙ্গজিব ইহাঁকে উপস্থিত হইবার আদেশ করেন। গোবিন্দ নিজ দোষ ক্ষালন পূর্ব্বক প্রারম্ভ

ভাষায় লিখিত কবিতায় সম্রাটকে পত্র লিখিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। শিষ্যদিগকে বীতধনতৃষ্ণ করিতে গোবিন্দ নিজেও ধনের প্রতি আসক্তিহীন হন। একদা একজন ধনী শিষ্য গুরুকে একজোড়া মহার্ঘ স্বর্ণবলয় প্রদান করেন। গোবিন্দ তাহা দুই হাতে ধারণ করেন। পরে স্নান করিবার সময় নদীতে একগাছা পতিত হয়। সেই মহাজন ডুবরী দ্বারা তাহা উদ্ধার করিতে সঙ্কল্প করিয়া, গুরুকে সেইস্থান দেখাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। গোবিন্দ অন্য বলয় নদীতে নিক্ষেপ করিয়া বলেন যে উক্ত স্থানে প্রথম বলয় পড়িয়াছে। শিষ্যবৃন্দ গুরুর ব্যবহারে নির্ব্বাক হইয়া বলয় প্রাপ্তির চেষ্টা না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (ইতিহাস)

গুহক (গুহ)—নিষাদপতি বিশেষ। ইনি রামের বন্ধু ছিলেন। ভাগীরথী তীরে শৃঙ্গবের পুরে ইহাঁর বাসস্থান ছিল। রাম বনবাস গমন কালে ইহাঁর রাজ্যে উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন। রাম ও লক্ষ্মণের জটা নির্ম্মাণার্থ বটবৃক্ষের নির্য্যাস, জাহ্নবীর অপর তীরে যাইবার জন্য নৌকা প্রভৃতি প্রদানে ইনি পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। রাম চতুর্দ্দশ বৎসর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের সময় গুহক তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অতীব সুখী হইয়াছিলেন। (রামা)

গোপা—শাক্যসিংহের বনিতা। ইনি কলিদেশের নরপতি দণ্ডপাণির তনয়া ছিলেন। ইনি অতি রূপবতী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। মহাত্মা শাক্যসিংহের বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা, পুত্রের জন্য অশোকভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য রাজপুত্রীর সহ ইনিও কপিলবস্তুতে উপস্থিত হইয়া অশোকভাণ্ডের প্রার্থী হইলেন। রাজকুমারের অশোকভাণ্ড শেষ হইলে ইনি উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে দুই জনে কথোপকথন হইয়াছিল। তখন তিনি নিজ অঙ্গুরীয় ইহাঁকে অর্পণ করিলেন। উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত হইলেন।

অতঃপর উভয়ের বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, গোপার পিতা বলিলেন যে শাক্যসিংহ বীরত্বের পরিচয় দিয়া তাঁহার কন্যার পতি হইতে পারেন। তখন শাক্যসিংহ ব্যায়াম, শৌর্য্য, বিদ্যা, রাজনীতি ও শিল্প প্রভৃতির কৌশল প্রদর্শন করিয়া গোপার সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হইলেন।

গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী,

ও ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। কথিত আছে যে অবগুণ্ঠন সম্বন্ধে ইনি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন—

"ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকেন তাহাতেই শোভা পান। গুণবান্ ব্যক্তি কুশের বস্ত্রই পরিধান করুন, শতছিদ্র জীর্ণ বাসেই আচ্ছাদিত হউন অথবা কৃষ্ণ কায়ই হউন, তিনি আপনার তেজে আপনি শোভা পান। ধর্ম্মই মনুষ্যের আবরণ, ধর্ম্মই মনুষ্যের সৌন্দর্য্য। নানা অলঙ্কার ভূষিত বালকও যদি পাপানুসারী হয় তবে আর তাহার লাবণ্য থাকে না। হৃদয় যাহার পাপের আগার, বাহ্যিক আবরণ তাহার কি করিবে? সে অমৃতমুখ বিষকুম্ভ। শারীরিক দোষ যাহার সংযত, বাক্য যাহার নিয়মিত, ইন্দ্রিয় সকল যাহার বশীভূত, চিত্তবৃত্তি যাহার নিরুদ্ধ, ও মন যাহার প্রসন্ন, তাহার অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিবার প্রয়োজন কি? যাহাদিগের লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত হয় নাই, ইন্দ্রিয় সকল দুর্দ্দমনীয়, শত অবগুণ্ঠনে আবৃত হইলেই বা তাহাদের রক্ষা কোথায়? যাহার চিত্ত আত্মবশ, পতি যাহার প্রাণ, সে নারী চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বজন সমীপে প্রকাশিত হইলেই বা হানি কি? যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে সে সুরক্ষিতা নতুবা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীগণ অরক্ষিত।" (ললিতবিস্তার-১২অ)

কয়েক বৎসর গোপা সিদ্ধার্থের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইহাঁর একটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। প্রসবের সপ্তদিবসের রাত্রিতে পতি ধর্ম্মার্থ গৃহ ত্যাগ করিলে, গোপা শোকাভিভূত হইয়া অতি কষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পতির অদর্শনে সপ্ত বৎসর অতীত হইল।

সাতবৎসর পরে সিদ্ধার্থ (তখন বুদ্ধদেব) কপিলবস্তু দর্শনে গমন করিয়া, প্রাতঃকালে নগরে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। রাজপুত্রের ভিক্ষুকের বেশ দর্শনে নাগরিক লোকের শোককোলাহল উত্থিত হইল। তচ্ছ্রবণে গোপা প্রাসাদের উপর উঠিয়া স্বামীকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন অনাবৃত পদে, মুণ্ডিত মস্তকে, পীত পরিচ্ছদে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে, অবনত মস্তকে বুদ্ধদেব ধীর পাদক্ষেপে ভিক্ষার্থ অগ্রসর হইতেছেন। এ সকল দেখিয়া ধার্ম্মিকা গোপা অতি কষ্টে আত্ম সংযম পূর্ব্বক শ্বশুরকে স্বামীর আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করেন।

কয়েকদিন পরে বুদ্ধ রাজবাটীতে আহারার্থ আগমন করিলে, গোপা পুত্র রাহুতকে বলিলেন, "বৎস

আজ তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া পিতৃ ধনের জন্য প্রার্থনা কর"। এই বলিয়া গবাক্ষ দ্বার দিয়া উজ্জল প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন। বালক পিতৃ সমীপে গমন পূর্ব্বক শিষ্য-বৃন্দের মধ্যে পরিগণিত হইল।

কয়েক বৎসর পরে বুদ্ধদেব পিতার মৃত্যু সময় কপিলবস্তুতে উপস্থিত হইলেন। রাজার মৃত্যুর পর গোপা প্রমুখ রাজপুরস্ত্রীগণ বুদ্ধের নিকট আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তখন বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে স্ত্রীভিক্ষুরূপে গ্রহণ করিয়া গোপাকে তাঁহাদের নেতৃত্বে নিয়োজিত করিলেন। ধর্ম্মশীলা গোপা সন্ন্যাসীনীরূপে লোকহিত-কর ব্রতে দীক্ষিত হইয়া, প্রাণের সাধে আর্ত্তের শুশ্রূষায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। (বুদ্ধদেব চরিত)

গোপালী—অপ্সরাবিশেষ। গার্গ্য মুনির ঔরসে ইহার গর্ভে কাল যব-নের জন্ম হয়। (হরি, বিষ্ণু)

গোরকনাথ—বিখ্যাত ধার্ম্মিক। ইনি গোরক্ষপুরে জনৈক ধার্ম্মিক গোপের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামস্থ অন্যান্য বালকদিগের ন্যায় ইনিও বাল্যে গোধন চরাইতেন।

একদা গোরকনাথ বনে গরু চরা-তেছেন, এতন সময় একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকের সৌম্য মূর্ত্তি অবলোকনে ইনি নত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন। তিনি কিছু আহারীয় দ্রব্য চাহিলে, ইনি শালপত্রে দুগ্ধ দোহন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি তাহা পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত আলাপে ইনি মুগ্ধ হইলেন।

অতঃপর সেই মহাপুরুষ কিছু দিতে প্রস্তুত হইলে, গোরকনাথ বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার নিকট হইতে এমত কোন দ্রব্য লইবেন যাহা অন্যের নাই। এই মনন করিয়া ইনি ধন, সম্পত্তি, রূপ, যৌবন, প্রভৃতি মনে মনে কল্পনা করিয়া দেখেন যে সে সকল অনেক লোকের আছে, এবং সেই সকলের নিমিত্ত কেহ বিশেষ সুখী নহে। প্রার্থিত দ্রব্য স্থির করিতে না পারিয়া, ইনি সাধু পুরুষকে এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন যে তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই প্রদান করুন।

কথিত আছে যে তখন মহাপুরুষ গোরকনাথকে বলিলেন যে তিনি উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে এক সপ্তাহ কাল ইচ্ছানুরূপ কার্য্য

হইতে বিরত থাকিতে হইবে। ইনি তাহাতেই স্বীকৃত হইলে, তিনি অদৃশ্য হইলেন। অতি কষ্টে নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া গোরকনাথ সাধুর আদেশ পালনে যত্নবান হইয়া লোকের নিকট উন্মত্ত বা বায়ুগ্রস্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ষষ্ঠ-দিনে মহাপুরুষ উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে ইহাঁর দৃঢ়তা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বালকের আত্মীয় স্বজন তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ইহাঁকে আরোগ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া এইমাত্র বলিলেন যে, আরোগ্য হইলে সাধুদিগের পথানুসরণ জন্য বালকটীকে-ত্যাগ করিতে হইবে। তৎকালে চারি পাঁচটী পুত্রের মধ্যে অনেকে একটীকে সন্ন্যাসী হইবার জন্য অনুমতি দিত। সেই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া গোরকনাথের পিতামাতা তাঁহাকে মহাপুরুষকে সমর্পণ করেন। অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইয়া ইনি কিছুকাল পিতামাতার নিকট থাকিয়া সাধুপুরুষের সহিত বহির্গত হইলেন।

তদনন্তর মহাপুরুষ গোরকনাথকে দীক্ষিত করিলেন। অনন্য মনে ইনি তপশ্চরণ পূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে ধর্ম্মমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন। সময়ে ইনি সাধুপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ইহাঁর নামানুসারে ইহাঁর জন্মস্থান গোরক্ষপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। গোরকনাথের প্রদর্শিত পথানুসারে অনেকে ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতেছেন। (ভক্তমালা)

গৌতম—ঋষিবিশেষ। ইনি গোতম মুনির পুত্র ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত সংহিতায় মানবের আচার ব্যবহারের রীতি নীতি প্রকটিত আছে। বৈশ্যরাজ যজ্ঞে অত্রিঋষির সহিত ইহাঁর বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, শনৎকুমার মধ্যস্থ হইয়া তাহা মিটাইয়া দেন। শরস্তম্বে জাত ইহাঁর সন্তান কৃপ ও কৃপী।

ব্রহ্মা অহল্যাকে নির্ম্মাণ করিয়া ন্যাস স্বরূপ ইহাঁর নিকট রাখিয়া দেন। বহুবর্ষ পরে ইনি অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করিলে, ব্রহ্মা ইহাঁর জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপস্যার বিষয় অবগত হইয়া ইহাঁকেই সেই কন্যারত্ন ভার্য্যার্থে প্রদান করিলেন। অহল্যার গর্ভে ইহার বিখ্যাত পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। ইহাঁর রূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্র অহল্যার নিকট গমন করিলে, ইনি তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করেন। অতঃপর ইনি হিমালয় প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তপশ্চরণে নিরত রহিলেন। বহুবর্ষ পরে ইহাঁর আশ্রমে বিশ্বামিত্র

সহ রামলক্ষ্মণ আগমনে অহল্যা শাপমুক্ত হইলে, গৌতম তথায় উপস্থিত হইয়া ভার্য্যার সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছিলেন। (রামা)

ঘটকর্পর—পণ্ডিতবিশেষ। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের একতম ছিলেন।

ঘটোৎকচ—রাক্ষসবিশেষ। পাণ্ডবমধ্যম ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মাতামহ রাজ্যে এ রাক্ষস রাজত্ব করিত। বনবাস কালে পাণ্ডবগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিবার সময় ঝড়বৃষ্টিতে অত্যন্ত কাতর হইলেন। তখন ভীম ঘটোৎকচকে স্মরণ করিলে, রাক্ষস অনুচর সহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বহন করিয়া ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যায়।

ভারতসমরে ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ সদলবলে উপস্থিত হয় এবং মহা বিক্রম প্রকাশে যুদ্ধ করিয়া অনেক কুরুসৈন্য নাশ করে। চতুর্দ্দশ দিবসের রাত্রিযুদ্ধে ঘটোৎকচ কুরুসৈন্যস্থ রাক্ষসসেনা নিপাত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করে। মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধে বধ্যমান হইয়া এবং সৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত দেখিয়া, কৌরবগণের বিশেষ অনুরোধে ইন্দ্রদত্ত শক্তির দ্বারা ইহার বধ সাধন করেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ নিজ শরীর বর্দ্ধিত করিয়া কুরুসৈন্যের উপর পতিত হইলে, অনেকের প্রাণনাশ হয়। (মহা)

ঘণ্টাকর্ণ—পিশাচবিশেষ। এ পিশাচ পূর্ব্বে বিষ্ণু বিদ্বেষী ছিল, এবং বিষ্ণুর নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে এই মানসে কর্ণে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া রাখিত বলিয়া ইহার নাম ঘণ্টাকর্ণ হয়। ইহার মনে সময় সময় সদ্ভাবেরও উদ্রেক হইত। মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। তিনি ইহাকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলেন। কৃষ্ণ মহাদেবের নিকট কৈলাসে যাইবার সময়, বদরিকাশ্রমে ঘণ্টাকর্ণ তাঁহার দেখা পায়। কৃষ্ণকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। ইহার ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় অবগত হইয়া কৃষ্ণ ইহাকে মুক্ত করেন। অতঃপর পিশাচ স্বর্গে গমন করে। (হরি)

ঘৃতাচী—অপ্সরা বিশেষ। ইহাঁর গর্ভে কুশনাভ রাজর্ষির শতকন্যা জন্ম গ্রহণ করে। চ্যবনতনয় প্রমতি ইহাঁর গর্ভে রুরু নামক পুত্র উৎপাদন করেন। কথিত আছে যে ইহাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে, শুকদেবের জন্ম হয়। (মহা)

চণ্ড—অসুররাজ শুম্ভের অনুচর বিশেষ। দেবীযুদ্ধে এ অসুর উপস্থিত হইলে, অম্বিকা ইহাকে কৌষিকী-রূপে বধ করেন। (মার্কণ্ড)

চণ্ডী—আদ্যাশক্তি ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ। (মার্কণ্ড)

চণ্ডীদাস—বাঙ্গলার একজন পুরাতন গ্রন্থকার। ইনি নান্নুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে ১৩৩৯ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রণীত গীতচিন্তামণি। ১৩৯৯ শকে ইহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

চন্দ্র—দেবতাবিশেষ। অত্রি ঋষির তনয়। মতান্তরে কথিত আছে যে সমুদ্র মন্থনে ইহাঁর উৎপত্তি হয়। দক্ষরাজের সপ্তবিংশ কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু ইনি অন্যান্য স্ত্রী অপেক্ষা রোহিণীর প্রতি সমধিক আসক্ত ছিলেন। অন্য পত্নীগণ পিতার নিকট ইহাঁর পক্ষপাতিতার বিষয় বলায়, তিনি চন্দ্রকে স্ত্রীদিগকে সমভাবে যত্ন করিতে বলেন। ইনি তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য না করায়, দক্ষ ইহাঁকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইতে শাপ দেন। চন্দ্র সেই রোগে পীড়িত হইয়া পরিশেষে প্রভাস তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক শ্বশুরের আজ্ঞা পালন করিলে, রোগের উপশম হইল। ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। কথিত আছে যে ইনি বৃহস্পতির বনিতা তারাকে হরণ করেন, এবং তাঁহার গর্ভে ইহার বুধ নামে পুত্রের জন্ম হয়। বৃহস্পতির অপমানে দেবগণ ইহাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, ইনি শুক্রাচার্য্য ও দৈত্য-গণের শরণাপন্ন হন। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে ইনি তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে, দেবাসুরে বিবাদ রহিত হয়। (মহা)

চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের পুত্র। রাম ইহাঁকে চন্দ্রকান্ত নামক দেশের অধিপতি নিযুক্ত করেন। (রামা)

চন্দ্রগুপ্ত—মগধের বিখ্যাত নৃপতি। ইনি মগধরাজ মহানন্দের ঔরসে এবং মুরা নাম্নী তদীয় দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি মগধে যে রাজবংশ স্থাপন করেন, তাহা ইহাঁর মাতার নামানুসারে মৌর্য্য-বংশ নামে অভিহিত হয়। বয়ঃ-প্রাপ্তে ইনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি পিতৃ আদেশে পাঞ্জাবে অবস্থান করেন। নানা কারণে অনেকের হিংসার পাত্র হইয়া, ইনি মগধ-রাজের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন।

এই সময়ে বিখ্যাত বীর আলেক্-জাণ্ডার পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয়

করেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রিক শিবিরে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহাঁর সাহায্যে মগধরাজ্য আক্রমণের সুবিধা হইবার আশায়, আলেকজাণ্ডার ইহাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে কোন কারণে তাঁহার ক্রোধের ভাজন হইয়া, ইনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ চাণক্যের শরণাগত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণাবলে ও বুদ্ধি কৌশলে, ইনি ক্রমে মগধরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। সময়ে ইনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। ইনি যে দৃঢ় ভিত্তির উপর রাজ্য স্থাপন করিয়া যান, তাহা বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনানী সেলুকস্ সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সেলুকস্ পরাস্ত হইলেন। তদনন্তর ভার্য্যার্থে সেলুকসের কন্যা, এবং গ্রিক অধিকৃত ভারতের প্রদেশ প্রাপ্তে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। ইনি গ্রিক রাজদূতকে রাজধানীতে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ পূ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৯০ পূ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। (মুদ্রারাক্ষস, ইতিহাস)

চন্দ্রহাস—নরপতি বিশেষ। কথিত আছে যে এই রাজতনয় পিতার বিপদকালে অন্য রাজ্যে গোপনে রক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই রাজ্যের মন্ত্রী ইহাঁকে রাজার নিকট উপস্থিত করিলে, ইনি রাজভবনে দাসীপুত্র রূপে পালিত হইতে লাগিলেন।

একদা রাজবাটীতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রহাসের রূপ দেখিয়া ইহাঁকে রাজজামাতা বিবেচনা করিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে তচ্ছ্রবণে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া ইহাঁকে বধ করিতে ঘাতকদিগকে আদেশ করিলেন। বধস্থানে উপস্থিত হইলে, তাহারা ইহার ইচ্ছা মত ইহাঁকে ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া শিরশ্ছেদের সময় ইঙ্গিত দ্বারা জানাইতে অনুমোদন করিল। ইতিমধ্যে তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইলে, তাহারা ইহাঁকে হত্যা না করিয়া ইহাঁর অতিরিক্ত একটী অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া লইয়া গেল। তখন ইনি বনে আশ্রয় লইলেন। অতঃপর অন্য এক রাজা মৃগয়ার্থ বনে আসিয়া ইহাঁকে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে লইয়া গমন করেন।

তদনন্তর সেই রাজা অন্যান্য উপহার দ্রব্যের সহিত চন্দ্রহাসকে পূর্ব্বোক্ত রাজার নিকট প্রেরণ করেন। ইহাঁকে দর্শন মাত্র রাজার পূর্ব্ব হিংসার উদ্রেক হইল। তিনি ইহাঁকে একখানি পত্রসহ উদ্যানস্থিত রাজতনয়ের নিকট প্রেরণ করেন। পত্রে বিষ প্রদান পূর্ব্বক ইহাঁকে নাশ করিবার আদেশ ছিল। রাজপুত্র ইহাঁকে বিষের পরিবর্ত্তে রাজতনয়া নিজ ভগিনীকে ভার্য্যার্থ অর্পণ করিলেন।

অতঃপর তিনজনে রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা ইহাঁর নিধনে তখনও চেষ্টিত হইলেন। বিবাহান্তে সকলকে কালীবাড়ীতে দেবীর প্রণামার্থ প্রেরণ করিলেন। এবং বিশ্বস্থ ঘাতক দিগকে ইহাঁর নিধনের জন্য পাঠাইলেন। কথিত আছে যে কালীবাড়ীতে রাজপরিবারস্থ সকলে নিহত হন। তচ্ছ্রবণে রাজা নিজে তথায় উপস্থিত হইয়া আত্মঘাতী হইলেন। তখন চন্দ্রহাস শূন্য সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। (ভক্তমালা)

চন্দ্রাপীড়—কাশ্মীরের রাজাবিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম প্রতাপাদিত্য। ইনি ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া নয় বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই ন্যায় শাসনে ইনি প্রজাবর্গের প্রীতির ভাজন হইয়াছিলেন, এবং দেশে অনেক সুনিয়ম প্রচলিত করেন। ইহাঁর মহিষীর নাম প্রকাশা। রাজ্যলোলুপ স্বীয় ভ্রাতা তারাপীড়ের নিয়োজিত জনৈক ঐন্দ্রজালিক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ইনি ৬৯৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

চন্দ্রাপীড় একসময় বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। মন্দিরের স্থান মনোনীত হইলে, তৎস্থানবাসী প্রজাবর্গকে উপযুক্ত অর্থ লইয়া অন্যত্র যাইতে আদেশ করা হইল। সকলই আবাসের জন্য মূল্য পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্থানান্তরিত হইল; কিন্তু একজন চর্ম্মকার মূল্য লইয়াও তাহার আবাস বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। তচ্ছ্রবণে রাজা কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন যে সে ব্যক্তি মূল্য লইয়া তাহার আবাস বিক্রয় না করিলে, রাজার তাহা লইবার ক্ষমতা নাই। অতঃপর ইনি স্বয়ং চর্ম্মকারের গৃহে গমন করিলে, সে সন্তুষ্ট মনে উচিত মূল্যে গৃহ বিক্রয় করিল। (কাশ্মীরের রাজাগণ)

চন্দ্রাবলী—কৃষ্ণের ব্রজসখীবিশেষ। ইনি রাধিকার খুল্লতাত চন্দ্রভানুর

কন্যা। অন্যান্য ব্রজবাসীর ন্যায় ইনিও কৃষ্ণের রূপগুণে বশীভূত হইয়া, তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভাল বাসিতেন। ইহাঁর সহিত গোবর্দ্ধন মল্লের পরিণয় হয়। (বৃন্দাবনলীলা)

চরক—ঋষিবিশেষ। ইনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে ইনি ব্রহ্মা, অশ্বিনী-কুমার, ধন্বন্তরী, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, ও অগ্নিবেশ্যের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইহাঁর প্রণীত "চরকসংহিতা" চিকিৎসা শাস্ত্রে অমূল্য রত্ন। (ভারত কোষ)

চাঁদ কবি—বিখ্যাত হিন্দি কবি। ইনি দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজ পৃথ্বী-রাজের সমসাময়িক লোক। তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ" নামক পুস্তক হিন্দি কবিতায় প্রণয়ন করেন।

চাঁদ সদাগর—মনসাদেবী বিদ্বেষী। এই সদাগরের নিবাস চম্পাই-নগরে ছিল। ইহার পুত্রের নাম লখিন্দর। ইনি মনসাদেবীর বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁহাকে অবজ্ঞা করি-তেন। কথিত আছে যে তজ্জন্য মনসা ইহার প্রতি কুপিত হইলে, বাসরঘরে ইহার পুত্র লখিন্দরকে সর্পে দংশন করে। লখিন্দরের মৃতু হইলে, তৎপত্নীবেহুলা মনসাকে স্তবে তুষ্ট করিলে, তিনি পুনর্জীবিত হন। চাঁদ সদাগর তদবধি মনসাদেবীর ভক্ত হইলেন। (মনসার ভাসান)

চাণক্য—রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতবিশেষ। ইহাঁর নিবাস তক্ষশীলায় ছিল। ইনি মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সম-সাময়িক লোক।

কথিত আছে যে চাণক্য প্রথমে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরিশ্রম সহকারে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া, ইনি সংসারে মনো-নিবেশ করেন। বিবাহের পাত্রী স্থির হইলে, বিবাহার্থ গমন করি বার সময় পথে ইহাঁর চরণে কুশা-ঙ্কুর বিদ্ধ হইলে, রক্তপাত হয়। তজ্জন্য সে দিন বিবাহ বন্ধ হইল। চাণক্য কুশকুল বিনাশার্থ সেইখানে অবস্থান করিয়া কুশমূলে তক্র ঢালিতে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় নন্দরাজের অপমানিত মন্ত্রী শটকার সেইখানে উপস্থিত হন, তিনি ইহাঁর সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া এবং তৎপ্রতিপালনার্থ কৃতসংকল্প দেখিয়া নিজ শত্রু রাজার অপর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইহাঁকে নিয়োগ করিতে প্রয়াসী হইলেন।

মন্ত্রী কৌশলে রাজাকর্ত্তৃক চাণ-ক্যের অপমান করাইলে, চাণক্য নন্দবংশের ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করি-লেন। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সহিত

যোগ দিলে, ইনি বুদ্ধি কৌশলে নন্দকুল উৎসন্ন করিয়া তাঁহাকে মগধের সিংহাসনে বসাইলেন।

চাণক্যের বুদ্ধিবলে চন্দ্রগুপ্তের রাজশ্রী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহাঁর পরামর্শে চালিত হইয়া মগধরাজ ভারতবর্ষের মধ্যে উত্যুচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলেন। কথিত আছে যে ইনি শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্তের সহিত মনোবাদে মগধরাজ্য ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। চাণক্য প্রণীত শ্লোকাবলী নীতিশিক্ষার বিশেষ উপযোগী। (মুদ্রারাক্ষস)

চার্ব্বাক—(১) দার্শনিক মুনিবিশেষ। ইনি বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর মতে "সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ; প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি হইতে পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।"

(২)—রাক্ষসবিশেষ। এ দুর্য্যোধনের পক্ষে এবং পাণ্ডুদিগের বিপক্ষে ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে যখন যুধিষ্ঠিরাদি ব্রাহ্মণগণসহ হস্তিনাপুর প্রবেশ করেন, তখন রাক্ষস ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করে। পরে ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া ইহাকে ভস্মীভূত করেন। (মহা)

চিত্রগুপ্ত—যমরাজের কর্ম্মচারী। ইনি নিজেও চতুর্দ্দশ যমের একজন। কথিত আছে যে ইনি ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হন। পিতার আদেশে ইনি চণ্ডিকার উদ্দেশে তপস্যা করেন। দেবী ইহাঁর প্রতি তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে পরোপকারী, স্বাধিকারস্থ ও চিরায়ু হইবার বর প্রদান করেন। ব্রাহ্মণকন্যা ইরাবতী ও দক্ষিণা নাম্নী দুই স্ত্রীর গর্ভে ইহাঁর দ্বাদশটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কথিত আছে যে সেই সকল পুত্রই কায়স্থগণের আদি পুরুষ।

চিত্ররথ—গন্ধর্ব্বরাজ বিশেষ। সময় সময় ইনি ইন্দ্রের সারথ্যও করিতেন। ইহাঁর অপর নাম অঙ্গারপর্ণ।

একদা ইনি মর্ত্ত্যে গঙ্গাতীরে জল বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় পাণ্ডবগণ একচক্রা নগর হইতে পঞ্চালে গমন করিতে, সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইনি তাঁহাদের প্রতি কুপিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তখন অর্জ্জুন ইহাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের কৃপায় ইনি মুক্তি লাভ করেন। অর্জ্জুনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক চিত্ররথ তাঁহাকে চাক্ষুষী বিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হন। (মহা)

চিত্রলেখা—অপ্সরা বিশেষ। বাণ রাজকন্যা উষার সহিত ইহাঁর সখ্যভাব ছিল। অনিরুদ্ধের প্রতি উষার আসক্তি জানিতে পারিয়া, ইনি দ্বারকায় গমন করেন; এবং নারদের শিক্ষিত তামসী বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অজ্ঞাতসারে অনিরুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমুদায় বলেন। অতঃপর তাঁহাকে লইয়া গোপনে উষার নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত দৈত্যদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি নারদকে সংবাদ দেন। (হরি)

চিত্রসেন—ইন্দ্রের সভাসদ্ গন্ধর্ব্বরাজ বিশেষ। ইনি গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র এবং স্বর্গের নৃত্যগীতাদির অধ্যক্ষ। অর্জ্জুন স্বর্গে গনন করিলে, ইনি তাঁহাকে গান্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন ঘোষযাত্রায় গমন করিলে তাঁহার সৈন্যগণ চিত্রসেনের বন ভঙ্গ করে। তজ্জন্য ইনি যুদ্ধে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় পূর্ব্বক স্ত্রীগণসহ দুর্য্যোধনকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ইহাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইনি অর্জ্জুনের হস্তে পরাস্ত ও বন্দী হইয়া পরে মুক্তি লাভ করেন। (মহা)

চিত্রাঙ্গদ—শান্তনুরাজের পুত্র। ইনি সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন শান্তনুর মৃত্যুর পর ইনি রাজা হইয়া অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। একদা মৃগয়ার্থ গমন করিয়া ইনি সরস্বতী তীরে এক গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হন। (মহা)

চিত্রাঙ্গদা—অর্জ্জুনের স্ত্রী। ইনি মণিপুররাজ চিত্রভানুর দুহিতা। একাকী দ্বাদশ বৎসর গৃহত্যাগ-কালে, অর্জ্জুন মণিপুরে গমন পূর্ব্বক ইহাঁকে দর্শন করিয়া, ইহাঁর সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হইতে অভিলাষী হন। চিত্রভানু অর্জ্জুনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু চিত্রাঙ্গদার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র মণিপুরের সিংহাসন অধিকার করিবে বলিয়া স্থির করিলেন। অতঃপর ইহাঁর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইল। অর্জ্জুন মণিপুরে এক বৎসর অবস্থান করিলে, তাঁহার ঔরসে ইহাঁর বভ্রুবাহন নামে একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

চিত্রাঙ্গদা পিত্রালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে, অশ্বসহ অর্জ্জুন মণিপুরে গমন করিয়া যুদ্ধে পুত্রের হস্তে হতচৈতন্য হন। অতঃপর উলূপীর দ্বারা তাঁহার চেতনা সম্পাদিত হইলে, ইনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে যজ্ঞকালে ইনি হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া স্বামী সহ অবস্থান করিতে

লাগিলেন। পাণ্ডবগণ প্রভৃতিকে বনে দর্শন করিতে গমন করিলে, ইনিও অন্যান্য পুরস্ত্রীগণসহ তাঁহাদের সহগামিনী হন। (মহা)

চিন্তা—শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী। ইনি দময়ন্তীর ন্যায় স্বামীসহ অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। (কাশী-দাসী মহা)

চৈতন্য—বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিখ্যাত নেতা। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে, শচীদেবীর গর্ভে এই মহাত্মার জন্ম হয়। মৃত-বৎসা মাতার পুত্র বলিয়া ইনি নিমাই নামে অভিহিত হন; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বলিয়া ইহাঁকে গৌরাঙ্গ (বা গৌরহরি) বলিত; এবং অন্নপ্রাশনের সময় ইহাঁর নাম বিশ্বম্ভর রক্ষিত হয়। পরে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময় ইহাঁর নাম চৈতন্য হইল। শেষ নামেই ইনি সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত।

অসাধারণ মেধাবী এবং অলৌকিক বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া, অতি অল্প বয়সেই চৈতন্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অতঃপর সতত অধ্যয়নে রত রহিলেন। এই সময় ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীন হওয়ায়, ইনি বড় দুঃখিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে পিতা জগন্নাথের মৃত্যু হইলে, চৈতন্য মাতার একমাত্র আশ্রয়স্থল হইলেন। তৎপরে শচীদেবীর চেষ্টায় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত চৈতন্যের পরিণয় হইল। কয়েক বৎসর পরে লক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে, ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী অন্য এক কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

একবিংশতি বৎসর বয়সে চৈতন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার যশঃ অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। বিচারে ইহাঁকে কেহই পরাজিত করিতে পারিত না। বিখ্যাত পণ্ডিত সকল বিচারে ইহাঁর নিকট পরাস্ত হইতেন; কিন্তু ইহাঁর সৌজন্যে ও সাধু ব্যবহারে কেহই ইহাঁর উপর দ্বেষ করিতেন না। ক্রমে ইনি একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত হইলেন। একদা চৈতন্য জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে শিষ্যবৃন্দসহ সুরধুনী তটে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন, এমন সময় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ওহে নিমাই, তুমি নাকি বড় পণ্ডিত।" ইনি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "আমি কি জানি, আপনি পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহ

পূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, আমরা শুনিয়া সুখী হই"। পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ শ্লোক রচনা পূর্ব্বক পাঠ করিলেন। দোষাদোষ প্রদর্শন করিতে আদিষ্ট হইয়া, ইনি শ্লোক সকলের অর্থ ও অলঙ্কার দোষ দেখাইলে, পণ্ডিত পরাস্ত হইয়া ইহাঁকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

চৈতন্য অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদা ইনি অপর একটী পণ্ডিতের সহিত নৌকায় গঙ্গা পার হইতে ছিলেন। পণ্ডিত ইহাঁর হস্তে ন্যায়ের টীকা দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইনি তাঁহার দুঃখের কারণ অবগত হইলেন যে তিনিও একখানি টীকা লিখিয়াছেন; কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকা থাকিতে লোকে অপরের টীকা পড়িবে না। পণ্ডিতের দুঃখের কারণ শুনিয়া চৈতন্য নিজের টীকা তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন।

চৈতন্য এই সময়ে গয়াক্ষেত্রে পিতৃক্রিয়ার্থ উপস্থিত হইলেন। তথায় বিষ্ণুপদমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণের স্তব, স্তুতি, পূজা, বন্দনা প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণে ইহার হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল। এই স্থানে ঈশ্বরপুরী নামে একজন বৈষ্ণবব্রহ্মচারীর সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়। সাধুর সহ আলাপে ইহাঁর ভক্তিবেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে ব্রহ্মচারীর নিকট ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ভক্তিরসে মগ্ন হওয়ায় এখন হইতে ইহাঁর কেবল হরিনাম জপ, হরিধ্যান, হরিজ্ঞান সার হইল।

নবজীবন লাভ করিয়া চৈতন্য নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। হরিধ্যান ভিন্ন এখন আর ইহাঁর মনে অন্য কিছুর উদয় হইত না। ভক্তি প্রেমে একেবারে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। সংসারের কাজ কর্ম্মে আর লিপ্ত হইতে পারিতেন না। অধ্যাপনা কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন; কেন না ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় হরিনাম ভিন্ন আর কিছু ইহাঁর মুখে আসিত না। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণববৃন্দ চৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দে মগ্ন হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ইহাঁর ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁর সহিত মিলিত হইলেন। নবদ্বীপে হরিনামের তুমূল তরঙ্গ উত্থিত হইল। নানাস্থান হইতে ভক্তগণ ইহাঁদের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। যবন হরিদাস হরিনামরসে আর্দ্র হইয়া অনেক কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিয়াও হরিনাম ত্যাগ না করিয়া

ইহাঁদের সহিত যোগ দিলেন। ভক্তবৈষ্ণব সকল এক জাতীয়; তাঁহাদের মধ্যে জাতি বিচার নাই।

মুচী হয়ে শুচি হয়, যদি হরি ভজে;
শুচি হয়ে মুচী হয়, যদি হরি ত্যজে।

অতঃপর চৈতন্য কেবল ভক্তবৃন্দ মাঝে হরিনামরসে মগ্ন হইয়া রহিলেন। সাধনা ভজনা ভিন্ন ইহাঁর আর অপর কার্য্য ছিল না। সংসারে থাকিয়াও ইনি কেবল ধর্ম্মজগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও চৈতন্যের মনের আশা মিটিল না। সর্ব্বত্যাগী হইয়া ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই ইচ্ছা গোপন রাখিলেন। কিন্তু ইহার বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ইহার বেগ এত প্রবল হইল যে ইহা সংসারের বন্ধন, আত্মীয় স্বজনের প্রতি মায়া ছিন্ন করিল। একদা রজনী যোগে বৃদ্ধ মাতা, যুবতী স্ত্রী, প্রিয়তম সহচরবর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চৈতন্য পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দণ্ডী কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসী হইয়া চৈতন্য শান্তিপুরে ভক্ত অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলে, সেখানে শচীদেবী এবং ভক্তবৃন্দ ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর সকলকে বিদায় দিয়া ইনি নীলাচলে গমন করিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ, মকুন্দরামপ্রভৃতি কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধু গমন করিলেন। পুরীর নিকটবর্ত্তী হইলে, বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য ইহাঁর এত আগ্রহ হইল যে উন্মত্তের ন্যায় ইনি ছুটিলেন। মন্দিরে পৌঁছিয়া বিগ্রহ মূর্ত্তি দেখিয়া অনুরাগের আবেশে ইনি তাহা কোলে করিতে ধাবিত হইলেন, এবং কয়েক পদ গমন করিয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে সঙ্গীগণ আসিয়া হরিনামের ধ্বনিতে ইহাঁর চেতনা সম্পাদন করিলেন। নীলাচলে অবস্থানের সময় পুরীর রাজসভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের সহিত ইহাঁর হৃদ্যতা হয়। তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে চৈতন্য তত কিছু জানেন বা বুঝেন না। তিনি ইহাঁকে ভাগবত শুনাইবেন, এবং

আত্মা-রামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রাহ্যা অপ্যুরুক্রমে,
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং মিত্থংভূতগুণো হরিঃ

শ্লোকের নয় রকম ব্যাখ্যা করেন। পরে চৈতন্য ভক্তি-রসাত্মক সেই শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। তখন সার্ব্বভৌম পরাজয় স্বীকার করিয়া ইহাঁর মতের অনুবর্ত্তী হইলেন

অতঃপর চৈতন্য নীলাচলেই তাঁহার

আবাস স্থির করিলেন। ভাগবত হরিদাস প্রভৃতি দুই একজন ধর্ম্ম-বন্ধু ইহাঁর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দকে দেশে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে বলিলেন। তিনি গৌরের আদেশে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গে হরিনামের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি তীর্থে গমন এবং রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একবার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তদনন্তর ইনি নীলাচলেই অবস্থান করেন। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চৈতন্যের মতে ভক্তিই ঈশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তৎগত চিত্তে হরিনাম করিতে পারিলে মানব মাত্রেই মুক্ত হয়। ইহাঁর মতে বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

শ্লোকের উপদেশই যথার্থ। হরিনাম জপ ভিন্ন কলিতে মুক্তির অন্য উপায় নাই। এইজন্য গৌরাঙ্গ নিজেও সতত হরিনাম করিতেন এবং অন্যকেও সেই পথ অনুসরণ করিতে বলিতেন। নীলাচলে অবস্থান করিবার সময় উৎকলের জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ ইহাঁকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন। গৌর উত্তর করিলেন যে লক্ষপতির গৃহে ভিন্ন তিনি আহার করেন না। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে তাহা হইলে সে নির্ধন দেশে তাঁহাকে কেহই নিমন্ত্রণ করিয়া সুখী হইতে পারিবে না। চৈতন্য বলিলেন যে লক্ষ হরিনাম জপ করে তাঁহাকে তিনি লক্ষপতি বলেন। (ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা)

চ্যবন—ঋষি বিশেষ। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে এবং পুলোমার গর্ভে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে, পুলোমা জনৈক রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃত হইলে, ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর তেজে সেই রাক্ষস ভস্মীভূত হইয়াছিল।

চ্যবন কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। বহুকাল এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তপশ্চরণ করায় ইহাঁর শরীর বল্মীক দ্বারা আবৃত হয়। একদা রাজা শর্য্যাতি সপরিবার সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার সুকন্যা নাম্নী দুহিতা কণ্টক দ্বারা বল্মীক মধ্যস্থ ঋষির উজ্জ্বল নয়নদ্বয় বিদ্ধ করেন। ঋষিবর রাজসৈন্যের মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করেন। তখন রাজা ইহাঁকে স্বীয় দুহিতা ভার্য্যার্থে প্রদান পূর্ব্বক ইহাঁর তুষ্টি সাধন করেন।

চ্যবন সুকন্যার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় ইনি নবযৌবন প্রাপ্ত হন। সুকন্যার গর্ভে ইহাঁর প্রমতি নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। শ্বশুরের যজ্ঞে ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করিতে দেন। তজ্জন্য ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্র নিক্ষেপে ইহাঁকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত করেন। পরে তপোবলে এক মহাসুর সৃজন করিয়া ইন্দ্রকে নাশ করিতে আদেশ করেন। দেবরাজ চ্যবনের শরণাগত হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। (মহা)

ছায়া—সূর্য্যের পত্নী। সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজ শরীর হইতে স্বীয় অনুরূপ ছায়াকে সৃজন করেন। ইহাঁকে পত্নীভাবে সূর্য্যের নিকট রাখিয়া এবং নিজ সন্তানদিগকে ইহাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্বামীর বিনা অনুমতিতে তিনি পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সূর্য্যের সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের ঔরসে ইহাঁর শনি নামে পুত্র এবং তপতী নামে কন্যা উৎপন্ন হইল। সপত্নী-সন্তানদিগকে অযত্নহেতু, তাহারা ইহাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। যম ইহাঁকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। অভিসম্পাতে ইনি তাঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটপূর্ণ করিলেন। (মহা)

জগদেব পমার—বৈষ্ণব সাধু বিশেষ। ইনি অতি হরিভক্ত ছিলেন এবং সততঃ অনন্যমনে হরিনাম করিতেন। পরম ধার্ম্মিক বলিয়া ইহাঁকে সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। ইনি যে রাজ্যে বাস করিতেন, সেই দেশের রাজকন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, ইহাঁর সহিত তাঁহার পরিণয়ের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু দারপরিগ্রহে ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত হইবার ভয়ে ইনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। সাধুপুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া রাজা সপরিবারে দুঃখিত হইলেন।

অতঃপর একদা কীর্ত্তন শ্রবণ মানসে জগদেব রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। এই উপলক্ষে রাজকন্যার সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাজতনয়া ইহাঁকে বলিলেন—

তোমার সেবাতে আমি পবিত্র হইব,
হরিনাম লীলাগুণ সদাই শুনিব।

তচ্ছ্রবণে ইনি রাজকন্যাকে হরির অনুরাগী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর জগদেব সস্ত্রীক ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। (ভক্তমালা)

জগন্নাথ—পুরুষোত্তম তীর্থের দেবমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক স্থাপিত। কথিত আছে যে কৃষ্ণের দেহের অস্থি সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করেন। পঞ্চশত দিনে মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু রাজাকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন যে ইতিমধ্যে তাঁহার কার্য্য কেহ দেখিতে পারিবে না, দেখিলে তিনি কার্য্য স্থগিত করিবেন। পঞ্চদশদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে, রাজা সমুৎসুক হইয়া দ্বার উৎঘাটন করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা পূর্ব্বকথা অনুসারে তৎক্ষণাৎ কার্য্য বন্ধ করিলেন। তখন মূর্ত্তির হস্ত পদাদি হয় নাই। পরে ব্রহ্মার বরে এই মূর্ত্তিই জগন্নাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (জগন্নাথ মঙ্গল)

জটায়ু—পক্ষিরাজ বিশেষ। ইনি অরুণের ঔরসে এবং শ্যেণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি সহ ইনি ইন্দ্রকে জয় করেন। পরে সূর্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, দারুণ সূর্য্য তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া হতজ্ঞান হইয়া ধরাতলে পতিত হইবার উপক্রম হন। তখন সম্পাতি নিজ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করেন, কিন্তু নিজে দগ্ধপক্ষ হইয়া পতিত হন।

জটায়ু রাজা দশরথের মিত্র ছিলেন। যখন রাবণ সীতাহরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন জটায়ু "রাম, রাম" বলিয়া রোদনধ্বনি শুনিয়া রাবণের পলায়নের ব্যাঘাত করেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে ইনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। পরে রাম সীতান্বেষণ কালে জটায়ু তাঁহাকে রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণের সংবাদ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। (রামা)

জটাসুর—রাক্ষস বিশেষ। পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে, এ রাক্ষস ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদের কুটীরে উপস্থিত হয়। তখন অর্জ্জুন অস্ত্র শিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। রাক্ষস পাণ্ডবদিগের সহিত কিছুকাল থাকিয়া ভীমের অনুপস্থিতিকালে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবত্রয়কে হরণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে। একদিন ভীম মৃগয়ায় গমন করিলে, জটাসুর অগ্রে অস্ত্রশস্ত্র গোপন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ও দ্রৌপদীকে হরণ করে। পরে ভীম ইহার পশ্চাৎধাবিত হইয়া, ইহাকে বধ করেন। ইহার পুত্র অলম্বল। (মহা)

জটিল—হরিভক্ত সাধু। কথিত

আছে যে ইনি বাল্যকালে পাঠশালায় যাইবার সময় পথে একদা ভয় পান। ভয়ের কথা মাতাকে বলায়, ধার্ম্মিক মাতা ইহাঁকে "গোবিন্দ" নাম করিতে বলেন। গোবিন্দের বিষয় ইনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে তিনি সকল সময় সর্ব্বত্রই থাকেন এবং বালকদিগের সহিত খেলাও করেন। জটিল এসব শুনিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

অতঃপর একদিন পাঠশালায় যাইবার সময় জটিল পথে ভয় পাইয়া অতি ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে "সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ব্যাকুলতায় ভয়ত্রাতা হরি বালকরূপে উপস্থিত হইয়া ইহাঁর ভয় মোচন করেন। অতঃপর দুইজনে সেখানে খেলা হইল। জটিল প্রায়ই এইরূপে পথে সখা গোবিন্দের সহিত খেলা করিতেন।

একদা গুরু মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ছাত্রবৃন্দ যথাসাধ্য দ্রব্যাদি দিতে প্রতিশ্রুত হইল। জটিল দধির ভার লইলেন। ভোজনের সময় ইনি এক ভাণ্ড মাত্র দধি লইয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন যে এক ভাণ্ড দধিতে কি হইবে। ইনি উত্তর করিলেন যে সখা বলিয়াছেন যে এই ভাণ্ড দধিই সকল লোকের হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইতে দেখা গেল। গুরুমহাশয় দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জটিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহাঁর সখা কোথায় থাকেন। ইনি বলিলেন "আমাদের বাড়ী যাইবার পথে তেঁতুল গাছের নিকট অরণ্যে আমি তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। আপনি তাঁহাকে দেখিবেন ত আসুন"। গুরু মহাশয় শিষ্যের অনুসরণ করিলেন। তেঁতুল তলায় গুরুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জটিল "সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বনে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক গুরুকে বলিলেন যে সখা বলিয়াছেন যে তিনি আপনাকে দেখা দিবেন, কিন্তু আপনাকে এইস্থানে বসিয়া তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে তত বর্ষ তপস্যা করিতে হইবে। হরির দর্শনাশায় গুরু তাহাই করিতে উপবিষ্ট হইলেন। (পুরাণ)

জটিলা—রাধিকার শ্বশ্রূ। ইহাঁর সহিত গোল নামে গোপের বিবাহ হয়। ইহাঁর গর্ভে আয়ান, দুর্ম্মদ, ও কুটিলার জন্ম হয়। (বৃন্দাবনলীলা)

জনক—মিথিলাধিপতি ধার্ম্মিক রাজা। রাজাদিগের মধ্যে জনক একজন ঋষিতুল্য জ্ঞানী ছিলেন বাল্মীকি

ইহাঁকে রাজর্ষি বলিত। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইয়াও ইনি জ্ঞানে ব্রাহ্মণদিগের পূজার্হ ছিলেন।

কথিত আছে যে রাজর্ষি জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে লাঙ্গলের গর্ত্ত মধ্যে একটী পরম রূপবতী কন্যা প্রাপ্ত হন। এই কন্যার নাম সীতা রক্ষিত হয়। সীতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্তির আশায় সুধন্বা নামে রাজা ইহাঁর নিকট প্রার্থী হন। ইনি তাহাতে অসম্মত হইলে, সুধন্বা মিথিলাপুরী অবরোধ করেন। জনক যুদ্ধে সুধন্বাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজধানী শাঙ্কাশ্য নগরীতে নিজ ভ্রাতা কুশধ্বজকে রাজা করেন।

জনকরাজ সীতার বিবাহের জন্য এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে যিনি বৃহৎ হরধনু ভাঙ্গিতে পারিবেন তাঁহার সহিত কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে। রাম হরধনু ভঙ্গ করিলে সীতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাঁর কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের পরিণয় হয়। জনকের পুত্রের নাম উদাবসু। (রামা)

জনদেব—মিথিলার নরপতি বিশেষ। ইনি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইয়া ধার্ম্মিকদিগের সহিত সতত আলাপ করিতেন। ইহাঁর নিকট শত শত বিভিন্ন মতাবলম্বী আচার্য্য উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মতভেদে রাজার মন শান্তি লভ করিত না। ইনি অতীব বেদ পরায়ণ ছিলেন এবং সতত তাহা পাঠ করিতেন। অবশেষে মহর্ষি পঞ্চশিখ ইহাঁকে ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। তখন রাজা জ্ঞানী হইলেন। (মহা…শন্তি-২১৮-২১৯ অ)

জনমেজয়—মহারাজ পরী পুত্র। কলিযুগের প্রথমে ইনি রাজত্ব করিতেন। পিতার মৃত্যুকালে ইনি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীদিগেয় পরামর্শে চালিত হইয়া ইনি রাজ্য শাসন কবিতেন। সময়ে ইনি একজন পরাক্রান্ত রাজা হন এবং তক্ষশীলা হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত ইহাঁর শাসন বিস্তৃত ছিল। ইনি কাশীরাজদুহিতা বপুষ্টমার পাণিগ্রহণ করেন।

জনমেজয় বৃদ্ধ অমাত্যবর্গের নিকট প্রপিতামহদিগের বিবরণ শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। তক্ষকের দংশনে পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া ইনি তক্ষকপ্রমুখ সর্পকুল বিনাশের জন্য চেষ্টিত হইলেন। এই সময় উতঙ্ক মুনি উপস্থিত হইয়া পিতৃহন্তা তক্ষকের বিরুদ্ধে ইহাঁকে উত্তেজিত করেন। অতঃপর ইনি সর্পযজ্ঞের

অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, শত শত সর্প যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার উত্তরীয় মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ আশ্রয় সহ তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ভয়ে সর্পকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তক্ষক হতজ্ঞান হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইতে ছিলেন, ইতিমধ্যে বাসুকি প্রেরিত আস্তিকমুনি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া সর্পযজ্ঞ বন্ধ করিলেন। তখন তক্ষক নিষ্কৃতি পাইলেন।

অতঃপর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণদিগের নিকট বেদগান শুনিতেন। বৈশম্পায়নের নিকট জনমেজয় মহাভারত শ্রবণ করেন। (মহা)

জমদগ্নি—মুনিবিশেষ। ইনি ঋচীক ঋষির ঔরসে এবং সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মুনিবর বেদজ্ঞ হইয়াও অস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহাতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ইনি রাজপুত্রী রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর পঞ্চপুত্র হয়; কনিষ্ঠের নাম পরশুরাম। কথিত আছে যে ইনি একদা শরক্রীড়া করিতেছিলেন এবং রেণুকা, নিক্ষিপ্ত শর সকল আনয়নে নিযুক্ত ছিলেন। প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে রেণুকা কাতর হইলে, মুনিবর সূর্য্যকে তাপ সম্বরণ করিতে বলেন। জগতের অনিষ্টাশঙ্কায় সূর্য্য তেজ সম্বরণ না করিয়া স্ত্রীর জন্য মুনিবরকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান করেন।

একদা রেণুকা স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের ক্রিয়া দর্শনে কলুষিত মনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। মুনিবর সমুদায় জানিতে পারিয়া স্ত্রীর বধার্থ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আজ্ঞা করেন। মাতৃবধ ভয়ে তিনি আজ্ঞাপালনে অসম্মত হইয়া পিতৃশাপে জড়তা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতার দশাও সেইরূপ হইল। পরশুরাম বন হইতে আশ্রমে উপস্থিত হইলে, জমদগ্নি তাঁহাকে কলুষিত জননীকে বধ করিতে আদেশ করেন। রাম কুঠারাঘাতে মাতার শিরচ্ছেদ করিলেন। তখন জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলে, তিনি মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নির কৃপায় রেণুকা পুনর্জীবিত হইলেন এবং পুত্রগণও জড়ত্ব বিহীন হইল।

একদা রাজা কার্ত্তবীর্য্য আশ্রমে উপস্থিত হইলে, জমদগ্নি কামধেনু

নন্দার সাহায্যে সৈন্যসহ তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন। রাজা সেই কামধেনু গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মুনিবর তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। কামধেনুর সাহায্যে জমদগ্নি রাজার সহিত তুমূল সমর করিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার শরে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। (মহা)

জয়—বিষ্ণুর দ্বার রক্ষক। একদা সনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন। জয়, ভ্রাতা বিজয়ের সহিত তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর সমীপে যাইতে বাধা দেন। তখন ঋষিগণ তাহাদিগকে স্বর্গচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করিতে অভিসম্পাত করেন। পরে বিষ্ণু আদেশ করেন যে তাহারা মিত্ররূপে সপ্ত জন্ম কিংবা শত্রুরূপে তিন জন্ম পরে পুনরায় স্বর্গে আসিতে পারেন। ইহারা শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। এই কারণে ইহারা সত্যযুগে হিরণ্যকশ্যপু ও হিরণাক্ষ, ত্রেতায় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, এবং দ্বাপরে শিশুপাল ও দণ্ডচক্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। (রামা, ভাগবত)

জয়চাঁদ—কান্যকুব্জের শেষ রাজা। ইনি দিল্লীপতি অনঙ্গপালের দৌহিত্র ছিলেন। দিল্লীপতি অপুত্রক বলিয়া তাঁহার অন্য দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে সিংহাসন প্রদান করেন। তজ্জন্য পৃথ্বীরাজের উপর জয়চাঁদের বিশেষ বিদ্বেষ জন্মে। এই বিদ্বেষভাব ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ইনি তাঁহার বিরুদ্ধে অশেষ ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু তাঁহার বীরত্বে ও বুদ্ধিবলে ইনি বিফল মনোরথ হইতেন।

পৃথ্বীরাজকে অপদস্থ করিবার জন্য জয়চাঁদ স্বীয় ভগিনীর স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করেন। সভায় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দ্বারীবেশে স্থাপন করা হইল। রাজকন্যা সংযথা অগ্রে রূপগুণবলবীর্য্যসম্পন্ন পৃথ্বীরাজকে মনে মনে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সভায় আগমন পূর্ব্বক অন্যান্য রাজাদিগকে উপেক্ষা করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির গলায় বরমাল্য প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরাজ সেই মূর্ত্তির নিকটেই লুক্কায়িত ছিলেন। বরমাল্য অর্পণ মাত্র তিনি তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া প্রস্থান করিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে জয়চাঁদ সবন্ধু বান্ধবে পরাস্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলেন।

স্বয়ং শত্রুর দমনে অসমর্থ হইয়া জয়চাঁদ মহম্মদ ঘোরিকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে আগমন করিয়া মহম্মদ

তিরোরির যুদ্ধে পরাস্ত হইলে ইনি হতাশ হইলেন। ঘোরি পুনর্ব্বায় প্রত্যাগমন করিয়া থানেশ্বরের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত ও হত করিয়া দিল্লী ও আজমির অধিকার করেন। শত্রুর বিনাশে জয়চাঁদ অতীব আনন্দিত হইলেন।

অতঃপর কনোজ রাজ্যের প্রার্থী হইয়া মহম্মদ ঘোরি জয়চাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। স্বদেশীর বিরুদ্ধে বিদেশীকে আনয়ন করার বিষময় ফল তখন জয়চাঁদ বুঝিতে পারিলেন। পরম শত্রু হইলেও পৃথ্বীরাজ কখন ইহাঁর উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু তখন আর উপায়ান্তর ছিল না। রাজ্যরক্ষার্থ ইনি সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে যবন সেনা কনোজ অবরোধ করিলে,ইনি তুমুল সংগ্রাম করিলেন। সমরে পরাস্ত হইয়া জয়চাঁদ গঙ্গার পরপারে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। স্বদেশদ্রোহীর পাপে কনোজ মানবহীন মরুভুমিতে পরিণত হইয়া অদ্যাপি সেই ভাবে অবস্থান করিতেছে। (ইতিহাস)

জয়দেব—বঙ্গের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ইহাঁর প্রণীত গীতগোবিন্দের ন্যায় সুললিত মধুর গীতকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। ইনি অনুমান খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে ভোজদেবের ঔরসে এবং বামাদেবীর গর্ভে ব্রাহ্মণকুলে জয়দেবের জন্ম হয়। কথিত আছে যে অতি অল্প বয়সে ইনি গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। পরে পদ্মাবতী নাম্নী একটী কন্যার সহিত ইহাঁর পরিণয় হইলে, ইনি গৃহী হন। কিম্বদন্তী আছে যে পদ্মাবতীর পিতা জগন্নাথদেবের আদেশে উদাসীন জয়দেবের নিকট স্বীয় কন্যা উপস্থিত করিয়া ভার্য্যার্থ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। জয়দেব দারপরিগ্রহ করিতে অসম্মত হইলে, পদ্মাবতীর পিতা কন্যাকে ইহাঁর নিকট রাখিয়া প্রস্থান করেন। ইনি পদ্মাবতীকে যথাইচ্ছা যাইতে বলিলে তিনি বিনীত বচনে বলিলেন—

পিতা সমর্পিলা, আর জগন্নাথ আজ্ঞা—
তুমি যে আমার স্বামী, এমোর প্রতিজ্ঞা।
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব,
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব।

অনন্তর জয়দেব তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর গৃহী হইয়া কবিবর গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করেন।

কথিত আছে যে জয়দেব নিজ প্রতিষ্ঠিত এক বিগ্রহের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। একদা পথে দস্যুগণ ইহাঁর সর্ব্বস্ব

গ্রহণ করিয়া, ইহাঁর হস্ত পদ ভঙ্গ করিয়া রাখিয়া যায়। অতঃপর আরোগ্য লাভ করিয়া জয়দেব সস্ত্রীক দেশে বাস করিতে লাগিলেন। (ভক্তমালা)

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজপুত্র। ইনি দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে বিবাহ করেন। পাণ্ডবদিগের বনবাসের সময় ইনি দ্রৌপদী হরণের চেষ্টা করেন। কুটীরে অন্য-কেহ না থাকায়, ইনি দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক রথে তুলিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া ইহাঁর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ইহাঁর রক্ষকগণকে বধ করেন। অতঃপর পাণ্ডবদিগকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া ইনি দ্রৌপদীকে অবতারণ পূর্ব্বক রথসহ দ্রুতগতিতে পলায়নপর হইলেন। তর্দ্দশনে ক্রোশান্তর হইতে অর্জ্জুন ইহাঁর অশ্ব বিনাশ করিলে, ইনি দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন ভীম ইহাঁর পশ্চাৎপদ হইলে, ইনি ধৃত হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন।

এই অপমানে ম্রিয়মাণ হইয়া, জয়দ্রথ মহাদেবের তপস্যা করেন এবং বরপ্রাপ্ত হন যে অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য পাণ্ডবদিগকে তিনিযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবেন। ভারত সমরে অভিমন্যু বধের দিনে ইনি কৌরব-সৈন্যের ব্যূহদ্বার রক্ষা করায় পাণ্ডব পক্ষের কেহ অভিমন্যুর সাহায্যে যাইতে পারেন নহে। অর্জ্জুন সে দিন নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। অভিমন্যু বধ হইলে, অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে জয়দ্রথকে বধ করেন। (মহা)

জয়ন্ত—দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। শচীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। রাবণ সসৈন্যে স্বর্গ জয় করিতে গমন করিলে যে যুদ্ধ হয়, ইনি সেই যুদ্ধে যথাসামর্থ্য দেবসেনা রক্ষা করেন। পরে মেঘনাদ মায়াবলে অন্ধকার উৎপন্ন করিয়া অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবসেনা পলায়ন করিল। ইনি তখন মাতামহ দৈত্যপতি পুলোমা কর্ত্তৃক পাতালে নীত হইয়াছিলেন। (রামা)

জয়পাল—পঞ্জাবের অধিপতি বিশেষ। ইনি একজন প্রতাপান্বিত ভূপতি ছিলেন এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে পেশোওয়ার ইহাঁর অধিকার ভুক্ত ছিল। লাহোরে ইহাঁর রাজধানী ছিল। সবক্তগিন্ গজনির সাম্রাজ্য স্থাপন করিলে, উভয়ের সীমান্ত প্রদেশ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। জয়পাল সসৈন্য সিন্ধুর পর

পারে পেশওয়ারের পশ্চিম সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, ইতিমধ্যে ভয়ানক ঝড়, বৃষ্টি, ও বজ্রপাত আরম্ভ হয়। হিন্দু সৈন্যগণ দৈব-দুর্য্যোগে বিশৃঙ্খল বা ভীত হওয়াতে সুবিধা পাইয়া সবক্তগিন্ হিন্দুদিগের প্রত্যাগমনের গিরিশঙ্কট পথ অবরুদ্ধ করেন। তখন জয়পাল বাধ্য হইয়া সন্ধির জন্য প্রার্থী হইলেন। পঞ্চাশটী হস্তী প্রদানপূর্ব্বক প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা প্রেরণে প্রতিশ্রুত হইয়া জয়পাল সসৈন্য লাহোরে প্রত্যাগমন করিলেন। সন্ধির উল্লিখিত অর্থের জন্য মুসলমান সম্রাটের দূত আগমন করিলে, ইনি তাহা অগ্রাহ্য করেন। তজ্জন্য পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হয়।

দিল্লী, কনোজ প্রভৃতি অন্যান্য হিন্দু রাজার সাহায্যে জয়পাল বহু সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ পেশোওয়ারে অগ্রসর হইলেন। সবক্তগিন্ অসংখ্য হিন্দুসৈন্য দর্শনে ভীত না হইয়া অসীম পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত তাড়িত করিয়া আনিলেন, এবং উক্ত নদের পশ্চিম পারস্থ হিন্দুপ্রদেশ নিজ অধিকার ভুক্ত করিলেন।

অতঃপর সবক্তগিনের পুত্র মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করেন। তৎসংবাদ শ্রবণে জয়পাল সসৈন্যে পুনরায় পেশওয়ারে গমন করেন; কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হন। অর্থদানে মুক্ত হইয়া ইনি লাহোরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বারংবার যবনকর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া জীবন বিনাশের সংকল্প করিলেন। অতঃপর পুত্র অনঙ্গপালকে রাজসিংহাসন অর্পণ পূর্ব্বক জয়পাল জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া অপমানের ও জীবনের শেষ করিলেন। (ইতিহাস)

জরৎকারু—ভৃগুবংশীয় মুনি বিশেষ। মুনিবর তপস্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া দার পরিগ্রহে বিরত হইয়া অবশিষ্ট জীবন তপশ্চরণে অতিবাহিত করিতে মনস্থ করেন। কথিত আছে যে পিতৃগণের অনুরোধে বংশরক্ষার্থ ইনি পরে বিবাহ করিতে চেষ্টিত হন। অতঃপর ইহাঁর সহিত বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর (মনসাদেবীর) পরিণয় হয়। পত্নীর গর্ভ হইলে, মুনিবর তাহাকে ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন। ইহাঁর পুত্র বিখ্যাত আস্তিক মুনি। (মহা)

(২)—বাসুকির ভগিনী। কশ্যপের ঔরসে এবং কদ্রুর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর সহিত জরৎকারু

মুনির পরিণয় হইলে, আস্তিক নামে ইহাঁর একটী পুত্র হয়। স্বামী তপস্যার্থ গমন করিলে, ইনি ভ্রাতৃ-গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, বাসুকির অনুরোধে, ইনি পুত্র আস্তিককে হস্তিনাপুরে যজ্ঞ নিবারণার্থ প্রেরণ করেন। (মহা)

জরাসন্ধ—মগধের বিখ্যাত নরপতি। ইনি রাজা বৃহদ্রথের পুত্র ছিলেন। কথিত আছে যে বৃহদ্রথের দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই অংশে ইহাঁর জন্ম হয়। পরে জরানামে রাক্ষসী সেই দুই খণ্ড সংলগ্ন করিলে ইনি জীবিত হন। সেই রাক্ষসীর নামানুসারে ইহাঁর নাম জরাসন্ধ রক্ষিত হয়। রাক্ষসী প্রকাশ করে যে দুই খণ্ডে পুনর্বিভক্ত না হইলে বালকের মৃত্যু হইবে না।

বৃহদ্রথের পর জরাসন্ধ মগধের রাজা হইলেন। ইনি ক্রমে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি হইয়া উঠেন। ইহাঁর বিংশ অক্ষৌহিণী সেনা ছিল এবং অনেক রাজ্য ইনি জয় করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ রাজ কন্যার স্বয়ম্বরে কর্ণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কর্ণের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালিনী নাম্নী নগরী প্রদান করেন।

জরাসন্ধের কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির সহিত কংসের পরিণয় হয়। কৃষ্ণ কর্তৃক কংস ধ্বংস হইলে, ইনি কৃষ্ণ-প্রমুখ যাদবদিগের বিনাশের জন্য মথুরা অষ্টাদশ বার অবরোধ করেন। কিন্তু প্রত্যেক বারেই কৃষ্ণের বীরত্বে ইনি পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে যাদবদিগের বিরুদ্ধে কালযবনের সাহায্য লইতে বাধ্য হন। ভীষ্মকরাজ কন্যা রুক্মিণীর সহিত শিশুপালের বিবাহ দিতে চেষ্টিত হইয়া ইনি বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

জরাসন্ধ রুদ্রদেবের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে নৃপতি-দিগকে বলি দিবার জন্য চেষ্টিত হন। এই নিমিত্ত ইনি ভূপতি-দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বপুরে আনয়ন পূর্ব্বক বন্দী করিয়া রাখেন। এই সকল রাজা-দিগকে মুক্ত করিবার জন্য, কৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত ইহাঁর পুরীতে গমন করেন। অনুরুদ্ধ হইয়াও রাজাদিগকে মুক্ত না করিয়া জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া ভীমের হস্তে নিপতিত হন। ভীম ইহাঁকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নাশ করেন। ইহাঁর পুত্র সহদেব মগধের রাজা হইলেন। (মহা)

জলন্ধর—অসুরবিশেষ। কথিত আছে যে রুদ্র তেজে সমুদ্রে ইহাঁর জন্ম হয়। ব্রহ্মা ইহাকে মহাদেব

ভিন্ন অন্যের অবধ্য হইবার বর প্রদান করেন। জলন্ধর অসুর-রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কালনেমিদুহিতা বৃন্দার সহিত ইহার পরিণয় হয়।

জলন্ধর যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতা-দিগকে পরাস্ত করিয়া স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র মহাদেবের শরণাগত হইলে, তিনি ইহাকে বধ করিতে প্রস্তুত হন। অতঃপর দুই জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। কিন্তু অসুরের সাধ্বী স্ত্রী বৃন্দা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, অসুরের নাশ হয় না। দেবতা-দিগের জন্য বিষ্ণু অসুররূপ ধারণ করিয়া বৃন্দার নিকট গমন করিলে, তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। তখন জলন্ধর বধ হইল। (পদ্ম)

জহ্নু—সুহোত্রের পুত্র,রাজর্ষি বিশেষ। ইনি অতি তপঃপরায়ণ ভূপতি ছিলেন এবং যজ্ঞাদি কার্য্যেও রত থাকিতেন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বপুরুষ-উদ্ধারার্থ ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিবার সময় গঙ্গার জলে ইহাঁর যজ্ঞ দ্রব্য ভাসিয়া যায়। জহ্নু তখন তপোবলে গঙ্গা পান করেন। পরে ভগীরথের অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণ পথে (মতান্তরে জানু বিদীর্ণ করিয়া) গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। (রামা)

জাজলি—ব্রাহ্মণ বিশেষ। ইনি অথর্ব্ববেদজ্ঞ পথ্যের শিষ্য ছিলেন। জাজলি কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া উন্নতি লাভ করেন। যোগীর বিভূতি স্বরূপ ইনি সর্ব্বত্র গতায়ত এবং সর্ব্ব বিষয় দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে তিনি একজন অদ্বিতীয় লোক হইয়াছেন। কথিত আছে যে তখন আকাশবাণী হয় যে সেরূপ বিবেচনা করা তাঁহার অন্যায়। কাশীর তুলাধারেরও সেরূপ মনে করা অকর্ত্তব্য। তদনন্তর জাজলি কাশী গমন পূর্ব্বক তুলাধারের নিকট ধর্ম্মবিষয় উপদেশ পাইয়া জ্ঞানী হইলেন। (মহা…শান্তি)

জাম্ববতী—কৃষ্ণের ভার্য্যা বিশেষ। ইনি ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তক মণির জন্য যুদ্ধে জাম্ববানকে পরাস্ত করিয়া মণি সহ ইহঁকে ভার্য্যার্থ প্রাপ্ত হন। শাম্ব প্রভৃতি কৃষ্ণের দশটী পুত্র ইহাঁর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর ইনি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে নীত হইলে, স্বামীর উদ্দেশে হুতাশনে প্রবেশ করেন। (হরি, বিষ্ণু, মহা)

জাম্ববান—ভল্লুকরাজ। কথিত আছে যে ইনি ব্রহ্মার পুত্র ও কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। রাম-

রাবণের যুদ্ধের সময় ইনি রামের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন।
সত্রজিৎ নিজ ভ্রাতা প্রসেনকে স্যমন্তক মণি প্রদান করেন। প্রসেন মৃগয়ায় গিয়া সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, জাম্ববান্ সেই সিংহকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ করেন। সেই মণির জন্য কৃষ্ণ জাম্ববানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।ইনি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্যমন্তক সহ নিজ কন্যা জাম্ববতীকে ভার্য্যার্থ কৃষ্ণকে অর্পণ করেন। (হরি, মহা)

জৈগীষব্য—সিদ্ধপুরুষবিশেষ। ইনি দেবলের আশ্রমে তপশ্চরণ পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া দেবল মোক্ষপদ প্রাপ্তির পন্থা প্রাপ্ত হন। (মহা)

জৈমিনি—মুনি বিশেষ। ইনি ব্যাসদেবের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার নিকট ইনি সামবেদ ও মহাভারতে শিক্ষিত হন। ইনি দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "জৈমিনি ভারত" এবং "জৈমিনি দর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসা" বিখ্যাত। ইহাঁর প্রণীত মহাভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্ব্ব এখন পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাস—বৈষ্ণব বিশেষ। ইনি চৈতন্যের পর জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর কবিতা সরলতা ও স্বভাবোক্তির জন্য মনোহর। ইনি একজনউচ্চ শ্রেণীর প্রেমিক কবি।

টোডরমাল—আকবর বাদসার বিখ্যাত কর্ম্মচারী। ইনি কায়স্থকুলে পঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে গুজরাট দেশে রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া বিশেষ গুণের পরিচয় দিয়া ক্রমে বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন। আকবর বাদসা ইহাঁর গুণের পক্ষপাতী হইয়া ইহাঁকে প্রধান প্রধান কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন। পাঠান দিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে টোডরমাল সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। কাবুলের বিদ্রোহ নিবারণের জন্য মানসিংহের সহিত ইনি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রেরিত হন। সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমির বন্দোবস্ত এবং নিয়মিত কর অবধারণ করিবার জন্য যে প্রথা টোডরমাল প্রবর্ত্তিত করেন তজ্জন্য তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইয়াছে। ইনি নির্লোভী ও অকপট লোক ছিলেন। (ইতিহাস)

ডিম্বক—রাজা ব্রহ্মদত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হংসের সহিত তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া অন্যের অবধ্য হয়। ইহারা অন্যের অজেয় বলিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সকলের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত

হইল। একদা দুর্ব্বাসা ঋষির কৌপীন ছেদন এবং তাঁহাকে অপমান করে। তিনি কৃষ্ণকে সমুদায় জ্ঞাত করিয়া ইহাদের দমনের জন্য অনুরোধ করেন।

ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইলে, ইহারা কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া করদ বলিয়া তাঁহার নিকট কর চাহিয়া পাঠায়। অতঃপর কৃষ্ণের সহিত ইহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণের যুদ্ধ হংস সহ্য করিতে না পারিয়া যমুনায় ঝাপ দেয়। তাহাকে আর উত্থিত হইতে না দেখিয়া ডিম্বক যমুনায় নিজ জীবন বিসর্জ্জন করে। (হরি)

তক্ষক—সর্পরাজবিশেষ। ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর চতুর্থ তনয়। ইহাঁর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। ইনি খাণ্ডববনে বাস করিতেন। একদা নাগরাজ স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেনকে আবাসে রাখিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে অগ্নিদেব খাণ্ডব বন দাহ করায় ইহাঁর স্ত্রী, পুত্র সহ পলাইবার চেষ্টা করিয়া অর্জ্জুনের শরে নিহত হইলেন। অশ্বসেন ইন্দ্রের সাহায্যে রক্ষা পাইলেন।

উতঙ্কমুনি গুরু দক্ষিণার জন্য পৌষ্য রাজপত্নীর কুণ্ডলদ্বয় আনিবার সময়, তক্ষক তাহা হরণ করেন। অতঃপর মুনি পাতালে গমন পূর্ব্বক তাহা প্রাপ্ত হইয়া নাগরাজের আচরণে কুপিত হইলেন।

শৃঙ্গী নামক ঋষিকুমারের শাপ সফল করিবার মানসে, তক্ষক হস্তিনাপুরে গমন করেন। পথে কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি মন্ত্রবলে পরীক্ষিৎ রাজাকে জীবিত করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। পরীক্ষাস্বরূপ ইনি একটী বৃক্ষ দংশন করিবামাত্র শুষ্ক হইলে, তিনি মন্ত্র বলে তাহা সজীব করেন। ব্রাহ্মণ অর্থলোভী জানিতে পারিয়া, ইনি তাঁহাকে অর্থ দ্বারা তুষ্ট করিয়া হস্তিনাপুরে গমনে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর অতি সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া ফলের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ভক্ষণার্থ সেই ফল ছেদন করিলে, ইনি তাঁহাকে দংশন করিয়া শমন সদনে প্রেরণ করেন।

মহারাজ জনমেজয় হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃহন্তা তক্ষক সহ সর্পকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু ইন্দ্র আত্মরক্ষার্থ ইহাঁকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে, ইনি অভি-

ভূত হইয়া যজ্ঞাগ্নিতে পতিত হইতে ছিলেন। ইতিমধ্যে আস্তিকমুনির অনুরোধে সর্পযজ্ঞ বন্ধ হইলে, তক্ষক নিষ্কৃতি লাভ করেন। (মহা)

তপতী—ছায়ার গর্ভসম্ভূত সূর্য্যের তনয়া। সম্বরণ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, সূর্য্য তাঁহার সহিত ইহাঁর বিবাহ দেন। ইনি অতিশয় তপোরতা মহিলা ছিলেন। ইহাঁর গর্ভে কুরুরাজের জন্ম হয়। (মহা)

তরণীসেন—বিভীষণের পুত্র। ইনি রাক্ষসরাজ রাবণের সৈন্য মধ্যে এক-জন প্রধান যোদ্ধা ছিলেন। রাবণের অন্যায্য ব্যবহারে বিভীষণ রামপক্ষ অবলম্বন করিলেও তরণীসেন রক্ষোরাজের বাধ্য ছিলেন। ইনি রাবণের আদেশে যুদ্ধে আগমন পূর্ব্বক, তুমূল সংগ্রাম করিয়া রামের হস্তে নিপতিত হন। (কৃত্তি-বাসী রামা)

তাড়কা—সুকেতু যক্ষের দুহিতা। সুকেতুর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা এই কন্যাকে সহস্র মাতঙ্গের বল প্রদান করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সুন্দের সহিত তাড়কার পরিণয় হয়। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। অগস্ত্যঋষির শাপে সুন্দের মৃত্যু হইলে, তাড়কা ও মারীচ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ঋষিবরের শাপে তাহারা রাক্ষস রূপে পরিণত হইল। অতঃপর তাড়কা অগস্ত্যের বন প্রাণীশূন্য করিয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিল। ইহার উপদ্রবে সে প্রদেশ দিয়া মানবের যাতায়াত বন্ধ হইল। পরে রাম বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থ যাইবার সময় তাড়-কাকে বধ করেন। (রামা)

তারক—অসুরবিশেষ। তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে দৃপ্ত হইয়া অসুর দেবতাদিগকে লাঞ্ছনা প্রদান করিতে লাগিল। অসুরের অত্যাচার অসহ্য হইলে, ইহার বধার্থ মহাদেবের ঔরসে পার্ব্বতীর পুত্র কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে নিহত করেন। (মহা)

তারা—(১) দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। ইহাঁর মূর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করাল বদনা,
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা।
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল,
ত্রিনয়ণ লম্বোদর পরা বাঘছাল।
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর,
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর।

(২)—বৃহস্পতির স্ত্রী। ইনি চন্দ্র কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। চন্দ্র ইহাঁকে প্রত্যর্পণ না করায়, বৃহ-স্পতি দেবগণের সাহায্যে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্র শুক্রাচার্য্য ও দৈত্যগণের শরণ লই-লেন। অতঃপর ব্রহ্মার চেষ্টায়

চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে, দেবাসুরে যুদ্ধ রহিত হইল। চন্দ্রের ঔরসে ইহাঁর বুধ নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। (মহা)

(৩)—কপিরাজ বালীর বনিতা। কপিবর শুসেনের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। বালীর সহিত পরিণয় হইলে, ইহার গর্ভে অঙ্গদের জন্ম হয়। বালীর মৃত্যুর পর ইনি সুগ্রীবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। রামের কার্য্য উদ্ধারার্থ সুগ্রীবের অমনোযোগ দেখিয়া লক্ষ্মণের ক্রোধ হইলে, ইনি তাঁহাকে অনুনয়ে সান্ত্বনা করেন। (রামা)

তাল—যক্ষবিশেষ। কথিত আছে যে তাল ও বেতাল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনুচর ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন, ইহারা তাহা সম্পন্ন করিতেন। রজ্যের সর্ব্বস্থানের সংবাদ ইহাদের দ্বারা সংগৃহীত হইত।

তিলোত্তমা—অপ্সরাবিশেষ। সুন্দ ও উপসুন্দের অত্যাচার হইতে ত্রিসংসার রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমাকে সৃজন করেন। সমুদায় সুন্দর দ্রব্যের তিল তিল অংশ দ্বারা ইহাঁর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ইহাঁর নাম তিলোত্তমা রক্ষিত হয়। ব্রহ্মার আদেশে ইনি দৈত্যদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, ইহাঁকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। ভ্রাতৃদ্রোহী বিবাদে দৈত্যদ্বয় ধ্বংস হইলে, ইনি স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর ইনি অপ্সরারূপে ত্রিদিবে বাস করিতে লাগিলেন। (মহা)

তুকারাম—মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত কবি ও সাধু। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে পুণার সন্নিহিত দেহু নামক গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি বর্ণিক জাতীয় শূদ্র ছিলেন। বাল্যে মাতৃভাষায় যৎসামান্য শিক্ষিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ইনি সংসার নির্ব্বাহের আংশিক ভার গ্রহণ পূর্ব্বক পিতা মাতার হর্ষ বর্দ্ধন করেন। অতঃপর ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর সাংসারিক সুখের মাত্রা নিম্ন লিখিত ঘটনা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। একদা ইনি কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়া তৎপ্রার্থী বালক বালিকাদিগকে দান করিয়া এক খণ্ডমাত্র লইয়া গৃহে উপস্থিত হন। সমস্ত অবগত হইয়া, ইহাঁর স্ত্রী ক্রোধসহকারে সেই ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ইহাঁর পৃষ্ঠদেশে সজোরে আঘাত করিয়া, তাহা দুই খণ্ডে ভঙ্গ করেন। তখন ইনি সেই দুইখানি হস্তে লইয়া এই মাত্র বলিলেন—"প্রিয়ে, তুমি

আমাকে এত ভালবাস যে এই আক্ গাছ্‌টী একলা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া তাহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে।”

তুকারামের বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয় এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদাসীন হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। এই সকল কারণে ইনি অতীব দুঃখিত চিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইলে, ইহাঁর মন সংসারের উপর একেবারে বিতৃষ্ণ হইল।

অতঃপর তুকারাম সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বর উপাসনায় জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশে ইনি প্রায়ই গ্রামস্থ নদীতীরে দেবমন্দিরে ভজন পূজনে মনোনিবেশ করিলেন। ধর্ম্মের জন্য মন অধীর হইলে, ইনি স্বপ্নে চৈতন্যের শিষ্য জনৈক বাবাজির নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হন—

স্বপ্নে মোর গুরুমন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
ঈশ্বরে অচলা ভক্তি করিনু স্থাপন।

তদনন্তর তুকারাম ভজন, পূজন, ও কীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইনি শ্লোক রচনা পূর্ব্বক কথকতা ও কীর্ত্তন করিতেন এবং এই উপায়ে লোকের মন ধর্ম্মপথে লইতে চেষ্টা করিতেন। ইহাঁর অনেক শিষ্য হইল। ইহাঁদের অনেকেই পূর্ব্বে ইহাঁর শত্রু ছিলেন, পরে ইহাঁর সাধু ব্যবহারে পরাজিত হইয়া ইহাঁর শরণাগত হইয়াছিলেন।

শিবজি তুকারামের প্রশংসা সর্ব্বজনমুখে শ্রবণ করিয়া ইহাঁকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করেন। ইনি রাজপুরে গমনে অনিচ্ছুক হইয়া অতি বিনীতভাবে কবিতায় তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর মহারাষ্ট্রপতি ইহাঁর কুটীরে গমন পূর্ব্বক ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বহুল অর্থ উপহার দিলে, ইনি অতি নম্রতার সহিত সে সকল অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। শিবজি ইহাঁর নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে সংসারের প্রতি বীততৃষ্ণ হইয়া, রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া বনগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম চিন্তায় রত হইলেন। তখন তাঁহার মাতা জিজাবাই তুকারামের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনের সময় শিবজি উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে সার উপদেশ দানে পুনরায় সংসারী করিলেন।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে তুকারাম মানবলীলা সম্বরণ করেন। তুকারাম মহারাষ্ট্রের জাতীয় কবি। ইহাঁর কবিতা মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্রই আদৃত।

রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, বালকবৃদ্ধ, পুরুষ স্ত্রী, সকল শ্রেণীর লোকই তুকারামের কবিতা আগ্রহ সহকারে পাঠ বা আবৃত্তি করে। ধর্ম্ম জগতেও তুকারাম বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পবিত্র চরিত্রে, কোমল স্বভাবে, বিনীত ব্যবহারে আবালবৃদ্ধনরনারীর মন আকৃষ্ট হইত। সাধনায় যে ইনি কতদূর উন্নত হইয়াছিলেন তাহা শিবজির উপদেশার্থ ইহাঁর রচিত শ্লোকে অবগত হওয়া যায়—

এই এক সার কথা জানহ কল্যাণ,
একই আত্মা সর্ব্বভূতে রহেন সমান।

(বোম্বাই চিত্র)

তুলসীদাস—সাধু এবং কবি। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উপযুক্ত বয়সে বিবাহাদি করিয়া সংসারী হন। স্ত্রীর প্রতি ইনি বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীর বিচ্ছেদ অসহ্য মনে করিয়া, তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইতেন না। একদা শ্বশুরের বিশেষ অনুরোধে স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু স্বয়ং বাহনের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই আচরণে ইহাঁর স্ত্রী অতীব দুঃখিত হইয়া ইহাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলেন—

এত আর্ত্তি যদি তব ঈশ্বরে হইত,
না জানি ভাগ্যের ফল তবে কি হইত।

স্ত্রীর এই বাক্যে তুলসীদাসের জ্ঞানোদয় হইল। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার যে আসক্তি ছিল, তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন।

অতঃপর তুলসীদাস আর গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া ঈশ্বর-উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। অনবরত সাধন করিয়া ইনি ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইলেন। কথিত আছে যে একটী স্ত্রীলোককে সহমরণে উদ্যত দেখিয়া, ইনি তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সে কার্য্য হইতে নিবারণ করেন। সে স্ত্রীলোকটীর মৃত বা মরণাপন্ন পতিও ইহাঁর কৃপায় জীবিত হন। এই সংবাদে আকবর বাদসা ইহাঁকে কোনরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইতে অনুরোধ করেন। ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলে কারাবন্দী হইয়া পরে মুক্তি লাভ করেন।

তুলসীদাস হিন্দি ভাষায় রামচরিত্র প্রণয়ন করেন। ইহাঁর সেই গ্রন্থ "তুলসী রামায়ণ" বলিয়া খ্যাত। নীতি বিষয়ক ইহাঁর দোহাবলী বিখ্যাত। (ভক্তমালা)

তুলসী—বিষ্ণুভক্ত মহিলা বিশেষ। ইনি ধর্ম্মধ্বজ রাজের ঔরসে মাধবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতীব ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন এবং যৌবনের প্রারম্ভে তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হন। একদা যোগস্থ গণেশ দেবকে

দেখিয়া তপোভঙ্গ করিয়া তাঁহার ভার্য্যা হইবার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি দারপরিগ্রহে বিরত হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন সুতরাং বিবাহে অসম্মত হইলেন। ইহাঁকে উপেক্ষা করায়, ইনি তাঁহাকে অভি-সম্পাত করেন যে তাঁহার বিবাহ করিতেই হইবে। তিনি ইহাঁকে এই শাপ প্রদান করেন যে ইনি অসুরের জায়া হইবেন।

অতঃপর তুলসী দেবীর সহিত শঙ্খচূড় অসুররাজের পরিণয় হয়। ইহাঁরা বহুকাল সুখে বাস করেন। তদনন্তর দেবতাদিগের সহিত অসুররাজের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তখন সাধ্বী তুলসী স্বামীর জয় কামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জন্য স্বয়ং মহাদেবও শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর বিষ্ণু অসুরের রূপ ধারণ পূর্ব্বক ইহাঁর নিকট গমন করিলে, অসুর নিহত হয়। তুলসী সহমৃতা হইলে, তাঁহার কেশ হইতে পবিত্র তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্ম)

তুলাধার—সাধু পুরুষবিশেষ। ইনি কাশীতে বাস করিতেন। ধর্ম্ম-মার্গে ইহাঁর বিশেষ উন্নতি হইয়া-ছিল। মুনিবর জাজলি ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে মোক্ষপদ প্রাপ্তির বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন। (মহা)

ত্রিজটা—রাক্ষসীবিশেষ। রাবণ এই রাক্ষসীকে সীতার রক্ষণে নিযুক্ত করে। সীতার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষপাতিনী হয় এবং সাধ্যা-নুসারে তাঁহার সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিত। (রামা)

ত্রিত—মহর্ষি গৌতমতনয়। তপস্যায় ইনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া-ছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতৃগণ ইহাঁকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন। কথিত আছে যে ইনি একদা ভ্রাতৃদ্বয় একত ও দ্বিতের সহিত যজ্ঞার্থ পশু আহ-রণে গমন করেন। পশু সংগ্রহ হইলে, সকলে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পশুর লোভে ভ্রাতৃদ্বয় ইহাঁকে বনে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। বৃক দর্শনে ইনি ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়া এক কূপে পতিত হন। কথিত আছে যে ইনি সেই খানেই সোমযাগ আরম্ভ করিলেন। তখন দেবতারা তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে উদ্ধার করেন। ইহাঁর শাপে একত ও দ্বিত বৃকরূপ ধারণ করিয়া বনে গমন করেন। (মহা)

ত্রিপুর—ময়দানব নির্ম্মিত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহের পুরত্রয়। এই সকল পুরে অসুরগণ বাস করিত।

তাহারা দেবতাদিগকে সমরে পরাস্ত করিয়া অত্যন্ত অত্যাচারী হয়। ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ শিবের শরণাগত হইলে, তিনি যুদ্ধে দৈত্যদিগকে নাশ করিয়া ত্রিপুর উচ্ছেদ করেন। (মহা, বিষ্ণু)

ত্রিশঙ্কু—সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ। ইহাঁর রাজধানী অযোধ্যায় ছিল। ইহাঁর পুত্রদিগের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র বিখ্যাত। কথিত আছে যে ইনি স্বশরীরে স্বর্গে যাইবার মানসে কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্রগণকে যজ্ঞ করিতে বলেন। তাঁহারা অস্বীকৃত হইলে ইনি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। দেবগণ ত্রিশঙ্কুকে স্বশরীরে স্বর্গে স্থান দিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে রাজাকে স্বশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। রাজা স্বর্গের নিকট উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র ইহাঁকে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে পৃথিবীতে পতিত হইতে না দিয়া, তপোবলে নক্ষত্রলোক সৃজন পূর্ব্বক ইহাঁকে সেই থানেই অবস্থান করিতে দিলেন। (রামা)

দংশ—অসুরবিশেষ। এ অসুর মহর্ষি ভৃগুর সমবয়স্ক ছিল। একদা অসুর ভৃগুপত্নীকে হরণ করিয়া ঋষির শাপে কৃমিরূপে ধরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া অলর্ক নামে অভিহিত হয়। পরে কর্ণের উরু ভেদ করিয়া পরশুরামের নয়নগোচর হইলে, অসুর শাপ মুক্ত হইল। (মহা)

দক্ষ—প্রজাপতি বিশেষ। ইনি ব্রহ্মার তনয় ছিলেন। ইহাঁর সহিত প্রসূতির পরিণয় হয়। দক্ষের অনেকগুলি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ ইহাঁর দ্বাদশটী পুত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং ধর্ম্মরাজ দশটী, চন্দ্র সাতাইসটী, অরিষ্টনেমী চারিটী, অঙ্গিরা দুইটী দুহিতা বিবাহ করেন। ইহাঁর কনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত শিবের পরিণয় হয়। মতান্তরে ইহাঁর শতপুত্রের উল্লেখ আছে।

একদা দক্ষ ভৃগুঋষির যজ্ঞে গমন করেন। সেখানে জামাতা মহাদেব ইহাঁর অভিবাদন করেন না। তজ্জন্য ইনি তাঁহার উপর কুপিত হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। স্বয়ং এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে শিব ভিন্ন অন্যান্য দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে দর্শন মাত্র সভা মধ্যে শিবনিন্দা আরম্ভ

করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া পিতাকে বলিলেন—

তব অঙ্গজনু, ত্যজিব এ তনু,
তবে যাবে মোর পাপ।

অতঃপর সতী দেহত্যাগ করিলে, শিবানুচরগণ যজ্ঞ নাশ এবং দক্ষকে বধ করিয়া তাঁহার মস্তক অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। সতীর দেহত্যাগের সংবাদে শিব তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রসূতির অনুরোধে দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু মস্তক ভস্মীভূত হওয়ায়, ছাগমুণ্ড তাঁহার দেহে সংযুক্ত করা হইল। শিবনিন্দার ফলস্বরূপ দক্ষ ছাগমুণ্ড বিশিষ্ট হইলেন। (মহা, অন্নদামঙ্গল)

দণ্ডী—বিখ্যাত কবি। দশকুমার চরিত ইহাঁর বিরচিত।

(২)—রাজাবিশেষ। কথিত আছে যে ইনি অভিশপ্ত উর্ব্বসীকে ঘোটকী রূপে প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ সেই ঘোটকীকে প্রার্থনা করিলে, ইনি তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হইলেন। অতঃপর কৃষ্ণের ভয়ে ইনি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন; কেহই ইহাঁকে আশ্রয় দিতে সাহস করেন না। অবশেষে পাণ্ডবদিগের শরণাগত হইলে, ভীম ভ্রাতৃদিগের অমতে ইহাঁকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই জন্য কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ সংঘটন হয়। যুদ্ধে কৌরবপক্ষ পাণ্ডবদিগের সহায় হন এবং দেবগণ কৃষ্ণের সাহায্যার্থ আগমন করেন। এই যুদ্ধে অষ্টবজ্র একত্রিত হইলে, উর্ব্বসী শাপমুক্ত হইয়া অপ্সরারূপে স্বর্গে গমন করেন। তখন বিবাদ নিবৃত্ত হইল এবং দণ্ডী স্বরাজ্যে গমন করিলেন। (দণ্ডীপর্ব্ব)

দত্তাত্রেয়—মহর্ষি অত্রির তনয়। কথিত আছে যে ইনি বিষ্ণুর অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম নিমি। ইনি প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দান করেন। (মহা)

দধীচি—মুনিবিশেষ। অথর্ব্ব ঋষির ঔরসে তৎপত্নী শান্তির গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। তপস্যায় ইনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া, ইন্দ্র অলম্বুষা অপ্সরাকে ইহাঁর নিকট প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে তাঁহাকে দর্শন করিয়া মন বিচলিত হইলে, ইহাঁর পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়।

দধীচি বড় শিবভক্ত ছিলেন। শিষ্য নন্দীকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তদবধি নন্দী শিবের পার্শ্বগরূপে পরিচিত হইলেন। দক্ষরাজ শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ইনি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সেরূপ যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন। দক্ষ ইহাঁর উপদেশানু-

রূপ কার্য্য না করিলে, মুনিবর যজ্ঞ সভা হইতে প্রস্থান করেন।

দধীচির নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিদ্যাশিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র ইহাঁকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে যদ্যপি তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করা হয়, তবে শিরশ্ছেদন হইবে। দেবদ্বয়কে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া প্রাণের ভয়ে ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় ইনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। কথিত আছে যে ইন্দ্রের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবদ্বয় ইহাঁর মস্তক কাটিয়া দেহে অশ্বমুণ্ড যোজনা করিয়া দেন। শিক্ষান্তে' ইন্দ্র সে মুণ্ড চ্ছেদন করিলে, প্রকৃত মুণ্ড পুনরায় সংযুক্ত করা হইল।

বৃত্রাসুর কর্তৃক স্বর্গচ্যুত হইয়া দেবগণ জানিতে পারিলেন যে দধীচির অস্থিনির্ম্মিত আয়ুধ ভিন্ন অসুর বিনষ্ট হইবে না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র সন্দিগ্ধ হৃদয়ে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। মুনিবর অক্ষুব্ধ হৃদয়ে ও অম্লানবদনে পরোপকারার্থ আত্মজীবন প্রদানে কৃত নিশ্চয় হইয়া বলিলেন যে নশ্বর অস্থি পঞ্জর দেবকার্য্যে নিয়োগ করা জীবের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। অতঃপর যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে, ইন্দ্র ইহাঁর পূত অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা অমোঘ বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করেন। সেই অস্ত্রাঘাতে বৃত্রের প্রাণবায়ু নির্গত হয়। (মহা, ভাগ)

দনু—দক্ষরাজের কন্যা এবং কশ্যপ ঋষির পত্নী। ইহাঁর গর্ভে শম্বর, নমুচি, পুলোমা, নিকুম্ভ, নরক প্রভৃতি চল্লিশটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ইহারাই দানব নামে পরিচিত। (মহা)

দন্তবক্র—চেদিরাজ দমঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। বসুদেবভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শিশুপাল। ইহাঁরা কৃষ্ণ বিদ্বেষী এবং জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। শিশুপাল নিহত হইলে, দন্তবক্র কৃষ্ণের জীবননাশার্থ সতত চেষ্টা করিতেন। একদা যুদ্ধে ইনি কৃষ্ণের গদাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। (মহা, পদ্ম)

দমঘোষ—চেদিরাজ। ইনি বসুদেবের ভগিনী এবং কুন্তীভোজ রাজার পালিত দুহিতা শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন। ইহাঁর পুত্র শিশুপাল ও দন্তবক্র। ইনি অমিত তেজঃসম্পন্ন জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন এবং তাঁহার শাসনে আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। (মহা)

দমন—ঋষিবিশেষ। ইহাঁর বরে বিদর্ভরাজ ভীম, দম প্রভৃতি পুত্র এবং কন্যারত্ন দময়ন্তীকে প্রাপ্ত হন। মুনিবরের প্রসাদে জন্ম বলিয়া পুত্রকন্যার নাম ইহাঁর নামানুসারে রক্ষিত হয়। (মহা)

দময়ন্তী—মহারাজ নলের

দমন ঋষির বরে বিদর্ভরাজ ভীমের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। বয়ঃক্রমের সহিত ইহাঁর রূপগুণের বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে ইনি অদ্বিতীয় রূপবতী ও গুণবতী মহিলা বলিয়া বিদিত হইলেন। আলোকিক রূপ-গুণের সংবাদে মহীপতিগণ ইহাঁর পাণিগ্রহণে উৎসুক হইলেন।

নিষধাধিপতি মহারাজ নল, রূপগুণের প্রশংসা শ্রবণে দময়ন্তীর প্রতি আসক্ত হইলেন। ইনিও রূপগুণবলবীর্য্যসম্পন্ন নলরাজের যশঃসৌরভে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইলেন। পরস্পরের গুণানুবাদ সর্ব্বজনমুখে সতত শ্রবণ করিতে করিতে উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কথিত আছে যে একটী কামচারী মরাল ইহাঁদের দূত হইয়াছিল। ক্রমে দময়ন্তী মনে মনে নলরাজকে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক পতিভাবে বরণ করিলেন; কিন্তু মনোভাব গোপন রাখিলেন।

তৎকালীন প্রথানুসারে বিদর্ভরাজ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে নৃপতিবৃন্দ কুণ্ডিন নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ নলও স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। কথিত আছে যে নারদের মুখে দময়ন্তীর রূপগুণের সংবাদ শ্রবণে ইন্দ্র, যম, বরুণ, এবং অগ্নিদেব কন্যারত্ন প্রাপ্তির আশায় বিদর্ভদেশে প্রয়াণ করেন। তাঁহারা পথে নলরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে দময়ন্তীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রের বরে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, তিনি দময়ন্তীর আগারে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবতাদিগের সন্দেশ প্রদান করিলেন। দময়ন্তী নলরাজের পরিচয় পাইয়া অতীব সুখী হইলেন এবং তাঁহার অলোকিক রূপে এবং সত্যপালনে মোহিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পক্ষপাতিনী হইলেন। অতঃপর তাঁহাকে বলিলেন "আমি আপনাকে পূর্ব্বেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। এখন দেবরাজ ইন্দ্র, ধর্ম্মরাজ যম, জলাধিপ বরুণ, অথবা তেজোধিপ অগ্নিদেবকে পতিত্বে বরণ করিলে আমি ব্যাভিচারিণী হইব। অতএব স্বয়ম্বর সভায় আমি আপনাকেই বরণ করিব।"

তদনন্তর নলরাজ লোকপাল-দিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক দময়ন্তীর উত্তর যথাবৎ জ্ঞাপন করিলেন। দেবগণ দময়ন্তীকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া স্বয়ম্বর সভায় নলের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। দময়ন্তী সভায় গমন পূর্ব্বক নলাকৃতি পাঁচজন পুরুষ দেখিলেন। তখন দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে ছায়া-বিহীন, স্বেদরহিত, নির্নিমেষ-লোচন, অম্লান-মাল্যধারী ও ভূমি স্পর্শ ব্যতিরেকে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। তখন ইনি পুণ্যশ্লোক নলরাজের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। দেবগণ ইহাঁর আচরণে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তীর আশায় আশান্বিত কলির সহিত দেবতাদিগের সাক্ষাৎ হয়। দেবতাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নলরাজকে দময়ন্তীর বরণ সংবাদে কলি কুপিত হইলেন এবং দেবতাদিগের নিবারণ সত্ত্বেও ইহাঁদের অনিষ্টের চেষ্টায় রত রহিলেন।

দময়ন্তী নলরাজের সহ সুখে নিষধ রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর গুণে সকলে বাধ্য হইল। ইহাঁর গর্ভে ইন্দ্রসেন নামে তনয় এবং ইন্দ্রসেনা নাম্নী তনয়ার জন্ম হইল। দ্বাদশ বৎসর দময়ন্তী সুখে অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর ছিদ্র পাইয়া কলি নলরাজের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত করিলেন। ক্রীড়াসক্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইতে দেখিয়া, দময়ন্তী স্বামীকে প্রকৃতস্থ করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। অনন্তর বার্ষ্ণেয় সারথির সহিত ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে পিতৃভবনে প্রেরণ করিয়া ঘটনাচক্রের অধীন হইয়া রহিলেন। নলরাজ রাজ্যাদি সর্ব্বস্ব হৃত হইলে, দময়ন্তী তাঁহার সহিত এক এক বস্ত্র পরিধান করিয়া নগরের বহিঃপ্রদেশে গমন করিলেন। পুষ্করের শাসনে ইহাঁদিগকে কেহ আহার বা আশ্রয় প্রদান করিল না। ইহাঁরা ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া বনে গমন করিলেন। পক্ষী ধরিতে গিয়া নলরাজ পরিধেয় বস্ত্র বিহীন হইলে, দময়ন্তী স্বীয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদান পূর্ব্বক দুই জনে একবস্ত্র পরিধান করিলেন।

নল দময়ন্তীকে বিদর্ভের পথ প্রদর্শন করিয়া তথায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। পিতৃভবনে সুখে থাকা অপেক্ষা পতিসহ বনবাস ইনি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। স্বামীকে

ইনি বলিলেন, "আমি আপনাকে হৃতরাজ্য, হৃতদ্রব্য, বিবস্ত্র, ক্ষুধিত, এবং শ্রান্ত দেখিয়া কি প্রকারে এই নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি ? মহারাজ ! আপনি যখন ঘোর বনমধ্যে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পূর্ব্বসুখ স্মরণ পূর্ব্বক কাতর হইবেন, তখন আমি আপনার শ্রান্তি নিবারণ করিব"। অতঃপর বন ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া উভয়েই ধরণীতলে শয়ন করিলেন। দময়ন্তী নিদ্রিত হইলে, নল শরীরস্থ কলির কুপরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাঁকে ত্যাগ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর অর্দ্ধ বস্ত্র কর্ত্তন করিয়া নলরাজ উন্মত্তের ন্যায় গমন করিলেন।

দময়ন্তী জাগরিত হইয়া অর্দ্ধ বস্ত্র চ্ছেদন পূর্ব্বক স্বামী গমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। অনন্তর উন্মত্তার ন্যায় তাঁহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত হইলেন। ইতিমধ্যে এক ভয়ানক অজগর ইহাঁকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। পতিপরায়ণা দময়ন্তী মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইলেও স্বামীর জন্য যাদৃশ শোক করিতে লাগিলেন নিজের জন্য তাদৃশ কাতর হইলেন না। ইনি রোরুদ্যমান হইয়া বলিলেন, "হা নাথ ! আপনি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও ম্লান হইলে কে আপনার ক্লেশ শান্তি করিবে ? আপনি শাপমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার বুদ্ধি, চৈতন্য, রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, তখন আমাকে অনুস্মরণ করিয়া কি প্রকারে থাকিবেন"। ইতিমধ্যে এক ব্যাধ আসিয়া সেই সর্প বিনাশ করিল। পরে দুর্বৃত্ত ব্যাধের কুঅভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ইনি পরমেশ্বরের শরণাগত হইয়া পামরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতি দীন ও তদ্গত চিত্তে প্রার্থনা করিলেন। কথিত আছে যে ব্যাধ তখন গতপ্রাণ হইয়া ধরাতলে পতিত হইল।

অতঃপর দময়ন্তী তিন অহোরাত্র বনে পর্য্যটন করিয়া এক বণিক দলের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ইনি তাহাদের সহ চেদিরাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজমাতার আশ্রয়ে রহিলেন। বিদর্ভরাজ, কন্যা ও জামাতার অন্বেষণে নানাদেশে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণদূত চেদিরাজ্যে গমন পূর্ব্বক রাজপুরে দময়ন্তীর দর্শন পান। তৎপরে রাজমাতার (দময়ন্তীর মাতার ভগিনী) অনুমতি লইয়া দময়ন্তী সুদেব সহ পিতৃভবনে আগমন পূর্ব্বক পুত্র কন্যা ও পিতৃমাতৃদর্শনে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

তদনন্তর দময়ন্তীর সাঙ্কেতিক

সংবাদসহ নলরাজের অনুসন্ধানে দূত সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল। অযোধ্যা হইতে প্রত্যাগত দূত ইহাঁর সাঙ্কেতিক বচনের উত্তর আনয়ন করে। তখন ইনি জানিতে পারেন যে অযোধ্যাতেই নলরাজ অবস্থান করিতেছেন। পরে সুদেবকে স্বীয় স্বয়ম্বরের সংবাদ সহ তথায় প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে সেখানে পৌছিবার পরদিবস স্বয়ম্বর হইবার কথা যেন প্রকাশ করা হয়। অতঃপর সুদেব অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া ঋতুপর্ণ রাজাকে দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর আগামী কল্য হইবে বলিয়া সংবাদ দেন। বাহুকরূপী নলের অশ্বপরীক্ষা ও অশ্ব চালনার কৌশলে একদিনেই তাঁহারা বিদর্ভে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর পরিচারিকা দ্বারা দময়ন্তী অবগত হইলেন যে বাহুক নলের ন্যায় বিনা অগ্নি, বিনা জলে সুস্বাদ আহারীয় প্রস্তুত করিলেন। অন্যান্য লক্ষণে তাঁহাকে ছদ্মবেশী নল জানিতে পারিয়া, দময়ন্তী অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া তিন বৎসর পরে স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন।

অতঃপর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া পুষ্করকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজয় পূর্ব্বক, নল নিজ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, দময়ন্তী তথায় গমন পূর্ব্বক পতিপুত্রসহ অবশিষ্ট জীবন সুখে যাপন করেন। (মহা)

দশরথ—অযোধ্যার নরপতি বিশেষ। ইনি অজরাজের ঔরসে তৎপত্নী ইন্দুমতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, ও সুমিত্রা নাম্নী ইহাঁর তিনটী প্রধান মহিষী ছিলেন। কৌশল্যার গর্ভে শান্তা নাম্নী একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ঐ কন্যা ইনি লোমপাদ রাজাকে অপত্যার্থে প্রদান করেন। বহুবর্ষ অপুত্রক থাকিয়া পরে জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে, ইহাঁর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চারিটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

দশরথ অতি বীর পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে যে ইনি দেবতাদিগকেও সাহায্য করিতেন। একদা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে, কৈকয়ীর শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করেন। তজ্জন্য মহিষীকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। একদা মৃগয়ার্থ বনে গমন পূর্ব্বক রজনীতে শব্দভেদি বাণে অন্ধকমুনির পুত্রকে মৃগ বোধে হত করেন। পুত্রশোকে জীবন বিসর্জ্জন করিবার সময়, অন্ধকমুনি শাপ প্রদান করেন যে ইনিও পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন।

রামাদি পুত্রগণের বিবাহ উপলক্ষে দশরথ মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের সময় পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ইনি ভয়ে অভিভূত হন। পরে রাম তাঁহার দর্প চূর্ণ করিলে, ইনি পুত্রের বিক্রমে অতীব সুখী হইলেন।

রামের উপযুক্ত বয়স হইলে, দশরথ তাঁহাকে যুবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সমুদায় স্থির হইলে, কেকয়ী, পরিচারিকা মন্থরার মন্ত্রণায় চালিত হইয়া, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুই বরে রামের চৌদ্দবৎসর বনবাস এবং নিজ পুত্র ভরতের যুবরাজপদে অভিষেক যাঞ্চা করিলেন। ইনি অনেক অনুনয় বিনয়ে স্ত্রীর ইচ্ছা রহিত করিতে পারিলেন না। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ বনগমন করিলে, ইনি শোকে প্রাণ ত্যাগ করেন। (রামা)

দারুক—কৃষ্ণের সারথি। ইনি কৃষ্ণের আদেশে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে কৃষ্ণের রথে সাত্যকির সারথি হন। যদুবংশ ধ্বংস হইলে ইনি কৃষ্ণের আদেশে হস্তিনাপুরে গমন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করেন। (মহা)

দাশরথি রায়—বিখ্যাত পাঁচালী লেখক ও গায়ক। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকট বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। দাশরথি বাল্যকাল হইতে মাতুলালয়ে পীলা গ্রামে থাকিতেন। প্রচলিত বাঙ্গালা এবং কিঞ্চিৎ ইংরজৌ শিক্ষা করিয়া ইনি নীলকুঠীতে সামান্য লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দাশরথি বাল্যকাল হইতে গীতবাদ্যের পক্ষপাতী ছিলেন এবং কাজকর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্তিমাত্র তাহার আলোচনা করিতেন। এই সময় পীলা নিবাসী অকাবাই নাম্নী জনৈক মহিলা নৃত্যগীত ব্যবসায়িনী হইল। দাশরথি ক্রমে তাহার সহিত যোগ দিলেন। অকাবাই একটী কবির দল গঠিত করিলে ইনি তাহার গীত বন্ধন করিতেন। একদা অন্য আর এক কবির দলের সহিত "লড়াই" দিতে, ইনি অতিরিক্ত তিরস্কৃত হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তদবধি কবির দল ত্যাগ করেন।

অতঃপর দাশরথি নিরবলম্বনে রহিলেন। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও সময় অপব্যয় করিতে পারেন না। দাশরথি গীত ও ছড়া বাঁদিয়া কয়েকজন বয়স্যের সহিত পাঁচালীর দলের সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁর কবিতা ও ছড়া এত মনোহর হইয়াছিল, যে অতি

অল্পকালের মধ্যে ইহাঁর পাঁচালী দেশব্যাপ্ত হইল। এক সময় বঙ্গের ধনীনির্ধন, বালবৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, ভদ্রঅভদ্র সকলেই "দাশু-রায়ের পাঁচালী" শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন। ইহাঁর রচিত পাঁচালীর মধ্যে প্রভাস, চণ্ডী, লব-কুশের যুদ্ধ, মানভঞ্জন প্রধান।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিপান্ন বৎসর বয়সে দাশরথি রায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন এবং একটী মাত্র কন্যা সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। (বা, ভাষা ও সা, প্রস্তাব)

দিতি—দক্ষরাজকন্যা, এবং কশ্যপের স্ত্রী। ইহার গর্ভে দৈত্যদিগের জন্ম হয়। (মহা)

দিবোদাস—(১) বিখ্যাত চিকিৎসক। ভাস্করের নিকট ইনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ চিকিৎসা দর্পণের প্রণেতা। (ব্রহ্ম)

(২)—নৃপতিবিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম সুদেব। দিবোদাস দেবরাজ বাসবের আদেশে বারাণসীপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথার সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হৈহয়গণ সে পুরী আক্রমণ করিলে, ইনি সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইলেন। অতঃপর ভরদ্বাজ ঋষির শরণাপন্ন হইলে, তিনি ইহাঁর একটী বীর্য্যবান্ পুত্রার্থ যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দনের জন্ম হইলে, তিনি হৈহয়দিগকে জয় করিয়া পিতৃরাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। (মহা)

দিলীপ—সূর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ। সর্ব্বাংশে ইনি একজন আদর্শ ভূপতি ছিলেন। ইহার মহিষী সুদক্ষিণাও ইহাঁর উপযুক্ত সর্ব্ব-গুণান্বিতা পত্নী ছিলেন। সন্তানাদি না হওয়ায় কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশে, ইহাঁরা কামধেনু নন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হন। অতঃপর ইহাঁদের বিখ্যাত রঘুনামে পুত্রের জন্ম হয়। (মহা)

দীনবন্ধু মিত্র—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নাটককার। ইনি জেলা নদীয়ার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। পাঠশালায় লেখা পড়া আরম্ভ করিয়া, দীনবন্ধু বাবু প্রথমে হুগলী কলেজে পরে কলিকাতায় হিন্দুকলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পাঠাবস্থায় ইনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং ছাত্রবৃত্ত্যাদিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু বাবু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ডাক-

বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হন। অতি অল্প দিবসের মধ্যে ইনি পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুরাগভাজন হইলেন। অনতিবিলম্বে ইনি একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে ডাক বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে থাকিয়া ইনি ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইলেন। ইহাঁর দক্ষতায় ও কার্য্যকৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া, গবর্ণমেণ্ট ইহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

পাঠাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাবু পদ্য প্রভৃতি রচনা করিতেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইহাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। ইনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার "প্রভাকর" কাগজে কবিতা প্রকাশ করিতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি "নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশিত করেন। দীনবন্ধু বাবু যে পর দুঃখে কাতর ছিলেন তাহারই ফল স্বরূপ উক্ত নাটকখানি প্রকাশিত হয়। উক্ত নাটক মহাত্মা লঙ্‌ সাহেব ইংরাজিতে অনুবাদ করিলে, হুলস্থূল পড়িয়া যায়। নীলকরদিগের অত্যাচার প্রকটিত হওয়ায়, তাহা অনেক পরিমাণে লাঘব হইল। অতঃপর ইনি—নবীন তপস্বিনী, বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো, সধবার একাদশী, লালাবতী, জামাইবারিক প্রভৃতি নাটক এবং দ্বাদশ কবিতা ও সুরধনী নামে কাব্য প্রণয়ন করেন। ইহাঁর রচনা লালিত্য গুণে অতি মনোহর। হাস্যরসে দীনবন্ধু বাবু বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয়। (দীনবন্ধু বাবুর জীবনী)

দীর্ঘতমা—ঋষিবিশেষ। উতথ্যের ঔরসে মমতার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। কথিত আছে যে ইনি খুল্লতাত বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি তপস্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন।

দীর্ঘতমার সহিত প্রদ্বেষী নাম্নী ব্রাহ্মণকন্যার পরিণয় হয়। অতঃপর ইহাঁর গৌতমাদি পুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করে। কথিত আছে যে ইনি গোধর্ম্ম আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রদ্বেষী ইহাঁর উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়া ইহাঁকে অনেক কষ্ট প্রদান করেন। পরে ইনি পত্নী কর্ত্তৃক নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। বলিরাজ ইহাঁর দ্বারা অঙ্গদাদি পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করাইয়া লইয়াছিলেন। (মহা)

দুঃশলা—ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। এক শতপুত্রের পর গান্ধারীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর সহিত সিন্ধুরাজ পুত্র জয়দ্রথের বিবাহ হয়। ভারত-

সমরে জয়দ্রথ হত হইলে, ইনি শিশুপুত্র সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইলে, ইনি অবসর লইলেন। অতঃপর পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ্যে উপস্থিত হইলে, ইহাঁর ভীরু পুত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইনি অর্জ্জুনকে সমুদায় জ্ঞাত করাইলে, তিনি ইহাঁর পৌত্রকে সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গমন করেন। (মহা)

দুঃশাসন—দুর্য্যোধনের ভ্রাতা। ইনি ধৃতরাষ্ট্রের ও গান্ধারীর তৃতীয় পুত্র। ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অতিশয় অনুগত ছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাসী মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে দুঃশাসন সতত ভ্রাতাকে পরামর্শ দিতেন, এবং সাধ্যানুসারে তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাস্ত হইলে, ইনি দুর্য্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করেন। তাঁহার পরিধেয় পাণ্ডবদিগের বস্ত্র আহরণার্থ কর্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইনি তাহা আকর্ষণ করিয়া বিফলমনোরথ হন। ইহাঁর দুর্ব্যবহারে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক ইহাঁর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিবেন।

ভারতসমরে ইনি সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেন এবং অনেক সময়ে ভীরু কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতেন। যুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে ভীমের সহিত ইনি যুদ্ধ করিবার সময়, তিনি গদাঘাতে ইহাঁকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়া, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালনার্থ ইহাঁর বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক রক্তপান করিয়া ইহাঁকে বধ করিলেন। (মহা)

দুন্দুভি—অসুরবিশেষ। ইহার আকার মহিষের ন্যায় ছিল। প্রভূত বলশালী অসুর সমুদ্রের নিকট যুদ্ধজন্য গমন করে। বরুণ ইহাকে যুদ্ধের জন্য হিমালয়ের নিকট যাইতে বলেন। হিমালয়ের নিকট অসুর উপস্থিত হইলে, তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া ইহাকে কিষ্কিন্ধায় বালীর সকাশে প্রেরণ করেন। বালীর সহিত ইহার ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বালী জয়ী হন এবং দুন্দুভি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মায়াবী। (রামা)

দুর্গা—মহাদেবী। আদ্যাশক্তি ভগবতীর নামবিশেষ। এই নামে আদ্যাশক্তি শরৎকালে পূজিত হইয়া থাকেন।

দুর্য্যোধন—গান্ধারী গর্ভসম্ভূত ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সভ্রাতৃক দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। ক্রীড়ায় তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে না পারিয়া, ইহাঁর মনে দ্বেষভাবের সঞ্চার হয়। বিশেষতঃ ভীমের বল ও বিক্রমহেতু তাঁহার উপর ইহাঁর জাতক্রোধ হইল। ইনি তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। একদা কুরুপাণ্ডব বালকগণ জলক্রীড়ার্থ গমন করেন। ক্রীড়ার পর ভোজনের সময় ইনি ভোজ্য দ্রব্যের সহিত ভীমকে বিষ প্রদান করেন। বিশ্রামের সময় তিনি বিষে অচেতন হইলে, ইনি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করেন। দৈববলে ভীম রক্ষা পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে ইনি তাঁহাকে পুনরায় বৃথা বিষ প্রয়োগ করেন। অতঃপর পাণ্ডবেরা ইহাঁর চক্রান্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতি সতর্ক হইলেন।

দুর্য্যোধন, কৃপ ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত হইলেন। গদা যুদ্ধে ইনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের বল, বীর্য্য, ও শিক্ষার উন্নতির সহিত ইহাঁর দ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কুরুপাণ্ডব বালকদিগের অস্ত্র পরীক্ষার সময় দুর্য্যোধন ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈর্ষা বশতঃ এই যুদ্ধ সাংঘাতিক হইয়া উঠিলে, দ্রোণাচার্য্য মধ্যস্থ হইয়া তাহা নিবৃত্ত করেন। রঙ্গভূমি মধ্যে কর্ণ অর্জ্জুনের তুল্য অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলে, ইনি অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহাকে অঙ্গদেশের আধিপত্য প্রদান করেন। কর্ণপ্রাপ্তে দুর্য্যোধনের পাণ্ডবভীতি তিরোহিত হইল।

অতঃপর যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, এবং ভীমার্জ্জুনের বীরত্বের যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকিলে, দুর্য্যোধনের আর দুঃখের সীমা রহিল না। হিংসায় ইনি ম্রিয়মাণ হইলেন। পাণ্ডবদিগকে নাশ করিয়া সমুদয় রাজ্যের অধীশ্বর হইবার মানসে ইনি সতত চেষ্টিত হইলেন। এই উদ্দেশে পিতা ধৃতরাষ্ট্রের মত করাইয়া ইনি তাঁহাদিগকে জতুগৃহে বাস করিবার জন্য বারণাবতে প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুরের বুদ্ধিকৌশলে পাণ্ডবগণ অক্ষত দেহে তথা হইতে পলায়ন করিলে, ইনি তাহাদিগকে মৃত মনে করিয়া অতীব সুখী হইলেন।

দুর্য্যোধন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে পাঞ্চালে গমন করিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা আহূত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলে,ইনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। পাণ্ডবগণ সমারোহ পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া অতীব যশস্বী ও বিখ্যাত হইলেন। তাঁহাদিগের গৌরববৃদ্ধিহেতু দ্বেষবশতঃ ইনি অতি দুঃখিত হইলেন।

অতঃপর দুর্য্যোধন পিতার মত করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ার্থ হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ করেন। অক্ষক্রীড়াপটু ইহাঁর মাতুল শকুনি ইহাঁর পক্ষে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপট ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পরাজিত হইলেন। তখন ইনি দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করেন। দূত সে কার্য্যে অসমর্থ হইলে, ভ্রাতা দুঃশাসনকে তৎকার্য্যসাধনে আদেশ করা হইল। দুঃশাসন কেশ ধারণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করেন। ইনি তাঁহাকে নানা রূপ উপহাস করিয়া বস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বাম উরু প্রদর্শন করেন। তদ্দর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে সেই বাম উরু ভঙ্গ করিবেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীর উপর সন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণকে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে অনুমোদন করিলেন।

পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুর হইতে গমন করিলে, দুর্য্যোধন পিতার মত করাইয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার্থ তাঁহাদিগকে আনয়ন করেন। এবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়া হইল। দ্যূতে যুধিষ্ঠির পরাস্ত হইলে, পাণ্ডবগণ সস্ত্রীক বনগমন করিলেন। ইনি অতীব সুখী হইয়া উভয় রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন।

দুর্য্যোধন ভানুমতী নাম্নী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। সখা কর্ণের সাহায্যে চিত্রাঙ্গদরাজকন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইহাঁর লক্ষ্মণ নামে পুত্র এবং লক্ষ্মণা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। তনয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহার স্বয়ম্বর ঘোষণা করেন। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তাঁহাকে হরণ করিলে, ইনি যুদ্ধে যাদবকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। বলরামের আদেশে ইনি শাম্বকে ত্যাগ না করিলে, তিনি হস্তিনাপুর ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভয়ে দুর্য্যোধন শাম্বকে কারামুক্ত করিয়া লক্ষ্মণার সহিত বিবাহ দেন। বলরামের তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক, শিষ্যত্ব গ্রহণ

করিয়া ইনি তাঁহার নিকট গদা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা হস্তিনাপুরে আগমন করিলে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে শুশ্রূষা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। দুর্ব্বাসা ইহাঁকে বর দিতে উদ্যত হইলে, ইনি হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অযুত শিষ্যসহ যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রৌপদীর ভোজনান্তে গমন করিতে অনুরোধ করেন। ইনি মনে করিয়াছিলেন যে ভোক্ষ্যদ্রব্য অপ্রাপ্তে দুর্ব্বাসা পাণ্ডবদিগকে ভস্মীভূত করিবেন। মুনিবর তাহাতে স্বীকৃত হইয়া একদা পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের মনোরথ বিফল হইয়াছিল।

দুর্য্যোধন স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্য পাণ্ডবদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য এবং তাঁহাদিগের দুরবস্থা দর্শনে সুখী হইবার মানসে, ঘোষযাত্রা করেন। সপরিবারে বনে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগের হীনাবস্থা দর্শনে হৃষ্ট হইলেন। পরে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের বনে গমন করিলে, তাঁহার সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে কর্ণপ্রমুখ কৌরবসেনা পরাজিত হইল। পরে ইনি স্বয়ং পরাস্ত হইয়া পুরস্ত্রীসহ বন্দী হইলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে পরাজিত করিয়া সস্ত্রীক দুর্য্যোধনকে মুক্ত করেন। অতঃপর ইনি হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অতি দীনচিত্তে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরে কর্ণ দিগ্বিজয় পূর্ব্বক বহু অর্থ ইহাঁকে প্রদান করিলে, ইনি বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপন করিয়া সুখী হইলেন।

দুর্য্যোধন ভীষ্ম দ্রোণাদি মহাবীরগণের মত করাইয়া বিরাটরাজের গোধনহরণমানসে যাত্রা করেন। সে সময় পাণ্ডবগণ বিরাট-র পুরে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতে-য়া ছিলেন। বিরাটপুত্র উত্তর, বৃ-রে হন্নলারূপ অর্জ্জুন সহ, কৌরবদিগে-পদ বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। অর্জ্জু-য়া স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ ক সহ কৌরবদিগকে বিধ্বস্ত করেন অর্জ্জুনবিক্রমে ইনি হতমান ...ণত হইয়া, হস্তিনাপুরে প্রত্যা নিকট উপস্থিত ত্রয়োদশ বৎসর মনের জন্য অনু-রাজ্য প্রাপ্তির আশ তনি তাহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ রন। ইনি অনেক বিনাযুদ্ধে রাজ্য ও কৃষ্ণের নিকট অস্বীকৃত হইলেন

ক্ষায় ইনি দ্বারকা কালপুরুষ কথোপ-কৃষ্ণকে যুদ্ধে ত ইলে, ইনি অযো-ভারতসমরে অস্ত্র হইয়া লক্ষ্মণকে হইয়া তিনি ইহাঁ আদেশ করেন। হিণী নারায়ণী সেন ণ রামের নিকট ইনি সন্তুষ্ট হইলে ক হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ হস্তিনায় উপস্থিত

একদা ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, বালকবৃন্দ শাম্বকে স্ত্রীবেশে ইহাঁর নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহার প্রসবের কাল জিজ্ঞাসা করেন। দুর্ব্বাসা সমুদায় জানিতে পারিয়া অপমান হেতু ক্রোধভরে বলিলেন যে শাম্ব মুষল প্রসব করিবে এবং সেই মুষল হইতে যদুকুল নির্ম্মূল হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই সংঘটিত হইয়াছিল। (মহা, রামা, ব্রহ্ম, বিষ্ণু)

দুষ্মন্ত—নরপতিবিশেষ। ইনি চন্দ্রবংশীয় ঐতিরাজের পুত্র ছিলেন। মৃগয়ার্থ একদা দুষ্মন্ত বনে গমন করিয়া কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। রাজা শকুন্তলাকে তথায় দর্শন করিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর গান্ধর্ব্ববিধানে ইহাঁদের বিবাহ হয়। স্মরণ চিহ্নার্থ স্বীয় অঙ্গুরীয় স্ত্রীকে প্রদান পূর্ব্বক ইনি হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করেন। তদনন্তর ইহাঁর ঔরসজাত বিখ্যাত ভরত নামে পুত্রের সহিত শকুন্তলা ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা দুষ্মন্ত প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন না। পরে দৈববাণীতে অবগত হইলেন যে শকুন্তলা তাঁহার পত্নী এবং ভরত তাঁহার তনয়। অতঃপর ইনি সপুত্র ভার্য্যাকে গ্রহণ করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, দুষ্মন্ত অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করেন। (মহা)

দূষণ—রাক্ষসবিশেষ। রাবণের আদেশে এ রাক্ষস খরের সেনাপতি হইয়া দণ্ডকারণ্যে শূর্পণখার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। শূর্পণখার নাসিকাকর্ণ ছেদিত হইলে, দূষণ যুদ্ধে রামের হস্তে নিপতিত হয়। (রামা)

দেবকী—কৃষ্ণের মাতা। ইনি উগ্রসেনভ্রাতা দেবকের তনয়া ছিলেন। ইহাঁর সহিত বসুদেবের পরিণয় হয়। ইহাঁদের বিবাহ-উৎসবে কংস দৈববাণীতে অবগত হইলেন যে ইহাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁহাকে বিনাশ করিবে। তখন ইনি বসুদেব সহ কারারুদ্ধ হইলেন। ইহাঁর এক একটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, আর কংস তাহা বিনাশ করেন। এইরূপে ইহাঁর সপ্তপুত্র বিনষ্ট হইল। অষ্টম গর্ভে রজনীতে কৃষ্ণের জন্ম হয়। বসুদেব সেই রাত্রেই কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিয়া যশোদার সদ্যোজাত কন্যা আনয়ন করেন। সেই কন্যা নাশ করিতে চেষ্টিত হইয়া কংস জ্ঞাত হইলেন যে তাহার শত্রু অন্যত্র অবস্থান করিতে—

ছেন। অতঃপর কংস স্বামীসহ দেবকীকে কারামুক্ত করিলেন। কৃষ্ণ কংসধ্বংস করিলে, ইনি পুত্রমুখ দর্শনে অতীব সুখী হইলেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর বসুদেব যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাঁহার সহগামিনী হইয়াছিলেন। (মহা)

দেবযানী—অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের তনয়া। ইনি পিতার অতি প্রিয়পাত্রী ছিলেন। বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট শিক্ষার্থ আগমন করিয়া গুরু ও গুরুদুহিতার মনস্তুষ্টি সাধন করেন। কচের সদ্‌ব্যবহার ও সৌজন্যে ইনি তাঁহার উপর অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দৈত্যগণ পুনঃপুনঃ বধ করিলে, ইনি পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিতেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি ইহাঁর প্রণয়ের সঞ্চার হইল। বিদ্যাশিক্ষান্তে কচ স্বর্গে যাইতে উদ্যত হইলে, ইনি তাঁহাকে পতিভাবে পাইতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। গুরুতনয়া সহোদরা জ্ঞানে কচ তাহাতে সম্মত হন না। ইনি তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে তাঁহার শিক্ষিত মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলদায়িনী হইবে না। তিনি, ইহাঁকে শাপ প্রদান করিলেন যে ইনি ব্রাহ্মণের ভার্য্যা না হইয়া ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা হইবেন।

দেবযানীর সহিত দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সখীভাব ছিল। একদা ইহাঁরা একত্রে জল ক্রীড়ায় গমন করেন। স্নানান্তে শর্ম্মিষ্ঠা অগ্রে তীরে উঠিয়া ভুলক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এই বিষয় লইয়া দুইজনে মহা বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। পরে শর্ম্মিষ্ঠা ইহাঁকে আঘাত করিয়া একটী শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহে গমন করেন। মহারাজ যযাতি দৈবযোগে মৃগয়ার্থ সেই বনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জল অন্বেষণে তিনি সেই কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে দেবযানীকে দর্শন পূর্ব্বক উদ্ধার করিলেন। ইনি রাজার সৌজন্যে এবং রূপে মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর ইনি শর্ম্মিষ্ঠার দুর্ব্যবহার পিতার গোচর করিলে, তিনি বৃষপর্ব্বরাজের রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। দৈত্যরাজ শর্ম্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে প্রদান পূর্ব্বক দেবযানীর তুষ্টিসাধন করিলেন।

তদনন্তর দেবযানী ক্রীড়ার্থ সেই বনে গমন করেন। যযাতিও মৃগয়া উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, দেবযানী পূর্ব্ব উপকার স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অতীব প্রীত হইলেন। রাজাকে সর্ব্বতো-

ভাবে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, ইনি তাঁহাকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর শুক্রাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যযাতি ইহাঁর পাণি-গ্রহণ করিলেন। পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠাসহ দেবযানী স্বামিগৃহে গমন করেন। যদু ও তুর্ব্বসু নামে ইহাঁর দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। যযাতি গোপনে শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহার গর্ভে তিনটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দেবযানী সমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধভরে পিত্রালয়ে গমন করেন। (মহা)

দেবল—মুনিবিশেষ। ইনি অসিত ঋষির পুত্র ছিলেন। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৌম্য। ইনি যখন কঠোর তপশ্চরণ করেন তখন জৈগীষব্য ইহাঁর আশ্রমে বাস করিতেন। তিনি অগ্রে সিদ্ধ হইলে, দেবল আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে. ইনি মোক্ষপদপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। (মহা)

দেবসেনা—ব্রহ্মার কন্যা। একদা মানসশৈলে বিহারার্থ গমন করিলে, কেশী নামক দানব ইহাঁকে হরণ করে। তদনন্তর দেবসেনা ইন্দ্রকর্ত্তৃক মুক্তি লাভ করেন। ইহাঁর সহিত দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের বিবাহ হয়। ইনি সংসারে ষষ্ঠী বা মহা-ষষ্ঠী নামে বিখ্যাত। (মহা, ব্রহ্ম)

দেবহূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। ইহাঁর সহিত কর্দ্দম প্রজাপতির বিবাহ হয়। ইহাঁর পুত্র বিখ্যাত কপিল। অরুন্ধতী প্রভৃতি ইহাঁর নয়টী কন্যা। (ভাগ, মহা)

দৈত্যসেনা—ব্রহ্মার তনয়া। দানব কেশীর প্রতি ইহাঁর অনুরাগ ছিল। দানব ইহাঁকে হরণ করিয়া বিবাহ করে। (মহা)

দ্যুমৎসেন—সত্যবানের পিতা। ইনি শালদেশের অধিপতি ছিলেন। এই ধার্ম্মিক নরপতি ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। দৈবাৎ অন্ধ হইলে, ইহাঁর শত্রুপক্ষ প্রবল হইল। তাহারা ইহাঁকে রাজ্যচ্যুত করিলে, ইনি একটী শিশু সন্তান ও স্ত্রী সহ বনে আশ্রয় লইলেন। সেই শিশুই বিখ্যাত সত্যবান।

দ্যুমৎ-পুত্র সত্যবান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হয়। অতঃপর পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দিবসে সত্যবানের মৃত্যু হইলে, সাবিত্রী ধর্ম্মবলে যমরাজের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া স্বামীর জীবন, শ্বশুরের চক্ষু ও রাজ্য প্রাপ্তি প্রভৃতি বর প্রাপ্ত হন। তদনন্তর দ্যুমৎসেন স্বরাজ্য উদ্ধার পূর্ব্বক পুত্র কলত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে

রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। (মহা)

দ্রুপদ—পাঞ্চালের নরপতিবিশেষ। পৃষতরাজ ইহাঁর পিতা ছিলেন। বাল্যকালে ইনি পিতার সহিত পিতৃসখা ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গমন করিতেন। তথায় ভরদ্বাজ তনয় দ্রোণের সহিত ইনি ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পরে অগ্নিবেশের নিকট উভয়েই অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ক্রমে সমবয়স্ক দ্রোণের সহিত ইহাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।

পিতার মৃত্যুর পর দ্রুপদ পাঞ্চালের রাজা হইলেন। বহুবর্ষ পরে দ্রোণ ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব-বন্ধুত্বের উল্লেখ করিলে, ইনি তাঁহাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করেন। পূর্ব্বসখার বিরুদ্ধে নিজে অস্ত্র ধারণ না করিয়া তিনি কৌরব ও পাণ্ডব বালকদিগের শিক্ষক হইয়া, গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সমরে দ্রুপদের পরাজয় বাঞ্ছা করেন।

কুরুপাণ্ডব বালকগণ কৃতাস্ত্র হইয়া পাঞ্চাল রাজধানী অবরোধ করিলে, দ্রুপদ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্য সকলকে পরাজিত দর্শনে অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, ইনি পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। তৎপরে দ্রোণের নিকট নীত হইলে, তিনি ইহাঁকে পাঞ্চাল রাজ্যের দক্ষিণাংশ প্রদান পূর্ব্বক, উত্তরাংশ স্বয়ং লইলেন।

অতঃপর দ্রুপদ কাম্পিল্য নগরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক দীনচিত্তে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দ্রোণের প্রতিহিংসা লইবার জন্য ইহাঁর মন অস্থির হইল। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, দ্রোণবধকরণে সমর্থ পুত্রের জন্য চেষ্টিত হইলেন। কথিত আছে যে সেই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র এবং কৃষ্ণা নাম্নী কন্যার উৎপত্তি হয়। শিখণ্ডী নামে ইহাঁর আর একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

দ্রুপদ অর্জ্জুনকে কন্যারত্ন দান করিবার বাসনা করিলেন। কিন্তু জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবদিগের কোন সংবাদ না পাইয়া ইনি লক্ষ্যবেধ পণে দ্রৌপদীর বিবাহ ঘোষণা করিলেন। লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার ধনু অর্জ্জুনের ন্যায় বীরের উপযুক্ত অতিশয় দৃঢ় করা হইল। এই বিবাহ উপলক্ষে নানাদিগ্দেশ হইতে রাজপুত্রগণ পাঞ্চালে সমবেত হইলেন। লক্ষ্য অন্য কেহ বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, ছদ্মবেশধারী অর্জ্জুন তাহা ভেদ

করিলেন। অনন্তর দ্রুপদ পাণ্ডবদিগের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন।

পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর বিরাট-রাজধানীতে প্রকাশিত হইলে, দ্রুপদ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারত যুদ্ধ স্থির হইলে, ইনি সবান্ধবে পাণ্ডবদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইনি যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পঞ্চদশ দিবসের সমরে দ্রোণের হস্তে নিহত হন। (মহা)

দ্রোণ—কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্রগুরু। ইনি ভরদ্বাজ মুনির তনয় ছিলেন। পিতার নিকট সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেন। পিতৃশিষ্য অগ্নিবেশের সকাশে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আগ্নেয়াস্ত্রাদি প্রাপ্ত হন। বাল্যে দ্রুপদ রাজার সহিত একত্র ক্রীড়া, অধ্যয়ন, ও অস্ত্র শিক্ষা করিতেন বলিয়া তাঁহার সহিত ইহাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

ভরদ্বাজের দেহত্যাগের পর দ্রোণ পিত্রাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক তপশ্চরণে উন্নতি লাভ করেন। অতঃপর বংশরক্ষার্থ গৌতমকন্যা কৃপীর পাণিগ্রহণ করেন। অশ্বত্থামা নামে ইহাঁর একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। অনন্তর ইনি শ্রুত হইলেন যে পরশুরাম সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, দ্রোণ সমগ্র অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া হৃষ্টমনে প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর দ্রোণ আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। দরিদ্রতা হেতু পুত্রকে দুগ্ধাদি দিতে পারিতেন না। একদা অন্যান্য বালকেরা দুগ্ধ পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিলে, ইহাঁর পুত্র দুগ্ধের জন্য ক্রন্দন করেন। পরে তরল পিটালী পানে দুগ্ধপান করিয়াছেন মনে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। লোকে দ্রারিদ্রতা হেতু ইহাঁকে ধিক্কার দিতে লাগিল। এই সকল কারণে দ্রোণ অর্থ চিন্তায় বাল্যসখা দ্রুপদরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহাঁকে কটুবাক্য প্রয়োগে প্রত্যাখ্যান করিলে, ইনি গুণবান শিষ্যের অনুসন্ধানে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। দ্রোণ কৃপাচার্য্যের আলয়ে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা কুরুপাণ্ডব বালকবৃন্দ গুলিকা খেলিতে নগরের বহির্দ্দেশে গমন করেন। তাঁহাদের গুলিকা দৈবাৎ এক শুষ্ক কূপে নিপতিত হয়। তাঁহারা তাহা উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দ্রোণ

তথায় উপস্থিত হইয়া একটী অঙ্গুরীয় কূপে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উভয়ই শরযোগে উত্তোলন করিলেন। অনন্তর বিস্ময়াবিষ্ট বালকগণ ইহাঁর সংবাদ ভীষ্মকে প্রদান করিলে, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে কৌরবপাণ্ডবের অস্ত্রগুরুরূপে নিযুক্ত করিলেন।

অতঃপর দ্রোণাচার্য্য বালকদিগকে প্রযত্ন সহকারে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন। অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা অর্জ্জুনকে নিরলস, উৎদ্যোগী, ও বিনীত দেখিয়া তাঁহার উপর অতীব প্রীত হইলেন। ইহাঁর যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে, অন্যান্য দেশ হইতে রাজপুত্রগণ শিক্ষার্থ ইহাঁর নিকট আগমন করিলেন। একদা নিষাদরাজপুত্র একলব্য ইহাঁর নিকট অস্ত্রশিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্রগণের মুখাপেক্ষায় ইনি নিষাদ-তনয়কে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন না। একলব্য বনগমন পূর্ব্বক দ্রোণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া একাগ্রতা ও অনবরত চেষ্টাদ্বারা অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত হইলেন। কুরুপাণ্ডব বালকগণ মৃগয়ার্থ গমন পূর্ব্বক, রোরুয়মান কুক্কুরের আস্যমধ্যে এককালে সপ্তশর পরিত্যাগ করায় একলব্যের আশ্চর্য্য শিক্ষা দর্শন করিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দ্রোণকে সবিশেষ অবগত করিলেন। তখন ইনি অর্জ্জুন সহ একলব্যের নিকট গমন করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠটী গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করিলেন।

শিষ্যবৃন্দ কৃতাস্ত্র হইলে, দ্রোণ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দ্রুপদরাজকে যুদ্ধে পরাজয় পূর্ব্বক বন্দী করিয়া আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ইনি স্বয়ং শিষ্যসহ পাঞ্চালে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু নিজে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন না। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্রুপদ পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলে, ইনি তাঁহাকে পাঞ্চালের অর্দ্ধরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক নিজে অপরার্দ্ধের অধিপতি হইলেন। ভাগীরথীর উত্তরে ইহাঁর রাজ্য হইল। অহিচ্ছত্র নামক নগরীতে রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত করিলেন। অনন্তর দ্রোণ পুত্রকলত্রসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

সমুদয় শিষ্যের মধ্যে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে সমধিক স্নেহ করিতেন। এমন কি পুত্র অশ্বত্থামা হইতেও তিনি ইহাঁর প্রিয় ছিলেন। তাঁহার বীরত্বে ইনি অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সভা মধ্যে তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করান যে সমরে তিনি গুরুর সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি দুর্য্যোধনাদিকে সদুপদেশ প্রদান

করেন। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ ইহাঁর পরামর্শনুযায়ী কার্য্য করিত না। দুর্য্যোধন বিরাটরাজের গোধন হরণমানসে গমন করিবার সময়, ইনি কৌরব-সৈন্যসহ গমন করেন। তথায় যুদ্ধে ইনি শিষ্য অর্জ্জুনের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

ভারতযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। ভীষ্মের শরশয্যার পর একাদশ দিবসে ইনি কৌরব-সৈন্যের সেনাপতি রূপে অভিষিক্ত হন। চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে অন্যায় সমরে অভিমন্যুর বধের জন্য ইনি সাহায্য করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ দিবসের তুমূল সমরে ইনি দ্রুপদ ও বিরাট রাজকে নিহত করেন। তদনন্তর অশ্বত্থামা নামে হস্তী বধ হইলে, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" এই রব উঠিল। ইনি মনে করিলেন যে ইহাঁর একমাত্র পুত্রের বিনাশ হইয়াছে। অতঃপর পুত্রশোকে অতি ম্রিয়মাণ হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহাঁর রথে আরোহণ পূর্ব্বক খড়্গাঘাতে ইহাঁর মস্তক দিধা করেন। পঞ্চাশীতি বৎসর বয়সে দ্রোণাচার্য্য তনুত্যাগ করেন। (মহা)

দ্রৌপদী—পাণ্ডবমহিষী। ইনি পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা, তজ্জন্য ইহাঁর নাম পাঞ্চালী ও দ্রৌপদী। দ্রুপদরাজের অপর নাম যজ্ঞসেন হইতে ইনি যাজ্ঞসেনী নামেও বিদিত। শ্যামবর্ণা বলিয়া ইহাঁর কৃষ্ণা নাম রক্ষিত হয়। এই সকল নামের মধ্যে ইনি দ্রৌপদী নামেই সমধিক পরিচিত।

দ্রৌপদীর পিতার ইচ্ছা ছিল যে মধ্যমপাণ্ডব অর্জ্জুনের সহিত কন্যার পরিণয় হয়। কিন্তু জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ না পাইয়া, তিনি লক্ষ্যভেদপণে দুহিতার বিবাহ ঘোষণা করিলেন। এক সুদৃঢ় ধনুক নির্ম্মাণপূর্ব্বক অতি উচ্চে লক্ষ্য বস্তু স্থাপিত করিলেন। যিনি সেই ধনুতে শরযোজনা পূর্ব্বক সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া পাতিত করিতে পারিবেন, তাহাকেই কন্যারত্ন অর্পিত হইবে। পাঞ্চালীর রূপগুণের সংবাদে নানা দেশ হইতে রাজপুত্রগণ পাঞ্চালে উপস্থিত হইলেন। অনেকে ধনুকে জ্যারোপণ করিতে অসমর্থ হইলেন। বীরবর কর্ণ ধনুকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শর সন্ধান করিতে ছিলেন, এমত সময় দ্রৌপদী সর্ব্বসম্মুখে বলিলেন যে তিনি সূতপুত্রকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। অনন্তর ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া ইহাঁর পতি হইবার অধিকারী হইলেন।

অতঃপর ভীমার্জ্জুনের সহিত

দ্রৌপদী রজনীতে ভার্গবের কুটীরে কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে সে রাত্রি বাস করিয়া পর দিবস ইনি পাণ্ডবদিগের সহিত পিতৃগৃহে নীত হইলেন। ব্যাস দেবের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত ইহাঁর পরিণয় হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন করিলে, ইনি স্বামিগণসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের ঔরসে ইহাঁর পঞ্চপুত্র জন্ম গ্রহণ করে; যথা—যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক, এবং সহদেবের শ্রুতসেন।

দ্রৌপদী আদর্শমহিলা ছিলেন। ইহাঁর সততায় ও সাধু ব্যবহারে পরিবারস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরিবারবর্গের পরিচর্য্যা ও তত্ত্বাবধানে ইহাঁর কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। যুধিষ্ঠির যেরূপ আদর্শ ভূপতি ছিলেন, দ্রৌপদী সেইরূপ আদর্শ মহিষী ছিলেন। স্বামিসেবায় দ্রৌপদী অদ্বিতীয়া ছিলেন। ইনি সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, "আমি সর্ব্বদা অহঙ্কার ও কামক্রোধ পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া পতির পরিচর্য্যা সতত করিয়া থাকি। নিয়ত অনুকুলচারিণী ও আলস্য শূন্য থাকি। আমার ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য ভক্ষণ, পান, বা সেবন না করেন, তৎসমুদায় আমি পরিবর্জ্জন করি। স্বামী ক্ষেত্র, বন, বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক আসন ও উদকদ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি। পতি অস্নাত, অভুক্ত, বা অসুপ্ত থাকিলে, আমি কদাপি স্নান, ভোজন, বা শয়ন করি না। আমার সাবধানতা, নিয়ত উদ্যমশীলতা, ও গুরুশুশ্রূষা দ্বারাই ভর্তৃগণ আমার বশতাপন্ন হইয়াছেন। আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম"।

দ্রৌপদী আদর্শ গৃহিণীও ছিলেন। ইনি সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, "পাণ্ডবেরা আমার উপর যাবতীয় পোষ্যবর্গের ভার সমর্পণ করিয়াছেন। অপিচ সমস্ত অন্তঃপুরবর্গের এবং গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত যাবতীয় ভৃত্যগণের কৃতাকৃত কর্ম্ম আমার বিদিত। গৃহ, গৃহোপকরণ, ভোজনদ্রব্য সমস্ত সুন্দর, পরিষ্কৃত, ও বিশুদ্ধ করিয়া রাখি। সংযত হইয়া খাদ্য দ্রব্য রক্ষা করি। পরিচারকেরা অভুক্ত অথবা অসুপ্ত থাকিতে আমি ভোজন বা শয়ন করিতে ইচ্ছাকরি না। আমি চিরকাল সকলের পরে শয়ন করি

এবং সকলের অগ্রে জাগরিত হই”।

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণে হারিলে, ইনি অতিশয় অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে দুরাত্মা দুঃশাসন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ইহাঁকে সভায় আনয়ন করে। ইহাঁর পরিধেয় পাণ্ডববস্ত্র গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইলে, দুঃশাসন তাহা আকর্ষণ করে। ইহাঁর কাতর উক্তিতে সভাস্থ কেহ তাহা নিবারণ না করিলে, ইনি আত্মহারা হইয়া অতি দীনভাবে দীনশরণ হরির শরণাগত হইয়া আর্ত্তস্বরে আপ্লুতনয়নে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। বিপদভঞ্জন হরি ইহাঁর লজ্জা নিবারণ করিলেন। তখন ইনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর প্রাপ্তে দ্যূতের পণ হইতে পাণ্ডবদিগকে মোচন করিলেন। যুধিষ্ঠির পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, ইনি পুত্রগণকে দ্বারকায় প্রেরণ পূর্ব্বক চীরবল্কল পরিধান করিয়া, পতিগণ সহ পদব্রজে বনগমন করিলেন।

বনবাসকালে দ্রৌপদী স্বয়ং রন্ধন করিতেন এবং সাধ্যানুসারে স্বামী ও অতিথিগণের পরিচর্য্যা করিতেন। কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পাণ্ডবদিগকে বনে দর্শন করিতে আগমন করিলে, ইহাঁর শোকসাগর উথলিয়া উঠে। ইনি বড় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাকে আত্মীয় হইতেও আত্মীয়, স্বজন হইতেও স্বজন, জ্ঞান করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইনি শোকবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া অতি বিনীতভাবে বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, “হে বিভো! আমি তোমার সখী, পাণ্ডবদিগের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী হইয়াও কৌরব সভায় অপমানিত ও ও আকৃষ্ট হইলাম! হে মধুসূদন! আমি বুঝিয়াছি আমার স্বামী নাই, আমার পুত্র নাই, আমার বান্ধব নাই, আমার ভ্রাতা নাই, আমার পিতা নাই, এবং আমার তুমিও নাই! তোমরা কেহ থাকিলে সেই ক্ষুদ্রব্যক্তিগণ কি আমাকে সভায় অপমান ও উপহাস করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি তোমার সম্বন্ধ, প্রভুত্ব, সখ্য, ও গৌরব ভাব আছে, এই চারিটী কারণে আমি তোমার সর্ব্বদা রক্ষণীয়”। কৃষ্ণ ইহাঁর দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ইহাঁকে সান্ত্বনা করিলেন।

একদা জয়দ্রথ বনবাসকালে দ্রৌপদীকে হরণ করেন। পরে পাণ্ডবেরা তাহার পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক ইহাঁকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন, সেবায় সন্তুষ্ট করিয়া

অতঃপর হস্তিনায় পাণ্ডবরাজ্য স্থাপিত হইলে, দ্রৌপদী রাজমহিষী হইলেন। ইনি সাধ্যানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে যদুবংশ ধ্বংশ হইলে, ভর্ত্তাগণ সহ ইনি মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি পক্ষপাতরূপ পাপ হেতু, দ্রৌপদী সশরীরে স্বর্গারোহণে অসমর্থ হইয়া সুমেরুশিখরে গমন সময় ধরণীতলে পতিত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। (মহা)

দ্বিবিদ—কামরূপী বানর বিশেষ। কপিবর রামরাবণের যুদ্ধে, সুগ্রীবাধীন একজন সেনানায়ক ছিলেন। রামের স্বর্গারোহণ সময় তিনি ইহাকে কলি যুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে আদেশ করিয়া যান। ইহার সহিত নরকাসুরের মিত্রতা স্থাপিত হয়।

নরক হত হইলে, এই বানর যাদবদ্বেষী হইয়া অতি অত্যাচারী হইয়া উঠিল। একদা বলরাম স্ত্রীসহ রৈবত পর্ব্বতে বাস করিতে ছিলেন। সেই সময় দ্বিবিদ তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি ইহাকে বধ করেন। (রামা, হরি)

ধনপতি—সদাগরবিশেষ। ইনি উজনি নগরে বাস করিতেন এবং সদাগরি ব্যবসার্থে দেশ বিদেশে গমনাগমন করিতেন। ইহাঁর খুল্লনা ও লহনা নাম্নী দুইটী পত্নী ছিল। সপত্নীদিগের কলহে ইহাঁর সাংসারিক সুখ অতি অল্পই ছিল। একদা রাজা বিক্রমকেশরী ইহাঁকে সিংহল দ্বীপে প্রেরণ করেন। ইনি তথায় উপস্থিত হইয়া কালিদহে কমলে কামিনী দর্শনের বিষয় রাজাকে জ্ঞাত করেন। তিনি ইহাঁর সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক তাহা দেখিতে না পাইয়া, ইহাঁকে সিংহলে বন্দী করিয়া রাখিলেন। পরে ইহাঁর পুত্র প্রখ্যাত শ্রীমন্ত সিংহলে গমন পূর্ব্বক রাজাকে কমলে কামিনী প্রদর্শন করিয়া ইহাঁকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর ধনপতি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুখে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। (কবিকঙ্কন চণ্ডী)

ধন্বন্তরি—(১) দেবচিকিৎসক। কথিত আছে যে সমুদ্র মন্থনের সময় ইনি সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া উত্থিত হন। ইনি শঙ্কর ও গরুড়ের শিষ্য ছিলেন। ভাস্করের নিকট ইনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরি "চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান" নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (মহা, ব্রহ্ম)

সশিষ্য দুর্ব্বাসাকে দ্রৌপদীর আহারান্তে পাণ্ডবদিগের আশ্রমে প্রেরণ করেন। ভক্ষ্য দ্রব্যের অভাবে ইনি অতি কাতর হইয়া কৃষ্ণের শরণাগত হইলে, তিনি ইহাঁর রন্ধন পাত্রস্থ শাকান্ন মাত্র ভক্ষণে তৃপ্ত হইলে, সশিষ্য দুর্ব্বাসা ভোজনে অনিচ্ছুক হইয়া পলায়ন করিলেন।

দ্বাদশবৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের সময় দ্রৌপদীর কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। ইনি রাজদুহিতা ও রাজমহিষী হইয়াও সৈরিন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজমহিষীর পরিচারিকারূপে নিয়োজিত হইলেন। যাঁহার আজ্ঞা পালনার্থ শতশত দাস দাসী সতত নিযুক্ত থাকিত, তিনি এখন অপরের আজ্ঞাধীন হইয়া রহিলেন। ইহাঁর একমাত্র সাহস ও সান্ত্বনার কারণ এই ছিল যে স্বামিগণ সকলেই ছদ্মবেশে ইহাঁর সহিত একপুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দশমাস অতীত হইলে, ইনি রাজশ্যালক ও রাজ্যরক্ষক কীচকের কুদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। দুর্বৃত্ত ইহাঁর প্রতি আসক্ত হইয়া রাজ্ঞীর দ্বারা ইহাঁকে কার্য্যোপলক্ষে নিজ নিকেতনে লইয়া যায়। সেখানে ইনি তাহার দ্বারা আক্রান্ত হইতে উদ্যত হইয়া একেবারে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কীচক ইহাঁর পশ্চাদ ধাবিত হইয়া সভার মধ্যে ইহাঁকে পদাঘাত করে। কীচকবলেরক্ষিত রাজা তাহার কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া দ্রৌপদী রজনীতে ভীমের নিকট গমন পূর্ব্বক কীচরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে বলিলেন। ভীম রাত্রিকালে নাট্যশালায় কীচককে পশুবৎ বধ করিয়া এবং তাহার ভ্রাতাদিগকে বিনাশ করিয়া ইহাঁকে নিঃশঙ্ক করিলেন। কৌরবগণ বিরাটরাজের গোধন হরণ মানসে গমন করিলে, ইনি বৃহন্নলারূপ অর্জ্জুনকে উত্তরের সারথি হইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

ত্রয়োদশ বৎসরান্তে ভারতসমরে ইনি পাণ্ডবশিবিরে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামার নৃশংস রাত্রিহত্যাকাণ্ডে ইনি অতীব শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার বধের জন্য ভীমকে প্রেরণ করেন। অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করিয়া সহজাত মস্তকমণি প্রদান পূর্ব্বক বনগমন করিলে, ইনি সেই মণি পাইয়া রাজাকে প্রদান করেন। ভারতসমরে পাণ্ডবগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয়স্বজন ধ্বংশ প্রাপ্ত হওয়ায় ইনি নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

ধন্বন্তরি—(২) মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের একজন—

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরোনৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য॥

ধর্ম্ম—দিক্‌পালবিশেষ। (যম দেখ।) ইনি দক্ষিণদিকের অধিপতি এবং জীবগণের পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা। এই গুরুভার সম্পাদনার্থ চিত্রগুপ্ত ইহাঁর সাহায্যকারিরূপে নিযুক্ত। ইহাঁর বাহন মহিষ এবং আয়ুধ দণ্ড। অণীমাণ্ডব্য বাল্যে পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ বিদ্ধ করিয়া পাপ করিলে, যমরাজের বিধানানুসারে তাঁহার শূলারোহণ দণ্ড হয়। লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধানহেতু মুনিবরের অভিশাপে ইহাঁকে ধরাতলে বিদুররূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ধর্ম্মরাজ, দক্ষপ্রজাপতির শ্রদ্ধাদি ত্রয়োদশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে সম, তুষ্টির গর্ভে হর্ষ, পুষ্টির গর্ভে গর্ব্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয়, এবং মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণের জন্ম হয়। ইহাঁর ঔরসে, কুন্তীর যুধিষ্ঠির নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

সত্যবানের মৃত্যু হইলে, যমদূত তাঁহাকে আনয়নার্থ গমন করিয়া সাবিত্রীর পুণ্যবলে সে কার্য্যে অসমর্থ হয়। তখন ধর্ম্মরাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া সাবিত্রীর চরিত্রে ও শীলতায় পরিতুষ্ট হইয়া সত্যবানের পুনর্জীবন প্রাপ্তি প্রভৃতি বর প্রদান করেন। ইহাঁর অন্যান্য প্রধান নাম—যম, দণ্ডধর, পিতৃপতি, ধর্ম্মরাজ, কৃতান্ত, শমন, অন্তক, দণ্ডপাণি। (মহা, ভাগ, বিষ্ণু)

ধর্ম্মধ্বজ—রাজর্ষিবিশেষ। সত্যযুগে মিথিলায় ইনি রাজত্ব করিতেন। ধর্ম্মধ্বজ অতি ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত নরপতি ছিলেন। পঞ্চশিখ নামে ঋষিবর ইহাঁকে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত করেন। নানাস্থান হইতে বিদ্বান্‌ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ইহাঁর নিকট আগমন করিতেন। একদা সুলভা নাম্নী ব্রহ্মচারিণী ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইহাঁর নিকট আগমন পূর্ব্বক ইহাঁর সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। (মহা)

ধর্ম্মব্যাধ—ধার্ম্মিক ব্যাধ বিশেষ। এই ধর্ম্মব্যাধ মিথিলাদেশে বাস করিতেন এবং সাধুপথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় ব্যবসায়ে রত ছিলেন। পিতামাতার সেবাশুশ্রূষার ফলে,

ইনি একজন ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়াছিলেন।

কৌশিক নামে জনৈক অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ একজন পতিব্রতা রমণীর আদেশে, ধর্ম্মব্যাধের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য আগমন করেন। ইনি তাঁহাকে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলে, তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে সমর্থ হন। ইহাঁর আদেশে তিনি গৃহে গমনপূর্ব্বক পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (মহা)

ধাবক—কবিবিশেষ। ইনি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক। কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ইহাঁর নামোল্লেখ আছে। কথিত আছে যে ইনি প্রথমে অতি দরিদ্র অবস্থায় ছিলেন। পরে চেষ্টা ও প্রতিভা সহায়ে কবিত্ব শক্তি লাভ করিয়া একশত সর্গে নৈষধ-চরিত রচনা পূর্ব্বক মহারাজ শ্রীহর্ষকে অর্পণ করেন। মহারাজ পুরস্কার স্বরূপ ইহাঁকে নিষ্কর ভূমি দান করেন। ইনি রত্নাবলী নাটকেরও প্রণেতা বলিয়া কথিত আছে। (ঐতিহাসিক রহস্য ১ম)

ধুন্ধু—অসুরবিশেষ, মধুকৈটভের পুত্র। অসুর কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট দেবদানবাদির অবধ্য হইবার বর প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া ধুন্ধু দেবতাদিগকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইল। উতঙ্ক মুনির আশ্রমের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। অতঃপর বিষ্ণুর আদেশে মুনিবর কুবলাশ্বরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অসুর বধ করিতে অনুরোধ করেন। রাজা একবিংশতি পুত্রসহ অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধুন্ধু কুবলাশ্বের অষ্টাদশপুত্র নিহত করিয়া, অবশেষে তাঁহার হস্তে নিপতিত হয়। (মহা)

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে একটী। অন্নদামঙ্গলে ইহাঁর মূর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

অতিবৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন,
কাকধ্বজ রথারূঢ়া ধূমের বরণ,
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা,
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা।

ধূম্রলোচন—দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি, অসুরবিশেষ। দূত অম্বিকাকে আনয়নে অসমর্থ হইলে, দৈত্যরাজ ইহাকে সৈন্যসহ তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। অসুর দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহার হস্তে নিপতিত হয়। (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

ধৃতরাষ্ট্র—পাণ্ডুরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। অম্বিকার গর্ভে এবং ব্যাসদেবের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। জন্মান্ধ বলিয়া ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুরাজ

সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি গান্ধার-দেশপতির তনয়া গান্ধারীর পাণি-গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনপ্রমুখ ইহাঁর একশত পুত্র এবং দুঃশলা নাম্নী একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত যুযুৎসু নামে ইহাঁর আর একটী পুত্রের জন্ম হয়।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, যুধিষ্ঠির বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়। পাণ্ডব-দিগের বীরত্বে ও সদ্ব্যবহারে তাঁহাদের যশঃ বিস্তৃত হইলে, ইহাঁর মনে দ্বেষভাবের উদয় হয়। মন্ত্রী কণিকও ইহাঁকে "মারি অরি পারি যে প্রকারে" রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইতে পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের বিনাশ সাধনার্থ চেষ্টিত হইলেন। রাজ্যচ্যুত করিবার বাসনায়, ইনি পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে যাইতে অনুজ্ঞা করিলে, তাঁহারা তথায় গমন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের পরামর্শে নির্ম্মিত জতুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গৃহ দাহ ও তাঁহাদের অজ্ঞাত-বাসের পর, যখন অর্জ্জুন অলৌকিক কর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন, তখন ইনি সৎ-পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া, পাণ্ডব-দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন করিতে দিলেন।

পাণ্ডবদিগের উন্নতির সহিত ধৃতরাষ্ট্রের মন বিচলিত হইতে লাগিল; কিন্তু ইহাঁকে তাঁহা-দিগের বিরুদ্ধে স্পষ্টতঃ আর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। দুর্য্যোধনই সে সকল সম্পন্ন করিতেন, ইহাঁকে কেবল মত দিতে হইত মাত্র। ইহাঁর মত করাইয়া, কপট দ্যূত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া, দুর্য্যো-ধন দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত জয় করি-লেন। দ্রৌপদীকে সভায় আন-য়ন ও তাঁহার অপমানের সময় ইনি কোন কথা বলেন নাই। পরে যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করা অসাধ্য হইল, তখন ইনি দৈববল সম্পন্না পাঞ্চালীকে বর প্রদান করেন যে পাণ্ডবগণ দ্যুতক্রীড়ার পণ হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃ-পর দুর্য্যোধন ইহাঁর অনুমতি লইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনরায় অক্ষ-ক্রীড়ায় নিযুক্ত হন। পণে পরা-জিত হইয়া পাণ্ডবগণ বনে আশ্রয় লইলে, ইনি তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছু করেন না।

পাণ্ডবগণ বনগমন করিলে, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান পূর্ব্বক হিতকর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে পরামর্শ দেন। ইনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে

যথা ইচ্ছা যাইতে আদেশ করেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলে, ইনি ভ্রাতার জন্য শোকান্বিত হইয়া সঞ্জয়কে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরানয়ন করিলেন।

ভারতযুদ্ধ স্থির হইলে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের জন্য ভাবিত হইলেন। কিন্তু তখন পুত্রগণ আর তাঁহার বাধ্য ছিলেন না। যুদ্ধের যথাযথ ঘটনা জানিবার জন্য ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু প্রাপ্তির বর প্রদান করিলে, ইনি তাঁহার নিকট সমুদায় শ্রবণ করিতেন। পুত্রগণের মৃত্যু হইলে, ইনি অতীব শোকার্ত্ত হইলেন। একশত পুত্র ভীমের হস্তে নিপতিত হওয়ায়, তাঁহার উপর ইহাঁর অতীব আক্রোশ হয়। যুদ্ধান্তে পাণ্ডবগণ ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময়, কৃষ্ণ ইহাঁর দুরভিসন্ধির আশঙ্কা করিয়া, লৌহের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, ভীম বলিয়া ইহাঁর নিকট অর্পণ করেন। ইনি আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহা ভগ্ন করিয়া, পরে সমুদায় অবগত হইয়া, লজ্জিত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বসময় ইনি পনর বৎসর হস্তিনায় বাস করেন। অতঃপর সস্ত্রীক বনগমন পূর্ব্বক সার্দ্ধ দুই বৎসর তপশ্চরণ করিয়া একদা বাড়বাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। (মহা)

কতু—চেদিরাজ বিশেষ। ইনি শিশুপালের পুত্র ছিলেন। শিশুপালের মৃত্যুর পর, ইনি চেদিরাজ্যে রাজা হইয়া পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। শুক্তিমতী পুরীতে ইহাঁর রাজধানী ছিল। পাণ্ডবগণ বনগমন করিলে, ইনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ভারতসমরে ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে ইনি অনেক কৌরব সৈন্য ধ্বংস করিয়া, পরে দ্রোণের হস্তে নিপতিত হন। (মহা)

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদতনয়। কথিত আছে যে দ্রুপদরাজ দ্রোণবধের জন্য যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, ইনি তাহাতেই উৎপন্ন হন। ইনি দ্রোণের নিকট ধনুর্বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ভগিনীর স্বয়ম্বরে ইনি সভায় তাঁহার রক্ষকস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্যভেদের পর রজনীতে ইনি পাণ্ডবদিগের অনুগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের কুটীরের রাত্রিঘটনা অবগত হইয়া পিতার নিকট সমুদায় ব্যক্ত করেন। পাণ্ডবগণ অক্ষ-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনগমন করিলে, ইনি তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ভারতযুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদিগের

সেনানী হইয়াছিলেন। ইনি এক জন মহারথী ছিলেন এবং তুমুল সংগ্রাম করিয়া কৌরব পক্ষের অনেক সৈন্য ধ্বংস করেন। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে একমাত্র পুত্র হত হইয়াছে মনে করিয়া, অতি দীনচিত্তে দ্রোণ রথে উপবিষ্ট হইয়া যোগবলে তনু ত্যাগ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামার রাত্রিহত্যাকাণ্ডে, ইনি সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার দ্বারা আক্রান্ত হন। ক্রূরমতি নিষ্ঠুর দ্রৌণী ইহাঁকে সেই অবস্থায় যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক নিহত করেন। (মহা)

ধেনুক—অসুরবিশেষ। বৃন্দাবনের-সন্নিধানে এ অসুর বাস করিত। কৃষ্ণের পরামর্শে নন্দঘোষাদি বৃন্দাবনে গমন করিলে, অসুর অতি উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। বলরামের সহিত তালবনে ইহার যুদ্ধ হয় এবং তাঁহার হস্তেই অসুর প্রাণত্যাগ করে। (বিষ্ণু, হরি)

ধৌম্য—পাণ্ডবদিগের পুরোহিত। ইনি অসিত ঋষির তনয়। উৎকোচক নামক তীর্থে আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক তপোরত হইয়া, ইনি তপস্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ উপযুক্ত পুরোহিতের জন্য চেষ্টিত হইয়া চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের পরামর্শে ইহাঁর নিকট গমনপূর্ব্বক ইহাঁকেই পৌরহিত্যে বরণ করেন। ইনি পাণ্ডবদিগের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া রহিলেন। কি রাজত্ব কি বনবাস, ইনি সকল অবস্থায় তাঁহাদের সহিত অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের হিতচেষ্টা করিতেন। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে ইনি পাঞ্চালে গমন পূর্ব্বক দ্রুপদরাজের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। (মহা)

ধ্রুব—প্রখ্যাত হরিভক্ত। উত্তানপাদ নরপতির ঔরসে এবং সুনীতির গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। একদা ধ্রুব-বৈমাত্র ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনে উপবিষ্ট পিতার ক্রোড়ে দর্শন করিয়া তথায় যাইতে চেষ্টা করেন। তদ্দর্শনে সুরুচি ইহাঁকে বলিলেন, "তুমি আমার উদরে না জন্মিয়া তোমার অপ্রাপ্য রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইবার জন্য কেন বৃথা মহৎ অভিলাষ করিতেছ? সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি কি জান না"? বিমাতার দুর্ব্বাক্যে এবং তাঁহার জন্য পিতার অনাদরে অতীব ব্যথিত হৃদয়ে বালক ধ্রুব মাতার নিকট গমন পূর্ব্বক সমস্ত ব্যক্ত করেন। সুনীতি বলিলেন "সে দুঃখের আর প্রতীকার নাই, তবে কেবল দীনশরণ হরির কৃপায় সর্ব্ব দুঃখ দূর হইতে পারে। তিনি ভিন্ন দীনজনের আর অন্য উপায়

নাই"। সেই সর্ব্বদুঃখহর হরির জন্য ধ্রুবের মন ব্যাকুল হইল।

পঞ্চম বৎসরের শিশু ধ্রুব বনগমন-পূর্ব্বক হরির সাক্ষাৎ লাভের জন্য লালায়িত হইলেন। কথিত আছে যে একদা রজনীতে সুনীতি নিদ্রিত হইলে, ইনি হরিপ্রাপ্তির আশায় গৃহত্যাগ করেন। বনে বনে হরির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের মনে এখন হরি ভিন্ন অন্য চিন্তা, অন্য ভাবনা স্থান পাইল না। একমাত্র হরিই তাঁহার লক্ষ্য, হরিই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইলেন। আত্মহারা হইয়া নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া বালক ধ্রুব অন্তরে বাহিরে কেবল হরিই দেখিতে লাগিলেন। বনে যাহা দেখিতে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কি আমার হরি?"

তন্ময়চিত্ত হরিগতপ্রাণ এরূপ ভক্তের পক্ষে হরিপ্রাপ্তির পথ মিলিবার বড় বিলম্ব হয় না। ধ্রুব নারদের নিকট দীক্ষিত হইয়া যমুনাতীরে মধুবনে যোগযুক্ত হইয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁর কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবগণ ইহাঁকে যোগভ্রষ্ট করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর হরির সাক্ষাৎ লাভে এবং ইচ্ছানুরূপ বরপ্রাপ্তিতে কৃতার্থ হইয়া, ধ্রুব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্তুষ্ট হইয়া উত্তানপাদ ধ্রুবকেই রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। ইনি ন্যায়ানুসারে রাজত্ব করিয়া যশস্বী হইলেন। অতঃপর ইনি বিবাহ করিলে, ইহাঁর শিষ্টি ও ভব্য নামে দুইটী পুত্রের জন্ম হয়। ইহাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ার্থ গমন করিয়া যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হন। ইনি যক্ষদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেন। তদনন্তর পিতামহ মনুর উপদেশে যুদ্ধ ত্যাগ করেন। ধনাধিপ কুবের ইহাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে প্রস্তুত হইলে, ইনি এইমাত্র বর যাচ্ঞা করেন "আমার মন যেন সতত হরিপদে রত থাকে"। বহুকাল রাজত্ব করিয়া অবশেষে ধ্রুব স্বোপার্জ্জিত ধ্রুবলোকে গমন করেন। (বিষ্ণু, ভাগ)

নকুল—চতুর্থপাণ্ডব। মাদ্রীর গর্ভে এবং অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। মাদ্রী পতির সহগমন করিলে, ইনি সহদেব সহ কুন্তীর দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত কৃপ ও দ্রোণের নিকট ইনি শিক্ষিত হন। অসিমুষ্টিধারণবিষয়ে ইনি শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছিলেন। ভ্রাতাদিগের সহিত ইনি কষ্ট ও সুখ ভোগ করেন। পাঞ্চালীর গর্ভে ইহাঁর শতানীক নামে পুত্রের জন্ম হয়।

ইহাঁর আরও একটী ভার্য্যার উল্লেখ আছে। (মহা,আশ্রম-২৫অ)

পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে নকুল পশ্চিমদিকে গমনপূর্ব্বক রাজন্যবর্গের নিকট হইতে কর আদায় করেন। অক্ষক্রীড়ান্তে দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর একবৎসর অজ্ঞাত বাসকালে নকুল বিরাট-রাজভবনে গ্রন্থিক নামে অশ্বাধ্যক্ষ-রূপে অবস্থান করেন। ভারত-যুদ্ধে ইনি সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করেন এবং কৌরবপক্ষের অনেক সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করেন। ষোড়শ-দিবসের যুদ্ধে ইনি কর্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত হইয়া-ছিলেন।

সমরাবসানে রাজ্যভোগের পর ভ্রাতৃগণসহ নকুল মহাপ্রস্থানে গমন করেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবান্ বলিয়া গর্ব্বহেতু পাপস্পর্শে, ইনি স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া সুমেরু শিখরে পতিত হন। (মহা)

নন্দ—(১)কৃষ্ণের পালকপিতা। মথুরার রাজার অধীনে ইনি ব্রজের গোপ-দিগের অধিপতি ছিলেন। ইনি যশোদার পাণিগ্রহণ করেন। বসু-দেবের সহিত ইহাঁর মিত্রতা ছিল। সেই জন্য বসুদেব স্বীয় পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে ইহাঁর আশ্রয়ে রাখিয়া-ছিলেন। নিজপুত্রজ্ঞানে ইনি কৃষ্ণকে অতি যত্নে পালন করিতেন। তাঁহার পরামর্শে ইনি ব্রজধাম পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে গমন করেন। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, ইনি তাঁহার শোকে অতি কাতর হন। নন্দ একজন ধর্ম্ম পরায়ণ লোক ছিলেন এবং শেষ জীবন ধর্ম্ম চিন্তায় অতিবাহিত করেন। (হরি, বিষ্ণু, ভাগ)

(২)—মগধের ভূপতিবিশেষ। ইনি নন্দবংশের আদি পুরুষ। মহারাজ মহানন্দির ঔরসে এবং জনৈক শূদ্রাণীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি যথা সময়ে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। নন্দ একজন প্রবল প্রতা-পান্বিত ভূপতি হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে, বররুচি কিছু-কাল ইহাঁর মন্ত্রী হইয়াছিলেন। আনুমানিক চারি শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ইহাঁর আবির্ভাব হয়।

নন্দ যে রাজবংশ স্থাপন করেন, তাহা নন্দবংশ বলিয়াই পরিচিত। এই বংশে আট জন ভূপতি এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা মহানন্দ।

নন্দিনী—ঋষিবর বশিষ্ঠের হোম-ধেনু। সুরভির গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। মহারাজ দিলীপ ইহাঁকে সেবা করিয়া পুত্রলাভ করেন।

সস্ত্রীক বসুগণ একদা বন বিহার করিতেছিলেন। দ্যু নামক বসুর পত্নী নন্দিনীকে দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রাপ্তির জন্য স্বামীকে অনুরোধ করেন। তখন দ্যু অন্য বসুর সাহায্যে ইহাঁকে হরণ করিলে, বশিষ্ঠের অভিসম্পাতে তাঁহাদিগকে ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

কামধেনু নন্দিনীর নিমিত্ত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রে বিবাদ হয়। বিশ্বামিত্র সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তিনি ইহঁার সাহায্য তাঁহাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। বিশ্বামিত্র ইহাঁকে লইতে ইচ্ছুক হইলে, বশিষ্ঠ ইহাঁকে ত্যাগ করিতে অসম্মত হন। তখন দুইজনে বিবাদ আরম্ভ হইলে, মুনিবর ইহাঁর সাহায্যে রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। (রামা)

নন্দী—মহাদেবের প্রধান অনুচর। ইনি দধীচি মুনির শিষ্য ছিলেন এবং শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ক্রমে ইনি একজন প্রধান শিবভক্ত হইয়া উঠেন। গুরুসহ ইনি একদা দক্ষালয়ে গমন পূর্ব্বক দক্ষরাজ মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে ছাগমুণ্ডবিশিষ্ট হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। ইনি মহাদেবের পার্শ্বগরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেন—বঙ্গের বিখ্যাত কবি। ইনি চট্টগ্রামে ভদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ভদ্রোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। নবীনবাবু ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া বিঃ এঃ উপাধি প্রাপ্ত হইলে, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। অতি দক্ষতার সহিত ইনি রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

নবীনবাবু পাঠাবস্থা হইতে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। মধ্যে মধ্যে ইহাঁর কৃত কবিতা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। সেই সকল সংগ্রহপূর্ব্বক এবং অনেক গুলি নূতন কবিতা প্রণয়ন করিয়া ইনি "অবসর সরোজিনী" নামে কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে "পলাসির যুদ্ধ" নামে কাব্য প্রকাশিত হয়। "রঙ্গমতী" প্রভৃতি ইহাঁর আরও কয়েক খানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। নবীন বাবুর লেখনী প্রসূত তেজস্বিনী কবিতা তাঁহাকে বঙ্গভাষার অস্তিত্ব কাল পর্য্যন্ত জীবিত রাখিবে।

নভগ—মুনিবিশেষ। ইনি বৈবস্বত মনুর তনয়। নভগ বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থান করিলে, ইহাঁর ভ্রাতৃগণ ইহাঁকে ব্রহ্মচারী মনে করিয়া পিতৃধন বিভাগ করিয়া

লইয়াছিলেন। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিলে, মনু ইহাঁকে অঙ্গিরার যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক বিশ্বদেবের স্তুতিপাঠ করিতে বলেন। ইনি তাহা করিলে, ঋষিগণ ইহাঁকে রুদ্রদেবের প্রাপ্য যজ্ঞাবশিষ্ট দান করেন। রুদ্রদেব তাহা চাহিলে ইনি তাঁহার প্রসাদ মাত্র পাইবার প্রার্থনা করিলেন। ইহাঁর দীনতায় ও শীলতায় পরিতুষ্ট হইয়া তিনি ইহাঁকে সমুদয় ভাগ প্রদান করিলেন। (ভাগ)

নমুচি—অসুরবিশেষ। কশ্যপের ঔরসে, দনুর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। কথিত আছে যে ইন্দ্র অন্যান্য অসুরদিগকে বধ করিয়া অবশেষে ইহার দ্বারা আবদ্ধ হন। পরে রাত্রি কিংবা দিবাভাগে ইহাকে বধ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি ইহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া অসুরকে সন্ধ্যার সময় বধ করেন। (মহা)

নর—ধর্ম্মরাজপুত্র। (নরনারায়ণ দেখ)

নরক—অসুরবিশেষ। বিষ্ণুর বরাহ অবতারে, তাঁহার ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মাতার অনুরোধে পিতা হইতে বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, অসুর তাহার প্রভাবে অন্যের অজেয় হয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ইহার রাজধানী ছিল। বিদর্ভরাজকন্যা মায়াকে বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভে ইহার ভগদত্তপ্রভৃতি পুত্রচতুষ্টয়ের জন্ম হয়।

নরকাসুর ক্রমে অতি অত্যাচারী হইয়া উঠে। বাণ, কংস প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক সাধুলোকদিগের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করে। দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দিব্যাঙ্গনাদিগকে হরণ করিয়া স্বপুরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখে। অতঃপর সর্ব্বলোকের উপকারার্থ কৃষ্ণ ইহাকে হত করেন। (মহা, বিষ্ণু)

নরনারায়ণ—ধর্ম্মপুত্র। ধর্ম্মরাজবনিতা মূর্ত্তির গর্ভে ইহাঁদের জন্ম হয়। কথিত আছে যে বিষ্ণুর অংশে ইহাঁরা জন্ম গ্রহণ করেন। দুই ভ্রাতার শরীর বিভিন্ন হইলেও, ইহাঁরা একের ন্যায় অবস্থান করিতেন। বদরিকা-আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয় কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। কথিত আছে যে দেবগণ ইহাঁদের তপস্যায় ভীত হইয়া, কামদেব সহ অপ্সরাদিগকে ইহাঁদের নিকট প্রেরণ করেন। দেবতার মদগর্ব্ব ও অপ্সরার রূপগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য, ইহাঁরা

রমণীরত্ন উর্ব্বশীকে সৃজন করিয়া ত্রিদিবে প্রেরণ করেন।

সমুদ্রমন্থনের পর দেবদৈত্যে যুদ্ধের সময়, নরনারায়ণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। কথিত আছে যে ইহাঁরাই দ্বাপরযুগের শেষভাগে কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হন। (মহা)

নরসিংহ, নরহরি, নৃসিংহ—বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে দৈত্যরাজ দেবদানবপ্রভৃতির অবধ্য হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। পরে নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে হরিভক্ত বলিয়া বিনাশের জন্য অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। অবশেষে প্রহ্লাদের নির্দ্দেশ অনুসারে সভাস্থ স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বিষ্ণু অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধনরের আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া দৈত্যরাজকে বিনাশ করেন। (বিষ্ণু)

নল—নিষধরাজ। ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা বীরসেনের তনয়। নল যেমন রূপবান্, তেমনি গুণবান্ নরপতি ছিলেন। সত্যপালন ইহাঁর দৃঢ়ব্রত ছিল। ইনি প্রজাপালন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পুণ্য কর্ম্মের জন্য নিষধপতি এত প্রসিদ্ধ ছিলেন যে ইনি "পুণ্যশ্লোক" নামে বিদিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং মানবের আদর্শ কৃষ্ণের সহিত তুলনীয় হইয়াছেন —

পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা,
পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী,
পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

ভীমতনয়া দময়ন্তীর রূপগুণের সংবাদে নলের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, একটী কামচারী মরাল ইহাঁর দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক ইহাঁর রূপগুণের বিষয় বিবৃত করে। ইহাঁরা উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইলেন। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর উপস্থিত হইলে, ইনি বিদর্ভে যাত্রা করেন। কথিত আছে যে, পথে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা ইহাঁকে কোন কাজের জন্য অনুরোধ করিলে, ইনি তাহা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর দময়ন্তীপ্রার্থী দেবগণ ইহাঁকে দূতরূপে তাঁহার নিকট যাইতে অনুরোধ করেন। স্বয়ং দময়ন্তীর প্রার্থী হইয়াও পূর্ব্বাঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য, ইনি তাঁহাদের দূত হইয়া বিদর্ভ রাজকন্যার সকাশে গমন করিলেন। দেববরে অন্যের অদৃশ্য হইয়া ইনি দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়েই উভয়ের রূপে

মুগ্ধ হইলেন। আত্মসংযমপূর্ব্বক নল দময়ন্তীকে দেবতাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সত্য পালনের জন্য ইহাঁর আত্মত্যাগের প্রমাণ পাইয়া, দময়ন্তী ইহাঁর উপর পূর্ব্বাপেক্ষা প্রীত হইলেন। ইহাঁর গুণে মুগ্ধ হইয়া, তিনি ইহাঁকেই সভায় সর্ব্বসমক্ষে বরমাল্য প্রদান করিবার বিষয় বলিলেন। নল প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেবতাদিগকে যথাযথ সংবাদ বলিলেন।

অতঃপর স্বয়ম্বর সভায় সর্ব্বজন সমক্ষে দময়ন্তী নলের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলে, ইনি অতীব সুখী হইলেন। দেবগণ অতি প্রীত হইয়া ইহাঁকে বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। ইনি সস্ত্রীক নিজ রাজধানীতে গমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর ইন্দ্রসেন নামে পুত্র এবং ইন্দ্রসেনা নাম্নী তনয়ার জন্ম হয়।

দেবগণ দময়ন্তীর স্বয়ম্বর হইতে প্রত্যাগমনের সময় দ্বাপর সহ কলির সাক্ষাৎ লাভ করেন। দেবতা দিগকে উপেক্ষা করিয়া মানব নলকে বরণ করায়, কলি নলদময়ন্তীর উপর কুপিত হইয় ইহাঁদের অনিষ্টের চেষ্টায় রত হইলেন। অতঃপর দ্বাদশ বৎসর কলি নলের শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া হতাশ হন। পরে একদা নল মূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদধৌত না করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করেন। এই ছিদ্র পাইয়া কলি ইহাঁর শরীরে প্রবেশ করেন। তৎপরে কলি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, ইনি ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় যথাসর্ব্বস্ব হৃত হইলেন। রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নলরাজ সস্ত্রীক নগরের বহির্দ্দেশে তিন অহোরাত্র বাস করেন। কিন্তু পুষ্করের শাসনে কেহ ইহাঁদিগকে আশ্রয় না দিলে, ইহাঁরা বনে গমন করেন। তিন দিবস উপবাসী থাকায়, ইহাঁরা বড় ক্ষুধিত হইয়া আহারান্বেষণে চেষ্টিত হইলেন। কয়েকটী পক্ষী দেখিয়া ধরিবার জন্য, নল স্বীয় পরিধান বস্ত্র তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিলে, বস্ত্র সহ তাহারা উড্ডীয়মান হইল। তখন ইনি বিবস্ত্র হইয়া স্ত্রীর সহিত এক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিদর্ভদেশে যাইবার জন্য দময়ন্তীকে পথ প্রদর্শন করিলে, তিনি ইহাঁকে সেইরূপ দুরবস্থায় রাখিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। অনন্তর পর্য্যটন করিতে করিতে উভয়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে অভিভূত হইয়া একস্থানে শয়ন করিলেন। শরীর অবসন্ন হওয়ায় উভয়েই নিদ্রিত হইলেন। ক্ষণেক পরে নল জাগরিত হইয়া

শরীরস্থ কলি কর্ত্তৃক বিকৃত বুদ্ধি-বশতঃ বস্ত্রচ্ছেদনপূর্ব্বক দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বনান্তরে গমন করিলেন।

অতঃপর বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্কোটক নাগের কাতর উক্তি শ্রবণে, তাঁহাকে অনল হইতে উদ্ধার করিলেন। নাগরাজ নলের স্পর্শে নারদের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং প্রত্যুপকার-হেতু ইহাঁর শরীর দংশন করিলে, ইনি বিবর্ণ হইলেন। কর্কোটক ইহাঁকে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক ঋতুপর্ণ রাজার নিকট থাকিতে পরামর্শ দিলেন। অনন্তর নল অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া বাহুক নাম ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বাধ্যক্ষ হইয়া রহিলেন।

নানা কষ্ট ভোগ করিয়া দময়ন্তী পিতৃগৃহে গমন পূর্ব্বক, নলরাজের অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার সাঙ্কেতিক বার্ত্তা সহ দূত অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে, নল তাহার উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর নলের অযোধ্যায় অবস্থিতির বিষয় অবগত হইয়া, দময়ন্তী স্বীয় পুনঃস্বয়ম্বরের সংবাদ তথায় প্রেরণ করেন। নলের অশ্বতত্ত্ব বিদ্যার প্রভাবে ঋতুপর্ণ বিদর্ভে এক দিনে পৌছিতে যাত্রা করিলেন। উপযুক্ত ঘোটক সংযুক্ত করিয়া নল সারথির কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নলের অশ্ববিদ্যায় অযোধ্যাপতি বিস্মিত হইয়া, নিজের অক্ষ-বিদ্যা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাঁকে তাহা শিক্ষা দিলেন। সেই বিদ্যা প্রাপ্ত হইলে, নলের শরীর হইতে কলি অন্তর্হিত হইলেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া নল অশ্ব-শালায় সারথিদিগের সহিত অবস্থান করিলেন।

অতঃপর নলরাজ দেববরে অগ্নি-দত্ত অগ্নি ও জল ব্যতীত উত্তম সুস্বাদ আহারীয় প্রস্তুত করিলে, দময়ন্তী স্থির করিলেন যে, সেই সারথিই তাঁহার স্বামী। অন্যান্য উপায়ে নলের প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হইয়া, দময়ন্তী ইহাঁর নিকট গমন করিলে, তিন বর্ষ পরে উভয়ে পুনর্মিলিত হইলেন। অতঃপর নলরাজ কর্কোটকের নিদেশ অনুসারে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইনি অশ্বতত্ত্ববিদ্যা ঋতুপর্ণকে প্রদান করিলে, তিনি স্বরাজ্যে গমন করেন। কয়েকদিবস পরে, নল নিজ রাজ্যে গমন পূর্ব্বক পুষ্করকে অক্ষক্রীড়া কিংবা যুদ্ধে আহ্বান করেন। তিনি অক্ষক্রীড়ায় ইহাঁর নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। তদনন্তর নল পুত্রকন্যা সহ দময়ন্তীকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন।

ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন পূর্ব্বক পুত্রকলত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া নলরাজ অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। (মহা)

নলকূবর—কুবেরতনয়। কথিত আছে যে অপ্সরা রম্ভা একদা ইহাঁর নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময় রাবণ তাহার প্রতিবন্ধক জন্মান। রম্ভার নিকট সমুদায় অবগত হইয়া এবং তপোবলে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া, ইনি রাবণকে অভিসম্পাত করেন যে ভবিষ্যতে কোন স্ত্রীর প্রতি বল প্রয়োগ করিলে, তিনি পঞ্চত্ব পাইবেন।

কথিত আছে যে নলকূবর এবং তাঁহার ভ্রাতা মণিগ্রীব একদা জলক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া দেবর্ষি নারদকে দেখিয়াও সম্মান প্রদর্শন না করায়, তিনি তাঁহাদিগকে অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত হইতে শাপ প্রদান করেন। পরে অর্জ্জুন-বৃক্ষ হইয়া গোকুলে কৃষ্ণের স্পর্শে, ইহাঁরা শাপমুক্ত হন। (রামা, ভাগ)

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নরপতিবিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম আয়ু। ইনি অশোক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহার গর্ভে ইহাঁর যযাতি প্রভৃতি ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। ইনি অতি বীর্য্যবান্ ও পুণ্যবান্ ভূপতি ছিলেন। তুণ্ড নামক দৈত্যবধ করিয়া তাঁহার অত্যাচার হইতে জীবগণকে মুক্ত করেন। ইহাঁর শাসনে দেশ হইতে দস্যুভয় তিরোহিত হইয়াছিল।

নহুষ যেমন শত্রুদমনে রাজ্যশাসনে তৎপর ছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দমনে ও চিত্তশাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইনি সাধনা দ্বারা আত্মসংযম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে ইহাঁর বিশেষ আসক্তি ছিল। মহারাজ নহুষ অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সংযতচিত্তে ভোগ করিতেন। কথিত আছে যে ইনি একদা অজ্ঞানবশতঃ গো-বধ করেন। মহর্ষিগণ ইহাঁর সেই পাপ একাধিক শত সংখ্যক ব্যাধিতে পরিণত করিয়া, ইহাঁকে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত করেন।

নহুষরাজের খ্যাতি ত্রিলোকব্যাপ্ত হইল। কথিত আছে যে ব্রহ্মবধপাপে ইন্দ্র অভিভূত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে গোপনে বাস করিতে লাগিলে, ত্রৈলোক্য, রাজা অভাবে উশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া দেব ও ঋষিগণ প্রখ্যাত নহুষকে মনোনীত করিয়া ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত করিলেন। ত্রৈলোক্যের রাজত্ব ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে,কিছুকাল পরে ইনি ভোগাসক্ত হন। মন ভোগরত হইলে,

পতনের সোপান প্রশস্ত হয়। ক্রমে ইহাঁর মন বিচলিত হইয়া পাপপথের পথিক হইল। পাপের সোপান হইতে সোপানান্তরে নামিতে নামিতে, ইহাঁর অধোগতি এতদূর হইয়াছিল যে, ইনি শচীকে পত্নীভাবে পাইবার জন্য চেষ্টা পান। বৃহস্পতির পরামর্শে তিনি কিছুদিনের অবসর প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর ইনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষিদিগের দ্বারা স্বীয় শিবিকা বহন করাইতেন। একদা অগস্ত্য ইহাঁর শিবিকা বহন করিতে পদদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া, অভিশাপ প্রদানে ইহাঁকে সর্পরূপে পরিণত করেন। অনন্তর ইনি অজগররূপ ধারণ পূর্ব্বক দৈতবনে অবস্থিত ছিলেন। পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে ইনি ভীমকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত আলাপে নহুষ শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্বপুণ্যবলে স্বর্গে পুনর্গমন করেন। (মহা)

নানক—শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। লাহোর নগরের পঞ্চক্রোশ দক্ষিণ তালবন্তী (বর্ত্তমান নানকানা) গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাত্মার জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। কালুবেদী ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন এবং গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর পাটওয়ারির কার্য্য করিতেন। নানক অতি শান্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে সংস্কৃত, পার্‌সি, ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যাবস্থা হইতে ইহাঁর মন সৎপথে ধাবিত হয়। সন্ন্যাসী ও ফকির দেখিলেই নানক সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের উপদেশ ও কথোপকথন শুনিতে ভাল বাসিতেন।

কালুবেদী নানককে সংসারী করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অন্যান্য বালকের ন্যায় সংসারের কার্য্য করিতে ইহাঁকে উপদেশ দিতেন। ইহাঁর উপর একটী দোকানের ভার অর্পিত হইল। দোকানের জিনিষ পত্র ক্রয় করিবার জন্য ইনি একজন বিশ্বাসী লোকসহ স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে কয়েক জন সন্ন্যাসী দেখিয়া সেই খানেই উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় ইহাঁর সময় সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের প্রতি ইহাঁর মন এত আসক্ত হইল যে, সঙ্গীর সহিত পরামর্শ করিয়া সওদার অর্থ দ্বারা খাদ্যাদি ক্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান পূর্ব্বক রিক্ত হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ঘটনায় ইহাঁর পিতা অতি দুঃখিত ও কুপিত হইলেন। কালু-বেদী ঘোর-সংসারী ছিলেন, পুত্রের সাধুভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেন না। সংসারী করিবার জন্য ইহাঁকে শাসন করিতেন এবং কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও ত্রুটী করিতেন না।

পিতার দুর্ব্যবহারে জ্বালাতন হইয়া, এবং অন্যান্য লোকের ন্যায় সংসারী না হইলে গৃহত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইয়া, নানক বিংশতি বৎসর বয়সে তালবন্তী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুলতানপুরে ভগিনী নানকীর গৃহে গমন করেন। ভগিনী ও ভগিনীপতির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া নানক একখানি মুদিখানার দোকান খুলিলেন। দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। এই সময় নানকীর যত্নে ইহাঁর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সুলক্ষণা নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া ইনি সুলতানপুরে পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইহাঁর দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে—জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ লক্ষ্মীদাস। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সময় ইহাঁর মনে ধর্ম্মভাব অতি প্রবল হইয়াছিল। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতে ইহাঁর মন ধাবিত হয়। ক্রমে এই বেগ এত প্রবল হইল যে, ইনি আর সংসারে থাকিতে পারিলেন না। সংসারের মায়া আর ইহাঁকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। যুবতী স্ত্রী, শিশু সন্তান, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক নানক সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইলেন।

সন্ন্যাসীর বেশে নানক দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বাহ্যভাব দর্শনে ইহাঁর মন ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। সুদূর আরব দেশ অতিক্রম পূর্ব্বক মক্কা নগরীতে পর্য্যন্ত ইনি পরিভ্রমণ করেন। কথিত আছে যে,ইনি তথায় একদা মস্‌জিদের দিকে পদ রাখিয়া শায়িত ছিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক মোল্লা তথায় উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে তিরস্কার করেন। ইনি বিনীত ভাবে বলিলেন, "যে দিকে পরমেশ্বর নাই সেই দিকে পদ সরাইয়া রাখুন"। মোল্লা নির্বাক হইলেন। নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া কোথাও ধর্ম্মের শান্তি না দেখিয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নানক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ধর্ম্মার্থ পরিভ্রমণের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, পরিজন পরিত্যাগে সংসারের মায়া হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া, এবং ধর্ম্মোপার্জ্জনার্থ গৃহাশ্রমের

উপকারিতা অনুভব করিয়া, নানক গৃহী হইতে ইচ্ছুক হইলেন। অতঃপর, ইনি গুরুদাসপুর জেলার অধীন ইরাবতীতটে করতালপুর নামক স্থানে বসতি করিলেন। সেইখানে পুত্রকলত্রাদি আনয়নপূর্ব্বক অনাসক্ত ভাবে সংসারী হইলেন।

নানক অবশিষ্ট জীবন একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনায় অতিবাহিত করেন। ইহাঁর পবিত্র জীবন, সাধু ব্যবহার, এবং সৎ উপদেশ লোকের মন মোহিত করিত। অনেকে ইহাঁর শিষ্য হইয়া সুখী হইল। ধর্ম্মের বাহ্যভাব পরিহার পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মাচরণ করিতে ইনি উপদেশ দিতেন এবং স্বয়ংও সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। উপযুক্ত পাত্রে দান মানবজীবনকে পবিত্র করিতে সমর্থ; সেইজন্য নানক দানের গুণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৬৩৯খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে এই মহাত্মা মানবলীলা সম্বরণ করেন। নানকের উপদেশাবলী আদিগ্রন্থ নামে শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। পবিত্র চরিত্র এবং আমায়িক বাবহারে ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ইহাঁকে মহামান্য করিতেন।—

{ হিন্দুকা গুরু মুসলমানকা পীর,
ঊস্কা নাম নানক সাহেব ফকীর।

নাভাজী—ভক্তমালা গ্রন্থের প্রণেতা। কথিত আছে যে ইহাঁর পঞ্চ বৎসর বয়সে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, ইনি অরণ্যে পরিত্যক্ত হন। বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইলে, অগরজী নামে জনৈক সিদ্ধ পুরুষ ইহাঁকে রক্ষা করেন। নাভাজী তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক উপদেশ লাভে ক্রমে বিষ্ণুভক্ত হইলেন। ইনি সময়ে একজন জ্ঞানী লোক হইয়া বিখ্যাত ভক্তমালা গ্রন্থ.প্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

নারদ—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইহাঁকে সৃষ্টি কার্য্যের ভারার্পণ করেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরপ্রাপ্তির বিঘ্ন সম্ভাবনায় ইনি পিত্রাজ্ঞা পালনে সম্মত হন না। তজ্জন্য পিতার অভিশাপে ইহাঁকে গন্ধর্ব্ব ও মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি বড় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং তন্ময়চিত্তে তপস্যা করিতেন। হরিনাম গান করিয়া ইনি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন।

নানকের গতিবিধি সর্ব্বত্র ছিল এবং আবশ্যক মত ইনি সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ইনি ঘটক হইয়া শিবের বিবাহ সংঘটন করেন। ইহাঁর চেষ্টায় অন্ধক দৈত্যের বিনাশ হয়।

ধ্রুব ইহাঁর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ শোণিতপুরে কারারুদ্ধ হইলে,ইনি দ্বারকায় সংবাদ প্রদান করেন। পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য স্থাপিত হইলে, দেবর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত ভ্রাতৃভেদ না জন্মে, তজ্জন্য নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে বলেন।

নারদ প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কথঞ্চিৎ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিষ্ণুর সভায় তুম্বুরের গান শ্রবণে ইনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষরূপে পারদর্শী হইবার জন্য চেষ্টিত হইয়া বিষ্ণুর আদেশে গানবন্ধু উলুকেশ্বরের নিকট প্রযত্ন সহকারে গন্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করেন। বহুবর্ষ শিক্ষার পর ইহাঁর মনে অহঙ্কারের উদয় হইলে, জানিতে পারেন যে ইনি তখনও তুম্বুরের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। অতঃপর বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারে তাঁহার নিকট গানযোগ শিক্ষা করিয়া, ইনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ইনি বীণার সৃষ্টিকর্ত্তা।

দেবর্ষি, নারদসংহিতা নামক সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। নারদপ্রণীত স্মৃতিও বিখ্যাত। ইহাঁর বিরচিত নারদীয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। (রামা, মহা, বিষ্ণু, হরি, ব্রহ্মা, ভাগ)

নারায়ণ—(১) বিষ্ণুর নাম বিশেষ।

(২)—বিখ্যাত নাটককার। ইনি অষ্টম খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রণীত বেণীসংহার নাটক সংস্কৃত ভাষায় বিখ্যাত।

(৩)—অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র। ইহাঁকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বদা ইহাঁকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার মন সচ্চিদানন্দ নারায়ণের প্রতি আসক্ত হইলে, তিনি মুক্তি লাভ করেন। (মহা)

(৪)—যমরাজের পুত্র। ইনি মূর্ত্তির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভ্রাতা নরের সহিত তপস্যাদি করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। (মহা)

নিকষা—রাবণমাতা। (কৈকসী দেখ)

নিকুম্ভ—(১) রাক্ষসবিশেষ। কুম্ভকর্ণের ঔরসে তৎপত্নী বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। রাম-রাবণ-যুদ্ধে এই রাক্ষস নিহত হয়। (রামা)

(২)—দানববিশেষ। নিকুম্ভ দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা ছিল। বজ্রনাভ প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক হত হইলে, এ দানব যাদবদিগের ছিদ্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণপ্রমুখ প্রধান প্রধান যাদবীয় বীরগণ প্রভাসে জলক্রীড়ায় রত হইলে, দানব দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক ভানু নামক যাদবের তনয়া ভানুমতীকে হরণ

করে। তৎ সংবাদ প্রাপ্তে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন সহ ইহার অনুসরণ করেন। দারুণ যুদ্ধে ইহার গদাঘাতে অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন অচেতন হন। অসুরের গদাঘাতে স্বয়ং কৃষ্ণও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। পরে, তিনি চক্রাঘাতে ইহার মস্তক ছেদন করেন। (হরি)

(৩)—দানব ত্রিপুরের ভ্রাতা। ত্রিপুর নাশ হইলে, দৈত্য ভয়ে তপস্যায় রত হইয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রদত্তবরে দেবগণের অবধ্য হয়। ষট্‌পুরে ইহার আবাস ছিল। বরে দৃপ্ত হইয়া দানব অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠে। বসুদেবের সখা ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নিকুম্ভ তাহা নাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ ইহার বধের জন্য যাত্রা করেন। জয়ন্ত ও প্রবর স্বর্গ হইতে কৃষ্ণের সহায্যার্থ উপস্থিত হন। যুদ্ধে কৃষ্ণ দানবকে নাশ করেন। (হরি)

নিত্যানন্দ—বিখ্যাত বৈষ্ণবনেতা। রাঢ়দেশে একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে, পদ্মাবতীদেবীর গর্ভে ব্রাহ্মণকুলে ইহাঁর জন্ম হয়। নিতাই প্রথম হইতে অতি শান্ত প্রকৃতি এবং ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া মাধবেন্দ্রপুরীনামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত ইনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। বোম্বাই প্রদেশের পাণ্ডারপুরতীর্থে ইনি লক্ষ্মাপতি নামক সাধু পুরুষের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ক্রমে ইনি একজন অবধূতরূপে পরিগণিত হইলেন।

নবদ্বীপে চৈতন্যের হরিধ্বনি নিত্যানন্দের শ্রুতিগোচর হইল। হরিনামে আকৃষ্ট হইয়া ইনি নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক গৌরাঙ্গের ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তদবধি নিতাই নিমাইয়ের সহিত অবস্থান পূর্ব্বক হরিনাম রসে মগ্ন হইলেন। ইহাঁর প্রেমে ও ভক্তিতে সকলে বিমোহিত হইল। হরিনামপ্রচারে নিত্যানন্দের বড়ই প্রীতি ছিল।

নবদ্বীপে সেই সময়ে জগাই মাধাই নামে দুইজন ঘোর পাষণ্ড ছিল। তাহারা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পথে পথে বেড়াইত এবং নিরীহ বৈষ্ণবদিগের উপর অত্যাচার করিত। নিতাইয়ের বড় ইচ্ছা হইল যে সেই পাষণ্ডদ্বয়কে হরিনামগুণে সদ্ভাবাপন্ন করেন একদা তাহারা মত্ত হইয়া একস্থানে পতিত ছিল, এমন সময়ে ইনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বল, লহঁ কৃষ্ণনাম;
তিনি মাতা, তিনি পিতা, তিনি ধন প্রাণ।

জগাই মাধাই উন্মত্ত ভাবে নিতাইকে মারিবার জন্য তাড়া করিল ইনি দ্রুতপদে পলায়ন পূর্ব্বক পরিত্রাণ পাইলেন। অন্য একদিন ইনি হরিনাম প্রচার করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইত্যবসরে তাহারা ইহাঁকে পথে দেখিতে পাইল। মাধাই ক্রোধে ইহাঁর মস্তকে কলসীর কাণা ফেলিয়া মারিল। মস্তক বিদ্ধ হইয়া, অজস্র রক্তধারা পড়িতে লাগিল। মাধাই পুনর্ব্বার আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, জগাই তাহাকে নিবারণ করিল। সংবাদ পাইয়া চৈতন্য সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। নিতাই-চৈতন্যের প্রেমে পাষণ্ডদ্বয়ের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তাহারা সদ্ভাবাপন্ন হইয়া ভক্তিপরায়ণ পরম বৈষ্ণবরূপে পরিণত হইল।

চৈতন্য নীলাচলে গমন করিলে, নিত্যানন্দ তাঁহার আদেশে বঙ্গদেশে থাকিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ভাগীরথী তীরে পাণিহাটী গ্রামে ইনি অনেক দিন থাকিয়া হরিনাম প্রচার করেন। তদনন্তর গঙ্গার উভয় পার্শস্থ গ্রাম সমূহে হরিনাম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। সহস্র সহস্র লোক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে লাগিল। সপ্ত গ্রামের সুবর্ণ বণিক সকল ইহাঁর শিষ্য হইলেন। ক্রমে বঙ্গীয় সমগ্র বণিক সমাজ তাহাদের অনুসরণ করিল। বঙ্গে নিতাইয়ের হরিনামের তুমুল তরঙ্গ উত্থিত হইল।

কথিত আছে যে গোবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তির বিশেষ অনুরোধে নিতাই পূর্ব্বের সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ করিয়া গৃহীর বেশ ধারণ করিলেন। নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক ইনি চৈতন্যের মাতা শচীদেবীর নিকট পুত্রবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাঁর আগমনে নবদ্বীপে পুনরায় হরিনাম প্রচার আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবগণ মহা আনন্দে নিতাইয়ের সহিত যোগ দিলেন।

অতঃপর নিত্যানন্দ সংসারী বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছুক হইলেন। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্য্যদাস সরকেলের বসু ও জাহ্নবী নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত ইহাঁর পরিণয় হইল। শচীদেবীর গৃহে নিতাই সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর বীরভদ্র নামে পুত্র এবং গঙ্গা নামে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। চৈতন্যের মানব লীলা সম্বরণের পর, নিত্যানন্দের দেহত্যাগ হয়। (ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা)

নিধিরাম গুপ্ত—বাঙ্গালার বিখ্যাত গীতরচক। ইনি সচরাচর নিধুবাবু নামে পরিচিত এবং ইহাঁর

গীতাবলীকে নিধুবাবুর (বা নিধুর) টপ্পা বলে। এই সকল গীতরচনায় ইহাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

নিধিরাম হুগলি জেলার অন্তর্গত চাঁপতা নামক গ্রামে ১৬৬৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্মোপলক্ষে ইনি কলিকাতায় আগমন করিয়া কুমার টুলিতে অবস্থান পূর্ব্বক কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ১৭৫৬ শকে ত্রিনবতি বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

নিবাত কবচ—দানবগণ। ইহারা হিরণ্যকশিপুর বংশসম্ভূত। ইহাদের সংখ্যা তিন কোটি ছিল। সমুদ্র গর্ভে দুর্গনির্ম্মাণ পূর্ব্বক দানবগণ বাস করিত। বরপ্রাপ্তে, দেবতাদিগের অবধ্য হইয়া ইহারা তাঁহাদের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অর্জ্জুন স্বর্গে গমনপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করিয়া ইন্দ্রের আদেশে মাতলির সহিত দানবপুরীতে উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে বিনাশ করেন। (মহা)

নিমি—সূর্য্যবংশীয় নরপতি বিশেষ। ইনি ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ইনি অতি ধার্ম্মিক ভূপতি ছিলেন এবং সতত যজ্ঞকর্ম্মে লিপ্ত হইতে অভিলাষ করিতেন। একদা যজ্ঞ করণার্থ ইচ্ছুক হইয়া নিমিরাজ বশিষ্ঠকে তাহা নিষ্পন্ন করিতে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে অগ্রে দীক্ষিত হওয়ায়, সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া, পরে ইহাঁর যজ্ঞ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বশিষ্ঠ স্বর্গে ইন্দ্রের যজ্ঞে বহুবর্ষ লিপ্ত থাকিলে, নিমি, তাঁহার পুনরাগমনের কাল নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে বৃথা সময় অতিবাহিত হইতেছে দেখিয়া, ইনি অন্যান্য মুনিঋষি দ্বারা যজ্ঞারম্ভ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইয়া অবমাননা হেতু অভিশাপ প্রদান করিলে, ইহাঁর পতন হয়। (রাম, বিষ্ণু,)

নিশুম্ভ—দানববিশেষ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই দানব অতি বলবান্ ছিল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুম্ভের সহিত একত্র বাস করিত। দেবীযুদ্ধে রক্তবীজ হত হইলে, নিশুম্ভ সমরে গমনপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে দেবীর হস্তে নিপতিত হয়। (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

নীল—কপিবিশেষ। কথিত আছে যে, ইনি অগ্নির অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের আজ্ঞাধীনে কপিবর বানরসৈন্যের একজন নেতা ছিলেন। লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে ইহার সৈন্য সমবেত হয়। যুদ্ধে ইনি অনেক রাক্ষস সৈন্য ধ্বংস করিয়াছিলেনে। (রামা)

পঞ্চজন—অসুরবিশেষ। এই অসুর শঙ্খরূপ ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রগর্ভে বাস করিত। সান্দীপনী মুনির পুত্র প্রভাসতীর্থে স্নান করিবার সময়, পঞ্চজন তাঁহাকে হরণ করে। কৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা প্রদান কালে গুরুপুত্রকে আনয়নার্থ ইহার নিকট গমন পূর্ব্বক, যুদ্ধে ইহাকে নিহত করেন। এই অসুরের অস্থিতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত হয়। (মহা)

পঞ্চশিখ—মুনিবিশেষ। মুনিবর তপোরত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্তির জ্ঞান লাভ করেন। ইনি একদা মিথিলায় জনদেব সকাশে গমন করিলে, তিনি ইহাঁকে আচার্য্যের পদে বরণ করেন। মুনিবর মিথিলায় অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। (মহা)

পতঞ্জলি—মুনিবিশেষ। ইনি কাত্যায়ণকৃত পাণিনি ব্যাকরণের সমালোচনা বার্ত্তিকের টীকা মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন।

কথিত আছে যে গোনর্দ্দ (বর্ত্তমান গোণ্ডা) নামক স্থানে গোণিকা নাম্নী রমণীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সময়ে সময়ে ইহাঁর কাশ্মীর বাসেরও উল্লেখ আছে। আনুমানিক ১৪০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পতঞ্জলি বর্ত্তমান ছিলেন।

পতঞ্জলি একজন দার্শনিকও ছিলেন। ইহাঁর যোগশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ "পাতঞ্জল দর্শন" প্রসিদ্ধ। মতান্তরে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি দর্শন শাস্ত্রের প্রণেতা নহেন। (পাণিনি)

পদ্মিনী—প্রসিদ্ধ রাজপুত মহিলা। ইনি চিলোনপতি হামির শঙ্খের দুহিতা ছিলেন। ইহাঁর সহিত চিতোরাধিপতির পিতৃব্য ভীমসিংহের পরিণয় হয়। রূপগুণে ইহাঁ অতুলনীয়া ছিলেন। কথিত আছে যে সে সময় ইহাঁর ন্যায় রূপবতী রমণী ভারতে আর ছিল না।

পদ্মিনীর অলৌকিক রূপ লাবণ্যের সংবাদে দিল্লীপতি আলাউদ্দিনের মন বিচলিত হয়। তিনি ইহার প্রার্থী হইয়া চিতোর অবরোধ করেন। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়া আলা মনে করিয়াছিলেন যে, সামান্য চিতোর দুর্গ সহজে জয় করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজপুতদিগের বীরত্বে তাঁহার আশা নিষ্ফল হইল। অবশেষে চাতুরী প্রকাশে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে পদ্মিনীকে দর্পণে দর্শন মাত্র পরিতৃপ্ত হইয়া সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিবেন। ভীমসিংহ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, আলা দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক, দর্পণে পদ্মিনীকে দর্শন করিয়া

বিমোহিত হইলেন। অতঃপর সম্মান প্রদর্শনার্থ ভীম- সিংহ যবনরাজের সহিত দুর্গের বহি র্দ্দেশ পর্য্যন্ত গমন করিলে, শত্রু- গণ তাঁহাকে বন্দী করিল। তখন আলা মহা হৃষ্ট হইয়া ব্যক্ত করি লেন যে, পদ্মিনীকে প্রাপ্ত না হইলে তিনি ভীমসিংহকে মুক্ত করিবেন না।

এই দুর্ঘটনায় চিতোর ম্রিয়মাণ হইল। কিন্তু রাজপুত বীর বা রাজ- পুতরমণী বিপদাপদে কখনও অভি- ভূত হন নাই। পদ্মিনী,পিতৃব্য গোরা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। আলার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল যে, পদ্মিনী স্বামীর মুক্তির জন্য আত্মদানে প্রস্তুত হইয়া- ছেন। তিনি যবনরাজশিবিরে পরিচারিকাবর্গ সহিত উপস্থিত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সাত শত শিবিকা দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। একবার শেষ সাক্ষাতের ছলে শিবিকা ভীমসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলে তন্মধ্য হইতে জনৈক রাজপুত যোদ্ধা অবতরণ করিলে, ভীম তাহাতে আরোহণ করিলেন। পরে সে শিবিকা চিতোর দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। সাক্ষাতে বহু বিলম্ব হইতে দেখিয়া,আলা সন্দিহান চিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজপুতবীরগণ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রু আক্রমণ করিলেন। ভীমসিংহ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষ দমনে অথবা পদ্মিনী লাভে বিফল প্রযত্ন হইয়া ভগ্নমনোরথে আলা দীনচিত্তে দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন।

বহুসৈন্য সহ আলাউদ্দিন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। রাজ- পুতবীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যবন সেনার আধিক্য বশতঃ দিন দিন ক্ষীণবল হইতে লাগিলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া রাজপুতদিগের শেষ উপায় অবলম্বন করা স্থির হইল। রাজপুত রমণীগণ যবনস্পর্শ অপেক্ষা অগ্নিস্পর্শ সুখকর মনে করিয়া "জহর" উযাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যবনের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য চিতোরবাসিনী মহিলাগণ অতি সন্তুষ্টচিত্তে জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত হইতে উৎসাহিত হইলেন। পদ্মিনীপ্রমুখ রমণী বৃন্দ সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া, আনন্দ সহকারে পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্রদিগের নিকট এজন্মের মত বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত হইয়া মাঙ্গল্য গীতি গান করিতে করিতে চিতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। জ্বলন্ত

চিতার নিকট উপস্থিত হইয়া সকলে একযোগে সমস্বরে আনন্দে গান করিতে করিতে তাহা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহিলাদিগের পরম ধন সতীত্ব রক্ষার্থ সকলে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া ভস্মীভূত হইলেন।

রাজপুত বীরগণ এদৃশ্যে উন্মত্ত হইয়া দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক শত্রুরক্তে তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। প্রাণিহীন চিতোর ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে অধিকার করিয়া, আলাকে পদ্মিনীর ভস্মমাত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইতে হইয়াছিল। (রাজস্থান)

পবন—দেবতাবিশেষ। ইনি উত্তর-পশ্চিম দিকের অধিপতি। মরুৎ-গণ অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ বায়ু, ইহাঁর অধীন। বলাধিক্য জন্য ইনি দেবতাদিগের মধ্যে বিখ্যাত। ইহাঁর ঔরসে অঞ্জনাতনয় হনুমান্ এবং কুন্তীনন্দন ভীম জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর অপরাপর প্রধান প্রধান নাম—জগৎপ্রাণ, প্রভঞ্জন, মরুৎ, মারুত।

পরশুরাম—বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। কথিত আছে যে দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয়-দিগকে দমন করিবার জন্য ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি মুনিবর জমদগ্নির ঔরসে এবং রেণুকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর নাম রাম-রক্ষিত হয়। পরে প্রিয় অস্ত্র পরশু (কুঠার) হইতে ইহাঁর নাম পরশু-রাম হইয়াছিল। মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপ-শ্চরণ করিয়া ইনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

একদা পরশুরামের মাতা স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়া অপ্সরাদিগের জলক্রীড়া অবলোকনে বিচলিত মনে কুটীরে প্রত্যাগমন করেন। তদ্দর্শনে জমদগ্নি তাঁহাকে কলুষিত জ্ঞান করিয়া পুত্রগণকে তাঁহার বধের জন্য আজ্ঞা করেন। কিন্তু অন্যান্য পুত্রগণ সে দুরূহ আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে, কনিষ্ঠ পরশুরাম সেই কার্য্যসাধনে পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন। তখন ইনি কোন বিচার না করিয়া কুঠারাঘাতে পিত্রাজ্ঞা পালন করি-লেন। জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে ঈপ্সিত বর লইতে আদেশ করিলে, তিনি পিতাকে পরিতুষ্ট করিয়া মাতার পুনর্জীবনের বর প্রার্থনা করেন। কথিত আছে যে মাতা পুনর্জীবিতা হইলেও তাহাঁর উপর কুঠারাঘাত জন্য পাপে, ইহাঁর হস্ত হইতে সে কুঠার আর স্খলিত হয় না। ভারতের সমুদয় তীর্থ ভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে অবগাহন করাতে, ইহাঁর পাপ ক্ষালন হইলে হস্ত হইতে কুঠার পতিত হয়।

কার্ত্তবীর্য্যের হস্তে জমদগ্নির নিধনের সময় পরশুরাম পুষ্কর তীর্থে তপস্যায় রত ছিলেন। রোরুদ্যমানা মাতা রেণুকার স্মরণে ইনি উপস্থিত হইয়া পিতৃবিয়োগে সন্তপ্ত হন। মাতাকে সহগমনে কৃতনিশ্চয় জানিয়া, ইনি শোকে একবারে অভিভূত হইয়া শপথ করেন যে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবেন। পিতা মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, ইনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার আদেশে মহাদেবের সকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। তাঁহার নিকট অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া ইনি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সসৈন্য কার্ত্তবীর্য্যকে নিহত করেন।

অতঃপর পরশুরাম একবিংশতিবার ধরা নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষত্রিয় বীরদিগকে নিহত করিয়া, তাঁহাদের স্ত্রী সকল গর্ভবতী থাকিলে, ইনি সন্তান প্রসব কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। পরে পুং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ইনি তাহা নিহত করিতেন। এইরূপে ইনি চন্দ্রসেন নামে নরপতিকে বধ করিয়া তাঁহার মহিষীর প্রসব কালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহিষী ইহাঁর ভয়ে দাল্ভ্য মুনির শরণাপন্ন হইলেন। মুনিবর রাজমহিষীকে আশ্রয় দিয়া পরশুরামকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন যে রাণীগর্ভজাত পুত্রের ক্ষত্রিয়ের সংস্কার করিবেন না। এবং তাহাকে ক্ষত্রিয়ের শিক্ষিতব্য ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিবেন না কথিত আছে যে চন্দ্রসেনের সেই পুত্র হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরশুরাম প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন। হরপার্ব্বতী তখন অন্তঃপুরে ছিলেন। বহির্দ্দেশে গণেশ ইহাঁকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তথায় অপেক্ষা করিতে বলেন। ইনি তাহাতে সম্মত না হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পান। ক্রমে দুইজনে বিবাদ উপস্থিত হইলে, পরশুরাম ক্রোধ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া গণেশের উপর স্বীয় অমোঘ কুঠার নিক্ষেপ করেন। কুঠারাঘাতে তাঁহার একটী দন্ত ছেদিত হইল। গণেশ মহাত্মতা গুণে ইহাঁর দোষ ক্ষমা করিলেন।

সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া পরশুরাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহা সমারোহ পূর্ব্বক সে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। দক্ষিণাস্বরূপ পরশুরাম গুরু কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপশ্চরণার্থ গমন করেন।

দশরথ তনয় রাম বিবাহান্তে ভ্রাতৃগণ সহ অযোধ্যায় গমন কালে, পরশুরাম তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন। দশরথ ভয়ে, অভিভূত হইলেন, কিন্তু রাম নির্ভীকচিত্তে ইহাঁর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। হরধনু ভঙ্গ করায় রামের বীর্য্য ইহাঁর সহ্যঃহইল না। ইনি তাঁহাকে স্বীয় বৃহৎ সুদৃঢ় ধনুক প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে বাণ যোজনা করিতে বলেন। তিনি অবলীলাক্রমে সেই ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া ইহাঁর ইচ্ছানুসারে ইহাঁর তপোপার্জিত স্বর্গলোক রোধ করেন। ইনি হতদর্প ও হতমান হইয়া দ্রুতগতিতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ পরশুরামের নিকট অস্ত্র শস্ত্রে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। কাশিরাজের জ্যেষ্ঠ তনয়া অম্বা ইহাঁর শরণাগত হইলে, ইনি তাঁহার সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। ইনি ভীষ্মকে অম্বাগ্রহণ জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে অসম্মত হন। ক্রমে দুইজনে বিবাদ উপস্থিত হইলে, গুরুশিষ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ত্রয়োবিংশতি দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম শিষ্য ভীষ্মের নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক গমন করেন। বীরবর কর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ইহাঁর নিকট অস্ত্র শিক্ষার্থ উপস্থিত হন। ইনি তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত করেন। একদা ইনি প্রিয়শিষ্য কর্ণের উরুদেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হন। দৈবযোগে দংশকীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে আরম্ভ করে। গুরুর নিদ্রা ব্যাঘাতের ভয়ে তিনি তদবস্থায়ই উপবিষ্ট রহিলেন। অতঃপর রক্তস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ইনি সমুদায় অবগত হইয়া কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন। কর্ণ আত্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে মৃত্যুসময়ে ব্রহ্মাস্ত্র সকল তাঁহার স্মরণ থাকিবে না এবং মহাস্ত্র সকল নিষ্প্রভ হইবে। (রামা, মহা, ব্রহ্ম)

পরাশর—ঋষিবিশেষ। বশিষ্ঠ পুত্র শক্তির ঔরসে তৎপত্নী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি পুলস্ত্যের নিকট বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করিয়া তাহা মৈত্রেয় মুনির নিকট বর্ণন করেন। রাক্ষস কর্ত্তৃক পিতৃবধ জন্য ইনি রাক্ষস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বহু সংখ্যক রাক্ষসের বিনাশ হইলে পর পুলস্ত্যের অনুরোধে ইনি যজ্ঞ বন্ধ করেন।

পরাশরের বরে সত্যবতীর শরীর হইতে দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে সুগন্ধের সঞ্চার হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর ব্যাস নামে পুত্রের জন্ম হয়। পরাশরের প্রণীত সংহিতা বিখ্যাত। ইহাতে কলিকালের ব্যবহারোপযোগী নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ আছে। (মহা, বিষ্ণু, সংহিতা)

পরীক্ষিৎ—অর্জ্জুনের পৌত্র। অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। অশ্বত্থামা প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে ইনি মাতৃগর্ভ হইতে মৃত ভূমিষ্ঠ হন। পরে কৃষ্ণ যোগবলে ইহাঁকে জীবিত করেন। কৃপাচার্য্যের নিকট ইনি অস্ত্র শস্ত্রে শিক্ষিত হন।

পাণ্ডবগণ পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান করিলে, ইনি কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বিশ্বাসী সচিববর্গের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি অতি প্রজাবৎসল নরপতি হইলেন। ইহাঁর সহিত উত্তরার কন্যা ইরাবতীর পরিণয় হয়। তাঁহার গর্ভে জনমেজয় প্রভৃতি ইহাঁর পুত্র চতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কৃপাচার্য্যকে গুরুরূপে বরণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ার্থ গমন করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া শমীক নামক তপোধনের আশ্রমে উপস্থিত হন। মুনিবর তখন মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতেছিলেন। ইনি তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া অপমান বোধ করেন। অনন্তর তাঁহার গলদেশে একটী মৃতসর্প যোজনা করিয়া দিয়া প্রস্থান করেন। মুনিবরের পুত্র শৃঙ্গী সেই সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে শাপ প্রদান করেন যে সেই ঘটনার একসপ্তাহের মধ্যে ইনি তক্ষক দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন।

পরীক্ষিৎ এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে তিনি তপোধন শমীকের গলদেশে মৃতসর্প অর্পণ করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। অতঃপর শুকদেবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি সপ্তমদিবসের শেষভাগে মন্ত্রিগণপরিবেষ্টিত হইয়া তক্ষক দংশনের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সুখাদ্য ফল ইহাঁর নিকট আনীত হইলে, ইনি তাহার একটী ভক্ষণার্থ কর্ত্তন করিলেন। তক্ষক সূক্ষ্মদেহ ধারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি বহির্গত

হইয়া দংশন করিলে, পরীক্ষিৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। (মহা, ভাগ)

পাক—দৈত্যবিশেষ। ইহাঁর অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র ইহাঁকে নিহত করিয়া পাকশাসন নামে অভিহিত হইয়াছেন। (মহা)

পাণিনি—বিখ্যাত বৈয়াকরণিক। ইনি পঞ্জাবপ্রদেশে শলাতুর গ্রামে দাক্ষীদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। অনুমান সপ্ত পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে ইহাঁর আবির্ভাব হয়। কথিত আছে যে শিক্ষার জন্য পাণিনি পাটলীপুত্র নগরে আগমন পূর্ব্বক বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করেন। গুরুগৃহে ব হুকাল বাস করিয়াও শিক্ষায় উন্নতি না হওয়ায় ইনি ক্ষুণ্ণমনে হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। তথায় তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্রে শিক্ষিত হন। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইনি একখানি ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন, তাহা পাণিনি বা পাণিনিব্যাকরণ নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাঁর প্রণীত "ধাতুপাঠ" নামে গ্রন্থও প্রসিদ্ধ। (পাণিনি)

পাণ্ডু—পাণ্ডবদিগের পিতা। অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। সভ্রাতা পাণ্ডু বাল্যে ভীষ্ম দ্বারা প্রতিপালিত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া, ইনি হস্তিনার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি সৌর্য্যবীর্য্যে অতি বিখ্যাত হইলেন।

কুন্তীর স্বয়ম্বরে পাণ্ডু গমন করিলে, তিনি ইহাঁকেই পতিত্বে বরণ করেন। অতঃপর ইহাঁর সহিত মদ্ররাজ দুহিতা মাদ্রীর পরিণয় হয়। সসৈন্যে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া, ইনি নানাদেশ জয় করিয়া যশস্বী হইলেন।

পাণ্ডু অতিরিক্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। বনে বনে মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন এবং অনেক সময় এই কার্য্যে ব্যয় করিতেন। একদা ইনি অজ্ঞানবশতঃ মৃগভ্রমে কিমিন্দম নামক মুনিকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করেন। ভার্য্যাসক্ত মুনি শরাহত হইয়া এই অভিশাপ প্রদানে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন যে স্ত্রীসহবাসে ইনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। ব্রহ্মশাপে ইনি অতি ম্রিয়মাণ হইলেন।

অতঃপর পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয় সহ তপস্যায় নিরত হইয়া অবশিষ্ট জীবন সেই কার্য্যে যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। সন্তান উৎপাদন না হইলে, স্বর্গ গমনের অন্তরায়

মনস্থ করিলেন। সন্তান উৎপাদন না হইলে, স্বর্গ গমনের অন্তরায় ঘটিবে মনে করিয়া ইনি পত্নীদ্বয়কে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হইলে, ইনি সুখী হইলেন। একদা মাদ্রীর সহিত বনে ভ্রমণ করিতে করিতে, পাণ্ডু তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া মুনিশাপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। (মহা)

পার্ব্বতী—হিমালয় ও মেনকার কন্যা। ইহাঁর অপর নাম উমা। ইনি মহাদেবকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছুক হন। মহাদেব যোগে মগ্ন। তাঁহার পরিচর্য্যা ও সেবায় পার্ব্বতী রত হইলেন। ইহাঁর সাহায্যের জন্য দেবাদেশে মদন উপস্থিত হইলে, মহাদেবের মন বিচলিত হইল; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। কন্দর্পকে ভস্মীভূত করিয়া তপস্যার্থ তিনি অন্যত্র গমন করিলেন। পরে পার্ব্বতী তাঁহার উদ্দেশে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইহাঁর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব ইহাঁকে বিবাহ করিতে সংকল্প করিলেন। পরে নারদ মধ্যস্থ হইয়া ইহাঁদের বিবাহ সংঘটিত করিলেন। অতঃপর ইনি কৈলাসে গমন পূর্ব্বক স্বামী সহ বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পুত্র গণেশ ও কার্ত্তিকেয়। লক্ষ্মী সরস্বতীও ইহাঁর কন্যা বলিয়া পরিচিত।

পুণ্ডরীক—জনৈক বিষ্ণুভক্ত। ইনি কুরুক্ষেত্র প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর সহিত অম্বরীষের প্রণয় ছিল। ইনি প্রথমে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন পূর্ব্বক অবশেষে অম্বরীষের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণদিগের নিত্যকর্ম্ম দর্শনে ইহাঁর মন সৎপথে ধাবিত হয়। অতঃপর ইনি নীলাচলে গমন পূর্ব্বক তপস্যায় রত হইয়া বিষ্ণুর কৃপায় মুক্তিলাভ করেন।

পুরঞ্জয়—ভগীরথপুত্র। (ককুৎস্থ দেখ)

পুরু—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিশেষ। যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র। শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে, তিনি পুত্রদিগকে স্বীয় জরা গ্রহণ করিতে বলেন। প্রথম চারি পুত্র পিত্রাজ্ঞা পালনে অস্বীকৃত হইলে, তিনি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে তাহা গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। পিতৃবৎসল পুরু তাহাতে স্বীকৃত হইয়া স্বীয় যৌবন তাঁহাকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার জরা গ্রহণ করিলেন। বহুবর্ষ পরে যযাতি জরা পুনঃগ্রহণানন্তর জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে রাজসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া,

ইহাঁকেই রাজ্যের অধিকারী করিলেন। ইনি রাজা হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক যশস্বী হইলেন। (মহা)

পুরূরবা—চন্দ্রবংশীয় প্রথম ভূপতি। ইনি চন্দ্রতনয় বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ইনি যশস্বা হইয়াছিলেন। ইহাঁর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের মিত্রতা স্থাপিত হয়। দেবদৈত্যযুদ্ধে ইনি দেবতাদিগের সাহায্য করিতেন।

পুরূরবা অপ্সরা উর্ব্বশীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর আয়ু প্রভৃতি ছয়টী পুত্রের জন্ম হয়। ইনি একজন বিষ্ণুভক্ত ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। মহর্ষি কশ্যপের নিকট ইনি অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (মহা)

পুরোচন—দুর্য্যোধনের যবন কর্ম্মচারী। পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে নিহত করিবার জন্য, দুর্য্যোধন ইহাকে জতুগৃহ নির্ম্মাণ জন্য তথায় প্রেরণ করেন। ইহাদের মন্ত্রণা ধর্ম্মাত্মা বিদুর জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিত দ্বারায় সমস্ত জ্ঞাপন করাইয়া সাবধান হইতে বলেন। পরে ভীম জতুগৃহে, অগ্নি প্রদান করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণ সহ পলায়ন করেন। পুরোচন সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হন। (মহা)

পুলস্ত্য—ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষির একজন। কথিত আছে যে ইনি সুমেরুর পার্শ্বদেশে মুনিবর তৃণবিন্দুর আশ্রমের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতেন। সময় সময় সেখানে অপ্সরা এবং ঋষিতনয়াগণ মিলিত হইয়া নৃত্যগীত বাদ্যাদি করিতেন। তাহাতে তপস্যার ব্যাঘাত হওয়াতে,ঋষিবর এই শাপ প্রদান করেন যে, যে রমণী সেখানে তাঁহার নয়ন গোচর হইবে, তিনি গর্ভবতী হইবেন। কথিত আছে যে তৃণবিন্দের দুহিতা হবির্ভু ইহাঁর দৃষ্টি গোচর হইয়া অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। তখন তৃণবিন্দুর অনুরোধে ইনি হবির্ভুকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর বিশ্রবা নামে পুত্রের জন্ম হয়।

পুলহ—ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষির একজন। ঋষিবর কর্দ্দম মুনির তনয়া গতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর সহিষ্ণু প্রভৃতি পুত্রত্রয়ের জন্ম হয়। (ভাগ)

পুলোমা—(১) দানব বিশেষ। কশ্যপের ঔরসে দনুর পুত্র। বলি স্বর্গজয় করিবার সময় ইনি দৈত্যসৈন্যমধ্যে ছিলেন। বায়ুর সহিত যুদ্ধে, ইনি জয়লাভ করেন। ইহাঁর ঔরসে ইন্দ্রানী শচীর জন্ম হয়।

রাবণ স্বর্গজয় করিতে গমন

করিলে যে ভয়ানক সমর হয় তাহাতে মেঘনাদ ও জয়ন্ত পরস্পরে জয়কামনায় দ্বৈরথ্য যুদ্ধে রত হন। মায়াবলে রণভূমি তমসাচ্ছন্ন করিয়া মেঘনাদ জয়ন্তকে কাতর করিলে, পুলোমা দৌহিত্রকে লইয়া সমুদ্রে পলায়ন করেন। (রামা, বিষ্ণু)

(২)—মহর্ষি ভৃগুর পত্নী। একদা ঋষিবর স্নানার্থ গমন করিলে, এক রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করে। ইনি রোদন কয়িতে করিতে প্রসব করেন। শিশু মাতার দুর্দ্দশা দর্শনে ব্রহ্মতেজে রাক্ষসকে ভস্মীভূত করিলে, ইনি মুক্তিলাভ পূর্ব্বক স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হন। সেই শিশুই ইহাঁর বিখ্যাত পুত্র চ্যবন। (মহা)

পুষ্কর—নলরাজার ভ্রাতা। নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিলে, ইনি তাঁহার সহিত অক্ষ ক্রীড়া করেন। দ্যূতে জয় লাভ করিয়া ইনি বিদর্ভে রাজা হন। নলের শরীর হইতে কলিত্যাগ হইলে, নল পুনরায় ইহাঁর সহিত দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। পুষ্কর পরাস্ত হইয়া পূর্ব্বপ্রাপ্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। (মহা)

পুষ্পদন্ত—গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ইনি মহাদেবের অনুচর ছিলেন। ইহাঁর সহিত পার্ব্বতীর সহচরী জয়ার পরিণয় হয়। কথিত আছে যে ইনি গোপনে শিবদুর্গার কথোপকথন শ্রবণ করা অপরাধ হেতু, মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুতনা—বকাসুরের ভগিনী। কৃষ্ণের বধোদ্দেশে কংশ ইহাকে ব্রজধামে প্রেরণ করেন। দানবী স্বীয় স্তনে বিষ মাখাইয়া কৃষ্ণকে তাহা পান করিতে দেয়। কথিত আছে যে কৃষ্ণ ইহার স্তন মুখ দ্বারা এরূপে আকর্ষণ করেন যে তাহাতে ইহার মৃত্যু হয়। (হরি)

পৃথু—রাজাবিশেষ। ইনি বেণরাজের পুত্র ছিলেন। ইহাঁর পত্নীর নাম অর্চি। এই ধার্ম্মিক নরপতি শত অশ্বমেধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যে ইনিই প্রথম রাজা এবং ইহাঁর নামানুসারে ধরার নাম পৃথিবী হইয়াছে। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক ইনি শেষ জীবন তপশ্চরণার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। (ভাগ)

পৃথ্বীরাজ—দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা। ইনি আজমিরাধিপতি সমেশ্বরের ঔরসে এবং দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের দুহিতার গর্ভে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। অনঙ্গপাল অপুত্রক বিধায় ইনি তৎকর্ত্তৃক উত্তরাধি-

কারী নিযুক্ত হন। চিতোরাধিপতি সমরসিংহের সহিত ইহাঁর ভগিনীর পরিণয় হয়।

দিল্লী ও আজমিরের অধীশ্বর হওয়ায় অন্যান্য রাজা অপেক্ষা পৃথ্বীরাজের ক্ষমতা ও পরাক্রম অধিক হইল। একে দুই রাজ্যের অধীশ্বর, তাহাতে বীরাগ্রগণ্য সমরসিংহ সহায়ে ইনি শত্রুপক্ষের অদমনীয় হইলেন। ইহাঁর বীরত্বের যশঃ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। নাথোর নামক স্থানে প্রচুর অর্থের সংবাদে ইনি স্বজন সহায় সে সমস্ত নিজ করস্থ করিয়া বিপক্ষ দলের তীব্র অন্তর্জ্জালা বৃদ্ধি করেন। অতঃপর মহাসমারোহ পূর্ব্বক ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ভারতে এই শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়।

পৃথ্বীরাজের প্রধান শত্রু কনোজাধিপতি জয়চাঁদ। তিনিও ইহাঁর ন্যায় অনঙ্গপালের দৌহিত্র ছিলেন। তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন অর্পণ না করিয়া ইহাঁকে তাহা প্রদান করায়, ইহাঁর প্রতি তাঁহার দ্বেষ ভাবের উদয় হয়। পৃথ্বীরাজের ক্ষমতা ও বীরত্বের বৃদ্ধির সহিত এই দ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে জয়চাঁদ ইহাঁর পরম শত্রু রূপে পরিণত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ইহাঁর অনিষ্টের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরত্বে তিনি ইহাঁর সমকক্ষ না হওয়ায়, স্পষ্টতঃ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

পৃথ্বীরাজ অপেক্ষা স্বীয় গৌরব বৃদ্ধির জন্য জয়চাঁদ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীপতি তাঁহাকে সে যজ্ঞে অনধিকারী জ্ঞান করিয়া, সভায় উপস্থিত না হইলে, জয়চাঁদ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সভায় স্থাপন করিলেন। পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তি দ্বারীর বেশে সজ্জিত হইয়া দ্বারদেশে রক্ষিত হইয়াছিল। যজ্ঞান্তে জয়চাঁদ স্বীয় তনয়া সংযথার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিলেন। কথিত আছে যে বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের উপর তাঁহার মন পূর্ব্ব হইতে আসক্ত হয়। দিল্লীপতিও রূপগুণবতী সংযথার আকাঙ্ক্ষী হন। কিন্তু জয়চাঁদের জন্য ইহাঁদের মনোগত ভাব গোপন ছিল। রাজকন্যা স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়া অন্যান্য রাজাদিগকে উপেক্ষা করিয়া পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ সংযথার মনোভাব একরূপ অবগত ছিলেন এবং শুভ ঘটনার আশায় ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত ছিলেন। বরমাল্য অর্পিত হইলে, ইনি সংযথাকে লইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দিল্লীমুখে ধাবিত হইলেন। জয়চাঁদ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ এই আক-

স্মিক ঘটনায় প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হন; পরে সসৈন্যে পৃথ্বীরাজের পশ্চাৎ-বর্ত্তী হইলেন। এইরূপ ঘটনার আশঙ্কা করিয়া ইনি পূর্ব্বেই দিল্লী যাইবার পথে স্থানে স্থানে সৈন্য লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। তাহরা আক্রমণকারীদিগের সহিত তুমুল সমরে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে ষষ্ঠদিনের যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজ সংযথাকে লইয়া দিল্লী উপস্থিত হইলেন। অতঃপর ইহাদের উদ্বাহ ক্রিয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইল।

পৃথ্বীরাজের হস্তে এই অপমানে জয়চাঁদ অতি ম্রিয়মাণ হইলেন। স্বয়ং অথবা সহায় সহিত ইহাকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া, মহম্মদ ঘোরীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে দিল্লী আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পৃথ্বীরাজ হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আক্র-মণকারীদিগের সহিত টিরোরিতে সাক্ষাৎ করেন। দুই সৈন্যে যুদ্ধ হইলে মহম্মদ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। পৃথ্বীরাজ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহার দুর-বস্থার একশেষ করিয়াছিলেন। দেশী ও বিদেশী শত্রু পরাজয় করিয়া ইনি মহা সুখে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য ইহাঁর দুর্ভাগ্যের নিদান-ভূত হইয়াছিল। ইনি রাজকার্য্য সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া বিলাসিতায় সময় অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৃথ্বীরাজ এইরূপে নিশ্চেষ্ট রহি-লেন। অপরদিকে মহম্মদ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রতিহিংসায় উত্তে-জিত হইলেন। তিনি যত্নপরায়ণ হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি এক বিশাল সেনা-সমবেত করিলেন। টিরোরির যুদ্ধের দুই বৎসর পরে মহম্মদ দিল্লীপতিকে দমন করিবার জন্য ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিলেন। শত্রুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পৃথ্বী-রাজ সৈন্য সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইলেন। বীরবর চিতোরাধিপতি সমরসিংহ সসৈন্য ইহাঁর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে সংযথা স্বয়ং পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন।

থানেশ্বরে উভয় সৈন্যে সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের মধ্যে কাগার নদী অন্তর রহিল। পূর্ব্ব পরাজয় স্মরণ করিয়া মহম্মদ হিন্দু সৈন্য সহসা আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। পৃথ্বীরাজও জয় হইবার নিশ্চয়তা অবধারিত করিয়া শত্রুর

বিরুদ্ধে বিশেষ কোন চেষ্টা করিলেন না। কথিত আছে যে হিন্দু বীরগণ মহম্মদকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "যদি স্বীয় জীবন ভারবোধ করিয়া থাক, তবে ক্ষতি নাই। কিন্তু বহুলোকের অকাল মৃত্যুর কারণ হইও না। স্বদেশে প্রত্যাগমন কর, নচেৎ আমাদের রণমত্তসেনাগণ তোমাদিগকে প্রথম বারের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিবে"। তিনি উত্তর প্রদান করেন, "আমি জ্যেষ্ঠের আদেশে যুদ্ধে আসিয়াছি। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন প্রত্যাগমন করিতে পারি না। যাবৎ অনুমতি না আইসে তাবৎ যুদ্ধ বন্ধ রাখিতে পারি"। মহম্মদের কথায় বিশ্বাস করিয়া হিন্দুসৈন্য অসাবধানভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মহম্মদ, সকল সংবাদ রাখিতেন এবং সর্ব্বদা বিপক্ষ শিবিরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

একদা তমসাছন্ন রজনীতে মহম্মদ কিয়দংশ সৈন্যসহ নদী পার হইয়া অলক্ষিত ভাবে পৃথ্বীরাজের সেনা আক্রমণ করিলেন। সুপ্তোত্থিত হিন্দুসৈন্য বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইল। পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ প্রভৃতি বীরদিগের প্রত্যুৎপন্নমতিতায় ও চেষ্টায় হিন্দুসৈন্য অনেক পরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। কিন্তু মহম্মদের সর্ব্বসৈন্য ইতিমধ্যে নদীপার হইয়া বিপুল বিক্রমে বিপক্ষ আক্রমণ করিল। সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়ায় হিন্দুসৈন্য সে দুর্দমনীয় বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মহম্মদ সর্ব্ব সেনাসহ সেই সময় হিন্দুদিগের উপর জলপ্রপাতের ন্যায় পতিত হইলেন। ক্রমে যুদ্ধশেষ হইয়া হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল।

পৃথ্বীরাজপ্রমুখ বীরগণ পলায়ন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অসীম বিক্রম প্রকাশে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরবর সমর সিংহ অসংখ্য শত্রুসেনা ধ্বংস করিয়া রণস্থলশায়ী হইলেন। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। কথিত আছে যে জীবিত অবস্থায় সর্ব্বাবয়ব হইতে চর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক ইহাঁকে বধ করিবার আদেশ হয়। পৃথ্বীরাজের জীবনের সহিত হিন্দুরাজলক্ষ্মী ভারত হইতে বহুকালের জন্য অন্তর্হিত হইলেন। (ইতিহাস)

পৌণ্ড্রক—রাজা বিশেষ। ইনি নরক রাজার সখা ছিলেন। নরক নিহত হইলে, ইনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার যে সমুদায় আয়ুধ ছিল, ইনিও তৎতুল্য অস্ত্র সকল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই সেই নামে অভিহিত করেন। কৃষ্ণের

অনুপস্থিত কালে পৌণ্ড্রক দলবল সহ রাত্রিতে দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। সমস্ত রজনী ঘোর যুদ্ধ হয়। প্রভাতে কৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে ইহাকে নিহত করেন। (হরি)

প্রতাপ আদিত্য—বঙ্গের বিখ্যাত রাজা। আকবর বাদসার সময় ইনি বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ভারতের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া রাজ্য সক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হন। অতঃপর অমাত্য শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে ক্রমে বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাঁর স্বাধীনতার সংবাদে আকবর বাদসা ইহাঁকে দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশের নবাবের উপর আদেশ করেন। নবাব ইহাঁর নিকট পরাস্ত হন। মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ইনি যশস্বী হইলেন। গৌড়ের যশঃ হরণ করায়, ইহাঁর রাজধানী "যশোহর" নামে অভিহিত হয়।

কোন কারণে প্রতাপাদিত্য পিতৃব্য বসন্তরায়ের উপর কুপিত হন। কারণ গুরুতর বিধায় ইনি তাঁহাকে নিধন করেন। তাঁহার পুত্র কচুরায় প্রতাপের মহিষীর কৃপায় পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি দিল্লী গমন পূর্ব্বক বাদসা জাহাঙ্গীরকে প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রতাপের ছিদ্রাজ্ঞ কচুরায়কে প্রাপ্ত হইয়া, বাদসা যশোহর জয় করিতে সংকল্প করেন। কচুরায়ের সহিত বহুসৈন্যসহ মানসিংহ বঙ্গে প্রেরিত হইলেন। ঘরসন্ধানী কচুরায়ের মন্ত্রণায়, প্রতাপ মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে ইহাঁর প্রাণ ত্যাগ হয়। প্রতাপের রাজধানী এখন সুন্দরবনে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়াছে।

প্রতাপরুদ্র—পুরুষোত্তমের রাজা বিশেষ। ইনি চৈতন্যের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অতি ধার্ম্মিক ও সাধু প্রকৃতির লোক বলিয়া ইনি ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। চৈতন্য লীলাচলে গমন করিলে, ইনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। চৈতন্য তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি অতীব দুঃখিত হইলেন। অতঃপর একদা রাজমার্গে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। চৈতন্যের ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া ইনি রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর আচরণে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (চৈতন্য চরিতামৃত)

প্রতাপ সিংহ—প্রসিদ্ধ রাজপুত বীর। ইনি মেওয়ারের রাণা (রাজা) ছিলেন। আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে, ইহাঁর পিতা উদয় সিংহ, তাহা রক্ষা করিবার কোন উপায় না দেখিয়া সপরিবারে পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করেন। অনন্তর উদয়পুরে সামান্য রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার চারিবৎসর পরে পিতার মৃত্যু হইলে, প্রতাপ মেওয়ারের রাণার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি রাজা হইলেন কিন্তু চিতোরের উদ্ধার কাল পর্য্যন্ত রাজ-ভোগ ও রাজসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর আরণ্যব্রত ধারণ করিলেন। পর্ণ কুটীর ইহাঁর রাজপ্রাসাদ হইল, বৃক্ষপত্র ইহাঁর ভোজন পাত্র হইল এবং তৃণশয্যা ইহাঁর রাজশয্যা হইল। সপরিবারে প্রতাপ এইরূপ মহা-দুঃখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তথাপি মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া অন্যান্য রাজপুত রাজন্যবর্গের ন্যায় স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন না।

একদা মানসিংহ স্থানান্তরে গমন করিবার সময় উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া প্রতাপের অতিথি হইলেন। মানসিংহ মোগলদিগের সহিত বিবাহসূত্রে* আবদ্ধ হওয়ায়, ইনি তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। রাজপুতদিগের নিয়মানুসারে ইনি মানসিংহের ভোজনের সময় স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া, পুত্র অমর-সিংহকে তথায় প্রেরণ করেন। মানসিংহ সমুদায় বুঝিতে পারিয়া আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "এই অপমানের জন্য প্রতাপ সিংহকে ভুগিতে হইবে। আমি যদি তাঁহার দর্পচূর্ণ করিতে না পারি তবে আমার নাম মানসিংহ নহে।" প্রতাপ তখন তথায় উপস্থিত হইয়া এইমাত্র বলিলেন, যে তিনি মানসিংহের সহিত যেখানে হউক সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইবেন। আকবর মানসিংহের এই অপমানে উত্তেজিত হইয়া ইহাঁকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত হইলেন।

প্রতাপসিংহও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইনি মেওয়ারের রাজপুত দিগকে একত্র করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। উদয়পুরের সন্নিহিত প্রদেশ সকল জঙ্গলে পরিণত করি-লেন। শত্রুর গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হইতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হয় কি না তাহা জানিবার জন্য প্রতাপ প্রায়ই স্বয়ং সর্ব্বকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি-তেন। স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত ইনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল সৈন্যের উৎকর্ষ সাধনার্থ

যত্নবান থাকিতেন। ইহাঁর উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া রাজপুত যোদ্ধৃ-বর্গ স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার্থ বরীমদে মত্ত হইয়া উঠিল। ইনি দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক অসীম মোগল সেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপের বিরুদ্ধে আকবর স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রধান সেনাপতি মানসিংহ এবং জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম বহু সৈন্যসহ ইহাঁকে দমন করিতে যাত্রা করিলেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে হলদিঘাটে উভয় সৈন্যে সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধে প্রতাপ অসীম বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিলেন। রণমদে মত্ত হইয়া ইনি শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া মান-সিংহের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তখন দূরে সৈন্য বিন্যস্ত কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া প্রতাপ নিকটস্থ সেলিমের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার রক্ষকসকল একে একে ইহাঁর অব্যর্থ আঘাতে নিপতিত হইল। প্রতাপের বিখ্যাত অশ্ববর চৈত্রক সম্মুখের পদদ্বয় সেলিমের হস্তীর গাত্রে সংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বীরবর দারুণ বর্ষা সেলিমের উপর নিক্ষেপ করিলেন। লৌহের হাওদা সেলিমকে রক্ষা করিল, কিন্তু মাহুত শমন সদনে প্রেরিত হইল। হস্তী সেলিমকে লইয়া পলায়ন করিল। প্রতাপ অপরি-হার্য্য বিক্রমে শত্রুসেনা আক্রমণ করিলেন। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও বীরবর সে সকল তুচ্ছ করিয়া, অসুর বলে অস্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রতি আঘাতে শত্রুপক্ষ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। রাজপুত বীরগণ রাণার বীরত্বে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অগণ্য যবন সেনা ক্ষয় করা অসাধ্য হইল। পরিশেষে দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুতের মধ্যে অষ্ট সহস্র লইয়া প্রতাপ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধ প্রতাপের অসীম বীরত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি চিরকাল ঘোষণা করিবে।

অতঃপর মোগল সৈন্য রাজধানী এবং দুর্গ সকল ক্রমে অধিকার করিলে, পরিবার বর্গ লইয়া প্রতাপ অরণ্যে অরণ্যে বিচরণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুতগণ ইহাঁর সঙ্গী হইলেন। সুবিধা পাইলেই অলক্ষিত ভাবে ইনি সদলবলে শত্রুসেনার উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেন। কিন্তু অনেক সময় ইহাঁকে স্বীয় ও পরিবারবর্গের

জীবনের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। এমন কি শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাঁকে পাঁচবার আহার প্রস্তুত করিয়া সময়াভাবে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে হইয়াছিল। একদা ইহাঁর পরিবারবর্গ শত্রুকর্ত্তৃক এমন বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন যে বিশ্বাসী জঙ্গলী ভীলগণ তাঁহাদিগকে খনির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

একদা প্রতাপ তৃণের উপর অর্দ্ধ-শায়িত হইয়া চিন্তা করিতেছেন এবং অনতিদূরে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূ ঘাসের বিচির রুটি প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে এক এক খানি আহারার্থ প্রদান করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে একটি কাঠবিড়ালী ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত রুটির অর্দ্ধাংশ লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলে, ইহাঁর কন্যা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সামান্য খাদ্যের জন্য সন্তানের ক্রন্দন প্রতাপের হৃদয়ে বড় লাগিল। আর সহ্য করিতে পারিলেন না; সন্ধির জন্য আকবরের নিকট পত্র প্রেরিত হইল।

প্রতাপের পত্র পাইয়া আকবর অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দিল্লীতে উৎসবের উদ্যোগ করিলেন। রাত্রিকালে নগর দীপমালায় সজ্জিত হইল। প্রতাপকে দমিত মনে করিয়া বাদসা অতিশয় সুখী হইলেন। কিন্তু বিকানিরের রাজা এই সংবাদে অতীব দুঃখিত হইয়া, স্বজাতীর অবনতি উল্লেখ পূর্ব্বক প্রতাপের দৃঢ়তা ও বীরত্ব প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। স্বীয় বীরত্বের উপর রাজপুতদিগের সেরূপ দৃষ্টির বিষয় অবগত হইয়া প্রতাপ সন্ধির আশা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু আকবরের অগণ্য সৈন্যের সহিত বহুকাল ব্যাপী যুদ্ধে দিন দিন হীনবল হইতে লাগিলেন। স্বাধীনতা পরিত্যাগ অপেক্ষা স্বদেশ পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া, ইনি সবন্ধুবান্ধব সিন্ধু প্রদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাত্রাও করিলেন। পরে আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইয়া মেওয়ারের প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাজপুতবীরগণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এমন সময় একজন অমাত্য অসংখ্য অর্থ প্রতাপকে প্রদান করিলেন এবং তদ্দ্বারা স্বীয় দেশ উদ্ধার করিতে বলিলেন। অর্থের সাহায্যে প্রতাপ পুনরায় পূর্ব্বমুখী হইলেন।

শত্রুর অলক্ষিত ভাবে প্রতাপ সৈন্যসহ দেহিরে মোগল সেনা আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরের মধ্যে ইনি প্রায় সমুদায় দেশ অধিকার

করেন। প্রতিশোধ লইবার জন্য গোপনে মানসিংহের রাজ্য অম্বর আক্রমণ করিয়া নগর বিধ্বস্ত করিলেন। রাজপুতগণ প্রফুল্ল মনে স্বদেশে পুনঃস্থাপিত হইলেন। কিন্তু প্রতাপ তখনও সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারেন নাই। চিতোর তখনও শত্রু হস্তগত ছিল। আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে আর সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। সুখে না হউক, নিরাপদে প্রতাপ অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন।

চিরজীবন নানা কষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ অল্প বয়সেই রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। ইহাঁর শেষকাল উপস্থিত হইলে, রাজপুতবীরগণ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। যখন ইহাঁর জীবনের আশা আর রহিল না, তখন তাঁহারা সজল নয়নে ইহাঁর নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু কালেও ইনি যেন কোন দারুণ দুঃখে দুঃখিত ছিলেন, ইহাঁর প্রাণবায়ু যেন তজ্জন্য সচ্ছন্দে বহির্গত হইতে পারিতেছে না। পারিষদবর্গ এইরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি বলিলেন যে তাঁহার অবর্ত্তমানে অমরসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ঈদৃশ কষ্ট সহ্য না করিয়া বিলাসিতার দাস হইবে। এরূপ বিবেচনার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রতাপ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "একদা কুটীর হইতে বহির্গত হইবার সময় অমরসিংহের শিরস্ত্রাণ অনতিদীর্ঘ দরজার উপরিদেশে আবদ্ধ হয়। অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত তিনি তাহা মুক্ত না করিয়া, দ্রুতগতিতে বহির্গত হওয়ায় ছিন্ন করিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে অমরসিংহ সেরূপ কষ্ট স্বীকারে পরাঙ্মুখ, এবং সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলেও স্বাধীনতা রক্ষা এবং চিতোর উদ্ধার করা অসম্ভব। অমরসিংহ কুটীরের পরিবর্ত্তে রাজপ্রসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বিলাসিতায় প্রবৃত্ত হইবে এবং অমাত্যবর্গ তাঁহার অনুসরণ করিবে। তোমরা যদি প্রতিশ্রুত হও যে অমরকে সেরূপ করিতে দিবে না, তাহা হইলে আমি সুখে মরিতে পারি।" রাজপুত বীরগণ তখন সাশ্রু নয়নে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে তরবারি স্পর্শে শপথ করিলেন যে জীবন থাকিতে তাঁহারা অমরসিংহকে কখনও সেরূপ ব্যবহার করিতে দিবেন না। তখন প্রতাপের প্রাণবায়ু সুখে বিনির্গত হইল। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতমাতা প্রতাপ রত্নকে হারাইয়া শোকাকুল হইয়াছিলেন। (রাজস্থান)

প্রতিবিন্ধ্য—যুধিষ্ঠিরের পুত্র। দ্রৌপদীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। দ্যুত-

ক্রীড়ান্তে পাণ্ডবদিগের বনবাসের সময়, ইনি ভ্রাতাদিগের সহিত দ্বারকায় প্রতিপালিত হন। ভারত সমরে ইনি সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে অশ্বত্থামার নৈশহত্যাকাণ্ডে প্রতিবিন্ধ্য সুসুপ্তা-বস্থায় তাঁহার হস্তে নিহত হন। (মহা)

প্রদ্যুম্ন—কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র। রুক্মী-ণীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। কথিত আছে যে ইনি পূর্ব্বজন্মে কামদেব ছিলেন, পরে মহাদেবের কোপানলে ভস্মীভূত হন। ইহাঁর জন্মের ষষ্ঠ-দিবসে সম্বর দৈত্য ইহাঁকে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটী মৎস্য ইহাঁকে গ্রাস করিয়া ধীবর হস্তে ধৃত হয়। মৎস্য দৈত্য গৃহে নীত হইল। মীনোদরে ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া, মায়াবতী ইহাঁর লালন পালন করেন। ইনি তাঁহার নিকট আসুরিক মায়ায় বিশেষ রূপে শিক্ষিত হইলেন।

প্রদ্যুম্ন ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলে, মায়াবতীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অবগত হইলেন। তখন ইনি যুদ্ধে সম্বরকে বিনাশ করিয়া মায়াবতীসহ দ্বারকায় পিতৃমাতৃ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ ইহাঁকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মায়া-বতীর সহিত ইহাঁর বিবাহ দিলেন। মাতুল রুক্মীর কন্যার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলে, বৈদর্ভী ইহাঁকে বরমাল্য অর্পণ পূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর অনিরুদ্ধ নামক পুত্রের জন্ম হয়।

প্রদ্যুম্ন একজন মহাবীর ছিলেন এবং পিতার সহিত অনেক যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া-ছেন। বজ্রনাভ দৈত্যের অত্যন্ত উপদ্রব হইলে, ইনি নটদিগের সহিত গোপনে বজ্রপুরে গমন করেন। বজ্রনাভের কন্যা প্রভা-বতীর সহিত ইনি গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। দৈত্যগণ সমস্ত অবগত হইয়া ইহাঁকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি যুদ্ধে সবন্ধুবান্ধব বজ্রনাভকে নিহত করেন। আত্ম-বিচ্ছেদে যদুকুল নির্ম্মূলের সময় ইনি হত হন। (হরি, বিষ্ণু)

প্রদ্বেষী—মহর্ষি দীর্ঘতমার পত্নী। ইহাঁর গর্ভে গৌতমাদি পুত্রগণের জন্ম হয়। দীর্ঘতমা গোধর্ম্ম অব-লম্বন করিলে, ইনি তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করেন। কথিত আছে যে ইনি তাঁহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেম। (মহা)

প্রবর—ইন্দ্রের সখা। ইনি অগ্রে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণরূপে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করেন।

তপোবলে সুরপুরে গমন করিলে, ইন্দ্রের সহিত ইহাঁর মিত্রতা স্থাপিত হয়। ব্রহ্মার বরে ইনি সকলের অবধ্য ছিলেন। কৃষ্ণের পারিজাত হরণ সময়ে, ইনি ইন্দ্রের পক্ষে যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া, সাত্যকির সহিত যুদ্ধে রত হন। সাত্যকিকে পরাস্ত করিয়া গরুড়োপরিস্থিত পারিজাত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে, বিহঙ্গবর পক্ষাঘাতে ইহাঁকে রথসহ দূরে নিক্ষেপ করেন। এই অবস্থায় মোহপ্রাপ্ত হইলে, জয়ন্ত ইহাঁকে নিজরথে লইয়া সুস্থ করেন। ষট্‌পুরের দানবদিগকে নিহত করিবার জন্য, ইনি কৃষ্ণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। (হরি)

প্রভাবতী—বজ্রনাভ অসুরের কন্যা। ইনি সখীর নিকট প্রদ্যুম্নের রূপ গুণ শ্রবণে তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। পরে প্রদ্যুম্ন নটদিগের সহিত বজ্রপুরে উপস্থিত হইলে, ইহাঁর সহিত তাঁহার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয়। ইহাঁর পুত্র জন্মিলে, অসুরগণ সবিশেষ অবগত হইয়া প্রদ্যুম্নকে বধ করিতে উদ্যত হয়। তখন তিনি ইহাঁর মত লইয়া অসুরদিগকে বিনাশ করেন। প্রদ্যুম্নের ঔরসজাত ইহাঁর পুত্র বজ্রনাভরাজ্যে রাজা হইয়াছিলেন। (হরি)

প্রমদ্বরা—রুরু মুনির পত্নী। অপ্সরা মেনকার গর্ভে গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুর ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি বাল্যে স্থূলকেশ নামক একজন মুনির দ্বারা পালিতা হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহাঁর সহিত মুনিপুত্র রুরুর বিবাহের স্থিরতা হয়। একদা ইনি সখীগণ সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাবী পত্নীর বিয়োগে রুরু শোকাকুল হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেবদূতের পরামর্শে তিনি ইহাঁকে স্বীয় আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিলে, ইনি পুনর্জীবিত হইলেন। তদনন্তর ইহাঁদের পরিণয় হইলে, ইহাঁরা সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। (মহা)

প্রসূতী—সতীর মাতা। ইনি শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর সহিত দক্ষপ্রজাপতির পরিণয় হয়। তাঁহার ঔরসে ইহাঁর সতী প্রভৃতি ষষ্টি সংখ্যক কন্যার জন্ম হয়। দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দায় যজ্ঞধ্বংস ও দক্ষের বিনাশ হইলে, মহাদেব তথায় উপস্থিত হন। তখন ইহাঁর অনুরোধে তিনি দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন।

প্রহ্লাদ—বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত দৈত্য। ইনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তনয় ছিলেন। কথিত আছে যে

অতি অল্প বয়সেই প্রহ্লাদ হরিভক্ত হন। বিদ্যাভ্যাসার্থ শিক্ষকের নিকট অর্পিত হইলে, ইনি প্রায় সকল সময় হরিনাম করিতেন। ইহাঁর পিতা বিষ্ণুবিদ্বেষী ছিলেন, তজ্জন্য শিক্ষক ইহাঁকে বিষ্ণুর উপাসনা ত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু ইনি সে উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া হরিনাম রসে মগ্ন রহিলেন। শিক্ষার উন্নতি পরীক্ষার জন্য প্রহ্লাদ পিতৃসমীপে নীত হইলেন। পিতাকে বিষ্ণুবিদ্বেষী জানিয়াও ইনি নির্ভীক চিত্তে হরিগুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিভক্তি ত্যাগ করিবার জন্য পিতৃ আদেশ পালন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। ক্রোধসহকারে দৈত্যরাজ ইহাঁকে পুনরায় শিক্ষকসমীপে প্রেরণ করিয়া, শিক্ষককে ইহাঁর মত পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। ইনি গুরুগৃহে নীত হইয়া অতি যত্নের সহিত শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। শিক্ষক ইহাঁকে বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। ইনি কিছুতেই হরিনাম ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। প্রহ্লাদ পুনরায় পিতৃসমীপে নীত হইলেন। ইহাঁকে তথনও হরিভক্ত দেখিয়া দৈত্যরাজ ক্রোধে অধীর হইলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ সহাস্যবদনে হরিগুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ক্রোধে কিংবা অনুনয়ে প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ না করিলে, দৈত্যপতি ইহাঁর বধের আদেশ করিলেন। ইনি অবিচলিত চিত্তে কেবল হরিনাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর কথিত আছে যে খড়্গাঘাতে, হস্তিপদতলে, অগ্নিতে, সমুদ্রে, পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে পতনে, কিংবা বিষপ্রয়োগে প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না। ইনি কেবল অনন্যমনে, অনন্যোপায়ে, হরিনাম করিতেছিলেন। বিপদভঞ্জন হরি সকল বিপদ হইতে ইহাঁকে মুক্ত করেন। কোন প্রকারে ধ্বংস না হইলে, প্রহ্লাদ পুনরায় রাজসমীপে নীত হইলেন। ভূপতি ইহাঁকে নানামতে বুঝাইয়া হরিনাম ত্যাগ করিতে বলিলেন। প্রহ্লাদ কোনক্রমে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। এ সকল বিপদে প্রাণরক্ষার উপায় জিজ্ঞাসিত হইয়া, ইনি উত্তর করিলেন যে হরির কৃপাই সকল বিপদের বিনাশক। দৈত্যরাজ ক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর হরি কোথায় আছে"! প্রহ্লাদ স্থিরচিত্তে উত্তর করিলেন, "তিনি সর্ব্বত্রই আছেন।" দৈত্যরাজ জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'হরি এই স্ফটিকস্তম্ভে আছে?" প্রহ্লাদ

বলিলেন, "অবশ্য আছেন"। তখন দৈত্যবর ক্রোধান্ধ হইয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহা চূর্ণ করিলেন। অমনি স্ফটিক স্তম্ভ হইতে ভয়ানক নৃসিংহ-মূর্ত্তি শতমেঘগর্জ্জনধ্বনি করিতে করিতে বহির্গত হইয়া হিরণ্য-কশিপুকে বধ করিলেন।

প্রাহ্লদ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইহাঁর তনয় দৈত্য-রাজ বিরোচন। (রামা, মহা, বিষ্ণু)

প্রাধা—দক্ষরাজার কন্যা এবং কশ্য-পের স্ত্রী। ইহাঁর গর্ভে অপ্সরা দিগের উৎপত্তি হয়। (মহা)

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র। ইহাঁর সহিত কর্দ্দমমুনির তনয়া কাম্যার পরিণয় হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর দুইটি কন্যা এবং দশটী পুত্রের জন্ম হয়। (বিষ্ণু)

বক—(১) কংসের অনুচর, অসুর-বিশেষ। প্রভুর আদেশে বক কৃষ্ণবধাশায় ব্রজধামে গমন করে। পক্ষীর আকার ধারণ পূর্ব্বক অসুর তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইহার ঠোট ধরিয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। (হরি)

(২)—রাক্ষস বিশেষ। একচক্রা গ্রামের সন্নিহিত বনে বকরাক্ষস বাস করিত। ইহার উপদ্রবে গ্রামস্থ লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া, এই নিয়মে নিষ্কৃতি পাইল যে, প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে খাদ্য এবং একজন মনুষ্য ইহার ভক্ষনার্থ প্রেরিত হইবে। কুন্তীসহ পাণ্ডব-গণ জতুগৃহ দাহের পর একচক্রা নগরে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেন। তাঁহারা যে গৃহস্থের বাটীতে বাস করিতেন বকের ভোজ্য প্রদা-নার্থ তাহার পালা পড়িলে, পরি-বারস্থ সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কুন্তী সমুদায় অবগত হইয়া ভীমকে খাদ্য সহিত বকের নিকট প্রেরণ করেন। ভীমের সহিত যুদ্ধে বক নিহত হয়। (মহা)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গের বিখ্যাত গ্রন্থকার। ইনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীতীরস্থ কাঁঠাল পাড়া গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক-জন মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং বহুকাল ডেপুটি কালেকটরের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, বঙ্কিম বাবু প্রথমে হুগলি কলেজে, পরে কলিকাতায় প্রেসি-ডেন্সি কলেজে ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর বি, এল, পরীক্ষাতে কৃতকার্য্য হইয়া-

ছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ইনি, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। অতি দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ইনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পেনসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি “রায়বাহাদুর” এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে “সি, আই, ই” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কর্ত্তব্য কার্য্য যে কিরূপ যত্নে বঙ্কিম বাবু সম্পন্ন করিতেন তাহা নিম্ন লিখিত ঘটনায় কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়। একদা ইনি কোন একটি তদন্তের ভার অন্যের উপর বিন্যস্ত না করিয়া স্বয়ং তাহার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ইনি বিপদগ্রস্ত হন। এমন কি ইহাঁকে কুম্ভীরসঙ্কুলনদীতে রাত্রিকালে নিমজ্জিত প্রায় হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। সময় সময় কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুরোধে ইহাঁকে এইরূপ অনেক বিপদে পতিত হইতে হইত। কিন্তু বিপদের ভয়ে কখনও ইনি কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। কি ধনী, কি নির্ধন, কি দেশী কি বিদেশী, সকলকেই ইনি আইনের চক্ষে সমান দেখিয়া বিচার কার্য্য করিতেন।

পঠদ্দশাতেই বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালাভাষায় মধ্যে মধ্যে পদ্য রচনা করিয়া প্রভাকরাদি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতেন। সেই সময় ইনি “ললিতা মানস” নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহার বহুবর্ষ পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দুর্গেশনন্দিনী নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করেন। ইহাঁর মনোমোহিনী রচনা ও কল্পনায় বঙ্গবাসী মুগ্ধ হইল। এই পুস্তক রচনা করিয়াই বঙ্কিম বাবু বঙ্গভাষায় উচ্চদরের লেখকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মধ্যে মধ্যে উপন্যাস প্রণয়ন করিয়া স্বীয় অসাধারণ কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। এই সকল উপন্যাস অতি উচ্চ দরের। ইহাদের কয়েকখানি ইউরোপীয় ভাষান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপের ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আধুনিক ভারতবাসীকে অপদার্থ মনে করেন—এরূপ মনে করিবার বিস্তর কারণও আছে। তাঁহারা যে উৎসুক হইয়া জনৈক বঙ্গবাসীর লেখনীপ্রসূত উপন্যাস—বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা—স্বদেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন ইহা বঙ্গবাসীর পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

সন ১২৭৯ সালে বঙ্কিম বাবু “বঙ্গদর্শন” নামে নূতন ধরণের এক-

খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইনি এই পত্রিকার সম্পাদকের পদে অধিরূঢ় হইয়া অতি দক্ষতার সহিত তাহাতে বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করিয়া বঙ্গীয়লেখকদিগের বুদ্ধি ও গবেষণা বৃত্তির পরিচালনার এক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করেন। কি সমালোচনা, কি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ, কি ঐতিহাসিক রহস্য, কি কবিতা, সকল বিষয়ের উৎকৃষ্ট রচনা ইহাঁর দ্বারা এবং ইহাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গে বিদ্যালোচনার এক নবযুগ উপস্থিত করিল। দুঃখের বিষয় যে ইনি সম্পাদকের কার্য্য ১২৮২ সালের পর ত্যাগ করিলে, কয়েক বৎসর পরে এই পত্রিকা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবু বঙ্গভাষায় উপন্যাস লেখকদিগের শ্রেষ্ঠ। ইহাঁর উপন্যাস এত উৎকৃষ্ট যে তাহাদের একখানিও প্রণেতার নাম চিরস্মরণীয় করিতে সমর্থ। কিন্তু কেবল উপন্যাসে বঙ্কিম বাবু ভারতের আধুনিক কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন নাই। ইহাঁর প্রণীত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ সকলও অতি উপাদেয়। ভারতের এই দুর্দ্দিনেও ভারতসন্তান যে কতদূর ধীশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এই মহাত্মার গ্রন্থ সকলে অবগত হওয়া যায়। এত দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী লেখক ভারতে বহুকাল জন্মগ্রহণ করেন নাই। পুরাকালীন মুনিঋষিগণের পর এমত ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা জনসাধারণের উপকারার্থ লেখনী ধারণ করেন নাই। ইহাঁর প্রণীত [illegible] পাঠে শতশত লোক কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাঁহাকে আদর্শ পুরুষের স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ব ধর্ম্মবিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যিনি এই পুস্তক অনুধাবন পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশানুসারে শিক্ষিত হইলে, মানব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে।

বঙ্কিম বাবু যেমন প্রতিভাশালী তেমনি স্বদেশপ্রেমিক। ইহাঁর গ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মতত্ত্বের শেষ বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করা গেল—সকল ধর্ম্মের উপর স্বদেশ-প্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।

বঙ্কিম বাবুর প্রণীত পুস্তকাবলী—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবীচৌধুরাণী,

সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা; কমলাকান্ত, লোক রহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, গদ্যপদ্য; কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব।

বজ্র—কৃষ্ণের প্রপৌত্র। অনিরুদ্ধের ঔরসে এবং রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংস হইলে, ইনি অর্জ্জুন কর্তৃক নীত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্বে স্থাপিত হন। দ্বারকাবাসিগণের অনেকে বজ্রের অধীনে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিল। ইহাঁর পুত্রের নাম প্রতিবাহু। (হরি, মহা)

বজ্রনাভ—অসুর বিশেষ। ব্রহ্মার বরে এই অসুর দেবের অবধ্য হয় এবং শত্রুভাবে কেহ ইহাঁর পুরে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ এক পুরা প্রাপ্ত হয়। দেবতা দিগের অবধ্য বিধায়ে তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে।

বজ্রনাভের বধ কামনায় কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন নটদিগের সহিত বজ্রপুরে গমন করেন। তাঁহার সহিত শাম্ব ও গদ তথায় উপস্থিত হন। বজ্রনাভ-কন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের গোপনে গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয়। শাম্ব ও গদ অপর অসুরবালাদিগের পাণি গ্রহণ করেন। ইহাঁদের সন্তান হইলে, অসুরগণ সমুদায় জানিতে পারিয়া যাদবদিগকে বধ করিতে উদ্যত হয়। যাদবেরা অসুরদিগকে যুদ্ধে নিহত করেন এবং প্রদ্যুম্ন স্বয়ং বজ্রনাভের বিনাশ সাধন করেন। (হরি)

বৎসরাজ—চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ। কৌশাম্বী ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইহাঁর অপর নাম উদয়ন। উজ্জয়িনীরাজকন্যা বাসবদত্তার সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর নরবাহন নামে পুত্রের জন্ম হয়।

বভ্রুবাহণ—চিত্রাঙ্গদার গর্ভসম্ভূত অর্জ্জুনের পুত্র। পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে ইনি মাতাসহ মাতামহরাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক পালিত হইয়াছিলেন। মাতামহের পরলোক গমন হইলে, ইনি মণিপুরে রাজা হইলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব সহিত অর্জ্জুন মণিপুরে উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে পিতা বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। তাহাতে অর্জ্জুন সন্তুষ্ট না হইয়া ইহাঁকে ক্ষত্রিয়ের অনুচিত কার্য্য করার জন্য তিরস্কার করেন। পরে বিমাতা নাগকন্যা উলুপীর দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বভ্রুবাহণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অর্জ্জুন পরাস্ত ও নিপতিত হন। পরে উলুপী মৃতসঞ্জীবনী মণি আনিয়া অর্জ্জুনকে

পুনর্জীবিত করেন। পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞে ইনি উপস্থিত হন। (মহা)

বররুচি—কবিবিশেষ। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের একজন। ইহাঁর প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় "সুন্দর কাব্য" বিখ্যাত।

বরাহ—বিক্রমাদিত্যের সভার বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা। ইহাঁর পুত্রের নাম মিহির। কথিত আছে যে মিহির ভূমিষ্ঠ হইলে, ইনি গণনায় ভুল করিয়া পুত্রের বয়স দশ বৎসর স্থির করেন। পুত্রের অল্পায়ু নিবন্ধন ইনি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক জলে ভাসাইয়া দেন। ইহার বহুবর্ষ পরে স্ত্রীসহ মিহির রাজ সভায় আগমন করেন। অতঃপর বরাহের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। পুত্র পুত্রবধূ পাইয়া বরাহ অতীব সন্তুষ্ট হইলেন।

রাজ সভার পণ্ডিত বলিয়া গণনা করাইবার জন্য বরাহের বাটীতে অনেকে আগমন করিত। যে সকল গণনায় ইনি অপারগ হইতেন অথবা যে সকল গণনা বড় কষ্ট সাধ্য, তাহা খনা অবলীলক্রমে বলিয়া দিতেন। কথিত আছে যে এই কারণে পুত্রবধূর প্রতি শ্বশুরের দ্বেষ হয়।

একদা রাজসভায় রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কোন পণ্ডিতই আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ হন না। পর দিবস গণনা করিয়া দিব বলিয়া বরাহ অঙ্গীকার করেন। কিন্তু গণনা না হওয়ায় দুঃখিত হইলে, খনা নক্ষত্র সংখ্যা গণনা করিয়া দিলেন। রাজার নিকট খনার নাম ও অসাধারণ গণনা শক্তি প্রচার হইলে, তিনি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য সভায় আনয়ন করিতে আদেশ করেন। রাজ সভায় কুলবধূর উপস্থিতিতে অপমান ভয়ে বরাহ পুত্রকে তাঁহার জিহ্বা-চ্ছেদন করিতে আদেশ করেন।

মতান্তরে বরাহ মিহির একজনের নাম বলিয়া বিশ্বাস আছে। কথিত আছে যে এই জন্যই নিম্নলিখিত শ্লোকে বরাহমিহির শব্দে একবচনান্ত বিভক্তি আছে—

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ,
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য ॥

বরাহ-অবতার—বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। কথিত আছে যে পূর্ব্বে ধরা জলে নিমজ্জিত ছিল; তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন। বরাহরূপে

বিষ্ণু দন্তদ্বারা ধরাকে উত্তোলন করেন। ইহাঁর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকাসুরের জন্ম হয়। এই অবতারে বিষ্ণু, দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে নিহত করেন। (ভাগ)

বরুণ—দেবতাবিশেষ। ইনি জলের অধিপতি এবং পশ্চিমদিকের অধীশ্বর। ইহাঁর সহিত অগ্নির মিত্রতা ছিল। তাঁহার সাহায্যার্থ ইনি কৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ও কৌমুদী গদা এবং অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তুণীরদ্বয়, ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন। (মহা)

বলরাম—কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি বসুদেবের ঔরসে এবং রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কংসের ভয়ে বসুদেব, রোহিণী ও বলরামকে ব্রজধামে নন্দঘোষের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণের সহিত বাল্যখেলা ও গোচারণ করিতেন। ইনি ধেনুক ও প্রলম্ব দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন।

কংসের ধনুর্যজ্ঞে বলরাম কৃষ্ণের সহিত মথুরায় নীত হন। কংস বধ করিতে ইনি কৃষ্ণকে সাহায্য করেন। কৃষ্ণসহ একত্র সান্দীপনী মুনির নিকট অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া, গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। ইনি শারীরিক বলে ও গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয় ছিলেন। গদাযুদ্ধ বিশারদ জরাসন্ধকে ইনি পরাস্ত করিয়াছিলেন। লাঙ্গল ইহাঁর প্রধান আয়ুধ ছিল। ইহাঁর সহিত রেবতীর পরিণয় হয়।

কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্য্যোধনতনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করায় বন্দী হন। বলরাম হস্তিনাপুরে গমন পূর্ব্বক নগর ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, দুর্য্যোধন স্বীয় দুহিতাসহ শাম্বকে প্রত্যর্পণ করিয়া ইহাঁর শিষ্য হন। ইনি তাঁহাকে গদাযুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভীমও ইহাঁর নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষে ইনি ভোজকট নগরে উপস্থিত হন। বিবাহান্তে রুক্মীর সহিত ইনি দ্যূত ক্রীড়ায় রত হইয়া, তাঁহার দ্বারা প্রতারিত হইলে ক্রোধে অক্ষপাষ্টি প্রক্ষেপে তাঁহাকে নিহত করেন। ভারত যুদ্ধে ইনি কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন।

যদুকুল ধ্বংস হইলে, বলরাম বনে গমন করিয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। ইহাঁর অন্যান্য নাম—বলদেব, হলধর, বলভদ্র। (হরি)

বলি—দৈত্যরাজ বিশেষ। ইনি বিরোচনের পুত্র এবং প্রহ্লাদের পৌত্র ছিলেন। ইনি তপোবলে অতি প্রতাপান্বিত ভূপতি হইয়া

উঠেন। ত্রিলোক জয় করিবার বাসনায় ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গমন করেন। যুদ্ধে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে পরাজয় করিয়া, ইনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইলেন। ইনি ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন করিতেন এবং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন।

রাজ্যচ্যুত হইলে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া স্বর্গ উর্দ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বামনরূপে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর দৈত্যরাজ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে, বামন তথায় উপস্থিত হইয়া কিছু দান প্রার্থনা করিলেন। বলি তাঁহাকে প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। ইনি 'তথাস্তু' বলিলে, তিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অবরোধ করিয়া ইহাঁকে পাতালে অপসারিত করিলেন। ইনি তথায় নাগপাশে বন্ধনাবস্থায় থাকিয়া দেবর্ষি নারদের পরামর্শে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহার আদেশে গরুড় ইহাঁকে বন্ধন-মুক্ত করেন। অতঃপর বলি স্বজনবর্গ সহ পাতালে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে ভক্তের অধীন হরি, বলির দ্বারী হইয়াছিলেন। বাণ ইহাঁর চারিটী পুত্র হইয়াছিল। (মহা, বিষ্ণু)

বল্লাল সেন—বঙ্গের সেন বংশীয় প্রসিদ্ধ ভূপতি। সম্ভবতঃ ইনি আদিশূরের দৌহিত্র এবং বিজয় সেনের পুত্র। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। ইনি একজন প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। ইহাঁর রাজধানী "বিক্রমপুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইনি যেমন বীর্য্যবান্ তেমনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ভূপতি ছিলেন। ইনি "দানসাগর" নামে বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা।

বল্লাল সেন বঙ্গে কুলীন প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। আদিশূর যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গে আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে গুণানুসারে কুলীনত্ব প্রদান করা হইল। নিম্ন লিখিত নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কুলীন আখ্যা প্রদত্ত হইল—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।

বশিষ্ঠ, (বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ)—ব্রহ্মার মানস পুত্র, সপ্তর্ষির একজন। ইনি তপস্যায় বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। একদা রাজর্ষি নিমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইহাঁকে তৎকার্য্যসাধনার্থ বরণ করেন।

ইনি পূর্ব্বে ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য রাজাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বর্গে গমন করেন। বহু বর্ষ গত হইলে, ইহাঁর আগমনের কাল নিরূপিত করিতে না পারিয়া, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণদ্বারা নিমি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তখন ইনি রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ অন্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে জানিতে পারিয়া এবং রাজা তখন নিদ্রাভিভূত থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায়, ইনি অপমান বোধ করিলেন। অনন্তর ইনি রাজাকে চেতনাবিহীন হইতে অভিশাপ প্রদান করেন। বিনা কারণে এরূপ শাপে নিমি দুঃখিত হইয়া ইহাঁকেও চেতনাবিহীন হইবার অভিসম্পাত করিলেন। অতঃপর ইনি পিতা ব্রহ্মার পরামর্শে মিত্রাবরুণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকু, বংশের হিতের জন্য ইহাঁকে সূর্য্যবংশের পৌরহিত্যে বরণ করেন।

বশিষ্ঠ অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর শক্তি প্রমুখ শত পুত্রের জন্ম হয়। ইনি কামধেনু শবলাকে হোমধেনুরূপে প্রাপ্ত হন। এই ধেনুর কৃপায় ইনি যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহা প্রাপ্ত হইতেন। একদা মহারাজ বিশ্বামিত্র অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ ইহাঁর আশ্রমে আগমন করেন। ঋষিবর শবলার সাহায্যে তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। রাজা ধেনুর গুণের পরিচয় পাইয়া, তাহাকে লইবার জন্য ইহাঁর নিকট প্রার্থনা করেন। মুনিবর শবলাকে প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ক্রমে দুইজনে বিবাদ উপস্থিত হইল। ঋষিবরের আদেশে শবলা সৈন্য সৃষ্টি করিলে, রাজসৈন্য ধ্বংস হয়। তখন রাজার একশত পুত্র ইহাঁর বিরুদ্ধে ধাবিত হইলে, ইনি ব্রহ্মতেজে তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত করেন। রাজা বিশ্বামিত্র মহাদেবের বরে সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদে শিক্ষিত হইয়া, ইহাঁর তপোবন ধ্বংস করেন। তখন বশিষ্ঠ ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মদণ্ড হস্তে লইয়া তাঁহার প্রক্ষিপ্ত সমুদায় অস্ত্র বিফল করেন।

বশিষ্ঠের শত পুত্র ছিল। কিন্তু ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তির শাপে রাজা কল্মাষপাদ রাক্ষসরূপে পরিণত হইয়া, ইহাঁর পুত্রগণকে ভক্ষণ করেন। তখন ঋষিবর পুত্রশোকে অধীর হইয়া স্বীয় জীবন নাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত হইয়া, সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া, কিংবা অনলে প্রবেশ করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারিলেন না। হস্তপদ

বন্ধন করিয়া বেগবতী নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও দেহত্যাগ ঘটিল না। অনন্তর দুঃখিত মনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্ত্রির স্ত্রী অদৃশ্যন্তীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার গর্ভের বিষয় অবগত হইয়া বংশ রক্ষা হইয়াছে মনে করিয়া, ইনি দেহত্যাগের ইচ্ছা পরিহার করিলেন। সেই সময় কল্মাষপাদ ইহাঁদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি তাঁহাকে শাপ মুক্ত করেন।

অতঃপর বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তী সহ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গর্ভে পরাশরের জন্ম হইল। মুনিবর বালকের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি স্বয়ং সম্পাদন করিয়া অতি যত্নে তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। পরাশর মাতার নিকট রাক্ষস কর্তৃক পিতৃবধের বিবরণ শ্রবণে দুঃখার্ত্ত হইয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন বশিষ্ঠ তাঁহাকে ক্রোধ সম্বরণ করিতে বলিলে, তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

রাজা সম্বরণ তপনতনয়া তপতীকে আকাঙ্খা করিলে, বশিষ্ঠ সূর্য্যলোকে গমন পূর্ব্বক তপতীর সহিত মর্ত্ত্যে আগমন করিয়া রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার মানসে ইহাঁকে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিলে, ইনি তাহা অসম্ভব বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। (রামা, মহা)

বসু—পুরুবংশীয় নরপতিবিশেষ। ইনি মহা পরাক্রান্ত ও ধার্ম্মিক ভূপতি ছিলেন। একদা ইনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমে বাস করত উগ্র তপস্যায় রত হইলেন। কথিত আছে যে ইন্দ্র ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া তপস্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করিতে বলেন। তিনি ইহাঁর সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক ইহাঁকে আকাশগামী বিমান এবং বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করেন। ঐ বিমানে ইনি শূন্যে বিচরণ করিতে পারিতেন এবং ঐ মালা ধারণ করিয়া যুদ্ধে অক্ষত শরীরে থাকিতেন। ইন্দ্রের পরামর্শে ইনি চেদিরাজ্য অধিকার করিয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রদত্ত বিমানে ইনি শূন্যে বিচরণ করিতে পারিতেন বলিয়া, ইহাঁর অপর নাম 'উপরিচর' হয়।

বসুরাজের মহিষীর নাম গিরিকা। অদ্রিকা নাম্নী মৎস্যরূপী অপ্সরার গর্ভে ইহাঁর মৎস্য নামে পুত্র এবং মৎস্যগন্ধা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। ধীবরেরা ঐ মৎস্যরূপী অপ্সরাকে

ধৃত করিয়া তাঁহার উদরে উক্ত পুত্রকন্যা প্রাপ্ত হইয়া, ইহাঁর নিকট আনয়ন করে। ইনি পুত্রকে গ্রহণ করিয়া কন্যাটীকে ধীবরহস্তে অর্পণ করিলেন। এই কন্যাই ব্যাস মাতা সত্যবতী। (মহা)

বসুদেব—কৃষ্ণের পিতা। ইহাঁর পিতার নাম শূর। ইহাঁর স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হইলে, কংসের ভয়ে ইনি তাঁহাকে ব্রজে নন্দের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন। ইনি দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করেন। কথিত আছে যে ইহাঁদের বিবাহ উৎসবে কংস দৈববাণীতে অবগত হন যে দেবকীর গর্ভজাত ষষ্ঠ সন্তান তাহাকে বিনাশ করিবে। তিনি তজ্জন্য ইহাঁকে ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করিলেন। ইহাঁদের এক একটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, আর কংস তাহা বিনাশ করেন। এই রূপে দেবকীর গর্ভজাত ইহাঁর সপ্তপুত্র নষ্ট হয়। ইহাঁর অষ্টম পুত্র কৃষ্ণ অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ হইলে, ইনি সেই রজনীতে তাঁহাকে মিত্র নন্দঘোষের গৃহে গোপনে রক্ষা পূর্ব্বক তাঁহার সদ্যোজাত কন্যা আনয়ন করেন। পরদিন কংস সেই কন্যা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া জানিতে পারেন যে তাঁহার মৃত্যুর কারণ অন্যত্র আছেন। তখন কংস বসুদেবকে সস্ত্রীক কারামুক্ত করেন।

কংসের ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণ বলরাম উপস্থিত হইয়া তাহকে নিহত করিলে, বসুদেব পুত্রমুখ অবলোকেন করিয়া সুখী হইলেন। অতঃপর ইনি সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রোহিণী গর্ভজাত ইহাঁর কন্যা সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের পরিণয় হয়। যদুবংশ ধ্বংস হইলে এবং কৃষ্ণ বলরাম দেহত্যাগ করিলে, বসুদেব নিরতিশয় শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিলে, ইনি তাঁহাকে কৃষ্ণের আদেশ জ্ঞাপন করাইয়া, যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। (মহা,হরি)

বাণ—দৈত্যরাজ বিশেষ। ইনি দৈত্যেশ্বর বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাণ কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব লাভ করেন। পুত্রের ন্যায় ইহাঁকে রক্ষা করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার আদেশে ইনি শোণিতপুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

হরবরে ও আশ্রয়ে বাণ অত্যাচারী হইয়া উঠেন। দেবগণ ইহার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। পার্ব্বতীয় বরে ইহার তনয়া উষা কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখিয়া

পতিত্বে বরণ করেন। অতঃপর উষা সখী চিত্রলেখার দ্বারা অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত গান্ধর্ব্ব্য বিবাহে মিলিত হন। সমস্ত অবগত হইয়া বাণ অনিরুদ্ধকে বধ করিতে আজ্ঞা করেন। তাঁহার হস্তে সৈন্যের বিনাশ হইলে, ইনি স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে অনিরুদ্ধ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। ইনি তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ইহার মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড তাহা নিবারণ করেন।

তদনন্তর কৃষ্ণ অনিরুদ্ধের বন্ধনাবস্থা অবগত হইয়া বলরাম ও প্রদ্যুম্ন সহ শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত বাণের দারুণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে মহাদেব পর্য্যন্ত ইহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট সদলবল বাণ পরাস্ত হইলেন। কৃষ্ণের কৃপায় ইনি জীবিত থাকিয়া মহাদেবের পারিষদ হইয়া মহাকাল নামে খ্যাত হইলেন। শোণিতপুর এবং দৈতরাজ্য ধার্ম্মিক কুষ্মাণ্ডের হস্তগত হইল। (হরি)

বাণভট্ট—গ্রন্থকার বিশেষ। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি কান্যকুব্জের হর্ষবর্দ্ধন নামে রাজার সমসাময়িক লোক। বাণ সংস্কৃতে নিম্ন লিখিত গ্রন্থনিচয় প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন—হর্ষচরিত, কাদম্বরী, চণ্ডিকাশতক, পার্ব্বতীপরিণয়, এবং রত্নাবলী।

বাতাপী—দানব বিশেষ। এই দানব এবং ইহার ভ্রাতা ইল্বল, প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ্লাদের পুত্র ছিল। ইল্বল দাক্ষিণাত্যের কোন জনপদের রাজা ছিল। বাতাপী মৃগরূপ ধারণ করিত এবং ইল্বল ইহার মাংস দ্বারা অতিথি সাধু পুরুষদিগকে ভোজন করাইত। অতঃপর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রবলে ইল্বল ইহাকে জীবিত করিলে, ভোক্তাগণ নিহত হইত। এইরূপে অনেকের বিনাশ সাধন হয়। একদা মহর্ষি অগস্ত্য অর্থের জন্য ইল্বলরাজ সমীপে উপস্থিত হন। ইল্বল বাতাপীর মাংস দ্বারা তাঁহার ভোজনের আয়োজন করে। মুনিবর যোগবলে বাতাপীকে জীর্ণ করিয়া নিধন করেন। (রামা, বিষ্ণু)

বাপ্পা—বিখ্যাত রাজপুত বীর। অনুমান ৭১৩ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা নাগাদিত্য ভীলদিগের অধিপতি ছিলেন। বাপ্পার তিন বৎসর বয়সে, ভীলগণ রাজদ্রোহী হইয়া নাগাদিত্যকে নিহত করে। জনৈক দয়ালু ভীল ইহাঁকে রক্ষা করিয়া নিরাপদ

স্থানে প্রেরণ করে। বাল্যকালে ইনি অরণ্যবাসীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। চিতোরের রাজপরিবার স্ব-সম্পর্কীয় অবগত হইয়া, বাপ্পা পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তথায় গমন করেন। রাজা ইহাঁকে সাদরে গ্রহণ করিয়া একজন সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। ইনি রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলে, অন্য পারিষদগণ উভয়ের প্রতি বিরক্ত হইলেন। এই সময় মুসলমানগণ চিতোর আক্রমণ করে। রাজা অনন্যোপায় হইয়া বাপ্পার উপর যুদ্ধের সমুদায় ভার অর্পণ করেন। চিতোরের সেনাপতিগণের সাহায্য পাইবার আশা না থাকিলেও ইনি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। ইহাঁর সৌজন্যে বশীভূত হইয়া সেনাপতিগণ ইহাঁর সহিত যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধে বাপ্পা জয়ী হইয়া শত্রুদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কথিত আছে যে ইনি সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে গজনি পর্য্যন্ত গমন করিয়া, তথাকার রাজাকে সিংহাসনচ্যুৎ করিয়া জনৈক রাজপুত্র বীরকে তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত করিয়া আইসেন। চিতোরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বাপ্পা সৈন্যদিগের সাহায্যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কি শৌর্য্য-বীর্য্যে, কি প্রজাপালনে, ইনি অতি যশস্বী হইলেন। কথিত আছে যে বৃদ্ধ বয়সে বাপ্পা পুত্রকে সিংহাসন অর্পণ পূর্ব্বক প্রভুভক্ত সৈন্য-সহ দেশ ত্যাগ করেন। অতঃপর খোরাসান জয় করিয়া, সেই দেশের রাজা হইলেন। পুনরায় বিবাহ করিয়া, সেই দেশেই বাস করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে ইনি অন্যান্য দেশও জয় করিয়াছিলেন। একশত বৎসর বয়সে বাপ্পা মানবলীলা সম্বরণ করেন। (রাজস্থান)

বামন—বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। বর্ণিত আছে যে দৈত্যরাজ বলি দেবতাদিগকে স্বর্গ-চ্যুৎ করিলে, তাঁহারা বিষ্ণুর শরণাগত হন। ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য বিষ্ণু বামনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন।

বলি যজ্ঞের উদ্যোগ করিলে, বামন তথায় উপস্থিত হইয়া কিছু যাচ্ঞা করেন। যাহা অভিলাষ করিবেন বলি তাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, ইনি ত্রিপাদ ভূমি দান চাহেন। দৈত্যরাজ "তথাস্তু" বলিলে, ইনি স্বর্গ মর্ত্ত্য অবরোধ করিয়া, বলিকে পাতালে নির্ব্বাসিত করেন। (বিষ্ণু)

বালখিল্য, (বালিখিল্য)—অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ষষ্টি সহস্র যতিগণ। ইহাঁরা ব্রহ্মার মানস পুত্র। যতিগণ সতত তপশ্চরণে নিরত। (মহা)

বালী, (বালি)—ইন্দ্রের পুত্র, কপি-রাজ। বানরবর রক্ষরজা ইহার পালক পিতা। কিষ্কিন্ধায় ইহার রাজধানী ছিল। ইহার স্ত্রীর নাম তারা এবং পুত্রের নাম অঙ্গদ। সুগ্রীব ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বালী অতি বলিষ্ঠ বীর ছিল। একদা মহিষাসুর দুন্দুভি সমরাভি-লাষে বালীর নিকট উপস্থিত হয়। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইলে, বালী বলাধিক্য প্রযুক্ত অসুরকে বিনাশ করিল। অতঃপর তাহার মৃতদেহ উত্তোলন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করে। ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে মতঙ্গ-মুনির আশ্রমে সেই দেহ পতিত হইলে, তাহার রক্তবিন্দু মুনির শরীরে নিক্ষিপ্ত হয়। তজ্জন্য মুনিবর শাপ প্রদান করেন যে বালী সে বনে প্রবেশ করিলে বিনষ্ট হইবে।

একদা দিক্‌বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া, রক্ষঃরাজ রাবণ কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হন। বালী তাহাকে সমরে পরাজয় করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা প্রদান পূর্ব্বক মুক্ত করে। দুন্দুভির পুত্র মায়াবী যুদ্ধার্থ বালীর নিকট উপস্থিত হইলে, কপিবর তাহার প্রতি ধাবিত হয়। অসুর ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক এক গহ্বরে প্রবেশ করে। সুগ্রীবকে গহ্বর দ্বারে রক্ষা পূর্ব্বক বালী তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অতঃপর সংবৎসর পরে বালী অসুরকে নিহত করিয়া গহ্বর হইতে উত্থিত হইবার জন্য উদ্যত হয়। ইতিমধ্যে সুগ্রীব তাহাকে হত মনে করিয়া কিষ্কি-ন্ধায় গমন পূর্ব্বক সিংহাসন আরো-হন করে। বালী ভ্রাতার ব্যবহারে কুপিত হইয়া, তাহার স্ত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে দেশ হইতে দূরী-ভূত করে। সুগ্রীব বন্ধুবান্ধবসহ ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া বালীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়।

রামের বনবাস কালে সীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃত হইলে, তিনি সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর বালী ও সুগ্রীবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, রাম বাণাঘাতে ইহাকে নিহত করেন। (রামা)

বাল্মীকি—রামায়ণের রচয়িতা, ঋষি বিশেষ। ইনি প্রচেতার পুত্র ছিলেন এবং ইহাঁর নাম প্রথমে রত্নাকর ছিল। ইনি দস্যুবৃত্তি দ্বারা অগ্রে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কথিত আছে যে ইনি একদা জনৈক পথিক ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া তাঁহার দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইহাঁকে

জিজ্ঞাসা করেন যে ইহাঁর পাপের ভাগী আর কেহ আছে কি না। ইনি পরিবারবর্গের নাম করিলে, তিনি সকলকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিলেন। রত্নাকর গৃহে গমন পূর্ব্বক পরিবারস্থ সকলের উত্তর শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে কেহই তাঁহার পাপের ভাগী নহে। তখন ইহাঁর চৈতন্যোদয় হইল।

অতঃপর রত্নাকর সেই ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মপাপের বিষয় বলিয়া অনুতাপে অধীর হইলেন। অনন্তর ইনি তাঁহার পরামর্শে পাপকার্য্য পরিহার করিলেন। তিনি ইহাঁকে একস্থানে বসিয়া অনবরত "রাম" নাম করিতে বলেন। কথিত আছে যে রত্নাকর "রাম" শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিলে, তাহাকে "মরা" শব্দ উচ্চারণ করিতে বলিয়া, ব্রাহ্মণ গমন করেন। ইনি এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, "মরা" শব্দ উচ্চারণ করিতে ক্রমে মুখে "রাম" নাম উচ্চারিত হইল। বহু বর্ষ এই রূপে অবস্থান করিলে ইহাঁর শরীর বল্মীকির মাটিতে আবৃত হয়, তজ্জন্য ইহাঁর নাম বাল্মীকি হইল।

বাল্মীকি তপস্যায় নিরত হইয়া কঠোর সাধনা করিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন। একদা ইনি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই পৃথিবীতে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কোন ব্যক্তি। নারদ ইহাঁকে রামের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে মুনিবর পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

তদনন্তর বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজ সহ তমসা নদীতীরে গমন করিলেন। তথায় স্বভাবের রমণীয় শোভা বিলোকনে পুলকিত হইলেন। ইত্যবসরে জনৈক ব্যাধ শরাঘাতে একটী পুং ক্রৌঞ্চকে নিহত করিল। ক্রৌঞ্চী অতি কাতর স্বরে মনবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে বাল্মীকির অন্তরে করুণা-সঞ্চার হইলে, তিনি ব্যাধকে বলিলেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমাগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

ঋষির এই বাক্য অনুষ্টুপচ্ছন্দে প্রকাশিত হইল। অতঃপর স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া, ইনি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাল্মীকি শিষ্যগণসহ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। মুনিবর তাঁহার নিকট সেই শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। ব্রহ্মা ইহাঁকে সেই ছন্দে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ঋষিবর যত্নসহকারে রামায়ণ রচনা করিলেন।

সীতার বনবাস হইলে, বাল্মীকি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক পরম যত্নের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। লবকুশের জন্ম হইলে, ঋষিবর তাঁহাদিগকে লালন পালন করিলেন। তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক স্বরচিত রামায়ণ মুখস্থ করাইয়া দিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় মুনিবর শিশুদ্বয়সহ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। লবকুশের মুখে রামায়ণ শ্রবণ করিয়া সকলে মোহিত হইল। অতঃপর তাঁহারা যে সীতার তনয় তাহা অবগত হইয়া, রাম সীতাকে আনয়ন করিবায় জন্য বাল্মীকির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সীতাসহ বাল্মীকি সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের বিষয় দৃঢ় করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন। অতঃপর সীতা অন্তর্হিত হইলে, সকলের অনুরোধে বাল্মীকি কুশীলবকে রামায়ণের শেষ ভাগ গান করিতে আদেশ করেন। (রামা)

বাসুকি—সর্পরাজ। ইনি কদ্রুর গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের দ্বিতীয় পুত্র। দেবদৈত্যে সমুদ্র মন্থনের সময় ইনি মন্থন রজ্জু হইয়া তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। মাতৃশাপে সর্পকুল নির্ম্মূল হইবার বিষয় ভাবিয়া ইনি অতীব দুঃখীত হইলেন। দেবতাদিগের কৃপায় ইনি জানিতে পারেন যে ভগিনী জরৎকারুর সহিত মুনি জরৎকারুর পরিণয় হইলে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তিনি সর্পকুল রক্ষা করিবেন। অতঃপর সর্পরাজ মুনিবরের সহিত স্বীয় ভগিনীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের পুত্র আস্তীকের জন্ম হইলে, ইনি সর্পকুল রক্ষার বিষয় নিশ্চিন্ত হইলেন। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ইনি ভগিনীকে অনুরোধ করিয়া আস্তীককে তথায় প্রেরণ করিলে, যজ্ঞ রহিত হয়। (মহা)

বাহু—রাজাবিশেষ। ইনি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, বাহু সস্ত্রীক বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় ইহাঁর বিখ্যাত পুত্র সগরের জন্ম হয়। (রামা)

বিকুক্ষি—মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র। একদা শ্রাদ্ধের জন্য মাংস আনয়নার্থ ইনি পিতৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক ইনি অনেক মৃগ শিকার করেন। অতঃপর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটী শশ ভক্ষণ করেন। কুলগুরু বশিষ্ঠ সমুদায় জানিতে পারিয়া সে মৃগয়ার মাংস শ্রদ্ধার্থ গ্রহণ করেন না। ইক্ষ্বাকু তৎবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করেন।

ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর বিকুক্ষি পিতৃসিংহাসন আরোহণ করিয়া সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়া যশস্বী হইলেন। (রামা, বিষ্ণু)

বিক্রমাদিত্য—উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা। খৃষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে ইনি রাজত্ব করেন। ইহাঁর পিতার নাম গন্ধর্ব্ব সেন। পিতার মৃত্যুর পর ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কু সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি তখন দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া নানা দেশের রীতিনীতি ও রাজ্য-শাসন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মতান্তরে উল্লেখ আছে যে ইনি এই সময় ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। ইহাঁর তপস্যার বিবরণও শুনা যায়। শঙ্কু অতি অত্যাচারী নরপতি হইয়া উঠেন এবং বিক্রমাদিত্যকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। ইনি তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজা হন।

মতান্তরে কথিত আছে যে পিতার মৃত্যু হইলে, বিক্রমাদিত্য রাজা হন। পরে বৈমাত্র ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে রাজ্য শাসনের ভার প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং বিদেশে ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। তিনি ভার্য্যার চরিত্রদোষে বিরাগী হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাবতীয় রাজগুণে হইয়া, ভূষিত বিক্রমাদিত্য শীঘ্রই বিখ্যাত হইলেন। ইনি সুবাহু নামক জনৈক নরপতির নিকট বত্রিশ পুত্তলিকার উপরিস্থিত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্পাদনে ইনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। গুপ্তচর দ্বারা দেশের সর্ব্বস্থানের সংবাদ রাখিতেন। সৈন্যাধ্যক্ষ সহ স্বয়ং ছদ্মবেশে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ের তত্ত্ব লইলেন। এই বেশে ইহাঁরা তাল বেতাল নামে খ্যাত।

বিক্রমাদিত্য স্বয়ং একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং গুণীগণের মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেন। দেশের বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি সকল ইহাঁর আশ্রয়ে বাস করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ দ্বারা একটী নবরত্নের সভা গঠিত হয়। সেই বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নাম—কলিদাস, বররুচি, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বরাহমিহির, ধন্বন্তরি, ও ক্ষপণক। নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধিবলে ইহাঁরা সকলেই বিখ্যাত হইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা ও উন্নতি যেরূপ এই সময় হয়, এরূপ ভারতে আর কখন হয় নাই।

বিক্রমাদিত্য মহা পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। বিদেশী শত্রুদিগকে যুদ্ধে

পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই প্রসিদ্ধ ঘটনা হইতে ইনি সংবৎ নামে অব্দ প্রচারিত করেন।

বিক্রমাদিত্যের অনেক অলৌকিক কার্য্যের বিষয় প্রচলিত আছে। ইহাঁর বত্রিশটী আখ্যায়িকা লইয়া বত্রিশ সিংহাসন নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

বিচিত্রবীর্য্য—সত্যবতীর গর্ভ সম্ভূত শান্তনুরাজের কনিষ্ঠ পুত্র। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর চিত্রাঙ্গদ হত হইলে, ইনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইহাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিখ্যাত বীর ভীষ্ম, কাশীরাজ কন্যাগণের সময়ম্বর উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া আনয়ন করেন। অতঃপর অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের পরিণয় হয়। আত্মসংযমে-অসমর্থ হইয়া, ইনি অল্প বয়সে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু মুখে পতিত হন। (মহা)

বিজয়—বিষ্ণুর দ্বারী। (জয় দেখ)

বিজয় সেন—বঙ্গের প্রথম সেনবংশীয় রাজা। ইনি দক্ষিণাপথ হইতে আগমন পূর্ব্বক বঙ্গদেশ জয় করেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা হেমন্ত সেন ইহাঁর পিতা এবং রাজ্ঞী যশোদেবী ইহাঁর মাতা। ইনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন, এবং গৌড় ও কলিঙ্গ জয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ইনি পূর্ব্ববঙ্গের রাজা আদিশূরের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র বিখ্যাত বল্লাল সেন। (সেন রাজগণ)

বিদুর—যুধিষ্ঠিরাদির পিতৃব্য। ব্যাসদেবের ঔরসে এবং অম্বিকার দাসীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। কথিত আছে যে অণীমাণ্ডব্যের শাপে যমরাজ ধরায় বিদুররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। দেবকরাজের কন্যার সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর "অনেক পুত্র" জন্ম গ্রহণ করে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দান ব্যতীত বিদুর অন্য কোন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না। নিজের ভরণ পোষণ ভিক্ষার দ্বারা সম্পন্ন করিতেন। পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের ষড়যন্ত্রে ইনি অতীব দুঃখিত ছিলেন। পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার মন্ত্রণা স্থির হইলে, ইনি তাঁহাদিগকে পরামর্শ ও সাহায্য দানে রক্ষা করেন। পাণ্ডবদিগের বিবাহ হইলে, ইনি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পঞ্চালদেশ হইতে তাঁহাদিগকে আনয়ন করেন। দ্যূতক্রীড়ার পর পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে, কুন্তী

ইহাঁর আশ্রয়ে অবস্থান করেন। এই সময় পাণ্ডবদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা ধৃতরাষ্ট্র ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিতে পরামর্শ দেন। তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে যথা ইচ্ছা যাইতে আদেশ করেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের নিকট বনে গমন করিয়া সাদরে পরিগৃহীত হন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র ইহাঁর বিরহে অতীব কাতর হইয়া ইহাঁকে আনয়নার্থ সঞ্জয়কে প্রেরণ করিলে, ইনি হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন। ভারতযুদ্ধের অগ্রে কৃষ্ণ হস্তিনায় গমন করিয়া, অশ্রদ্ধাদত্ত দুর্য্যোধনের রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিশ্রদ্ধাদত্ত বিদুরের খুদান্ন মাত্র ভোজনে এবং ইহাঁর কুটিরে অবস্থান করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পঞ্চদশ বৎসর ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পাণ্ডবদিগের আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে বাস করেন। অতঃপর তাঁহার সহিত ইনি বনে গমন করেন। তথায় কঠোর তপস্যায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইহাঁর শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ ইহাঁদিগকে দেখিবার নিমিত্ত বনে গমন করিলে, ইনি গোপনে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যোগবলে দেহত্যাগ করেন। (মহা)

বিদুলা—প্রাচীন বীরাঙ্গনা। ইনি শাশ্বতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সৌবীররাজের মহিষী হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম সঞ্জয়। ইহাঁর স্বামীর মৃত্যু হইলে, সিন্ধুরাজ্যের অধিপতি সৌবীররাজ্য জয় করেন। অনন্তর ইনি পুত্র সঞ্জয়কে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করিতে উত্তেজিত করেন। ইনি তাঁহাকে মানুষসাধ্য কার্য্যের সাধনে যত্নবান হইতে বলেন। উদ্যমই পুরুষাকার; অতএব উদ্যমশীল হও। নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা কর। ইহাঁর এইরূপ উৎসাহ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া, সঞ্জয় পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (মহা)

বিদ্যাপতি—বঙ্গভাষার এক জন আদি কবি। অনুমান ১২৪০ শকে ইহাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাঁর জন্মস্থানের নির্ণয় হয় নাই। সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া, ইনি যৌবনাবস্থায় মিথিলায় গমন পূর্ব্বক রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। বিহারের অন্তর্গত

বিসপী নামক গ্রাম রাজা শিব-সিংহ ইহাঁকে প্রদান করেন। উক্ত গ্রামে ইহাঁর বংশীয়রা অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

বিদ্যাপতি বহু সংখ্যক গীত রচনা করেন। এই সকল গীতের অধি-কাংশ রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে বিরচিত। এই সকল গীত অতি মধুর, ভাবময়, ও মনোহর। চৈতন্য দেব ইহাঁর গীতপাঠে মোহিত হইয়াছিলেন। মিথিলা বাসহেতু বোধ হয় ইহাঁর রচনায় হিন্দি শব্দের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ইহাঁর প্রণীত—পুরুষ-পরীক্ষা, দুর্গাভক্তিত-রঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিবাদ-সার, গয়াপত্তন—পুস্তক সকলের উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে যে ইহাঁর সহিত শিবসিংহের মহিষী লছিমা দেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। কথিত আছে যে তাঁহাকে দেখিলে, ইহাঁর কবিত্ব স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত। (বাঙ্গালা ভাষা ,

বিনতা—গরুড়ের মাতা। ইনি দক্ষ-রাজের কন্যা এবং মহর্ষি কশ্যপের পত্নী ছিলেন। ইনি সহোদরা সপত্নী কদ্রুর সহিত বাস করিতেন। কশ্যপের কৃপায় ইনি দুইটী ডিম্ব প্রসব করেন। কদ্রু সহস্র ডিম্ব প্রসব করিলে, ক্রমে তাহা হইতে সর্পগণ জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাঁর ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইতে বিলম্ব হইলে, ইনি তাহার একটী ভগ্ন করেন। তাহা হইতে অরুণের উৎ-পত্তি হইল; কিন্তু অসময় জন্ম হওয়ায় তাহার সর্ব্বাবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার পরামর্শে ইনি অন্য ডিম্ব ভগ্ন না করিয়া উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা বিনতা কদ্রুর সহিত অশ্ব-রাজ উচ্চৈশ্রবাকে দর্শন করেন। অশ্ববরের পুচ্ছের বর্ণ লইয়া দুই ভগিনীকে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। পরে স্থির হইল যে অশ্বের পুচ্ছ কাল হইলে ইনি তাঁহার দাসী হইবেন, অন্যথা তিনি ইহাঁর দাসী হইবেন। কদ্রুর আদেশে সর্পদিগের চেষ্টায় অশ্বের পুচ্ছ পর দিবস ইহাঁরা কাল দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বের নিয়মা-নুসারে ইনি তাঁহার দাসী হইলেন।

অতঃপর যথা সময়ে বিনতার অন্য ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইলে, তন্মধ্য হইতে মহাবীর গরুড় বহির্গত হইলেন। তিনি মাতার দাসীত্বের বিষয় অবগত হইয়া, বিমাতার আদেশে স্বর্গ হইতে সুধা আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলে, ইহাঁর দাসীত্ব মোচন হয়।

বিন্ধ্য—পর্ব্বতরাজ বিশেষ। এই পর্ব্বতবর ভারতবর্ষকে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে বিভক্ত করি-তেছেন। কথিত আছে যে সূর্য্য

মেরু পর্ব্বতকে (বা হিমালয়) প্রদক্ষিণ করেন দেখিয়া, ইনি তাঁহাকে সেইরূপে আপনাকে বেষ্টন করিতে বলেন। সূর্য্য তাহতে অস্বীকৃত হইলে, ইনি ক্রোধে সূর্য্যের গতিরোধ করিবার জন্য স্বীয় শরীর উন্নত করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে ইনি এত উচ্চ হইলেন যে চন্দ্রসূর্য্যের গতিরোধ হইল। তখন দেবতারা ইহাঁর গুরু অগস্ত্যের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে অনুনয় পূর্ব্বক বিন্ধ্যকে নত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অগস্ত্য ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, তিনি ইহাঁকে দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত সেই ভাবে অবস্থান করিতে বলিয়া গমন করেন। কথিত আছে যে অগস্ত্য আর প্রত্যাগমন না করায়, বিন্ধ্য সেই নতভাবে অবস্থান করিতেছেন। (মহা)

বিভীষণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি রাক্ষসকন্যা কৈকেসীর গর্ভে এবং মুনিবর বিশ্রবার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ভ্রাতাদিগের সহিত ইনি তপস্যায় নিরত হইয়া কঠোর সাধনায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ব্রহ্মা ইহাঁকে বর প্রাদানার্থ উপস্থিত হইলে, ইনি সকল অবস্থায় ধর্ম্মে মতি থাকিবার বর যাচ্ঞা করেন। প্রজাপতি তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে সেই বরের সহিত অমরত্ব প্রদান করিলেন।

রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর হইলে, বিভীষণ তথায় গমন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষসদিগের পন্থা অনুসরণ না করিয়া ইনি ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত থাকিবেন। ইহাঁর সহিত গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের দুহিতা সরমার পরিণয় হয়। রাবণ সসৈন্য দিগ্বিজয়ার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি লঙ্কায় অবস্থান পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতেন।

রামরাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বিভীষণ, ভ্রাতাকে রামের সহিত মিত্রতা করিতে পরামর্শ দেন এবং সীতা প্রত্যার্পণ করিতে অনুরোধ করেন। রাবণ ইহাঁর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ইহাঁকে অপমান করেন। অতি দুঃখে ইনি রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেন। রাম ইহাঁকে মন্ত্রীস্বরূপ গ্রহণ করেন। ইন্দ্রজিতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, ইনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাহার যজ্ঞালয়ে গমন করিলে, লক্ষ্মণ তাহাকে নিহত করেন।

রাবণ বধ হইলে, বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি রামের সহিত অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। (রামা)

বিম্বসার—মগধের রাজাবিশেষ। ইনি ৫৩৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৮৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁর রাজধানী রাজগৃহে ছিল। ইহাঁর রাজত্বকালে সিদ্ধার্থ ভিক্ষুবেশে রাজগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে রাজপুরাতে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। সিদ্ধার্থ সিদ্ধি লাভ কয়িয়া পূর্ব্বাঙ্গাকার প্রতিপালনার্থ সশিষ্য রাজগৃহে আগমন করিলে, ইনি পরম পরিতোষ লাভ করেন। বুদ্ধের নবধর্ম্মে ইনি দিক্ষাত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে ইহাঁর পুত্র অজাৎশত্রু জনৈক বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন বৌদ্ধের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ইহাঁর বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। (বুদ্ধদেব চরিত)

বিরাটরাজ—মৎস্যদেশের রাজা। ইহাঁর শ্যালক কীচকের বাহুবলে ইনি ত্রিগর্ত্তের রাজ্য অধিকৃত করেন। ইহাঁর মহিষীর নাম সুদেষ্ণা, তনয়ের নাম উত্তর, এবং তনয়ার নাম উত্তরা। ইহাঁর আশ্রয়ে পাণ্ডবগণ দ্রোপদীসহিত অজ্ঞাত এক বৎসর অতিবাহিত করেন। আশ্রিত দ্রোপদীকে কীচক অপমান করিলে, ইনি তাঁহার বলে রক্ষিত হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে পারেন না। কীচক হত হইলে, ত্রিগর্ত্তের রাজা ইহাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ইনি পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। অতঃপর ভীম তাঁহাকে পরাজয় করিয়া ইহাঁকে মুক্ত করেন।

অর্জ্জুনের বাহুবলে উত্তর-গোগৃহে কুরুসৈন্য পরাজিত হইলে, ইনি উত্তরের দ্বারা সেই কার্য্য সাধিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করেন। যুধিষ্ঠিরও বারংবার বৃহন্নলার (অর্জ্জুনের) প্রশংসা করেন। তথন ইনি কুপিত হইয়া একটা অক্ষ দ্বারা তাঁহার মুখদেশে আঘাত করিলে, নাসিকা হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। অতঃপর পুত্রের বাক্যে ইনি তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। পাণ্ডবদিগের পরিচয় পাইয়া ইনি অতীব সুখী হইলেন। ইহাঁর পুত্রী উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইল। ইনি ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধের ১৫শ দিবসে দ্রোণের হস্তে ইনি নিপতিত হন। (মহা)

বিরাধ—রাক্ষসবিশেষ। তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিরাধ, শরীর অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অস্ত্রের অবধ্য হইবার বর প্রাপ্ত হয়। দণ্ডকারণ্যে এ রাক্ষস বিচরণ করিত। একদা রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতাকে

দেখিতে পাইয়া, রাক্ষস সীতাকে লইয়া প্রস্থান করে। রামলক্ষ্মণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, রাক্ষস তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উভয়কে লইয়া গমন করে। পরে রাম ইহার দক্ষিণ এবং লক্ষ্মণ বাম হস্ত ভগ্ন করিয়া অন্যান্য অবয়ব ভগ্ন করেন। অতঃপর রাম ইহার কণ্ঠদেশ পাদ দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া, ইহাকে গর্ত্ত মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন। (রামা)

বিশাখ দত্ত—মদ্রারাক্ষসের প্রণেতা। ইনি মহারাজ পৃথুর পুত্র ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় মদ্রারাক্ষস নামে নাটক রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

বিশ্রবা—মুনিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মাতনয় পুলস্ত্যের ঔরসে এবং রাজর্ষি তৃণবিন্দের দুহিতা হবির্ভূর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তপঃরত হইয়া ইনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইলবিলার সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর বিখ্যাত পুত্র কুবের জন্ম গ্রহণ করেন।

সুমালী রাক্ষস স্বীয় কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট গমন করিয়া ঐশর্য্যশালী পুত্র কামনা করিতে আদেশ করে। কৈকসী পিতৃ আজ্ঞায় ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাঁর ভার্য্যা হইল। অতঃপর তাহার গর্ভে ইহাঁর রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ নামে পুত্র এবং শূর্পণখা নামে কন্যার জন্ম হয়। রাকার গর্ভে ইহাঁর খর নামে অন্য রাক্ষস পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। (রামা)

বিশ্বকর্ম্মা—দেবশিল্পী। ইনি প্রভাস নামক বায়ু এবং তৎপত্নী যোগসিদ্ধার পুত্র। ইহাঁর কন্যা সংজ্ঞার সাহত সূর্য্যের বিবাহ হয়। ইনি বৃত্রাসুর বধার্থ দধীচির অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করেন। (মহা)

বিশ্বামিত্র—ব্রহ্মর্ষিবিশেষ। ইহাঁর পিতা গাধিরাজ। ইনি প্রথমে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। ইহাঁর অতুল ঐশর্য্য, শতাধিক পুত্র, এবং অসংখ্য সেনা ছিল। একদা বিশ্বামিত্র অক্ষৌহিণী পরিমাণ সেনা সহ ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঋষিবর ইহাঁকে সৈন্যসহ অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া, হোমধেনু শবলার সাহায্যে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজনে তৃপ্ত করিলেন। রাজা কামধেনুর গুণ অবলোকনে, তাহাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিলেন। মুনিবর শবলাকে প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। শবলা লইয়া ক্রমে দুইজনে বিবাদ উপস্থিত হইল। সৈন্যের

সাহায্যে বিশ্বামিত্র ধেনু লইতে চেষ্টা করিলে, শবলা ঋষির আদেশে সেনা সৃষ্টি করিয়া রাজার সৈন্য ধ্বংস করিলেন। রাজার শত পুত্র বশিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে হুঙ্কার দ্বারা দগ্ধ করিলেন।

বিশ্বামিত্র হতপুত্র ও হতসৈন্য হইয়া অতীব দুঃখীত চিত্তে এক পুত্রেকে রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বনে গমন করিলেন। ইনি অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিলে, তিনি বর প্রদানার্থ ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি মন্ত্র ও রহস্যের সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ প্রাপ্তির বর লইলেন। অতঃপর কৃতাস্ত্র হইয়া, ইনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাহা বিনষ্ট করিলেন। তদন্তর ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদণ্ড হস্তে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহার উপর অস্ত্র ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা ইহাঁর ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র ব্যর্থ করিলেন।

হতমান ও হতদর্প হইয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবলের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন করিয়া, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অতঃপর ইনি সস্ত্রীক দক্ষিণদিকে গমন করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ইহাঁর তিনটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

বহু বর্ষ পরে ব্রহ্মা ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে রাজর্ষিত্ব প্রদান করিলেন। এই সময় রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার জন্য চেষ্টিত হইয়া গুরু ও গুরুপুত্রদিগের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইলেন। তাঁহাকে স্বর্গে প্রেরণ করিলে, দেবগণের আদেশে তিনি মর্ত্ত্যে পড়িতে উদ্যত হইলেন। তখন ইনি তপোবলে তাঁহাকে শূন্যে স্থাপন পূর্ব্বক দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়া দক্ষিণদিকে নক্ষত্রগণ সৃজন করিলেন। অন্য দেবগণেরও সৃষ্টি করিতে উপক্রম করিলে, তাঁহারা ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া ত্রিশঙ্কুকে সেই সকল নক্ষত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দেবতার ন্যায় অবস্থান করিতে অনুমোদিত করিয়া ইহাঁকে নিরস্ত করেন।

দক্ষিণদিকে অপস্যার বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, বিশ্বামিত্র পশ্চিমদিকে গমন পূর্ব্বক পুষ্করতীরবর্ত্তী তপোবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাপতি অম্বরীষ যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের পশু ইন্দ্র কর্ত্তৃক হৃত হইলে, পুরোহিত একটী নরবলি দিয়া যজ্ঞ বিঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। রাজা মনুষ্যের অন্বেষণে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ঋচীক ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে লইয়া আইসেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রজনীতে অবস্থান করিলে, শুনঃশেফ ইহাঁকে দর্শন করিয়া ইহাঁর শরণাগত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইনি স্বীয় পুত্রদিগকে শুনঃশেফের পরিবর্ত্তে রাজার সহিত যাইতে বলিলে, তাহারা কেহই ইহাঁর আদেশের অনুবর্ত্তী হইল না। তখন ইনি তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া শুনঃশেফকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দিলেন। তিনি সেই স্তবে অগ্নি হইতে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায় নিরত হইয়া বহুবর্ষ অতীত করিলে, ব্রহ্মা ইহাঁর নিকট আগমন পূর্ব্বক ইহাঁকে ঋষিত্ব প্রদান করিলেন। ইনি পুনরায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নানার্থ উপস্থিত হইলে, মুনিবর মোহিত চিত্তে তাঁহার সহিত দশ বৎসর বাস করিলেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর শকুন্তলা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অতঃপর ইহাঁর চৈতন্য হইলে, ইনি তাঁহাকে বিদায় দিয়া দুঃখিত চিত্তে উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক হিমালয়ে কৌশিকী নদীতীরে অতি কঠিন তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহু বর্ষ পরে ইনি ব্রহ্মার বরে মহর্ষিত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার নিকট জ্ঞাত হইলেন যে তখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন নাই। ইনি পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইহাঁর তপস্যার ব্যাঘাত উৎপাদনার্থ দেবরাজ অপ্সরা রম্ভাকে প্রেরণ করেন। ইনি রম্ভার মনোভাব অবগত হইয়া কুপিত চিত্তে তাঁহাকে বহুবর্ষ শৈলভূতা হইয়া থাকিতে অভিশাপ প্রদান করিলেন।

ক্রোধহেতু তপ অপহৃত হইলে, বিশ্বামিত্র অতীব দুঃখিত চিত্তে পূর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক সুদারুণ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু বৎসর অতিবাহিত হইলে, দেবগণসহ ব্রহ্মা ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে ব্রাহ্মণ্য প্রদান করিলেন। ব্রহ্মর্ষিত্বের সহিত দীর্ঘ আয়ু, চতুর্ব্বেদ, এবং ওঙ্কার প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ইহাঁর সহিত বশিষ্ঠের মিত্রতা স্থাপিত হইল।

অভিলষিত ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া

বিশ্বামিত্র সুখী হইলেন। একদা ইহাঁর সাক্ষাতে দেব সভায় বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের অশেষ গুণের প্রশংসা করেন। ইনি রাজাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ছলে তাঁহার সমুদায় রাজ্য দান লইয়া দক্ষিণার জন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন। তিনি চণ্ডালের কার্য্য স্বীকার করিয়া এবং ভার্য্যা-সহ বিক্রীত হইয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ইহাঁকে দক্ষিণা দিলেন। একদা তাঁহার স্ত্রী মৃত পুত্র লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলে, উভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া গমন করেন। সরযুনদীতীরে ইনি তাঁহাদিগকে "বলা ও অতিবলা" মন্ত্র প্রদান করিলেন। অতঃপর তাড়কার বনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়াতে, রাম রাক্ষসীকে বধ করিলেন। অনন্তর ইনি তাঁহাদিগকে লইয়া স্বীয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গৌতম ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, অহল্যা শাপমুক্ত হন। তথা হইতে ইনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জনকরাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া, সীতার পাণিগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রীর রচয়িতা। ইনি ধনুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন। (রামা, মহা)

বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব্বরাজ। ইনি স্বর্গের গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের অধিপতি। ইহাঁর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। (মহা)

বিষ্ণু—সৃষ্টির পালনকর্ত্তা। ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির দ্বিতীয় পুত্র। সুমহৎ তপস্যা দ্বারা ইনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইহাঁর ভার্য্যা। সুদর্শন চক্র ইহাঁর আয়ুধ। দেবতারা শত্রু কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া ইহাঁর শরণাগত হইলে, ইনি শত্রু সংহার করেন। সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য ইনি যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এইরূপে ইহাঁর দশ (মতান্তরে অষ্টাদশ) অবতার কীর্ত্তিত আছে, যথা—

১। মৎস্য। ৬। পরশুরাম।
২। কূর্ম্ম। ৭। রাম।
৩। বরাহ। ৮। কৃষ্ণ।
৪। নরসিংহ। ৯। বুদ্ধ।
৫। বামন। ১০। কল্কি।

বিষ্ণুশর্ম্মা—পঞ্চতন্ত্রের প্রণেতা। সম্ভবতঃ বিদর্ভদেশ ইহাঁর জন্মস্থান।

কথিত আছে যে চারিজন রাজ পুত্রকে শিক্ষা দিবার ভার ইহাঁর উপর ন্যস্ত হইলে, ইনি গল্পচ্ছলে তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন। সেই সকল গল্প সংযোজিত করিয়া হিতোপদেশ নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বীতহব্য—হৈহয়রাজ বিশেষ। শত পুত্রের সহায়, ইনি দিবোদাসকে পরাজয় করিয়া বারাণসী অধিকৃত করেন। পরে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ইহাঁর শতপুত্র নাশ করিয়া ইহাঁকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন ইনি পলায়ন পূর্ব্বক ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক স্বীয় জীবন রক্ষা করেন; ঋষির কৃপায় ইনি বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হন। (মহা)

বীরভদ্র—মহাদেবের অনুচর বিশেষ। কথিত আছে যে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের সংবাদ প্রাপ্তে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে, ইনি তাহা হইতে উৎপন্ন হন। ইনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন।

বুদ্ধ—বিষ্ণুর নবম অবতার। ইনি ৫৪০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে মহামায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসব হইবার জন্য রাজ্ঞী পিত্রালয়ে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে লুম্বিনী নামক প্রমোদ-কাননে উপস্থিত হইলে বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হন। ইহাঁর জন্মের সপ্ত দিবস পরে মহামায়া পরলোক গমন করিলে, ইনি বিমাতা গৌতমীর দ্বারা যত্নে প্রতিপালিত হন। নামকরণের সময় ইহাঁর নাম সিদ্ধার্থ রক্ষিত হয়। শাক্য বংশে জন্ম বলিয়া, ইহাঁর অপর নাম শাক্যসিংহ

সিদ্ধার্থ বয়সের সহিত শিক্ষার উন্নতি লাভ করিয়া পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বালকের ন্যায় চঞ্চল স্বভাব না হইয়া, ইনি অতি অল্প বয়সেই গম্ভীরতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। নির্জ্জনে চিন্তা করিতে এবং নিবিষ্ট চিত্তে ঈশ্বর ধ্যান করিতে, ইনি ভাল বাসিতেন। ইহাঁর শিষ্টাচারে রাজা হইতে সামান্য ভিক্ষুকও ইহাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

সিদ্ধার্থ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন; কিন্তু সংসারের কার্য্যে লিপ্ত হইতে ভাল বাসিতেন না। রাজকার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকর্ম্মে ইহাঁর অধিক আসক্তি ছিল। প্রজাপালন অপেক্ষা সাধুসেবা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। সাংসারিক কার্য্য অপেক্ষা ঈশ্বর চিন্তায় সমধিক সুখ পাইতেন। ইহাঁর এই সকল ভাব দর্শনে শুদ্ধোদন চিন্তিত হইলেন। রাজকুমারকে সংসারী করিবার জন্য রাজা ইহাঁর বিবাহের চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইহাঁর দ্বারা অশোকভাণ্ড বিতরণের উৎসব সংঘটিত হইল। কুল কুমারী-গণ একে একে ইহাঁর নিকট অশোক ভাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন। অশোকভাণ্ড নিঃশেষিত হইলে সর্ব্বশেষে ইহাঁর মাতুল দণ্ডপাণির কন্যা গোপা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারি-চক্ষু একত্রিত হইলে, উভয়ে উভ-য়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন। অশোকভাণ্ড উপলক্ষে দুই জনে কথোপকথন হয়। উভয়েই উভয়ের প্রতি আশক্ত হইলেন। অতঃপর ইনি তাঁহাকে অশোকভাণ্ডের অভাবে স্বীয় অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

যুবরাজের মনোভাব অবগত হইয়া শুদ্ধোদন দণ্ডপাণির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি সিদ্ধার্থকে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়া গোপার পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন। কথিত আছে যে তখন ইনি ব্যায়াম কৌশল, শৌর্য্য কৌশল, বিদ্যা কৌশল, রাজনৈতিক কৌশল, ধর্ম্মা-নুশীলন কৌশল, এবং শিল্প কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলকে আশ্চর্য্যা-ন্বিত করিলেন। অতঃপর উনবিংশ বৎসর বয়সে গোপার সহিত ইহাঁর উদ্বাহ ক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। গোপার প্রেমে এবং সেবায় ইনি পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া সংসারের নব ভাবে মোহিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের প্রেম ও গুণে মুগ্ধ হইয়া নির্ম্মল সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সিদ্ধার্থের কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। কথিত আছে যে একদা প্রভাতে বন্দিনীগণের গানে ইহাঁর মনে মনুষ্য জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা ও অস্থায়িতার বিষয় উদয় হয়। ইনি পুনরায় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ইনি ভাবিতেন যে এই অনিত্য সংসারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন নিত্য পদার্থ আছে। সেই নিত্য পদার্থ প্রাপ্ত হইলে মানব শান্তি লাভ করিতে পারে। ইনি সেই পদার্থ প্রাপ্ত হইলে, মানবকে শান্তির উৎস দেখাইতে পারিবেন। স্বয়ং মুক্ত হইলে, সকলকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারিবেন। এই রূপ চিন্তায় ইহাঁর মন অহোরাত্র বিলোড়িত হইতে লাগিল।

পতিপ্রাণা গোপা স্বামীকে ম্রিয়-মাণ দেখিয়া দুঃখার্ণবে মগ্ন হই-লেন। একদা গভীর রজনীতে সিদ্ধার্থ স্বীয় মনোভাব তাঁহাকে জানাইয়া কাতর ভাবে বলিলেন, "প্রাণাধিকা গোপা! আমার আর কিছুতেই সুখ নাই, তুমি প্রহৃষ্ট হও, জীবনের মহৎ ব্রতে আমার সহায় হও!" এই বলিয়া ইনি

রোদন করিতে লাগিলেন। গোপা অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া স্বামীর মহৎ কার্য্যে যাহাতে বিঘ্ন উৎপন্ন না হয় তাহা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি স্বামীর সুখের জন্য নিজ সুখ বিসর্জ্জন দিলেন।

একদা সিদ্ধার্থ নগর হইতে প্রমোদ কাননে যাইবার সময় জরাজ্বরিত, মৃত, মুমূর্ষু ব্যক্তি, এবং ভিক্ষুকে দর্শন করিয়া মানবের দুঃখে গাঢ়তর কাতর হইলেন। নিত্য পদার্থের অন্বেষণে গৃহত্যাগ করাই স্থির করিলেন। ইতি মধ্যে ইহাঁর একটী নবকুমার জন্মগ্রহণ করিল। সংসারে আরও একটী বন্ধন হইল বলিয়া ইনি মনে করিলেন। অতঃপর অতি কষ্টে পিতার মত গ্রহণ করিয়া পুত্র জন্মিবার সপ্ত দিবসের রজনীতে শাক্যসিংহ গৃহত্যাগ করিলেন।

ঊনত্রিংশ বর্ষ রয়সে সিদ্ধার্থ নিত্য পদার্থের অন্বেষণে অনিত্য সংসার ত্যাগ করিলেন। ইনি প্রথমে বৈশালী নগরে অড়ার পণ্ডিতের নিকট হিন্দু শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। তৎপরে রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক তন্নিকটবর্ত্তী কোন শৈল গুহায় রুদ্রক নামক জনৈক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে ইনি উরুবিল্ল গ্রামে উপস্থিত হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী উপবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় ইহাঁর সহিত পাঁচজন সন্ন্যাসী মিলিত হইয়া শিষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি অতি কঠোর তপস্যায় রত হইয়া, ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। সৌভাগ্যবান্ সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া চিত্তের চঞ্চলতা দূরীভূত করিয়া আত্মার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হইলেন। চিত্তের চাঞ্চল্যের সহিত ইচ্ছার নির্ব্বাণ হইল। ইচ্ছার সহিত সুখের নির্ব্বাণ, দুঃখের নির্ব্বাণ, ইন্দ্রিয়গণের আধিপত্যের নির্ব্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত হইলেন। ইহাঁর জীবনের একটী উদ্দেশ্য সাধিত হইল। এখন দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য চেষ্টিত হইলেন। অপরকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে হইবে। জন সাধারণের জন্য ইনি কৃতনিশ্চয় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি ব্রহ্মাতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব। এ ধর্ম্ম সকলেই গ্রাহ্য করিবে।" জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে ইনি বোধিদ্রুমের আশ্রয় হইতে বহির্গত হইলেন। ইনি মৃগদাব (বর্ত্তমান সারনাথ—কাশীর তিন মাইল উত্তরে) যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ইহাঁর পূর্ব্ব পঞ্চশিষ্যকে নূতন ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত

করিলেন। ক্রমে ইহাঁর ষষ্টিসংখ্যক্ শিষ্য হইল। তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্ম প্রচারার্থ আদেশ করিলেন। ইহাঁর উপদেশে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে আত্মোৎকর্ষই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য দয়াবৃর্ত্তি পরিচালনা আবশ্যক। সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকা আহরণ, সচ্চেষ্টা, সৎস্মৃতি, সম্যক সমাধি—এই অষ্টবিধ উপায়ে মনুষ্য ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। বুদ্ধের ধর্ম্মে জাতিবিচার রহিত হইল। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকলেই আত্মোৎকর্ষ সাধন জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক জাতীয় হয়। ধর্ম্মমার্গে উন্নতির ন্যূনাধিক্য বিধায় ব্যক্তিগত বিভিন্নতা পরিদৃশ্যমান হইলেও, তাহাদের মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতার অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নবধর্ম্মে বর্জ্জিত হইল। অতি নীচ জাতীর শূদ্রও নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সাধনমার্গে উন্নতি লাভ পূর্ব্বক সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে।

পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বাক্য পালনার্থ বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত হইলে, রাজা বিম্বসার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দেশের শত শত লোক রাজার অনুসরণ করিল। অতঃপর পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বুদ্ধ কপিলবস্তু যাত্রা করিলেন। ইহাঁর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে দেশে কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র লোক নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইল। শুদ্ধোদন অনেককালের পর পুত্রমুখ দর্শনে সুখী হইলেন। ইহাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা নন্দ এবং সপ্তম বৎসরের পুত্র রাহুল ইহাঁর নিকট দীক্ষিত হইয়া, গৃহত্যাগ করিলেন। ধর্ম্ম প্রচারার্থ ইনি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ত্রয়োদশ বৎসর পরে শুদ্ধোদনের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে, ইনি পুনরায় কপিলবস্তুতে গমন করেন। পিতার মৃত্যু হইলে পুরস্ত্রীগণ ইহাঁর নিকট আসিয়া ভিক্ষু হইতে ইচ্ছুক হইলেন। ইনি স্ত্রী ভিক্ষুদের দল গঠিত করিয়া, গোপাকে তাহার নেতৃত্বে নিয়োজিত করিলেন।

একান্ন বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব অশীতি বৎসরে উপস্থিত হইলেন। ইনি পীড়িত হইয়া জানিতে পারিলেন, যে আসন্নকাল অতি নিকট। তজ্জন্য শিষ্যবৃন্দকে একত্র করিয়া সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কুশী নগরে উপস্থিত হইলেন। ইনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইহাঁর শেষ সময় উপস্থিত হইল। ভক্ত শিষ্যগণে

পরিবেষ্টিত হইয়া নিশীথ রাত্রিতে বুদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষীণ স্বরে সকলকে বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পর ধর্ম্ম ও নিয়ম যেন তোমাদের নেতা হয়।" অতঃপর ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শিষ্যবৃন্দকে বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই আমার শেষ কথা যে মানবদেহ ও শক্তি ক্ষণভঙ্গুর, এই বাক্য মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া পরিত্রাণের জন্য সচেষ্ট হইবে।" এই ইহাঁর শেষ বাক্য। এই বলিয়া বুদ্ধদেব তনুত্যাগ করিলেন। (বুদ্ধদেব চরিত)

বুধ—তারার গর্ভসম্ভুত চন্দ্রের পুত্র। ইনি চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ। ইহাঁর ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। (মহা)

বৃত্র—অসুর বিশেষ। কঠোর তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া, অসুর যুদ্ধে অজেয় হয়। অতঃপর দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, বৃত্র স্বর্গে অসুর রাজ্য স্থাপন করে। ইহার বধ কামনায় ইন্দ্রসহ দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জানিতে পারেন যে মহর্ষি দধীচির অস্থিতে নির্ম্মিত অস্ত্রে দৈত্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর দেবরাজ ঋষিবরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর যুদ্ধে ইন্দ্র সেই অস্ত্রের আঘাতে বৃত্রকে নিহত করেন। (মহা)

বৃন্দা—(১) রাধিকার সখীবিশেষ। (২)—জলন্ধরের পত্নী। ইনি অতি পতিব্রতা রমণী ছিলেন। কথিত আছে যে ইহাঁর পুণ্যবলে জলন্ধর অজেয় হয়। স্বয়ং মহাদেবও তাহার বিনাশ সাধনে অসমর্থ হন। অতঃপর দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইলে, তিনি বৃন্দার নিকট গমন করিলে, অসুর নিহত হয়। তখন ইনি বিষ্ণুকে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইহাঁকে সহমরণ যাইতে পরামর্শ প্রদান করেন এবং ইহাঁর ভস্ম হইতে পবিত্র পাদপ উৎপন্ন হইবার বর প্রদান করেন। ইহাঁর ভস্ম হইতে অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

বৃষকেতু—কর্ণের পুত্র। কথিত আছে যে ইহাঁর পিতার দাতৃত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। পারণের জন্য বৃষকেতুর মাংস তিনি ভক্ষণ করিতে চাহেন। কর্ণ অক্ষুব্ধ চিত্তে ব্রাহ্মণের ঈপ্সিত সমস্ত কার্য্য করিলেন। তখন তিনি বৃষকেতুকে পুনর্জীবিত করিয়া কর্ণের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বৃষকেতু ভারত যুদ্ধের পর পাণ্ডব-

দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া। তাঁহাদের নিকট ভ্রাতৃতনয় জ্ঞানে আদৃত হন। ইনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন। (দাতাকর্ণ, মহা)

বৃহদ্বল—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধের ১৩শ দিবসে ইনি অভিমন্যুর হস্তে নিপতিত হন। (মহা)

বৃহস্পতি—দেবগুরু। ইনি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইহাঁর স্ত্রীর নাম তারা। তারা চন্দ্র কর্তৃক হৃত হইলে, ইনি দেবতাদিগের সাহায্যে চন্দ্রের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধের উৎযোগ করেন। চন্দ্র দৈত্যদিগের সাহায্যে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। যুদ্ধস্থলে ব্রহ্মা চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে আনয়ন পূর্ব্বক ইহাঁকে প্রদান করিলে, যুদ্ধ রহিত হয়। ইনি তাঁহাকে দোষশূন্যা জানিয়া পুনঃগ্রহণ করেন। ইহাঁর পুত্র কচ। তিনি ইহাঁর আদেশে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আইসেন। ইহাঁর অপর পুত্রের নাম ভরদ্বাজ।

বৃহস্পতি দেবতাদিগের গুরু এবং মন্ত্রী। ইহাঁর মন্ত্রণাবলে দেবগণ অনেক সময় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। শচী ইহাঁর পরামর্শে নহুষ রাজের হস্ত হইতে আত্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। একদা মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞের আয়োজন করিয়া ইহাঁকে তাহা সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করেন। ইনি ইন্দ্রের আদেশে তাঁহার পৌরাহিত্য পরিত্যাগ করিলে, তিনি ইহাঁর অনুজ সম্বর্ত্ত দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নিষ্পন্ন করেন। (মহা)

বেণ—রাজাবিশেষ। ইনি অঙ্গরাজের ঔরসে সুনীথার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, এবং দৃঢ়তার সহিত রাজ্য শাসন করিতেন। কথিত আছে যে ইনি রাজ্যমধ্যে বলি ও দেবার্চ্চনা নিষেধ করেম। এই রাজাজ্ঞার জন্য ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া ইহাঁকে সেই আদেশ প্রত্যাহার করিতে বলেন। ইনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিলে, তাঁহারা মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা ইহাঁকে বিনাশ করেন। অতঃপর তাঁহারা ইহাঁর মৃতদেহের দক্ষিণ বাহু ঘর্ষণ দ্বারা পৃথুরাজকে উৎপন্ন করিয়া রাজা করেন। (বিষ্ণু)

পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে যে বেণ প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। পরে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা রাজাজ্ঞা দ্বারা দেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন।

বেতালভট্ট—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক জন।

বেদবতী—কুশধ্বজরাজের দুহিতা। রাজার বাসনা ছিল যে বিষ্ণুর সহিত স্বীয় কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শুম্ভদৈত্য কুশধ্বজকে নিহত করিলেন। তাঁহার সহিত রাজমহিষী সহমৃতা হইলেন। বেদবতী পিতৃ মাতৃ বিহীন হইয়া পিতার ইচ্ছা ফলবতী করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় নিরত হই লেন। বহুকাল পরে লঙ্কেশ্বর রাবণ ভ্রমণ করিতে করিতে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হন। তিনি ইহাঁর রূপে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে পত্নীভাবে পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইনি তাহাকে নিজ জীবনের আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ঘটনা বলিলেও তিনি নিবৃত্ত না হইয়া, ইহাঁর প্রতি বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হন। তখন ইনি জলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক তাহাকে এই বলিয়া দেহত্যাগ করেন যে পর জন্মে রাক্ষস বংশের ধ্বংসের কারণ হইবেন। বেদবতী পরজন্মে সীতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (রাম

বৈশম্পায়ন—মুনিবিশেষ। ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। মুনিবর মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের সভায় মহাভারত পাঠ করিলেন। কথিত আছে যে ইনি একদা ব্রহ্মহত্যাক্রান্ত হইয়া শিষ্যদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিতে আদেশ করেন। শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে অসম্মত হইয়া ইহাঁর শিক্ষিত বেদ বমন করেন। সে সকল তিত্তির পক্ষীরূপে বহিষ্কৃত হইলে, ইহাঁর অপরাপর শিষ্যগণ তাহা ধৃত করিয়াছিলেন। (মহা)

ব্যাসদেব—বেদ বিভাগ কর্ত্তা মুনি। ইনি মুনিবর পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। যমুনার একটী দ্বীপে ইহাঁর জন্ম হয় বলিয়া ইহাঁর নাম দ্বৈপায়ন বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রক্ষিত হয়। বাল্যে মাতৃআজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক ইনি তপস্যার্থ বনে গমন করেন। ইনি তপস্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ঋষিবর সমগ্র বেদের বিভাগ (ব্যাস) করিয়াছিলেন বলিয়া পরে ইহাঁর নাম ব্যাস হয়। অরুণীর গর্ভে ইহাঁর বিখ্যাত পুত্র শুকদেবের জন্ম হয়। বিচিত্রবীর্য্যের অকাল মৃত্যু হইলে, সত্যবতী ব্যাসদেবকে স্মরণ করেন। মাতার নির্দ্দেশে ইনি অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু, এবং অম্বিকার দাসীর গর্ভে বিদুর নামক পুত্রত্রয় উৎপাদন করেন। ইহাঁর বরে সঞ্জয় দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া ধৃত-

রাষ্ট্রকে ভারতযুদ্ধের যথাযথ ঘটনা বলিতেন। ভারতযুদ্ধাবসানে ইনি যোগবলে কুরুপাণ্ডবরমণীদিগকে গঙ্গার জলে স্ব স্ব আত্মায় স্বজনকে দেখাইয়াদিলেন। ইহাঁর পরামর্শে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ব্যাসদেব নিয়ম পূর্ব্বক তিন বৎসরকাল সতত উদ্যোগী হইয়া মহাভারত রচনা করেন। কথিত আছে যে একজন লেখকের জন্য চেষ্টিত হইলে ব্রহ্মার আদেশে ইনি গণদেবকে স্মরণ করেন। তিনি উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার লেখনী বিশ্রাম করিবে না, এই নিয়মে তিনি স্বীকৃত হইলেন। ইনিও তাঁহাকে অর্থ অনবগত হইয়া কোন শ্লোক লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। বিষয় নির্দ্ধারণের বিলম্ব হইলে ইনি দুই একটী দুর্জ্ঞেয় (ব্যাসকূট, গ্রন্থগ্রন্থি) শ্লোক রচনা করিতেন। গণেশের তাহা বুঝিয়া লিখিতে বিলম্ব হইলে, ইনি ইতিমধ্যে বহু শ্লোক রচনা করিতেন।

ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ প্রণীত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কুর্ম্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড। মতান্তরে এই সকল অন্য লেখকের লেখনী প্রসূত। তাহারা ব্যাসের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরাণাদি রচনা করিয়া, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যাসদেব নিম্ন লিখিত শ্লোকে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছেন—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাহখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

তুমি রূপবিবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিল গুরু ও বাক্যেয় অতীত, আমি স্তবের দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি—হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটী বিকলতাদোষ ক্ষমা করুন। (মহা)

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাঁর উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে প্রথমে সমুদায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। পরে মহাপুরুষ নিজতেজে অন্ধকার দূর

করিয়া, প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, তাহার মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থিতি করেন। অতঃপর উক্ত ডিম্ব দ্বিখণ্ডিত হইয়া, একভাগে আকাশ, অপর ভাগে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা পরে দশজন মানসপুত্র সৃজন করেন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা; পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু. বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ। এই সকল প্রজাপতি হইতে সমুদায় জীবজন্তু সৃষ্ট হইয়াছে। দেবর্ষি নারদও ইহঁার মানস পুত্র। পিতামহ তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। তাহাতে ঈশ্বর প্রাপ্তির ব্যাঘাত সম্ভাবনায় তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব ও মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে অভিসম্পাত করেন। ব্রহ্মার স্ত্রীর নাম সাবিত্রী। দেবসেনা ও দৈত্য-সেনা নামে ইহঁার দুইটী কন্যা। (মনু, মহা, বিষ্ণু, হরি)

ভগদত্ত—নরকরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃষ্ণের হস্তে নরক নিহত হইলে, ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশের অধিপতি হন। পিতার নিকট ইনি অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র পাইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইহঁার সৌহার্দ্দ ছিল। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে সহিত ইহঁার অষ্টাহ যুদ্ধ হইলে, ইনি পরাজয় স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করেন। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়া বীরত্ব প্রকাশে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের দ্বাদশ দিবসে ইনি ভয়ানক সমরে পাণ্ডবপক্ষের অনেক যোদ্ধার প্রাণ সংহার করেন। স্বয়ং ভীমসেনও ইহঁার নিকট পরাস্ত হন। অর্জ্জুনের সহিত ইহঁার দ্বৈরথ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ইনি বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, কৃষ্ণ তাহা ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন। অতঃপর অর্জ্জুনের হস্তে ইনি নিহত হন। (মহা)

ভগীরথ—সূর্য্যবংশীয় দিলীপরাজের পুত্র। কথিত আছে যে ইনি বাল্যে অস্থির দৃঢ়তা বিহীনে দণ্ডায়মান হইতে কিংবা গমনাগমন করিতে পারিতেন না। একদা মুনি অষ্টা-বক্রকে দেখিয়া সম্ভ্রমার্থ উত্থিত হইতে বিফল চেষ্টা করেন। বিদ্রূপ করিতেছেন মনে করিয়া, মুনিবর অভিশাপ প্রদান করেন, "যদ্যপি বিদ্রূপ করিয়া থাক, তবে বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ উত্তমাঙ্গ হইবে।" ইনি উত্তমাঙ্গ হইলেন।

কপিলকোপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষ-গণের উদ্ধারার্থ ভগীরথ গোকর্ণ

তীর্থে গমন পূর্ব্বক বহু বর্ষ উগ্র তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া ইনি গঙ্গাদেবীকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। তাঁহাব পূতজলে ইহাঁর পিতৃকুল উদ্ধার হইলে, ইনি সফল মনোরথ হইয়া অতীব স্থখী হইলেন। (রামা)

ভট্টনারায়ণ—সংস্কৃতে বেণীসংহার নাটকের প্রণেতা। ইনি আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। ইনি কান্যকুব্জ প্রদেশে পঞ্চকোটি গ্রামে পূর্ব্বে বাস করিতেন। ইহাঁর বংশে কৃষ্ণ নগরের রাজবংশ উদ্ভূত।

ভবভূতি—বিখ্যাত কবি। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পদ্মপুর নামক স্থানে, ইনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভাব নীলকণ্ঠের ঔরসে জাতুকর্ণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। অনুমান পঞ্চম খৃষ্টাব্দে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি বিদর্ভে বিদ্যাভ্যাস করেন এবং অত্যাশ্চর্য্য স্মরণ শক্তির জন্য শ্রীকণ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হন।

ভবভূতি ভোজরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি। ইহাঁর প্রণীত মহাবীর চরিত, মালতীমাধব, এবং উত্তররাম চরিত সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত।

ভবানন্দ মজুমদার—কৃষ্ণ নগর রাজবংশের প্রবর্ত্তক। ইনি ভট্টানারায়ণের বংশে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতি অল্প বয়সে ইনি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। ইনি একদা বয়স্যগণসহ নদীতীরে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমন সময় একখানি সৈনিক পুরুষের নৌকা তথায় উপস্থিত হয়। সঙ্গীগণ ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু ইনি তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া ইনি নৌকাস্থিত ফৌজদারকে হুগলির পথ বলিয়া দিলেন। অতঃপর ফৌজদার ভবানন্দের আত্মীগণের অনুমতি লইয়া ইহাঁকে সপ্তগ্রামে লইয়া পারস্য ভাষা ও রাজকার্য্য শিক্ষা দিলেন। তাঁহার যত্নে ইনি নবাবের নিকট কানুনগুই পদ এবং সম্রাটের নিকট মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রতাপাদিত্যকে জয় করিবার জন্য সম্রাটের সৈন্য বঙ্গদেশে আগমন করিলে, সাতদিন ঝড় বৃষ্টির সময়, ভবানন্দ তাহাদিগকে আহার প্রদান করিয়া জীবিত রাখিয়াছিলেন। বঙ্গাধিপকে পরাজয় করিয়া মানসিংহ ইহাঁকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট বাঙ্গালার চৌদ্দ পরগণার ফরমাণ প্রাপ্ত হইয়া, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদনন্তর ইনি মাটিয়ারিতে রাজবাটী নির্ম্মাণ

করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর মৃত্যু হইলে, ইহাঁর পুত্র গোপাল পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। (ক্ষিতীশবংশাবলী)

ভরত—(১) মুনি বিশেষ। ইনি গন্ধর্ব্ব-বেদের (সঙ্গীত বিদ্যার) প্রণেতা। এই শাস্ত্রে গান, বাদ্য, নৃত্যাদির বিষয় বিবৃত আছে।

(২)—নরপতি বিশেষ। ইনি দুষ্মন্তরাজের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। ইনি বৃহস্পতি তনয় ভরদ্বাজকে পালন করিয়াছিলেন। ভরত অতি পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, এবং সমুদায় ভারতবর্ষ স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন। ইহাঁর নামানুসারে ভারতবর্ষের নাম করণ হইয়াছে। (মহা)

(৩)—দশরথের মধ্যম তনয়। কৈকেয়ীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। রামের বনগমন কালে, ইনি মাতুলালয়ে ছিলেন। ইনি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃশোকে এবং ভ্রাতৃবিয়োগে অতীব দুঃখিত হইলেন। মাতার অনৃতকার্য্য হেতু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া পিতার ঔর্দ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে চিত্রকূট পর্ব্বতে পাইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়া বিফল মনোরথ হন। অতঃপর রামের পাদুকা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া নন্দীগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক রামের নামে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাম গৃহে প্রত্যাগত হইলে, ইনি তাঁহাকে রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন

জনকরাজভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবীর সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর তক্ষ ও পুষ্কর নামে পুত্র দ্বয়েব জন্ম হয়। মাতুলের ইচ্ছায় এবং রামের আদেশে ইনি পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী গন্ধর্ব্বদিগকে জয় করেন। সেই প্রদেশ ইহাঁর দুই পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা তক্ষশিলা ও পুষ্করবতী নামে দুই নগর স্থাপন পূর্ব্বক তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ভরত রামের সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। (রামা)

ভরদ্বাজ—বৃহস্পতির পুত্র, মুনি বিশেষ। ইনি মহারাজ ভরতের দ্বারা পালিত হইয়া ছিলেন। প্রয়াগে ইনি আশ্রম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তপস্যায় উন্নতি লাভ করেন। কথিত আছে যে হিমালয়

প্রদেশে তপস্যার্থ গমন করিয়া অপ্সরা ঘৃতাচীকে দর্শনে ইহাঁর মন বিচলিত হইলে, ইহাঁর পুত্র দ্রোণের জন্ম হয়। (মহা)

ভর্ত্তৃহরি—বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্র ভ্রাতা। বিক্রমাদিত্য ইহাঁকে রাজ্য-শাসনের ভার অর্পণ পূর্ব্বক ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। মতান্তরে ইনি মাতামহের রাজ্যে রাজা হন। অতঃপর স্ত্রীর চরিত্রদোষহেতু বিরাগী হইয়া ইনি সংসার ত্যাগ করেন।

ভর্ত্তৃহরি একজন বিদ্বান লোক ছিলেন এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া চির স্মরণীয় হইয়াছেন। ইনি তিনখানি শতকের এবং ভট্টি-কাব্যের প্রণেতা। ইনি পতঞ্জলি প্রণীত মহাভাষ্যের তাৎপর্য্য-জ্ঞাপিকা কারিকা প্রণয়ন পূর্ব্বক "বাক্যপ্রদীপ" নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। (পাণিনি)

ভানুমতী—(১) দুর্য্যোধনের স্ত্রী। ইহাঁর গর্ভে লক্ষ্মণ নামে পুত্র এবং লক্ষ্মণা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। (মহা)

(২)—ভানু নামক যাদবের কন্যা। ইনি নিকুম্ভ নামক দৈত্য দ্বারা হৃত হন। কৃষ্ণ নিকুম্ভকে বধ করিয়া ইহাঁকে উদ্ধার করিলে, ইহঁর সহিত পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের বিবাহ হয়। (হরি)

(৩)—বিক্রমাদিত্যের মহিষী।

ভারতচন্দ্র রায়—বঙ্গের বিখ্যাত কবি। ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামে ১৬৩৪শকে জন্ম গ্রহণ করেন। কোন কারণ বশতঃ ইহাঁর পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি ভূস্বামী বর্দ্ধমানরাজ বাজেআপ্ত করেন। নানা কারণে গৃহে বিদ্যাভ্যাসের অসুবিধায়, বিদ্যাকাঙ্ক্ষী ভারত একাদশ বৎসর বয়সে পলায়ন পূর্ব্বক মাতুলালয় গমন করিয়া বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। ১৪শ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, ইনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

অতঃপর স্বেচ্ছায় বিবাহ করায়, ইহাঁর ভ্রাতৃগণ ইহাঁর উপর অতিশয় বিরক্ত হন। ভারত পুনরায় গৃহ হইতে গমন পূর্ব্বক হুগলির নিকট দেবানন্দপুর গ্রামে মুন্সীবাবুদিগের বাটীতে অবস্থান করিয়া পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাভ্যাসের জন্য ইহাঁকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। "দিবসে একবার রন্ধন করিয়া তাহাই দুই বেলা আহার করিতেন। কখন কখন ব্যঞ্জনের মধ্যে বার্ত্তাকু দগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই ঘটিয়া উঠিত না।" এই সময়ে ইনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সত্যনারায়ণের পুথি রচনা করিয়া মুন্সীদিগের বাড়ীতে পাঠ করেন।

ভারত বিংশতি বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, আত্মীয় স্বজনেরা ইহাঁর বিদ্যার পরিচয় পাইয়া অতি আহ্লাদিত হইলেন। এই সময়ে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য, ভারত বর্দ্ধমান রাজধানীতে প্রেরিত হন। রাজদরবারে প্রথম কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নিয়মিতরূপে খাজানা দিতে অসমর্থ হইলে, রাজসরকার বিষয় খাস করেন। তাহাতে ভারত আপত্তি উত্থাপন করিয়া, দুষ্ট লোকের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। পরে পলায়ন পূর্ব্বক কটকে মহারাট্টার দিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কটকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। ইনি সন্ন্যাসীর বেশে বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এইবেশে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে, আত্মীয় স্বজনেরা অনেক চেষ্টায় ইহাঁকে পুনরায় গৃহাশ্রমে আনয়ন করেন।

তৎপরে ফরাস ডাঙ্গায় দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিপালিত হইতে প্রার্থনা করেন। চৌধুরী মহাশয় ইহাঁর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সম্মান করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই সময় অর্থের জন্য ইন্দ্র নারায়ণের নিকট আগমন করিয়া, অনুরুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে কৃষ্ণনগর লইয়া যান। মাসিক চল্লিশ টাকা ভারতের বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। ইান কবিতা রচনা করিয়া রাজসভায় পাঠ করিতেন। রাজার আদেশে "অন্নদা মঙ্গল" রচনা করেন এবং বর্দ্ধমান রাজার প্রতি বিরাগহেতু বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া কৌশলে তাহার সহিত সংযুক্ত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাঁকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন। গুণাকর মূলাজোড়ে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হন। ইনি তথায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ১৬৮২ শকে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করেন। পদলালিত্যে, শব্দযোজনায়, এবং সরল ভাষার অবতারণায় ভারতচন্দ্র অদ্বিতীয়। ইনি বঙ্গভাষায় বিবিধ ছন্দ প্রথমে প্রচারিত করেন।

ভারবি—বিখ্যাত কবি। ইনি প্রসিদ্ধ কিরতার্জ্জুনীয় গ্রন্থের প্রণেতা।

ভাস্করাচার্য্য—প্রসিদ্ধ গণিত শাস্ত্রজ্ঞ। ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বীজ্জলবীড় নামক গ্রামে অনুমান ১০৩৬ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। ছত্রিশ বৎসর বয়সে ভাস্কর "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে লীলাবতী নামে পাটীগণিত

এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীজগণিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। অন্যান্য অধ্যায়ে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রকটিত আছে।

কথিত আছে যে ভাস্করের কন্যা লীলাবতীর নামে পাটীগণিত বিরচিত হয়। মতান্তরে উল্লেখ আছে যে লীলাবতী স্বয়ং পাটীগণিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। (লীলাবতী)

ভীম—মধ্যম পাণ্ডব। পবনদেবের ঔরসে এবং কুন্তীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্যক্রীড়ার সময় বালক বৃন্দের মধ্যে কেহই বলে ইহাঁর সমকক্ষ হইত না। এই সময় হইতে ইহাঁর উপর দুর্য্যোধনের হিংসার উদ্রেক হয়। ইহাঁকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি দুইবার বিষ প্রয়োগ করেন এবং একবার হস্ত পদাদি বন্ধন পূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইহাঁর কোন অনিষ্ট হয় না।

ভ্রাতাদিগের সহিত প্রথমে কৃপাচার্য্য এবং পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট ভীম শিক্ষিত হন। গদাযুদ্ধে ইনি অদ্বিতীয় হইলেন। দুর্য্যোধনের সহিত ইহাঁর শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অস্ত্রপরীক্ষার সময় দুইজনে সাংঘাতিক সমরে প্রবৃত্ত হলে, দ্রোণাচার্য্য মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন। ইনি বলরামের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভীমের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। বন পর্য্যটনে তাঁহারা ক্লান্ত হইলে, ইনি তাঁহাদিগকে স্কন্ধে লইয়া গমন করেন। বনে হিড়ম্ব রাক্ষস ইহাঁদিগকে বধ করিতে চেষ্টিত হইলে, ইনি তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আদেশে ইনি হিড়ম্বী রাক্ষসীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর ঘটোৎকচ নামে পুত্রের জন্ম হয়। একচক্রানগরে অবস্থানের সময়, মাতার আদেশে ইনি বক রাক্ষসকে যুদ্ধে বধ করেন। ভ্রাতাদিগের সহিত ইনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত ছিলেন এবং অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ রাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন। অতঃপর ভ্রাতাদিগের সহিত ইনি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। চেদিরাজ শিশুপালের ভগিনীকেও ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

ভ্রাতাদিগের সহিত ভীম ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে ইহাঁর সুতসোম নামক পুত্রের জন্ম হয়। রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত মগধ রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া

তাঁহাকে নিহত করেন। ইনি এই যজ্ঞের জন্য পূর্ব্বদিকের রাজগণকে বিজয় করিয়া কর আদায় করেন। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ঘোটকীরূপী উর্ব্বশীর সহিত কোনস্থানে আশ্রয় না পাইয়া, দণ্ডীরাজ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে, ভ্রাতাদিগের অমতে ভীম তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সমরে অষ্টবজ্র একত্রিত হইলে, উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলে, বিবাদ ভঞ্জন হয়।

দ্যূতক্রীড়ান্তে ভীম ভ্রাতাদিগের সহিত বনে গমন করেন। দ্রৌপদীকে সভায় অপমান করায়, ইনি যুদ্ধে দুঃশাসনের রক্ত পান এবং দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। বনবাসের সময় ইনি রাক্ষস কির্ম্মীর ও জটাসুরকে নিপাত করেন। ইনি যক্ষ মণিমানকে নিহত এবং অন্যান্য কুবেরানুচরদিগকে বিধ্বস্ত করেন। দ্রৌপদীকে হরণ করিতে চেষ্টিত হইলে, ইনি জয়দ্রথকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ইনি তাহার পুচ্ছ উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। একদা ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে শাপগ্রস্ত অজগররূপী নহুষ রাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে শাপমুক্ত করেন।

এক বৎসর অজ্ঞাত বাস কালে, ভীম বিরাটরাজপুরে সূপকার বেশে বল্লব নাম ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করেন। কীচক দ্রৌপদীকে অপমানিত করিলে, ইনি তাহাকে রজনীতে বধ করেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা বিরাট রাজকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিলে, ইনি তাঁহাকে পরাজয় করিয়া রাজাকে মুক্ত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি বিক্রম প্রকাশে বিপক্ষের অনেক সেনা নিহত করিয়াছিলেন। ইনি কর্ণকে বারংবার পরাস্ত করিয়া তাঁহার নিকট ১৪শ ও ১৭শ দিবসের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৭শ দিবসে ইনি দুঃশাসনকে যুদ্ধে নিপাতিন পূর্ব্বক তাঁহার রক্ত পান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করেন। দুর্য্যোধনের অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে সমরে নিহত করিয়া, যুদ্ধের শেষ দিবস তাঁহার উরু ভগ্ন করেন।

যুদ্ধান্তে ভীম ভ্রাতৃগণ সহ হস্তিনাপুর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর ইনি ভ্রাতাদিগের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করেন। কিন্তু অতিমাত্র ভোজন এবং আত্মবলের শ্লাঘা

হেতু পাপস্পর্শে ইনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া সুমেরু-শিখরে পতিত হইয়াছিলেন। (মহা)

ভীষ্ম—শান্তনুরাজের তনয়। ইনি পূর্ব্বে বসু ছিলেন, পরে শাপগ্রস্ত হইয়া গঙ্গার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর নাম দেবব্রত রক্ষিত হয়। ইনি মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্রাদি এবং পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। শৌর্য্যবীর্য্যে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

দেবব্রত পিতার অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেন। শান্তনু দারপরিগ্রহে উচ্ছক হইয়া দাসরাজের পালিত কন্যা সত্যবতীকে প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু দাসরাজ বলিলেন যে যদি সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হয়, তবে তিনি কন্যাদানে স্বীকৃত আছেন। দেবব্রত বর্ত্তমানে শান্তনু তাহাতে অসম্মত হইলেন। ইনি পিতার মনোভাব অবগত হইয়া দাসরাজ সকাশে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বজন সম্মুখে পিতৃসিংহাসনের অনধিকারী হইতে এবং চিরজীবন কৌমারব্রত অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। তখন দাসরাজ সত্যবতীকে প্রদান করিলে, ইনি তাঁহার সহিত পিতার বিবাহ সম্পন্ন করেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে ইচ্ছা মৃত্যুর বর প্রদান করেন। সুদারুণ প্রতিজ্ঞা হেতু ইনি "ভীষ্ম" নাম প্রাপ্ত হইলেন।

পিতার মৃত্যু হইলে, ভীষ্ম অপ্রাপ্ত বয়স্ক বৈমাত্র ভ্রাতার নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইনি তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইলেন। কাশীরাজের কন্যাগণের স্বয়ম্বর উপস্থিত হইলে, ইনি সভা হইতে কন্যা হরণ করেন। এই উপলক্ষে শাল্বরাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে পরাজয় করেন। অতঃপর অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

কাশীরাজের জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বা পূর্ব্বে শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি ভীষ্মের নিকট সমস্ত বিবৃত করিলে, ইনি তাঁহাকে শাল্বরাজ সমীপে যাইতে আদেশ করেন। ভীষ্ম কর্ত্তৃক অপহৃত জন্য শাল্ব তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি পরশুরামের শরণ লইলেন। পরশুরাম তাঁহার সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করেন। ইনি তাহাতে অসম্মত হইলে, তিনি যুদ্ধ করিতে উদ্যত হন। অতঃপর গুরুশিষ্যে

অতি ভীষণ সমর আরম্ভ হইল। ত্রয়োবিংশতি দিবস তুমুল সংগ্রামের পর পরশুরাম পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। অস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ জামদগ্নিকে পরাস্ত করায়, ইহাঁর যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হইলে, ভীষ্ম তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পাত্রীতে বিবাহ দিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, ইনি নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। কুরু-পাণ্ডব বালকবৃন্দের শিক্ষার জন্য ইনি প্রথমে কৃপাচার্য্য পরে দ্রোণাচার্য্যকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাদের শিক্ষার উন্নতি দর্শনে ইনি অতীব সুখী হইলেন।

পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্য্যোধনাদির মনোভাব অবগত হইয়া ইনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে রাজার অধীন থাকাই ধর্ম্মের অনুমোদিত, ইহা মনে করিয়া ইনি উপদেশ দান ভিন্ন দুর্য্যোধনের দুষ্কর্ম্মের কোনরূপ প্রতীকার করিতে পারিতেন না। রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় ইনি আপনাকে মনে করিতেন। দ্যূতক্রীড়ার সভায় ইনি তজ্জন্য পাঞ্চালীর অপমান সহ্য করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে অশেষ দৌরাত্ম্যেও প্রতিবন্ধক হইতে পারেন নাই। উত্তর গোগৃহে কুরুসৈন্য সহ ইনি গমন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হন।

ভারতযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সৎপরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত না করিলে, ইনি কুরুকুল ধ্বংসের বিষয় নিশ্চিত হইলেন। কিন্তু সেই বিপত্তি কালে কাপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করা অসঙ্গত মনে করিয়া পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ইনি কুরুসেনার নায়ক হইয়া যুদ্ধে প্রথম দশ দিবস ঘোরতর সমর করেন। ইহাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল যে প্রত্যেক দিবস দশ সহস্র বিপক্ষরথী বিনাশ করিবেন, এবং কৃষ্ণকে যুদ্ধে অস্ত্র ধরাইবেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শতচেষ্টা সত্বেও ইনি প্রত্যেক দিন দশ সহস্র রথী শমন সদনে প্রেরণ করিতেন। যুদ্ধের তৃতীয় এবং নবম দিবসে ইনি এতাদৃশ দারুণ সমর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে কৃষ্ণ ইহাঁকে নাশ করিতে অস্ত্র ধারণ করেন, কিন্তু অর্জ্জুনের অনুরোধে প্রতিনিবৃত্ত হন। ভীষ্মের নিয়ম ছিল যে নপুংসকরূপে জাত শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না। দশম

দিবসে শিখণ্ডীকে লইয়া অর্জ্জুন ইহাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শরাঘাতে ইহাঁকে রথ হইতে নিপাতিত করেন।

ইচ্ছামৃত্যুর বর প্রভাবে ভীষ্ম শর-শয্যায় জীবিত রহিলেন। যুদ্ধান্তে ইনি যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। অতঃ-পর উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে, ইনি দেহত্যাগ করেন। (মহা)

ভীষ্মক—বিদর্ভের রাজা বিশেষ। কুণ্ডিননগরে ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইনি প্রবল প্রতাপান্বিত জরাসন্ধের অধীনতা স্বীকার করিতেন। ইহাঁর রুক্মী নামে পুত্র এবং রুক্মিণী নাম্নী কন্যা ছিল। জরাসন্ধের শাসনে ইনি স্বীয় দুহিতার বিবাহ শিশুপালের সহিত দিতে স্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। কৃষ্ণের প্রতি ইহাঁর বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। (হরি)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—বঙ্গের বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী। ইনি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন গণনীয় অধ্যাপক ছিলেন। ভূদেব বাবু প্রথমে সংস্কৃত কলেজে পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং প্রশংসার সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ভূদেব বাবু স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক বঙ্গীয় বালকদিগকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং অনবরত পরিশ্রম করিয়াও লোকবল এবং অর্থবল অভাবে কয়েক বৎসর পরে এই মহৎ উদ্দেশ্য ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর ইনি পঞ্চাশ টাকা বেতনে শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পরিশ্রম, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া ইনি ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এডিসনাল্ ইন-স্পেকটরের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি ইন্‌স্পেকটরের পদ প্রাপ্ত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পা-দন পূর্ব্বক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পেন্‌সন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালাভাষার প্রতি এবং বাঙ্গালি দিগের উন্নতির জন্য ভূদেব বাবুর আন্তরিক যত্ন। উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব হেতু, ইনি অনেক গুলি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া-ছেন, যথা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার,

ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, এবং জ্যামিতি ৩য় অধ্যায়। "শিক্ষাবিধায়ক" প্রস্তাব নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহাঁর "ঐতিহাসিক" উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় এক নূতন জিনীস। ইহার পর শত শত উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসই সকলের পথ প্রদর্শক। ইনি "পুষ্পাঞ্জলি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া স্বদেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে "পারিবারিক প্রবন্ধ," "সামাজিক প্রবন্ধ," এবং "আচার প্রবন্ধ" এই পুস্তক তিন খানি প্রণয়ন করেন। "পারিবারিক প্রবন্ধ" বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব পদার্থ। এই পুস্তকে প্রকাশিত অনেক বিষয় অনেকের মতের সহিত মিলিতে না পারে; কিন্তু যিনি ইহা অনুধাবন পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে দারিদ্র্য প্রপীড়িত বঙ্গবাসী ইহার উপদেশানুসারে চলিলে নিশ্চয়ই সুখ শান্তিতে বাস করিতে পারে। অনেক হিন্দুর বিশ্বাস যে গৃহে মহাভারত থাকিলে গৃহদাহ হয় না; সেইরূপ অনেকের বিশ্বাস যে, যে গৃহে পারিবারিক প্রবন্ধ থাকে তথায় অশান্তি প্রবেশ করিতে পারে না।

ভূদেব বাবু যে স্বদেশপ্রেমিক ও স্বদেশহিতৈষী তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই মহাত্মা প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংস্কৃত চর্চ্চার উন্নতির জন্য দান করিয়াছেন। পরের উপকারের জন্য এরূপ নিঃস্বার্থ দান সংসারে অতি বিরল।

ভূরিশ্রবা—নরপতি বিশেষ। ইনি রাজা সোমদত্তের পুত্র ছিলেন। তিনি মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া পুত্রের জন্য এই বর প্রাপ্ত হন যে ইনি সমরে শিনিপুত্র সাত্যকিকে সর্ব্বসমক্ষে পরাস্ত করিয়া পদাঘাত করিতে পারিবেন। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৪শ দিবসের যুদ্ধে ইনি সাত্যকিকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে পদাঘাত করিয়া খড়্গাঘাতে তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, অর্জ্জুন খড়্গসহ ইহাঁর দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন। পরে সাত্যকির হস্তে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। (মহা)

ভৃগু—ব্রহ্মার মানসপুত্র, মুনিবিশেষ। ইনি প্রজাপতিরূপে নিয়োজিত হইয়া দক্ষের কন্যা খ্যাতির সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হন। ইহাঁর তনয়া বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং পুত্র

ধাতৃ ও বিধাতৃ। ইনি ধনুর্ব্বেদ বিদ্যার প্রবর্ত্তক, এবং বিখ্যাত ভৃগুবংশের আদি পুরুষ। শত্রুভয়ে ক্ষত্রিয়রাজ বীতহব্য ইহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ইনি তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ করেন।

কথিত আছে যে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার জন্য একদা মুনিঋষিগণ ভৃগুকে প্রেরণ করেন। ইনি ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মানসূচক প্রণাম না করিলে, তিনি ইহাঁকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। অতঃপর তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক ইনি মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন না। তিনি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে নাশ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি স্তব স্তুতিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন। বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। মুনিবর তাঁহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলে, তিনি জাগরিত হইয়া ইহাঁকে সাদর সম্ভাষণা করিলেন। পদাঘাত হেতু পায়ে আঘাত পাইলেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, তিনি ইহাঁর পদ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ভৃগু বিষ্ণুকে দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণের উপাস্য স্থির করিলেন। (মহা, রামা, পুরাণ)

ভোজ—বিখ্যাত রাজা। মালব দেশে ইহাঁর রাজত্ব এবং ধার নগরে ইহাঁর রাজধানী ছিল। ইনি দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন। কথিত আছে যে ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

মকরাক্ষ—রাবণের সেনাপতি বিশেষ। মকরাক্ষ রাক্ষস খরের পুত্র ছিল। কুম্ভ ও নিকুম্ভ নিহত হইলে, রাবণ ইহাঁকে যুদ্ধে প্রেরণ করে। রাক্ষসবীর ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া অবশেষে রামের হস্তে নিপতিত হয়। (রামা)।

মণিগ্রীব—কুবের তনয়। (নল কুবর দেখ)।

মণিমান্—কুবেরের সখা ও কর্ম্মচারী। একদা দলবলসহ ইনি কুবেরের সহিত দেবতাদিগের মন্ত্রণা সভা কুশস্থলীতে গমন করিতেছিলেন। যমুনাতীরে তপোনিরত অগস্ত্য ঋষিকে দেখিয়া ইনি অজ্ঞান হেতু, মূর্খত্ব, দর্প ও মোহ বশতঃ তাঁহার মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। ঋষিবর ইহাকে অভিসম্পাত করেন যে ইনি দল বলসহ মনুষ্য হস্তে নিপতিত হইবেন। যখন পাণ্ডবর্গণ বনবাসী

হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, তখন ভীম দ্রৌপদীর জন্য পঞ্চবর্ণ পুষ্প আনয়নার্থ গমন করিলে, ইহার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইনি ভীম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। (মহা)।

মতঙ্গ—মুনি বিশেষ। ইহাঁর আশ্রম ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে ছিল। একদা কপিরাজ বালী অসুর দুন্দুভিকে যুদ্ধে নিহত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। মৃতদেহের রক্তবিন্দু মুনিবরের শরীরে পতিত হইলে, ইনি বালীকে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে নিহত হইবার অভিসম্পাত করেন।

মৎস্য—বিষ্ণুর প্রথম অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু দৈত্য হয়গ্রীবকে নিহত করিয়া, মনু ও বেদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। (পুরাণ)

মদালসা—তত্ত্বদর্শিনী রমণী বিশেষ। ইহার পিতার নাম বিশ্বাবসু। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। ইহাঁর সহিত চন্দ্রবংশীয় প্রবর্দ্দনরাজের পরিণয় হয়। ইহাঁদের পুত্র প্রখ্যাতনামা অলর্ক। ইনি পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। (মার্কণ্ডেয়)।

মধু—দৈত্য বিশেষ। ইহার জন্ম বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে হয়। ব্রহ্মাকে বধার্থ উদ্যত হইলে, বিষ্ণু ইহাকে এবং ইহার ভ্রাতা কৈটভকে নিহত করেন। (মার্কণ্ডেয়)।

(২)—যদুবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইহাঁর নামানুসারে ইহাঁর বংশধরগণ "মাধব" নামে খ্যাত হন।

(২)—রাক্ষস বিশেষ। ইহার রাজধানী মধুপুরে ছিল। মধু রাবণের মাসতুত ভগ্নী কুম্ভীনসীকে হরণ করে। ইহার বিরুদ্ধে রাবণ সসৈন্য মধুপুরে উপস্থিত হইলে, কুম্ভীনসীর অনুরোধে, উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

তপস্যাদ্বারা মধু মহাদেবকে তুষ্ট করিলে, তিনি ইহাকে একটী অমোঘ শূল প্রদান করেন। সেই শূলপ্রভাবে মধু সকলের অজেয় ছিল। এই শূল ইহার পুত্র লবণকে প্রদান করিয়া পুণ্যবলে মধু বরুণ লোক প্রাপ্ত হয়। ইহার কন্যা মধুমতীর সহিত সূর্য্যবংশীয় হর্য্যশ্বের বিবাহ হয়। (রামা)

মধুসূদন দত্ত—বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যশোর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড় গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যে গ্রামস্থ পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করিয়া, পরে পিতা রাজনারায়ণ দত্তের নিকট কালকাতায় অবস্থান পূর্ব্বক হিন্দু কলেজে ইংরাজি পড়িতে প্রবৃত্ত হন। গ্রীক এবং লাটিন ভাষাও ইনি শিক্ষা করেন।

মধুসূদন ষোল বৎসর বয়সে হিন্দু

ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর মাদ্রাজে গমন করিয়া ইংরাজি সংবাদ পত্রে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া অনতিকাল মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এই সময় ইনি মাদ্রাজ কলেজের অধ্যক্ষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি সস্ত্রীক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, পুলিস আদালতে কেরাণির কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে সেই আদালতের দোভাষীর (ইন্‌টার প্রিটার) কার্য্য প্রাপ্ত হন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন রত্নাবলী নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করেন। অতঃপর মাতৃভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া কবিবর দুই বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে নিম্ন লিখিত গ্রন্থনিচয় প্রণয়ন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন—শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো সালিকের ঘাড়ের রোঁ, মেঘনাদ বধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণ কুমারী নাটক, এবং বীরাঙ্গনা কাব্য।

আইন শিক্ষার্থ মধুসূদন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সপরিবার ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে ইনি "চতুর্দ্দশাবলী কবিতা" বিরচিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময় ইহাঁর আর্থিক সাহায্য করিতেন; কবিবর তাহা ৮৬ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন—

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে,
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! * *

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইলেন। অর্থের অভাবে ইহাঁর শেষ জীবন দুঃখে অতিবাহিত হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বয়ং রুগ্ন শয্যাশায়ী হইলেন। বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন কবিবর আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহ জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করেন। পিতৃমাতৃ বিহীন হইয়া ইহাঁর দুইটী পুত্র অকূল সাগরে পতিত হইল।

মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিতাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক। বঙ্গভাষায় যে বীররসাত্মক কবিতা প্রণয়ন করা যায়, তাহা ইনি প্রথম প্রদর্শন করেন। ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া, কবিবর বঙ্গবাসীর চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছে। রচনার জটিলতা, উপমাউপমেয়ের অসঙ্গতি, যতির স্থানচ্যুতি প্রভৃতি দোষে দূষিত হইলেও, মধুসূদনের কাব্যের গুণরাশি এই সকল দোষ নাশ করিতে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে কবির নাম অক্ষয় করিতে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থ।

মনসা—সর্পরাজ অনন্তদেবের ভগিনী এবং আস্তীকের মাতা। কশ্যপের ঔরসে এবং কদ্রুর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর অপর নাম জরৎ-কারু। সর্পকুল ধ্বংসের শাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বাসুকি দেবাদেশে ইহাঁর সহিত জরৎকারু মুনির বিবাহ দেন। অতি যত্ন পূর্ব্বক মুনির সেবাশুশ্রূষা করিয়া ইনি সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। একদা মুনি-বর অপরাহ্নে নিদ্রিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হইবার উপক্রম হইলে, ইনি তাঁহাকে জাগ্রত করেন। তখন মুনি অসন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া তপ-স্যার্থ গমন করেন। মুনির ঔরসে ইহাঁর আস্তীক নামে পুত্রের জন্ম হয়। জনমেজয়ের সর্পমেদ যজ্ঞে ইনি পুত্র আস্তীককে তথায় প্রেরণ করিলে, যজ্ঞ বন্দ হয়। (মহা)

মনু—(১) সায়ম্ভুব মনু। ইনি শতরূপার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রসূতি ও আকূতি নামে কন্যাদ্বয় জন্ম গ্রহণ করে। (মহা, বিষ্ণু)

(২)—বৈবস্বত মনু। ইনি সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর দশটী পুত্রের মধ্যে ইক্ষাকু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। ইহাঁর কন্যার নাম ইড়া (ইলা)।

মনোরমা—কার্ত্তবীর্য্যের মহিষী। ইনি অতি ধার্ম্মিকা ও পতিপরায়ণা রমণী ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি স্বামীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। তাহা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য হইবে না বলায়, ইনি স্বামীর পরাজয় অনি-বার্য্য মনে করিয়া, যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলেন।

কার্ত্তবীর্য্য যে মনোরমাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যে অবগত হওয়া যায়। তিনি যুদ্ধস্থলে পরশুরামকে বলেন, "যুদ্ধে পরাজিত হইব সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আপনাকে আমার পূর্ব্ববীরত্ব দেখাইতে পারি-লাম না, কারণ আমার শ্রেষ্ঠার্দ্ধাংঙ্গ মনোরমা তনু ত্যাগ করিয়াছেন।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

মন্থরা—কৈকেয়ীর দাসী। এ অতি কুটিল স্বভাবের স্ত্রীলোক ছিল। ইহার মন্ত্রণায় উত্তেজিত হইয়া কৈকেয়ী রামের বনবাস রূপ বর দশরথের নিকট লইয়া-ছিলেন। রামের বনবাস গমনের পর, ভরতশত্রুঘ্ন অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে, মন্থরা শত্রুঘ্নের নিকট বিল-ক্ষণ উত্তম মধ্যম পাইয়াছিল। (রামা)

মন্দোদরী—রাবণের মহিষী। ইনি

ময় নামক দানবের ঔরসে এবং হেমা অপ্সরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। রাবণের ঔরসে ইহাঁর মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়। রাবণের মৃত্যুর পর ইনি বিভীষণের মহিষী হন। (রামা)

ময়—দৈত্যশিল্পী। দৈত্যরাজ বলির সৈন্যের সহিত ইনি স্বর্গ জয় করিতে গমন করিয়া, যুদ্ধে বিশ্বকর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হেমা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইহাঁর কন্যা মন্দো-দরীর জন্ম হয়। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে ইহার দুইটী পুত্র ছিল। রাবণের সহিত ইহাঁর দুহিতার বিবাহ হয়। জামাতাকে ইনি ইহার বিখ্যাত শূল অর্পণ করেন।

কৃষ্ণার্জ্জুন খাণ্ডববন দাহ করিবার সময় ময় তথায় অবস্থান করিতে ছিলেন। পলায়নপর হইয়া ইনি কৃষ্ণের দ্বারা আক্রান্ত হন। পরে অর্জ্জুনের শরণাগত হইলে প্রাণ রক্ষা হয়। প্রত্যুপকার হেতু ইনি কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডব-দিগের সভা নির্ম্মাণ করেন। (মহা, রামা, বিষ্ণু)

মরিচী—ব্রহ্মার মানস পুত্র, সপ্তর্ষির একজন। ইনি প্রজাপতি রূপে নিয়োজিত হইয়া কর্দ্দমতনয়া কলাকে বিবাহ করেন। কশ্যপ ইহাঁর পুত্র। (মহা, বিষ্ণু)।

মরুৎ—(মরুত)—বায়ুগণ। দিতির পুত্রগণ দেবতাদিগের দ্বারা নিহত হইলে, তিনি স্বামীর নিকট অজেয় পুত্র প্রার্থনা করেন। অতঃপর তাঁহার গর্ভে মরুতের উৎপত্তি হয়। গর্ভাবস্থায় ইন্দ্র ইহাকে বজ্রাঘাতে ঊনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করেন। কশ্যপের বরে ইহারা জীবিত থাকিয়া ঊনপঞ্চাশত বায়ু নামে অভিহিত হইল। ইহারা পবনদেবের অধীনে স্থাপিত হয়। (রামা, বিষ্ণু)

মরুত্ত—রাজা বিশেষ। ইনি সূর্য্য-বংশে অবিক্ষিতের পুত্র। শৌর্য্য-বীর্য্য সম্পন্ন মরুত্ত যজ্ঞাদি করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি একদা যজ্ঞ করিবার মানসে সমুদায় দ্রব্য আয়োজন করিয়া কুলগুরু বৃহস্পতিকে আহ্বান করেন। তিনি ইন্দ্রের আদেশে ইহাঁর যজ্ঞকার্য্য করিতে অসম্মত হন। ইনি নারদের পরামর্শে বৃহস্পতির অনুজ সম্বর্ত্তের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। (মহা)

মহাদেব—দেবতা বিশেষ। ইনি তিনজন শ্রেষ্ঠদেতার অন্যতম, এবং ঈশ্বরের সংহার শক্তিস্বরূপ। ইনি মহাপুরুষের দ্বারা সৃষ্ট হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তপস্যায় উন্নতি লাভ করিয়া ইনি মহা যোগী হইলেন। ইনি মহর্ষি অত্রির শিষ্য। বাঘছাল ইহাঁর পরিধেয়, সর্প

ইহাঁর কটিবন্ধ ও উত্তরীয়, ভস্ম ইহাঁর বিভূতি, এবং নন্দী ইহাঁর পার্শ্বদ।

ঈশ্বরের সংহার শক্তির স্বরূপ বলিয়া মহাদেব সমুদায় অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞ। ত্রিশূল ইহাঁর প্রধান আয়ুধ। ইহাঁর ধনুকের নাম পিনাক। ধনুকের ন্যায় ইহার আকার এবং দুই সীমা তন্তু দ্বারা অবনত ভাবে আবদ্ধ। যুদ্ধে শর নিক্ষেপে এবং অন্য সময় বাদন কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হইত। মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র বিখ্যাত। যদ্ধে ইনি অজেয়। ত্রিপুরাসুরের উপদ্রব হইতে ত্রিসংসার রক্ষা করিবার জন্য, ইনি তাহাকে বিনাশ করেন। বিষ্ণুর সাহায্যে ইনি জলন্ধরকে নিহত করেন। কিন্তু বাণাসুরের সাহায্যে ইনি শোণিতপুরে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে কৃষ্ণের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

দেবদৈত্যগণের দ্বারা সমুদ্র মন্থন হইলে, মহাদেব সর্ব্বশেষে উপস্থিত হইয়া পুনরায় সমুদ্র মন্থন করিতে আদেশ করিলেন। তদনন্তর কালকূট বিষ উত্থিত হইলে, ইনি তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। তপস্যাদ্বারা তুষ্ট হইয়া ইনি ঈপ্সিত বর অর্পণ করেন। ইহাঁর বর প্রভাবে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি দৈত্যগণ দৃপ্ত হইয়া পরে নিহত হয়। পরশুরাম ইহাঁর নিকট অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রও ইহাঁর নিকট অস্ত্র প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইনি তাহাকে কিরাতরূপে দর্শন দিয়া ছলে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর পরিতুষ্ট হইয়া ইনি তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন।

মহাদেব দক্ষরাজ তনয়া সতীকে বিবাহ করেন। ভৃগুর যজ্ঞে ইনি শ্বশুরকে সম্মান প্রদর্শন না করিলে, তিনি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইহাঁকে নিমন্ত্রণ করেন না। সতী পিতার যজ্ঞ দর্শন করিতে গমন করিলে, দক্ষ ইহাঁর অশেষ নিন্দা করেন। তচ্ছ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলেন। ইনি ক্রোধে স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে তাহা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। ইনি দক্ষালয়ে গমন করিলে, প্রসূতীর অনুরোধে দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করেন। অতঃপর সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া ইনি উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু চক্রে সেই মৃতদেহ কর্ত্তন করিলে, ইনি যোগমগ্ন হইলেন।

সতী হিমালয়ের গৃহে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পার্ব্বতী নামে খ্যাত হইলেন। তারকাসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা-পাইবার জন্য দেবগণ মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ দিতে উৎসুক হইলেন। ইহাঁর যোগভঙ্গ করিবার জন্য কন্দর্প প্রেরিত

হইলেন। ইহাঁর মন ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইলে, ইনি ক্রোধানলে মদনকে ভস্মীভূত করিলেন। অতঃপর পার্ব্বতী কঠোর তপস্যা দ্বারা ইহাঁকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইলেন। কার্ত্তিকেয় ও গণেশ নামে ইহাঁদের পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা গঙ্গা ও ইহাঁর পত্নী হইয়াছিলেন।

মহাদেবের অপরাপর নাম—আশুতোষ, ঈশান, গঙ্গাধর, ত্রিপুরারি, ত্র্যম্বক, ত্রিলোচন, ধূর্জ্জটি, নীলকণ্ঠ, পঞ্চানন, পিনাকী, বামদেব, ভোলানাথ, মৃত্যুঞ্জয়, মহেশ্বর, রুদ্র, শঙ্কর, শিব, শম্ভু, শূলী, সদাশিব, হর, ইত্যাদি। (রামা, মহা, পুরাণ)

মহানন্দ—মগধের নন্দবংশীয় শেষ রাজা। ইনি একজন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। মুরা নাম্নী জনৈক শূদ্রানীর গর্ভে ইহাঁর পুত্র বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। মহানন্দ শকটার নামে মন্ত্রীকে বিনা দোষে অপমান করিলে, তিনি প্রতিহিংসার জন্য উত্তেজিত হইলেন। অতঃপর একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি চাণক্যকে রাজবাটীতে উপস্থিত করিলে, ইনি পণ্ডিতবরকে অপমানিত করেন। চাণক্য প্রতিহিংসা লইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া কৌশলে ইহাঁর ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসন অর্পণ করেন। (মুদ্রারাক্ষস)

মহামায়া—বুদ্ধদেবের মাতা। ইনি কলিদেশের অধিপতি অঞ্জনরাজের দুহিতা ছিলেন। ইহাঁর সহিত কপিলবস্তুর ভূপতি শুদ্ধোদনের পরিণয় হয়। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ বয়সে মহামায়া বুদ্ধদেবকে গর্ভে ধারণ করেন। পূর্ণগর্ভে ইনি পিত্রালয়ে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে লুম্বিনী নামক প্রমোদ কাননে উপস্থিত হইলে, ইনি সুখে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া শাল কাননে উপনীত হইলেন। একটী শালবৃক্ষের নবপল্লব ছিন্ন করিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিয়াছেন, এমন সময় ইহাঁর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। অচিরকাল মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বুদ্ধদেবকে প্রসব করিলেন। ইহার সপ্তদিবস পরে ইনি ইহ জীবন পরিত্যাগ করেন। (বুদ্ধদেবচরিত)

মাঘ—কবিবিশেষ। ইহাঁর প্রণীত "শিশুপাল বধ" সংস্কৃত ভাষার মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য।

কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ।

মাণ্ডবী—কুশধ্বজ রাজার কন্যা। ইহাঁর সহিত ভরতের পরিণয় হয়।

তক্ষ ও পুষ্কর নামে ইহাঁর দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। (রামা)

মাতঙ্গী—নবম মহাবিদ্যা। ইহাঁর বর্ণনা অন্নদামঙ্গলে এইরূপ আছে—

রত্ন পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি,
চতুর্ভুজ খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি।
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ফলকে,
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। ইনি ইন্দ্রের সখারূপেও বর্ণিত আছেন। ইহাঁর স্ত্রীর নাম সুধর্ম্মা। ইহাঁর কন্যা গুণকেশীর সাহত সুমুখ নামে নাগের বিবাহ হয়। মাতলির জামাতা বলিয়া দেবরাজ সুমুখকে গরুড়ের ভয় হইতে ত্রাণ করেন। রাবণবধ দিবসে দেবরাজের আদেশে ইনি রথ লইয়া রামের সাহায্যার্থে লঙ্কায় উপস্থিত হন। (রামা, মহা)

মাদ্রী—মদ্রদেশের অধিপতির কন্যা। মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হয়। ইহাঁর গর্ভে অশ্বিনী কুমারের ঔরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। পাণ্ডুরাজের মৃত্যু হইলে, ইনি পুত্র-দ্বয়কে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর সহিত চিতারোহণে দেহ ত্যাগ করেন। (মহা)

মাধাই—বিষ্ণুভক্ত সাধু। মাধাই অগ্রে ঘোরতর পাষাণ্ড ছিল এবং লোকের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিত। শান্ত প্রকৃতির বৈষ্ণবগণকে দেখিলে, মাধাই ভ্রাতা জগাইয়ের সহিত তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিত। ইহারা একদা নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে তাড়া করিয়াছিল।

একদা নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমত সময় জগাই মাধাই তাঁহাকে ধৃত করে। মাধাই কলসির কাণা ফেলিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করে। মস্তক বিদ্ধ হইয়া শোণিত ধারা পড়িতে লাগিল। মাধাই পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, জগাই তাহা নিবারণ করে। ইতিমধ্যে চৈতন্য সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। জগাই চৈতন্যের কৃপায় ভক্ত-রূপে পরিণত হইল। মাধাইকে নিত্যানন্দ ক্ষমা করিলেন এবং হরিনাম জপ করিতে দিয়া ইহার উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন।

অতঃপর জগাই মাধাই হরিভক্ত হইয়া প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। নিতাইয়ের আদেশে মাধাই গঙ্গাতীরে প্রত্যহ সকলের নিকট পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা পার্থনা করিতেন। ক্রমে হরিনামের গুণে ইনি সাধু-বৈষ্ণব রূপে পরিণত হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। (ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা)

মানসিংহ—রাজপুত বীর। ইনি অম্বরাধিপতি ভগবান সিংহের ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। তিনি অপুত্রক বিধায় ইনি অম্বরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মোগল সম্রাট আকবর স্বয়ং ভগবান সিংহের ভগিনীর এবং তাঁহার পুত্র সেলিম ইহাঁর ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধ হেতু ইনি দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক আদৃত ছিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধি ও শৌর্য্যবলে ক্রমে তাঁহার বিশ্বাস ভাজন হইয়া একজন প্রধান কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন।

মুসলমানের সহিত সম্বন্ধ হেতু প্রতাপসিংহ মানসিংহকে শ্রদ্ধা করিতেন না। একদা ইনি উদয়পুরে উপস্থিত হইলে, ইহাঁর ভোজনের সময় রাণা স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া পুত্র অমরসিংহকে প্রেরণ করেন। ইনি অপমানহেতু ভোজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিয়া প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হন। মোগল সৈন্যসহ হল্‌দিঘাটে ইনি প্রতাপকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

মানসিংহ একজন বীর পুরুষ ছিলেন। সম্রাট ইহাঁকে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিবার জন্য ইনি বঙ্গে প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও বন্দী করেন। ভবানন্দ মজুমদার আহারীয় প্রদান করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী গমন করেন। সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালায় চৌদ্দ পরগণার আধিপত্য তাঁহাকে প্রদান করেন। ইনি পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ মোগল সম্রাজ্যভুক্ত করেন। কাবুলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, ইনি তথায় প্রেরিত হইয়া দেশ শাসনাধীনে আনয়ন করেন। (ইতিহাস)

মান্ধাতা—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ। কথিত আছে যে ইনি পিতা যুবনাশ্বরাজের বামপার্শ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া যথা নিয়মে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পুত্র মুচুকুন্দ।

মান্ধাতা অতি পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ইনি সসাগরা ধরা পরাজয় করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সুমেরু-শিখরে উপস্থিত হন। তথায় রাবণের সহিত ইহাঁর যুদ্ধ সংঘটন হয়। যুদ্ধে উভয়ে সমান হইলে, দুই জনের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়।

কথিত আছে যে মান্ধাতা পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গ জয় করিতে উপস্থিত হন। তখন দেবরাজ ইহাঁকে মধুতনয় লবণকে জয় করিতে বলি-

লেন। ইনি মধুবনে উপনীত হইয়া লবণপ্রক্ষিপ্ত শূলে নিহত হন। (রামা)

মায়াবতী—রতির নামান্তর। হর-কোপানলে রতি বিধবা হইয়া, দেবাদেশে জানিতে পারেন যে কৃষ্ণের পুত্ররূপে কামদেবের জন্ম হইবে। সেই শিশুকে ষষ্ঠদিনে শম্বর দৈত্য হরণ করিবে। রতি মায়াবতী নাম ধারণ পূর্ব্বক শম্বর দৈত্যের আলয়ে অবস্থান করেন। প্রদ্যুম্ন হৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, একটী মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ধৃত হয়। সেই মৎস্য অসুর গৃহে নীত হইলে, মায়াবতী তাহার উদরে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া লালন পালন করেন। ইনি তাঁহাকে সমুদায় আসুরিক মায়া বিদ্যায় শিক্ষিত করেন। প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে সমুদায় ঘটনা জ্ঞাপন করান। শম্বর নাশ হইলে, মায়াবতী প্রদ্যুম্নের সহিত দ্বারকায় গমন করিয়া তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহীত হইলেন। (হরি)

মায়াবী—দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র, অসুর বিশেষ। পিতৃহন্তা বালীকে বধ করিবার মানসে এ অসুর কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হয়। বালী যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলে, মায়াবী ভয়ে পলায়ন করিয়া ভূবিবর মধ্যে প্রবেশ করে। বালী ইহার অনুসরণ করিয়া, ইহাকে বধ করে। (রামা)

মারীচ—রাক্ষস বিশেষ। তাড়কা ও সুন্দ ইহার মাতা পিতা। রাক্ষস, বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপন্ন করিত। রাম ও লক্ষ্মণ যজ্ঞরক্ষার্থ গমন করিয়া ইহাকে দূরীভূত করেন। রাম বনে গমন করিলে একদা মারীচ হরিণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে আইসে। পরে রামের শরের ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক সমূদ্রতীরে তাপস-বেশে বাস করে। অতঃপর সীতা-হরণ করিবার জন্য রাবণের আদেশে মারীচ স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতা রামকে মৃগ ধরিতে অনুরোধ করিলে, তিনি ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। পরে মারীচ রামের বাণে বিদ্ধ হইয়া রামের কণ্ঠের ন্যায় স্বরে "হায় লক্ষ্মণ, হায় সীতা" বলিয়া প্রাণত্যাগ করে। (রামা)

মার্কণ্ডেয়—মুনি বিশেষ। ইনি মুনিবর মৃকণ্ডুর পুত্র ছিলেন। ইনি কল্পান্তজীবী। (পুরাণ)

মাল্যবান—সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। কথিত আছে যে মাল্যবান তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হয়। সেই বরের প্রভাবে মনোরম্য স্বর্ণ লঙ্কায় সে বন্ধুবান্ধবের

সহিত বাস করে। পরে বিষ্ণুর দ্বারা তাড়িত হইয়া সবন্ধুবান্ধব রাক্ষস পাতালে গমন করে। অতঃপর লঙ্কা রাবণের অধিকৃত হইলে, মাল্যবান তাহার মন্ত্রী হইল। রামরাবণের যুদ্ধে মাল্যবান নিহত হয়। (রামা)

মিহির—বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা। ইনি বরাহের পুত্র এবং খনার স্বামী ছিলেন। পিতার সহিত ইনি বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের এক রত্ন বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে যে ইহাঁর জন্মের পর বরাহ, গণনায় ভুল করিয়া একশত বৎসরের পরিবর্ত্তে দশ বৎসর স্থির করিয়া দুঃখিত হন। অল্প বয়সে পুত্রের মৃত্যু হইবে নিশ্চয় জানিয়া ইহাঁকে লালন পালন করিয়া মায়াজনিত দুঃখ পাওয়া অপেক্ষা সেই সদ্যোজাত শিশুকে মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক জলে ভাষাইয়া দেওয়া শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। মিহির সিংহলে প্রতিপালিত হইয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। তথায় খনার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়।

অতঃপর মিহির সস্ত্রীক সিংহল হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কথিত আছে যে, বনে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত ইহাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইহাঁদিগকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন। মিহিরের সহিত বরাহের পরিচয় হইলে, তিনি আহ্লাদে পুত্র পুত্রবধূ গৃহে লইলেন। আকাশের নক্ষত্র সংখ্যা গণনা করিয়া দেওয়ায় জ্যোতিষে খনার বিশেষ বুৎপত্তির বিষয় অবগত হইয়া, রাজা তাঁহাকে সভায় উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করেন। কুলবধূকে রাজসভায় উপস্থিত করায় অপমানের ভয়ে, মিহির পিতৃকর্ত্তৃক খনার জিহ্বা ছেদন করিতে আদিষ্ট হন। এই নিষ্ঠুর আদেশে ইনি অতিশয় ম্রিয়মান হইলেন। কিন্তু গণনায় নিজ মৃত্যুর উপায় অগ্রে জানিতে পারিয়া, খনা স্বামীকে জিহ্বা-ছেদন করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর মিহির রাজসভায় পিতার সহিত নবরত্নের এক রত্ন রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। (বরাহমিহির)

মীরাবাই—ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা। ইনি রাজস্থানের জনৈক রাঠোর বংশীয় রাজার তনয়া ছিলেন। রূপগুণে অতুলনীয়া মীরার সহিত মেবরাধিপতি বীরবর কুম্ভের পরিণয় হয়। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিনী হইলেন। কিন্তু পার্থিব ঐশ্বর্য্য ইহাঁর মন মোহিত করিতে পারিল না। যে হৃদয় ধর্ম্মের অতুল বিভবে পূর্ণ, তথায় কি সাংসারিক সুখভোগ প্রবেশ করিতে

পারে? রাজরাণী হইয়াও ইনি সামান্য সন্ন্যাসিনীর ন্যায় সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

মীরাবাই বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ইনি স্বামিগৃহে শক্তির উপাসনা দেখিয়াও তৎপথাবলম্বিনী হইতে পারিলেন না। এই বিষয় লইয়া ক্রমে ঘোর আন্দোলন উঠিল। রাজমাতা ইহাঁকে শক্তির উপাসক হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর উপাসনা ইহাঁর জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে; জীবন সত্ত্বে ইনি তাহা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলেন। এইজন্য ইহাঁকে অশেষ গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। মাতৃ-ভক্ত কুম্ভ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। অবশেষে ইনি বিষ্ণুর উপাসনা কিংবা রাজপ্রাসাদ পরি-ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলেন। ধর্ম্মার্থ ইনি অম্লানবদনে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর অতুল বিভব পরিহার পূর্ব্বক মীরা দীনভিকারিণীর বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিস্কৃত হইলেন। তদনন্তর স্বামীদত্ত অর্থে মীরা-বাই ধর্ম্মশালা স্থাপন-পূর্ব্বক অনাথা দীন হীনের আশ্রয়স্থল হইয়া মনের সাধে ধর্ম্মার্থ নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিলেন। কয়েক বৎসর এই রূপে অতিবাহিত হইলে, ইনি দেশে দেশে তীর্থ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। কথিত অছে যে দ্বারকায় উপনীত হইয়া, মীরাবাই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। (রাজস্থান)

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—চণ্ডী-কাব্যের প্রণেতা। বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী দামুন্যা গ্রাম কবিবরের জন্ম স্থান। ইহাঁর পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। শিবরাম ও মহেশ নামে দুইটী পুত্র এবং চিত্রলেখা ও যশোদা নামে দুইটী কন্যার জন্ম হয়। কবিবর পিতা পিতামহের নাম স্বীয় কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন—

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবি কঙ্কণ॥

বর্দ্ধমানের নবাবের অত্যাচারে মুকুন্দরাম পৈতৃক বাসস্থান পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী আঁড়বা নামক গ্রামের রাজা বাঁকুড়াদেবের নিকট উপস্থিত হন। ইহাঁর বিদ্যার পরিচয় পাইয়া, রাজা ইহাঁকে পুত্রের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন।

জীবিকা নির্ব্বাহের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া, মুকুন্দরাম বিদ্যার আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর ইনি "চণ্ডীকাব্য" প্রণয়ন করেন। অনুমান ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের পর এবং ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মধ্যে এই কাব্য বিরচিত হয়। কবিত্ব, পাণ্ডিত্য

ও কল্পনা গুণে ইহাঁর গ্রন্থ বিখ্যাত হইল। বোধহয় ইনি আশ্রয়দাতা রাজার নিকট "কবিকঙ্কন" উপাধি প্রাপ্ত হন। কবিকঙ্কণ কারুণ্যরসে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কৃত্তিবাসের সময় অপেক্ষা যে ভাষার উন্নতি হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীকাব্যের অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ভাষায় এবং বিবিধ ছন্দে উপলব্ধ হয়।

মুচুকুন্দ—মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। ইনি একজন বীরপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে যে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে ইঁনি দেবতাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। দেবগণ বর দিতে চাহিলে, ইনি যুদ্ধে অত্যন্ত ক্লান্তহেতু বিশ্রামার্থ নিদ্রা যাইবার জন্য নিভৃত প্রদেশ পাইবার এবং যে ইহাঁর নিদ্রার বিঘ্ন উৎপন্ন করিয়া ইহাঁর দৃষ্টিগোচর হইবে সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইবার বর প্রার্থনা করেন। ঈপ্সিত বর প্রপ্ত হইয়া, ইনি পর্ব্বতগুহায় বহুকাল ব্যাপী নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

কথিত আছে যে কৃষ্ণ কালযবনকে নাশ করিবার জন্য সেই পর্ব্বতের গুহায় কৌশলে লইয়া যান। তিনি গুহায় লুক্কায়িত হইলে, কালযবন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাঁকে শয়ান দেখিয়া পদাঘাতে জাগৃত করিয়া ইহাঁর দৃষ্টিতে ভস্মীভূত হয়

অতঃপর মুচুকুন্দ গুহা হইতে বহির্গত হইয়া যুগ পরিবর্ত্তনের সহিত জীব জন্তুর পরিবর্ত্তন এবং স্বীয় রাজ্য পরকরতলস্থ দর্শন করিলেন। অনন্তর তপস্যার্থ হিমালয় প্রদেশে গমন পূর্ব্বক যোগারূঢ় হইয়া, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। (হরি)

মুরা——চন্দ্রগুপ্তের মাতা। কথিত আছে যে ইনি মহানন্দের পরিচারিকা ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ইহাঁর চন্দ্রগুপ্ত নামক বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। চন্দ্রগুপ্ত সৌভাগ্যশালী হইয়া মগধে রাজ্য স্থাপন করিলে, ইহাঁর নামানুসারে সেই রাজবংশের নাম মৌর্য্যবংশ রক্ষিত হয়। (ইতিহাস)

মেঘনাদ—রাবণতনয়, মন্দোদরী গর্ভসম্ভূত। এই রাক্ষস একজন বীরপুরুষ ছিল। মেঘনাদ সপ্তযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবের নিকট কামগামী রথ, তামসী মায়া, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। রাবণ স্বর্গ জয় করিতে যাত্রা করিলে, মেঘনাদ সেই রাক্ষস সৈন্যসহ গমন করে। ইহার সহিত জয়ন্তের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তামসীমায়ার প্রভাবে যুদ্ধস্থলে অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া রাবণি তাঁহাকে পরাস্ত করে। দেবগণ কর্ত্তৃক রাক্ষস সৈন্য সহ রাবণ পরাজিত হইলে, মেঘনাদ মায়াবলে দেবতাদিগকে

পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রকে বন্দী করে। ইন্দ্রকে মুক্ত করিবার জন্য ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, ইহাকে যজ্ঞ সমাপন করিয়া যুদ্ধে গমন করিয়া অজেয় হইবার বর প্রদান করিয়া, তাঁহাকে মুক্ত করেন। দেবরাজকে জয় করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ইন্দ্রজিৎ হইল।

রামরাবণের যুদ্ধের প্রথমে মেঘনাদ অশোকবনে হনুমানকে বন্দী করে। অতঃপর এই রাক্ষস বানরসৈন্যসহ রাম লক্ষ্মণকে দুইবার পরাস্ত করে। বিভীষণের পরামর্শে লক্ষ্মণ ইহার যজ্ঞশালায় গমন পূর্ব্বক ইহাকে নিহত করেন। (রামা)

মেনকা—অপ্সরা বিশেষ। বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্নের জন্য দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ইনি তাঁহার সহিত দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার ঔরসে ইহাঁর শকুন্তলা নাম্নী পুত্রী জন্ম গ্রহণ করে। (রামা)

মেনা, মেনকা—হিমালয়ের পত্নী। কথিত আছে যে ইনি পিতৃগণের মানস কন্যা ছিলেন। ইহাঁর মৈনাক নামে পুত্র এবং গঙ্গা ও উমা নামে পুত্রীদ্বয় জন্ম গ্রহণ করে। (পুরাণ)

মৈনাক—মেনকা গর্ভসম্ভূত, হিমালয়ের পুত্র। কথিত আছে যে পূর্ব্বে পর্ব্বতের পাখা ছিল। পরে জীবের অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রাঘাতে পর্ব্বতের পাখা ছেদন করেন। মৈনাক পবনের সাহায্যে পলায়ন পূর্ব্বক সমুদ্রের সাহায্য লইলেন।

যদু—যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবযানির গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার জরা লইতে অস্বীকৃত হইলে, ইনি অভিশপ্ত হইয়া পুরুষানুক্রমে রাজসিংহাসন হইতে বঞ্চিত হন।

ইনি যাদবদিগের আদি পুরুষ এবং ইহাঁর নামানুসারে যদুবংশের নামকরণ হইয়াছে। (মহা)

যম—দিক্‌পালবিশেষ। ইনি দক্ষিণদিকের অধিপতি। সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। সূর্য্যের নিকট ছায়াকে রাখিয়া, সংজ্ঞা স্থানান্তরে গমন করিলে, ছায়া ভ্রাতা ভগিনী সহ যমকে লালন পালন করেন। পরে সপত্নী সন্তানের প্রতি ছায়ার অযত্ন হওয়ায়, ইনি তাঁহাকে আঘাত করিতে পদ উত্তোলন করেন। ছায়ার শাপে ইহাঁর পদদ্বয় ক্ষত ও কীট পূর্ণ হয়। পিতৃ সমীপে সমুদায় জানাইলে, সূর্য্য ইহাঁকে একটী কুক্কুর দিলেন। ঐ কুক্কুর ক্ষত

হইতে নির্গত পূঁজ ও কীট ভক্ষণ করিত। (ধর্ম্ম দেখ) (মহা)

যযাতি——নরপতিবিশেষ। ইনি মহারাজ নহুষের পুত্র ছিলেন। পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া অতি দক্ষতার সহিত ইনি রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা যযাতি মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া জল অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তাঁহাকে অতি যত্নে উত্থিত করিয়া পিতৃসমীপে প্রেরণ করিলেন। অন্য এক সময় ইনি মৃগয়ায় আগমন পূর্ব্বক সখীগণে পরিবেষ্টিতা দেবযানীকে দর্শন করেন। অতঃপর শুক্রাচার্য্যের অনুমতি ক্রমে উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর যদু ও তুর্ব্বসু নামে পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়।

অনুরুদ্ধ হইয়া যযাতি দৈত্যরাজ তনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে গোপনে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর দ্রুহ্য, অনু, ও পুরু নামে তিনটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দেবযানী এই বিষয় অবগত হইয়া ক্রোধে পিতৃসমীপে গমন করেন। শুক্রাচার্য্য ইহাঁকে অকালে জরাগ্রস্ত হইতে অভিশাপ প্রদান করেন। অতঃপর ইনি তাঁহার তুষ্টি সাধন করিলে, তিনি এই জরা পাত্রান্তর করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, এবং যে পুত্র জরা গ্রহণ করিবে তাহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। ইনি পুত্রদিগকে স্বীয় জরা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে, প্রথম চারি পুত্র তাহা লইতে অস্বীকৃত হইল। সর্ব্বশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিত্রাজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইয়া স্বীয় যৌবন ইহাঁকে প্রদান করিয়া ইহাঁর জরা গ্রহণ কবিলেন। ইনি পুরুকেই সিংহাসন প্রদান করিতে স্থির করিয়া অন্যান্য তনয়গণকে রাজপদ হইতে বঞ্চিত করিলেন।

কথিত আছে যে যযাতি বিষয়াসক্ত হইয়া ধর্ম্মানুযায়ী সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। বহু বর্ষ পরে ইনি পুত্র পুরুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার যৌবন দ্বারা অভিলষিত বিষয় ভোগ করিয়াছি; পরন্তু যেমন হুতাশনে ঘৃত প্রদান করিলে, নির্ব্বাণ না হইয়া বরং প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কখন কাম নিবৃত্তি হয় না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তু একজনের উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হয় না, অতএব ভোগ-

তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই বিহিত। যে তৃষ্ণা বার্দ্ধক্য হইলেও ক্ষয় হয় না, এবং যাহা প্রাণ বিনাশক রোগ স্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ ভিন্ন সুখী হইবার আর উপায় নাই। আমি বহুবর্ষ বিষয়াসক্ত ছিলাম তথাপি আমার বিষয়তৃষ্ণা দিন দিন প্রবল হইতেছে; অতএব আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিয়া অরণ্যে বাস করিব।"

এই বলিয়া যযাতি প্রিয়পুত্র পুরুকে যৌবনসহ রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক ঈশ্বরে চিত্ত স্থির করিবার জন্য সাধনার্থ বনে গমন করিলেন। (মহা)

যশোদা—কৃষ্ণের পালনকর্ত্রী মাতা। ইনি নন্দঘোষের স্ত্রী ছিলেন। মথুরায় দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের যে সময়ে জন্ম হয়, ইনিও সেই সময়ে একটী কন্যা প্রসব করেন। বসুদেব কৃষ্ণকে গোপনে ইহাঁর ক্রোড়ে রাখিয়া, কন্যাটী লইয়া গমন করেন। ইনি কৃষ্ণকে আপন সন্তান জ্ঞানে লালন পালন করেন। তিনি মথুরায় গমন করিলে ইনি নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। (হরি)

যাজ্ঞবল্ক্য—মুনি বিশেষ। ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত সংহিতা প্রসিদ্ধ। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি হোতৃত্ব করেন। কথিত আছে যে ইহাঁর গুরু ব্রহ্ম হত্যা পাপে আক্রান্ত হইয়া যজ্ঞের আয়োজন করেন। ইনি তৎকার্য্যে লিপ্ত হইতে অসম্মত হইয়া গুরুশিক্ষিত বেদ বমন করেন। উক্ত আছে যে সে সকল তিত্তির পক্ষীরূপে বহির্গত হইয়াছিল। (মহা)

যুধিষ্ঠির—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। ইনি কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মরাজের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর ইনি মাতা ও ভ্রাতৃগণ সহ হস্তিনাপুরে আগমন পূর্ব্বক প্রতিপালিত হন। কুরু পাণ্ডবদিগের সহিত ইনি কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শস্ত্রে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুনিয়মে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া, ইহাঁর যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। অন্য পাণ্ডবগণ ইহাঁকে পিতৃবৎ মান্য করিতেন এবং সর্ব্বতোভাবে ইহাঁর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেন।

রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য দুর্য্যোধনের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র মাতা ও ভ্রাতৃগণ সহ যুধিষ্ঠিরকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। ইহাঁদিগকে বিনাশ করিবার জন্য দুর্য্যোধন তথায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদিগকে

তন্মধ্যে বাস করিতে দেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুরের পরামর্শে ইঁনি তথায় সতর্ক ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সম্বৎসর অতিবাহিত হইলে, বিদুরপ্রেরিত লোকের সাহায্যে ইহাঁরা নিরাপদে পলায়ন করেন। বনে ইহাঁর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভীম হিড়ম্বীকে বিবাহ করেন। অতঃপর একচক্রা নগরীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ব্যাসদেবের আদেশে ইনি স্বজন সহ পাঞ্চালে গমন করেন। তথায় এক কুম্ভকারের গৃহে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বর উপস্থিত হইলে, ইনি ভ্রাতাদিগের সহিত ব্রাহ্মণ-বেশে সভায় উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন লক্ষ বিদ্ধ করিলে, তাঁহার সহিত রাজাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ভীমকে অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ নিয়োজিত করিয়া, ইনি নকুল ও সহদেবকে লইয়া বাসায় মাতৃসমীপে উপনীত হইলেন। অতঃপর ভ্রাতৃগণের সহিত ইনি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

পাণ্ডবদিগের সংবাদ পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করেন। ইন্দ্রপ্রস্থে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে, ইনি ভ্রাতাদিগের সাহায্যে তথায় নূতন রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে ইহাঁর রাজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্রৌপদীর গর্ভে ইহাঁর প্রতিবিন্ধ্য নামক পুত্রের জন্ম হয়।

কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞের প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণের সহিত ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ পূর্ব্বক জরাসন্ধকে নিহত করিয়া বন্দী রাজগণকে মুক্ত করেন। অতঃপর মহাসমারোহ পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। এই যজ্ঞ দর্শনে দুর্য্যোধনের মনে হিংসার উদ্রেক হয়। বলে ইহাঁদের বিরুদ্ধে কিছু করা অসম্ভব দেখিয়া, তিনি ছলের আশ্রয় লইলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের মত লওয়াইয়া দূতক্রীড়ায় ইহাঁকে আহ্বান করেন। দ্যূতে আহূত হইয়া অস্বীকার করা ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম নহে বলিয়া, ইনি ক্রীড়ার্থ হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। কপট দ্যূতে ইনি শকুনির নিকট রাজ্যাদি সমুদায় ক্রমে ক্রমে হৃত হইলেন। দ্যূতে মত্ত হইয়া ভ্রাতৃগণ সহ স্বয়ং জিত হইয়া দ্রৌপদীকেও পরাজিত হইলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন পূর্ব্বক অপমান করিলে ইনি ধর্ম্মের বাধ্য হইয়া কিছু বলিলেন না। অতঃপয় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে ইহাঁরা দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত হইয়া

রাজ্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। পিতার মত লওয়াইয়া দুর্য্যোধন ইহাঁকে পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করেন। ইনি ক্রীড়ায় রত হইয়া একপণে রাজ্যাদি হৃত হন, এবং অপর পণে দ্বাদশ বৎসরের জন্য স্ত্রী ও ভ্রাতৃগণসহ বনে গমন করেন। দ্বাদশ বৎসরের পরে এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের ব্যবস্থাও নির্দ্ধারিত হইল।

অতি দুঃখিত মনে যুধিষ্ঠির মাতাকে বিদুরের আশ্রয়ে রাখিয়া স্ত্রী ও ভ্রাতাদিগের সহিত বনে গমন করিলেন। আত্মকৃত অন্যায্য কার্য্যে স্বজন সহ দুর্ব্বিসহ ক্লেশ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ইনি অতীব ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু ইনি কোন অবস্থাতেই ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। ধর্ম্মপথে থাকিয়া এরূপ অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও, ইনি ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করেন নাই; বরং ভ্রাতাদিগের সমক্ষে দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন—"আমি ধর্ম্মের ফল নিমিত্ত ধর্ম্মাচরণ করি না, আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মের অনুগামী। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে দোহন করত ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করে, যে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, তাহাকে ধর্ম্মবণিক বলা যায়।"

ধার্ম্মিক বলিয়া যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ইহাঁকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দান করিলে, ইনি সেই বিদ্যা অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সময় ইহাঁর নিকট মুনিঋষিগণ আগমন করিতেন এবং ইহাঁদিগকে পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করাইয়া সুখী করিতেন। ইনি বৃহদশ্বের নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করেন। পাণ্ডবদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থ দুর্য্যোধন সসৈন্যে ঘোষযাত্রা করিয়া ইহাঁদের দুঃখ দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইলেন। কুরুসৈন্যের সহিত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, দুর্যোধন পরাজিত হইয়া সস্ত্রীক বন্দী হইলেন। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজের হস্ত হইতে তাঁহাকে মুক্ত করেন। দ্রৌপদীকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া জয়দ্রথ ভীম কর্ত্তৃক ধৃত ও নিপীড়িত হইলে, ইনি তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক মুক্ত করেন। বনবাসকালে ধর্ম্মরাজ যক্ষরূপে ইহাঁকে দেখা দিয়া পরীক্ষার্থ বিবিধ প্রশ্ন করেন। ইনি সমুদায় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া, তাঁহার আশীষ ভাজন হইলেন।

অজ্ঞাত বৎসর যাপন করিবার জন্য যুধিষ্ঠির স্ত্রী ও ভ্রাতাদিগের সহিত বিরাট রাজসভায় উপস্থিত

হইলেন। কঙ্ক নাম ধারণ পূর্ব্বক ইনি রাজসভাসদ হইয়া রহিলেন কীচকের মৃত্যুর পর সুশর্ম্মা বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিয়া, রাজাকে বন্দী করিলে, ইহাঁর আদেশে ভীম সুশর্ম্মাকে বন্দী ও বিরাটরাজকে মুক্ত করেন। উত্তরের সহিত বৃহন্নলারূপ অর্জ্জুন কুরু-সৈন্য বিধ্বস্ত করিলে, ইনি উত্তরের নাম না করিয়া বৃহন্নলার বারংবার প্রশংসা করিলে, বিরাট-রাজ ক্রোধান্ধ হইয়া অক্ষাঘাতে ইহাঁর নাসিকা হইতে শোণিত পাতিত করেন। ইনি তাঁহাকে ক্ষমা করেন। ত্রয়োদশ বৎসর অন্তে ইনি বিরাট নগরে প্রকাশিত হইলে, স্বজনবর্গ তথায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর ইনি অভিমন্যুর সহিত উত্তরার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির স্বীয় রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির নিমিত্ত দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করেন। ইনি সর্ব্ব-তোভাবে যুদ্ধে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু যখন দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য কিংবা পঞ্চখানি গ্রামও দিতে অস্বী-কৃত হইলেন, তখন ইনি অগত্যা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাঁর পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত হয়। যুদ্ধের অগ্রে ইনি পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, এবং মাতুল শল্যকে প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ইহাঁর সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারা ইহাঁকে যুদ্ধে বিজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ করেন। ইনি সাধ্যানু-সারে যুদ্ধ করিতেন। দ্রোণ বধ দিবসে ইনি "অশ্বত্থমা হত ইতি গজঃ" বলিয়া জীবনে একবার মাত্র মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ১৭শ দিবসের যুদ্ধে কর্ণ কর্ত্তৃক ইনি পরাজিত এবং জর্জ্জরিত হইয়া শিবিরে গমন করেন। পরে অর্জ্জুনের হস্তে তাঁহার নিধন সংবাদ শ্রবণে সুখী হইলেন। ১৮শ দিবসে ইনি সমরে শল্যরাজকে নিহত করেন। যুদ্ধান্তে ইনি গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে তাঁহার দৃষ্টিতে ইহাঁর পদনখ বিবর্ণ প্রাপ্ত হয়। শরশয্যায় ভীষ্ম ইহাঁকে অনেক সদুপদেশ দান করেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে রাজা হইয়া স্বজন সহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেবের আদেশে এবং কৃষ্ণের ইচ্ছায় ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। অতি সমারোহের সহিত যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। অনন্তর ইনি দীনচিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুরকে বনগমন করিতে মত দিলেন। তাঁহা-দিগকে দেখিবার জন্য এক বৎসর পরে ইনি স্বজনসহ বনে গমন

করেন। বনের নিভৃত স্থানে ইনি বিদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি ইহাঁকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যোগবলে দেহত্যাগ করেন। হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পরে ইনি নারদের মুখে ধৃতরাষ্ট্রাদির দাবানলে মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হইলেন।

অতঃপর যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণের দেহত্যাগ হইলে, যুধিষ্ঠির সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর স্ত্রী ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত ইনি মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে ইহাঁরা হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন, এবং ভীম যথাক্রমে পতিত হইলে, ইনি একাকী স্বর্গারোহণার্থ গমন করিতে লাগিলেন। সাধনা দ্বারা ইনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, ও মৃত্যু পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর পতন হয় নাই। এই সময় ধর্ম্মরাজ কুক্কুরবেশে ইহাঁর অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই কুক্কুরকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে আদিষ্ট হইয়া, ইনি শরণাগতকে ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তজ্জন্য ধর্ম্মরাজ ইহাঁর উপর অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর স্বর্গে গমন পূর্ব্বক দ্রোণ বধের নিমিত্ত পাপস্পর্শ হেতু নরক দর্শন করেন। পরে দেবনদী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানুষী মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যদেহ ও সন্তাপহীন হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। (মহা)

যুবনাশ্ব—সূর্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইনি প্রসেনজিতের পুত্র ছিলেন। বিখ্যাত মান্ধাতা ইহাঁর তনয়। (মহা)

যুযুৎসু—বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের ন্যায় ইনি অধার্ম্মিক ছিলেন না। ভারতযুদ্ধে ইনি দুর্য্যোধনের সেনার সহিত উপস্থিত হন। কিন্তু কৌরব পক্ষীয় যে কোন বীর পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলে, সম্মানের সহিত গৃহীত হইবার বিষয় যুধিষ্ঠির সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইলে, ইনি পাপ কৌরবদিগকে ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রয় লইলেন। যুদ্ধের পর ইনি মাত্র ধৃতরাষ্ট্রের জীবিত পুত্র ছিলেন। সমরান্তে সঞ্জয় ইহাঁকে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করেন। (মহা)

রক্তবীজ—দৈত্যবিশেষ। রক্তবীজ দৈত্যরাজ শম্ভুনিশম্ভুর সেনাপতি ছিল। কথিত আছে যে ইহাঁর রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইলে, তাহা হইতে অসুর সৃষ্ট হইত।

চণ্ডমুণ্ড নিহত হইলে, দৈত্যরাজ ইহাকে সংগ্রামে প্রেরণ করেন। দেবী ইহাকে নিহত করিয়া ইহার রক্ত পান করেন। (মার্কণ্ডেয়)

রক্ষরজা—বানররাজ। ব্রহ্মার অশ্রুজল হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। বর্ণিত আছে যে উত্তর মেরুশিখরে স্থিত সরসীজলে অবগাহন করিলে, কপিবর স্ত্রীরূপ লাভ করিল। এই অবস্থায় ইহার বালী ও সুগ্রীব নামে পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। রক্ষরাজ পুনরায় বানররূপ প্রাপ্ত হইল। অতঃপর ব্রহ্মা ইহাকে কিচকিন্ধার রাজত্ব প্রদান করেন। (রামা)

রঘু—সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশেষ। ইনি মহারাজ দিলীপের পুত্র এবং অজের পিতা। ইনি অতি ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, এবং বিবিধ জনপদ পরাজয় করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, ইনি সমুদায় দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণকে দান করেন। (রামা)

রণজিৎসিংহ—পঞ্জাব কেশরী। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরণবালায় এই বীর পুরুষের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা মহাসিংহ পঞ্জাবের একটী মিসিলের (উপবিভাগের) কর্তৃত্ব করিতেন। বাল্যকালে বসন্ত রোগে রণজিতের একটী চক্ষু নষ্ট হয়। অষ্টম বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া, ইনি মাতা ও পিতার দেওয়ানের কর্তৃত্বাধীনে অবস্থান করেন। ইনি অল্প বয়স হইতেই স্বীয় বুদ্ধি, সাহস, ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়া শিখদিগের নেতৃত্ব-গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হন।

এই সময় পঞ্জাব দোরাণী ভূপতির অধীন ছিল। তাঁহার অধীনে শিখ সর্দ্দারগণ ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে আধিপত্য করিতেন। একদা জেমান শাহ দোরাণী বিতস্তা নদীর অপর তারে কামান লইয়া যাইতে অসমর্থ হন। পরে রণজিতের বুদ্ধি কৌশলে ও কার্য্যপটুতায় সে সকল নির্ব্বিঘ্নে নদীর অপর তীরে উপস্থিত হইল। দোরাণী সন্তুষ্ট হইয়া রণজিতকে লাহোরের অধিপতি করিলেন। এই সময় ইহাঁর বয়স ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র।

রণজিৎসিংহ ক্রমে অধীনস্থ প্রদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশেষ প্রযত্নে সৈন্যদিগকে শিক্ষিত করিলেন। ইহাঁর উৎকৃষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া খাল্সা সৈন্য অন্যের অজেয় হইল। ইনি ক্রমে পঞ্জাবে স্বীয় অধিকার স্থাপন পূর্ব্বক মহা প্রতাপান্বিত স্বাধীন ভূপতি হইলেন। লাহোর নগর ইহার রাজ্যের রাজধানী

হইল। আত্মাধিকার দৃঢ়ভূত করিয়া ইনি রাজ্য প্রসারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় মুলতান ও কাশ্মীর আফ্গানদিগের অধীন ছিল। রণজিৎ আফগানদিগকে পরাজিত করিয়া মুলতান অধিকার করিলেন। অতঃপর কাশ্মীর জয়াভিলাষী হইলেন। সৈন্যসামন্ত সহ ইনি পথে অসীম বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধে আফ্গান অধিপতিকে পরাজিত করিয়া, বহুকালের পর পৃথিবীর নন্দন কানন কাশ্মীরে হিন্দু পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন।

অতঃপর রণজিৎ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উৎকৃষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে যত্নবান হইলেন। এই জন্য ইনি গুণবান ইউরোপবাসীদিগকে সৈণিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা ইহাঁর সৈন্য ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। স্বীয় বলাবল বিবেচনা করিয়া, রণজিৎ পেসওয়ার জয়ার্থ উৎসুক হইলেন। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত আফ্গানগণ সিন্দুনদ পার হইয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছে। এখন ইনি তাহার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। সসৈন্য রণজিৎ পেসওয়ারে উপস্থিত হইলেন। আফ্গানগণ ইহাঁর ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া দলে দলে শিখদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। নওশেরার ক্ষেত্রে উভয় সৈন্যে সাক্ষাৎ হয়। আফ্গানগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া প্রথমতঃ শিখসৈন্য বিধ্বস্ত প্রায় করিয়া তুলিল। তখন সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য রণজিৎ তরবারী গ্রহণে বিপক্ষের ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় ইহাঁর সেনাপতি ফুলাসিংহ সসৈন্য বিপক্ষদল ভীষণবেশে আক্রমণ করিলেন। ইহাঁদের বীরত্ব দর্শনে উত্তেজিত হইয়া, সমুদায় শিখসৈন্য বিপক্ষ উপরে যুগপৎ পতিত হইয়া জয়লাভ করিল। পেসওয়ার অধিকার করিয়া, রণজিৎ লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রণজিৎ সিংহের সহিত ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ইহাঁর জীবিত কালে সেই মিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মহাবীর রণজিতসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন। (ইতিহাস)

রতি—কামদেবের স্ত্রী। হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে, ইনি দেবাদেশে শম্বর দৈত্যের ভবনে মায়াবতী নামে অবস্থান করেন। (হরি)

রম্ভা—অপ্সরা বিশেষ। ইনি ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চেষ্টিত হইয়া

তাহার অভিশাপে শৈলরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। একদা ইনি কুবের তনয় নলকুবরের নিকট গমন করিতেছিলেন, এমন সময় রাবণ ইহাঁকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে। তজ্জন্য নলকুবরের অভিসম্পাতে রাবণ আর অন্য স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে পারিত না। (রামা

রাজরাজেশ্বরী—দশ মহাবিদ্যার একটী মূর্ত্তি। অন্নদামঙ্গলে ইহাঁর রূপ এইরূপ বর্ণিত আছে—

> রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর,
> চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর।
> বিধি, বিষ্ণু, ঈশ্বর, মহেশ, রুদ্র পঞ্চ,
> পঞ্চপ্রেত নিয়মিত বসিবার মঞ্চ॥

রাজারাম—শিবজীর কনিষ্ঠ পুত্র। শিবজির মৃত্যুর পর, শম্ভুজির দুর্বৃত্ততা হেতু অনেক বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় ইহাঁকে রাজা করিবার মনস্থ করেন। কিন্তু শম্ভুজি তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল করিয়া স্বয়ং রাজা হন। তখন ইনি একরূপ বন্দীভাবে ছিলেন। শম্ভুজির মৃত্যু এবং শাহুর কারাগার হইলে, রাজারাম মহারাষ্ট্রদিগের নেতা হন। ইনি মহারাষ্ট্রদিগকে বিভিন্ন সেনাপতির অধীন করিয়া, মোগল সৈন্য আক্রমণ ও বিব্রত করিতে আদেশ করেন। ইহাঁর এই নূতন প্রণালীতে চালিত হইয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলসৈন্য পুর্ব্বাপেক্ষা বিব্রত করিতে সমর্থ হইল। দুঃখের বিষয় এই সময় ইহাঁর মৃত্যু হয়। (ইতিহাস)

রাধা, রাধিকা—বৃষভানু রাজার ঔরসে কলাবতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। রায়ানঘোষের সহিত ইনি পরিণয় পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন।

বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণের গোকুলে অবস্থিতি কালে, তাঁহার ঐশ্বরীকত্ব জানিতে পারিয়া, ইনি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। এই আসক্তি ভক্তদিগের আদর্শ স্থল। ইহা পাপের আসক্তি নহে। ধর্ম্মব্যাখ্যাকারীরা বলেন যে রাধার বিবরণ সর্ব্বতোভাবে রূপক। ভক্তকে ঈশ্বরে মন কিরূপে নিবেশ করিতে এবং তন্ময় হইতে হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য কবি রাধিকার সৃষ্টি করিয়াছেন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ রূপক অযথা ভাবে বুদ্ধিকরায়, ধর্ম্মের অবনতির সহিত অবশেষে ভক্তের আদর্শ রাধা যাত্রায় রাধায় পরিণত হইয়াছেন।

(২)—অধিরথের স্ত্রী এবং কর্ণের পালিকা মাতা। একদা ইনি স্বামী সহ নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় একটী মঞ্জুসা জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। অধিরথ তাহা ধৃত করিয়া তন্মধ্যে সদ্যপ্রসূত কর্ণকে প্রাপ্ত হন। আপন সন্তান জ্ঞানে রাধা তাহাঁকে প্রতি-

পালন করেন। ইহাঁর নামানুসারে কর্ণের এক নাম রাধেয়। (মহা)

রাবণ—রাক্ষসরাজ। মুনি বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। কথিত আছে যে ইহার দশ মস্তক এবং বিংশতি হস্ত ছিল। বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে রাবণ মাতা কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, ব্রহ্মা বর দিতে উপনীত হইলে, রাবণ অমর হইবার বর প্রর্থনা করে। ক্ষুদ্রজাবী মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণী ভিন্ন অপরাপর সকলের অজেয় হইবার বর প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষস সন্তুষ্ট হইল।

অতঃপর মাতামহ সুমালীর বাক্যে রাবণ লঙ্কায় কুবেরের নিকট দূত প্রেরণ করে। পরে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক তথায় রাক্ষস রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিল। ময় নামক দানবের কন্যা মন্দোদরীর সহিত ইহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাহার গর্ভে ইহার মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়।

তদনন্তর রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া সমুদায় দেশ জয় করিল। পৃথিবীতে কেবল বালী, কার্ত্তবীর্য্য ও মান্ধাতার নিকট রক্ষঃরাজ পরাজিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন সমুদায় বীরগণকে পরাস্ত করে। পাতালে গমম পূর্ব্বক দশানন বলির নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার আদেশে হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল উত্থিত করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত হয়। ত্রিদিব জয় করিতে গমন করিয়া রাবণ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত প্রায় হইলে, মেঘনাদ মায়াবলে দেবতাদিগকে জয় করিয়া ইন্দ্রকে বন্দী করে। অনন্তর রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মা ইহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বর প্রদান পূর্ব্বক দেবরাজকে মুক্ত করেন।

রাবণ ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠে এবং দেবকন্যা, দানবকন্যা, রাজকন্যা, ঋষিকন্যা প্রভৃতিকে বলপূর্ব্বক হরণ করিত। তপস্বীনী বেদবতীর প্রতি বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক অনলে তনুত্যাগ করেন। অপ্সরা রম্ভাকে ধর্ষণ করিলে, নলকুবর ইহাকে অন্য স্ত্রী ধর্ষণ করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। কালকেয় প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে, দশানন বিদ্যুজ্জিহ্বাকে নিহত করিয়া শূর্পণখাকে বিধবা করে। অতঃপর তাহাকে দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক খরের অধীন রাক্ষস

সেনা তাহার রক্ষার্থ নিযুক্ত করে। অতঃপর শূর্পণখা দণ্ডকারণ্যে সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা কর্ণ ছেদন করেন। খরসহ রাক্ষস-সৈন্য নাশ হইলে, শূর্পণখা লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক রাবণকে সমুদায় অবগত করে। মারীচ কর্ত্তৃক রাম লক্ষ্মণ কুটীর হইতে দূরে নীত লইলে রাবণ যোগিবেশে সীতাকে হরণ করে। লঙ্কায় পলায়ন করিবার সময় পক্ষীবর জটায়ুর সহিত ইহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পক্ষীরাজ ইহার শরে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত রহিলেন। তদনন্তর রাম বানর-রাজ সুগ্রীবের সাহায্যে ইহার অনুসন্ধান লইয়া, সমূদ্র বন্ধন পূর্ব্বক বানর সৈন্যসহ লঙ্কায় উপস্থিত হন। সীতা প্রত্যার্পণ পূর্ব্বক রামের সহিত সন্ধি করিবার জন্য বিভীষণ রাবণকে পরামর্শ প্রদান করেন। দশানন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করে। তিনি অপমানিত হইয়া রামের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, রাবণ স্ববংশে রামের হস্তে নিহত হয়। (রানা)

রাম—বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ইনি দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বৈমাত্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ইহাঁর বড় অনুগত ছিলেন, এবং ছায়ার ন্যায় সকল সময়ে ইহাঁর অনুসরণ করিতেন। ভ্রাতাদিগের সহিত ইনি ক্ষত্রিয়োচিত বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন।

রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য, ইহাঁকে লইবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। সরযূ তীরে ইহাঁরা তাঁহার নিকট "বলা ও অতিবলা" মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। রাম তারকাকে বধ করিয়া, তাহার বন নিষ্কণ্টক করেন। ইনি রাক্ষসদিগকে হত ও তাড়িত করিলে, বিশ্বামিত্র নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ঋষিবর ইহাঁকে ব্রহ্মাস্ত্র সকল প্রদান করেন। অতঃপর মিথিলায় গমনার্থ যাত্রা করিয়া, ইনি গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে, অহল্যা শাপমুক্ত হন। জনকরাজের রাজধানীতে উপনীত হইয়া, হরধনু ভগ্ন করিয়া সীতার পাণিপীড়ন করেন।

পিতা ও ভ্রাতাদিগের সহিত মিথিলা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, রাম পরশুরামের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি ইহাঁর বীরত্বের সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে তাঁহার সুদৃঢ় ধনুকে বাণ যোজনা

করিতে বলেন। ইনি তাহা অবলীলাক্রমে সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার দর্পচূর্ণ করিয়া পিতার হর্ষ বর্দ্ধন করেন। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইনি সুখে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

রামকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য দশরথ মনস্থ করেন কিন্তু মন্থরার মন্ত্রণায় কৈকেয়ী স্বামীর নিকট পূর্ব্বপ্রাপ্ত বরে রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে প্রেরণ এবং ভরতকে যুবরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পিতৃসত্য পালন জন্য রাম ষষ্ঠবিংশতি বৎসর বয়সে ভার্য্যা সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত চীরবল্কল পরিধান পূর্ব্বক বনে গমন করেন। সরযূতীরবর্ত্তী বন্ধুবর গুহকরাজের অনুরোধ অতিক্রম পূর্ব্বক ইনি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হয়। ভরত মাতুলালয় হইতে আগমন পূর্ব্বক পিতৃশোকে এবং ভ্রাতৃ বিরহে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। পিতার ঔর্দ্ধ ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক, তিনি রামের উদ্দেশে বহিষ্কৃত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে ইহাঁর সাক্ষাৎ পাইলেন। রাম কোন ক্রমে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে অস্বীকৃত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্যশাসনার্থ প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। একদা বিরাধ নামক রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইহাঁরা তাহাকে নিহত করেন। মহর্ষি অগস্ত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিলে, তিনি ইহাঁকে বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মাস্ত্র, এবং অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করেন। তাঁহার আদেশে ইনি পঞ্চবটীবনে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুখে বাস কবিতে লাগিলেন। একদা শূর্পণখা রাক্ষসী ইহাঁর প্রেমার্থী হইয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে চেষ্টিত হইলে, ইহার আদেশে লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করেন। তাহার রক্ষক খর রাক্ষসসৈন্যসহ ইহাঁদের বিনাশের জন্য উপস্থিত হইলে, রাম তাহাকে দলবলসহ নিহত করেন। শূর্পণখা লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক রাবণকে সবিশেষ অবগত করিলে, রাক্ষসরাজ মারীচের সহিত পঞ্চবটীতে উপনীত হইল। মারীচ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখীন হইলে, তিনি মৃগ ধৃত করিবার জন্য রামকে অনুরোধ করেন। সীতার রক্ষণার্থ লণক্ষ্মকে কুটীরে রাখিয়া রাম মৃগের অনুসরণ করিলেন। বাণ বিদ্ধ হইয়া মৃত্যু কালে মারীচ "হা লক্ষ্মণ, হা সীতা" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, সীতা সেই স্বর শুনিয়া লক্ষ্মণকে রামের নিকট প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে রাবণ সীতাকে হরণ করে। কুটীরে

প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সীতাকে না দেখিয়া ইনি শোকাভীভূত হইলেন। অতঃপর জটায়ুর নিকট রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। ভ্রমণ করিতে করিতে কবন্ধকে নিহত করিয়া, তাহার নিকট ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে কপিবর সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলে, সীতা উদ্ধারের সুবিধা হইবার বিষয় অবগত হন। পরে শবরীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ইনি ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করেন। সীতা উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, রাম বালীকে বধ করিয়া তাহাকে কিষ্কিন্ধায় রাজত্ব প্রদান করেন।

অনন্তর বানরসৈন সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইল। হনুমান লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক সীতার সংবাদ আনয়ন করিলে, রাম সাগর বন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় উপনীত হইলেন। বিভীষণের সাহায্যে ইনি দারুণ সমরে দশাননকে সবংশে নিহত করেন। রাবণবধদিবসে দেবরাজ স্বীয় রথ ইহাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাবণ হত হইলে, ইনি বিভীষণকে লঙ্কার রাজত্ব প্রদান করিলেন। সর্ব্বসাধারণের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত দাশরথি সীতাকে পরীক্ষা দিতে আদেশ করেন। অনন্তর পুষ্পক রথে ইনি দলবলসহ অযোধ্যায় উপনীত হইলেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, কণ্ব, অত্রি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনি ঋষিগণ ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য রাজসভায় রাবণাদির জীবনী কার্ত্তন করিলে, ইনি হৃষ্ট মনে তৎসমুদায় শ্রবণ করেন। তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক রাম সুনিয়মে রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁর শাসন গুণে প্রজাবৃন্দ সুখ সমৃদ্ধিতে বাস করিতে লাগিল। স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইনি সপ্তবিংশতি বৎসর সুখে যাপন করিলেন।

অনন্তর গুপ্ত চরের নিকট রাম জানিতে পারিলেন যে লঙ্কায় অবস্থানের সময় সীতার চরিত্র সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ জন্মিয়াছে। রাজরাণীর চরিত্র সকলের সন্দেহের অতীত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া, ইনি প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনার্থ সীতাকে বর্জ্জন করা শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। অনন্তর অতীব দুঃখিত চিত্তে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে প্রেরণ করিয়া, দুঃসহ মনঃকষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন।

রাম, লবণ রাক্ষসের দৌরাত্ম্যের অবসান করিবার জন্য শত্রুঘ্নকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি রাক্ষসকে নিহত করিয়া, ইহাঁর আদেশে তথায় রাজ্য. সংস্থাপনার্থ নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে যে, শম্বুক নামে জনৈক শূদ্র তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণ তনয়ের অকাল মৃত্যু হয়। ইনি শম্বুককে বধ করিলে, সেই ব্রাহ্মণ-কুমার পুনর্জীবিত হইল।

অতঃপর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে বাল্মীকি শিষ্য কুশীলব সহ আগমন করেন। কুশীলবের রামায়ণ গান শ্রবণে সকলে মোহিত, হইল। রাম তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্র জানিতে পারিয়া, সীতাকে আনয়নার্থ বাল্মী-কির নিকট দূত প্রেরণ করেন। ঋষিবর সীতা সহ সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের বিষয় সর্ব্বজনসমক্ষে বলিলেন। রামও সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কথিত আছে যে ইতি-মধ্যে ধরিত্রী দেবী ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া, সীতাকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।

রাম সীতার শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া কুশীলবকে গ্রহণ করিলেন। পরে ইহাঁর মাতা কৌশল্যাদির দেহত্যাগ হয়। অনন্তর মাতুল কেকয়রাজের প্রেরিত মুনিবর গার্গ্যের পরামর্শে গন্ধর্ব্বদিগকে জয় করিবার জন্য, ইনি ভরতকে সিন্ধুনদতীরে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া, ইহাঁর আদেশে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতে রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রদ্বয়কে প্রদান করেন। ইহাঁর অভিপ্রায়ানুসারে লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়ও স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি হইল। অতঃপর একদা কালপুরুষ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই নিয়মে ইহাঁর সহিত গোপনে কথো-পকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তথায় অন্য কেহ উপনীত হইলে নির্ব্বাসিত হইবে। ইতিমধ্যে মহর্ষি দুর্ব্বাসা অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া, রামের সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার অভিশাপের ভয়ে, লক্ষ্মণ রামের নিকট উপনীত হওয়ায় বর্জ্জিত হইলেন। প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বর্জ্জিত করিয়া, রাম দেহত্যাগ করিতে নিশ্চিত হইলেন। পুত্র কুশকে কোশল রাজ্যে এবং লবকে উত্তর-কোশলরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর ভ্রাতৃবর্গ ও অনুগত পুর-বাসিগণসহ রাম সরযূ নদীতে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। (রামা)

রামপ্রসাদ সেন—বিখ্যাত গায়ক ও সাধক। ইনি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীতীরে কুমারহট্ট (হালিসহর)

গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা রামরাম সেন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না, কিন্তু তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ সাধ্যানুসারে ব্যয় করেন। রামপ্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি অধিক কাল অনন্যমনে বিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারেন নাই। পিতৃবিয়োগ হেতু পরিজন প্রতিপালন করিবার জন্য, ইহাঁকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল।

কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক, রামপ্রসাদ চাকরীর জন্য চেষ্টা করিয়া, জনৈক ধনীর গৃহে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইনি একজন ভক্তিপরায়ণ লোক ছিলেন। কার্য্যে অবসর প্রাপ্ত হইলে, ইনি কালী ও দুর্গানাম এবং সময়ে সময়ে কালীবিষয়ক গানও লিখিতেন। মধ্যে মধ্যে, এ সমস্ত দপ্তরের খাতাপত্রে লিখিয়া রাখিতেন।

একদা উচ্চপদস্থ কোন কর্ম্মচারী খাতায় সেই সকল দেখিয়া, ধনীকে দেখাইলেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক ও গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি খাতায় রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত গানটী পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন—

আমায় দাও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্ হারাম নই শঙ্করী।
* * * *

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে এইরূপ গান রচনা করিতে বলেন। অতঃপর ধনীর কৃপায় মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইলে, গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইনি অনন্যমনে আধ্যাত্মিক গীতি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রামপ্রসাদের সহিত নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় হয়। গুণগুণবিদ্ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাঁকে সম্মান করিতেন এবং একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইনি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়া রাজাকে প্রদর্শন করেন। তিনি ইহাঁকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন। ইহাঁর এই গ্রন্থ কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর নামে বিখ্যাত। ইনি রাজার অতি প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন, কিন্তু কোন ক্রমে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইতেন না। একদা ইনি তাঁহার সহিত মুরসিদাবাদে উপস্থিত হন। কথিত আছে যে, নৌকায় রামপ্রসাদের সুললিত গান শ্রবণে, নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ইহাঁকে স্বীয় নৌকায় লইয়া ইহাঁর গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ শ্যামাবিষয়ক অসংখ্য গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর গান গুলি অতি সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী। যে কোন বিষয় উপলক্ষে ইনি শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করিতে পারিতেন। কলুর

ঘানিগাছ দেখিয়া,ইনি গাইলেন—

মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।
* * * *

রাম প্রসাদ কালীর উপাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি যে কিরূপ কালীর উপাসনা করিতেন, তাহা নিম্নের গানে অবগত হওয়া যায়—

মন তোমার ভ্রম গেল না,
তুমি কালী কে তা চিনলে না।
মা আমার জগৎময়ী, জগতে তাঁর নাই তুলনা;
তুমি মাটীর মুর্ত্তি গড়ে কি চাও, কত্তে মায়ের উপাসনা।
জীব মাত্র মায়ের ছেলে, কেহ নয় তাঁর পর ভাবনা;
তুমি খুসি কত্তে চাওকি মাকে, কেটে একটা ছাগল ছানা।
প্রসাদ বলে রে মূঢ় মন, ভক্তি মাত্র উপাসনা;
কল্লে লোক দেখান কালীপূজা, মা তো তোমার ঘুস খাবে না! ॥

রামপ্রসাদ শেষ জীবনে ক্রিয়া পাইয়া যোগাভ্যাসে রত হন। ইনি যে যোগপথাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইহাঁর অনেক গানে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ নিম্নে উদ্ধৃত গানটীতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

এবার আমি ভাল ভেবেছি,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশেতে রজনী নাই, সে দেশের এক লোক পেয়েছি;
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি;
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণারে রং ধরায়েছি;
মণি মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি।
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব তেজেছি।

রামবসু—গীত রচয়িতা বিশেষ। ইনি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অপর পারে শালিকা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর পরলোক গমন হয়। প্রাচীনদিগের নিকট ইহাঁর রচিত গীতি সকল অতি উপাদেয় ছিল। বিরহ বর্ণনে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। (বাঙ্গালা ভাষা)

রামমোহন রায়—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া,আরবি ও পার্সি ভাষা শিক্ষার্থ পাটনায় গমন করেন। এই দুই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য ইনি কাশীতে গমন করেন। মেধা, বুদ্ধি, ও পরি-

শ্রম গুণে অতি অল্প সময়মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

কৃতবিদ্য হইয়া রামমোহন ষোড়শ বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ইহাঁর মন অতঃপর পৌত্তলিকতার প্রতি ধাবিত হয়। অনেক বিবেচনা এবং অনুসন্ধানের পর, ইনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করেন। তৎসম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থও রচনা করেন। এই বিষয় উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোবিবাদ হওয়ায়, ইনি গৃহ ত্যাগ করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিব্বতে উপস্থিত হন। তথায় বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহারে বীত-শ্রদ্ধ হওয়ায় ইনি তাহাদিগের বিদ্বেষ-ভাজন হন। তজ্জন্য ইহাঁকে অত্যাচার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছিল। এইরূপে চারি বৎসর দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, রামমোহন পুনরায় গৃহে আগমন করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে, পৈতৃক সম্পত্তি তিন সহোদরে বণ্টন করিয়া, রামমোহন সংসারী হইলেন। বিষয়ের উপসত্ত্ব হইতে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ না হওয়ায়, চাকরীর জন্য চেষ্টিত হন। রংপুরে কলেক্টরিতে কার্য্য গ্রহণ করিয়া, বিবিধ গুণের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, ইনি ক্রমে সেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারী না থাকায়, রাম-মোহন পৈতৃক সমস্ত বিষয়ের অধি-কারী হন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এখন আর চাকরীর প্রয়োজন না হওয়ায়, ইনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুদিন মুরসিদাবাদে অবস্থিতি করিয়া, চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় কলি-কাতায় আগমন করেন।

এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ অবসর পাইয়া, রামমোহন অনন্যমনে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া, তাহার তিন বৎসর পরে স্বতন্ত্র উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ প্রণয়ন পূর্ব্বক বিভিন্ন ভাষায় প্রকা-শিত করেন। ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, আরবি, পারসি, উর্দ্দু, হিব্রু, ইংরাজি, ফরাসি, লাটীন এবং গ্রীক ভাষা জানিতেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্যলেখক। ইহাঁর প্রণীত গদ্য গ্রন্থের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য পুস্তক বিরচিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য রাম-মোহনকে অনেক উপদ্রব সহ্য

করিতে হইয়াছিল। সতীদাহ নিবারণের জন্য, ইঁনি চেষ্টিত ছিলেন এবং শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন, দিল্লীর মোগল সম্রাটের কার্য্যোপলক্ষে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট ইঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। বিলাতে গমন করিয়া, সম্রাটের কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, ইনি পারিস নগরে উপনীত হইয়া, ফ্রান্সের রাজার নিকট সম্মানিত হন। পর বৎসর, ইনি ব্রিষ্টল নগরে কোন বন্ধুর গৃহে অবস্থিতি করেন। এই স্থানেই ইনি রোগগ্রস্ত হইয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর মানবলীলা সম্বরণ করেন।

রামানন্দ—বিষ্ণুর উপাসক বিশেষ। ইনি রামানুজের শিষ্য ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি কাশীর নিকট বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, সময়ে সময়ে ধর্ম্ম প্রচারার্থ নানা স্থানে যাতায়াত করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিকে এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিতে ইনি যত্ন করেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকে ইঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মহাত্মা কবীর ইঁহার শিষ্য। ইনি সাধারণের ভাষা হিন্দিতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতেন।

রামানন্দ রায়—বিখ্যাত বৈষ্ণব। ইনি নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। বিষয় বিভবের মধ্যে অবস্থান করিয়াও, ইনি একজন পরম ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন।

রামানন্দের যশঃ শ্রবণে, চৈতন্য দেশ ভ্রমণের সময় ইঁহার নিকট উপস্থিত হন। ইঁহার মুখে ভক্তি, প্রেম, ও সাধনার ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি পরম পরিতোষ লাভ করেন। তাঁহার অনুরোধে ইনি লীলাচলে গমন করেন। (ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা)

রামানুজ—বিষ্ণুর উপাসক বিশেষ। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে প্রাদুর্ভূত হন। চোলা রাজার রাজ্যে ইনি বাস করিতেন। কথিত আছে, দক্ষিণে বিষ্ণুর উপাসনা ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। শিবোপাসকদিগের মধ্যে এই মত প্রচার করিতে, ইনি অনেক নিগ্রহ সহ্য করেন। পরে রাজা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, মহীসূরে পলায়ন করেন। উক্ত আছে যে, ইনি মহীসূরের রাজকন্যাকে কোন দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে মুক্ত করিলে, রাজা ইঁহার মতাবলম্বন

করিয়া দেশে সেই মত প্রচারের চেষ্টা করেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য—শিব সঙ্কীর্ত্তনের প্রণেতা। ইনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনকালে ইনি উক্ত জেলাস্থ কর্ণগড় নামক স্থানের ভূম্যধিকারী যশোবন্ত সিংহের সভাসদ্‌রূপে নিযুক্ত হন। তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ইনি "শিব সঙ্কীর্ত্তন" প্রণয়ন করেন।

রাহু—কেতু নামক দানবের মস্তক। মস্তকচ্ছেদন হইলেও অমৃতপান হেতু কেতুর মৃত্যু হয় না। কথিত আছে যে, চন্দ্র সূর্য্য ইহার গোপন বেশ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের উপর ইহার চির-আক্রোশ হয়। সেই জন্য সময়ে সময়ে রাহু, চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিতে যায়। (মহা)

রাহুল—বুদ্ধদেবের পুত্র। ইনি বুদ্ধের ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে গোপার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্তদিবস পরে বুদ্ধ গৃহত্যাগ করেন। ইহাঁর সপ্তম বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব কপিলবস্তু-নগরে প্রত্যাগমন করিলে, গোপা ইহাঁকে পিতৃসমীপে প্রেরণ করেন। ইনি পিতার নিকট গমন করিয়া পিতৃধনের অধিকারী হইতে প্রয়াসী হইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিলেন। অতঃপর বিংশতি বৎসর বয়সে, ইনি বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগের দলে গৃহীত হইয়াছিলেন। (বুদ্ধদেব চরিত)

রুক্মিণী—কৃষ্ণের স্ত্রী। ইনি বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকের দুহিতা ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, ভীষ্মক জরাসন্ধের আদেশে শিশুপালের সহিত ইহাঁর বিবাহ স্থির করেন। কিন্তু ইহাঁর তাহাতে ইচ্ছা ছিল না। ইনি কৃষ্ণের রূপ গুণের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বলরামাদির সহিত বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া, ইহাঁকে হরণ পূর্ব্বক বিপক্ষের সৈন্য পরাজয় করেন। অতঃপর তিনি ইহাঁকে বিধিমতে বিবাহ করেন। ইহাঁর গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্নাদি দশ পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংস হইলে, অন্যান্য যাদবমহিলার সহিত ইনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে নীত হন। তৎপরে কৃষ্ণের উদ্দেশে হুতাশনে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। (হরি)

রুক্মী (রুক্ম)—কৃষ্ণের শ্যালক। ইনি ভীষ্মক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিলে, ইনি সসৈন্যে নর্ম্মদাতীরে

তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন। তজ্জন্য, লজ্জায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন না করিয়া, ভোজকটনগর স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের সহিত ইহাঁর অসদ্ভাব সত্ত্বেও, ইনি ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নের সহিত কন্যা রুক্মাবতীর বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে, ইনি আত্মবীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক প্রথমে পাণ্ডবপক্ষ পরে কুরুপক্ষের সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু ইহাঁর আত্মগরিমায় উত্ত্যক্ত হইয়া অর্জ্জুন কিংবা দুর্য্যোধন কেহই ইহাঁর সাহায্য লইতে সম্মত হইলেন না।

রুক্মী অনিরুদ্ধের সহিত স্বীয় পৌত্রীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই বিবাহোপলক্ষে যাদবগণ ভোজকট নগরে গমন করেন। এই সময় ইনি বলরামের সহিত অক্ষক্রীড়ায় রত হন। ক্রীড়ায় প্রতারণা করায়, বলদেব অক্ষাঘাতে ইহাঁর প্রাণ নাশ করেন। (হরি)

রুদ্র—দেবতা বিশেষ। কল্পারম্ভে ব্রহ্মার ললাট হইতে বালক মূর্ত্তিতে ইহাঁর জন্ম হয়। জন্মমাত্র ইনি রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর ব্রহ্মা ইহাঁকে রোদন হইতে নিবৃত্ত করেন। সূর্য্যাদিতে ইহাঁর অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। একাদশ মূর্ত্তিতে, ইনি একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত। (বিষ্ণু)।

রুমা—সুগ্রীবের স্ত্রী। বালী কর্ত্তৃক সুগ্রীব কিষ্কিন্ধা হইতে দূরীভূত হইলে, রুমা বালীর আশ্রয়ে অবস্থান করে। পরে, রামের শরে বালীর মৃত্যু হইলে, রুমা সুগ্রীবকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়। (রামা)

রুরু—ব্রাহ্মণ বিশেষ। ইনি চ্যবননন্দন প্রমতির ঔরসে এবং অপ্সরা ঘৃতাচির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মেনকাতনয়া প্রমদ্বরার সহিত ইহাঁর বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্ব্বে, সর্প দংশনে প্রমদ্বরার মৃত্যু হয়। রুরু ভাবি ভার্য্যার শোকে কাতর হইলে, দেবদূতের উপদেশে, স্বীয় আয়ুর অর্দ্ধাংশ প্রমদ্বরাকে প্রদান করাতে, তিনি পুনর্জীবিতা হইলেন। অতঃপর ইহাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। যথাসময়ে শুনক নামে ইহাঁদের সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

সর্পগণের প্রতি ক্রোধ হেতু, রুরু সর্প দেখিবা মাত্র হনন করিতেন। একদা বিষহীন সর্প ডুণ্ডুভকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, সর্প ইহাঁকে নিজ বৃত্তান্ত বলিয়া শাপমুক্ত হইলেন। অতঃপর রুরু তাঁহার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সর্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন। (মহা)

রূপ—বৈষ্ণব সাধু বিশেষ। ইনি প্রথমে "গোড়িয়া" বাতসার কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে ধর্ম্মকর্ম্মার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া, চৈতন্যের নিকট দীক্ষিত হন। অবশেষে, ইনি বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রূপের ভ্রাতা সনাতন গৃহে থাকিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদ্রবে জনৈক নিঃস্ব ব্যক্তি ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন—

রঘুপতে ক্ব গতা উত্তরকোশলা,
যদুপতেঃক্ক গতা মথুরাপুরী।
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্ব মনঃ স্থিরং,
নশ্বরজগদিদমবধারয়॥

এই শ্লোক পাঠে সনাতনের চৈতন্য হইলে, তিনি সংসারে বিরাগী হন।

রূপ একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। কিন্তু আত্মগরিমা যে কাহাকে বলে, তাহা ইনি জানিতেন না। একদা একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পণ্ডিত গর্ব্বিত মনে ইহাঁর শিষ্য জীবগোঁসাইর নিকটে উপস্থিত হইয়া বিচারে পরাজিত হন। রূপ ইহা শুনিয়া শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। (ভক্তমালা)।

রেণুকা—জমদগ্নি মুনির স্ত্রী। ইনি প্রসেনজিৎ রাজার দুহিতা ছিলেন। ইহাঁর পঞ্চ পুত্র হয়। কনিষ্ঠের নাম পরশুরাম। কথিত আছে যে, ইনি স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে, তথায় অপ্সরাদিগের জল ক্রীড়া দর্শনে ইহাঁর মন কলুষিত হয়। ইনি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ইহাঁর স্বামী তাহা জানিতে পারিয়া, ইহাঁকে বধ করিতে পুত্রদিগকে আদেশ করেন। প্রথম চারি পুত্র সে নিদারুণ আজ্ঞা পালনে অসম্মত হওয়ায়, পিতৃশাপগ্রস্ত হন। কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, পিত্রাজ্ঞা পালন করেন। পরে তিনি পিতার নিকট বর পাইয়া, মাতাকে পুনর্জ্জীবিতা করেন। কার্ত্তবীর্য্যের সহিত বিবাদে জমদগ্নি নিহত হইলে, ইনি পরশুরামকে স্মরণ করিলে, তিনি ইহাঁর নিকট উপস্থিত হন। তাঁহাকে সমুদায় বিষয় অবগত করিয়া, ইনি স্বামীর সহমৃতা হন। (রামা, মহা)

রেবত—রাজা বিশেষ। ইনি আনর্ত্তরাজের পুত্র ছিলেন। ইহাঁর রাজধানীর নাম কুশস্থলী। রেবতী নাম্নী ইহাঁর একটী অনুপম রূপবতী কন্যা হয়। কথিত আছে যে কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, ইনি উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান পাইবার জন্য,ব্রহ্মারনিকট কন্যাসহ উপস্থিত

হন। তথায় গন্ধর্ব্ব বিদ্যা (মতান্তরে সামগান) শ্রবণ করিয়া বহুযুগ এক মুহূর্ত্তের ন্যায় যাপন করেন। অতঃপর পিতামহের আদেশে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, বলরামকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তপশ্চরণার্থ সুমেরু শিখরে প্রস্থান করিলেন। (হরি)।

রেবতী—বলরামের স্ত্রী। ইনি রেবত নামক নরপতির তনয়া ছিলেন। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে, ইনি পিতার সহিত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। তথায় বহুযুগ এক মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া, ইনি পিতার সহিত পুনরায় মর্ত্ত্যে আগমন করেন। অতঃপর ইহাঁর সহিত বলরামের পরিণয় হয়। ইহাঁর নিশঠ ও উল্মুক নামে পুত্রদ্বয় জন্ম গ্রহণ করে। যদুবংশ ধ্বংসের পর বলরাম কলেবর ত্যাগ করিলে, ইনি তাঁহার অনুগমন করেন। (হরি)

রোহিণী—(১) দক্ষরাজের দুহিতা। ইনি চতুর্থ নক্ষত্র। ইহাঁর সহিত চন্দ্রের পরিণয় হয়।

(২)—বসুদেবের স্ত্রী। ইহাঁর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। দেবকীর সহিত বসুদেবের কারাবাস-কালে, ইনি স্বামীর সখা নন্দঘোষের আশ্রয়ে ব্রজে সপুত্র বাস করেন। কংস হত হইলে, ইনি স্বামী ও পরিজন সহ সুখে বাস করেন। ইহাঁর গর্ভজাত কন্যার নাম সুভদ্রা। যদুবংশ ধ্বংসের পর বসুদেব দেহত্যাগ করিলে, ইনি তাঁহার অনুগমন করেন। (হরি)

লক্ষ্মণ—(১) রামের ভ্রাতা। ইনি দশরথের ঔরসে এবং সুমিত্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রামের বড় অনুগত ছিলেন এবং ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অনুসরণ করিতেন। ভ্রাতাদিগের সহিত ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা পাইয়া, ইনি একজন বীর প্রবর হইয়াছিলেন। রামের সহিত ইনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থে গমন করেন। সরযূতীরে মুনিবরের নিকট "বলা ও অতিবলা মন্ত্রে" দীক্ষিত হন। রাম কর্ত্তৃক তাড়কা বধ, যজ্ঞরক্ষা, এবং অহল্যার শাপমোচন হইলে, ইনি তাঁহার সহিত মিথিলার রাজধানীতে উপস্থিত হন। তথায় ইনি জনকরাজের কনিষ্ঠা তনয়া উর্ম্মিলার সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হন। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, ইনি স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

রামের বনবাস হইলে, লক্ষ্মণও তাঁহার সহিত বনে গমন করেন। ইনি সাধ্যানুসার তাঁহার ও সীতার পরিচর্য্যা করিতেন। দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, বিরাধ রাক্ষসবধের সহায়তা করেন। অতঃপর

পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সকলে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। একদা শূর্পণখা রামের প্রেম াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন ভ্রাতার আদেশে, ইনি তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করেন। রামের হস্তে সসৈন্য খর হত হইলে, রাক্ষসী রাবণকে সমুদয় অবগত করে। মারিচের সহিত রাবণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হয়। স্বর্ণ মৃগরূপ মারিচের পশ্চাৎ রাম গমন করিলে, ইনি সীতার রক্ষক-স্বরূপ কুটীরে অবস্থান করেন। পরে মৃত্যুকালে রাক্ষসের "হা লক্ষ্মণ, হা সীতা" স্বর শ্রবণ করিয়া, সীতা ইহাঁকে রামের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে রাবণ সীতাকে হরণ করে।

রামের সহিত কুটীরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সীতাকে না দেখিয়া, লক্ষ্মণ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার অন্বেষণে দুই ভ্রাতা বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পক্ষিবর জটায়ু এবং কবন্ধের নিকট সংবাদ পাইয়া, ইহাঁরা ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা হইলে, বালী বধ এবং সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার রাজা হয়। অতঃপর রামের কার্য্যে সুগ্রীবের অমনোযোগ দর্শনে, ইনি কিষ্কিন্ধায় গমন করিলে, বানরপতি সীতার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বানর সৈন্য প্রেরণ করে। লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক, হনুমান সীতার সংবাদ আনয়ন করিলে, সমুদ্র বন্ধন হয়। বানরসৈন্যসহ ইনি সভ্রাতা লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লক্ষ্মণ সমরে অনেক রাক্ষস সৈন্য শমন সদনে প্রেরণ করেন। ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে দুই বার পরাস্ত হইয়া, বিভীষণের পরামর্শে ইনি তাহার যজ্ঞালয়ে গমন করেন। তথায় দারুণ সমরে, ইনি মেঘনাদকে বধ করেন। তৎপরদিবস রাবণ যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া, শক্তিশেলে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করে। হনুমান ওষধি পর্ব্বত আনয়ন করিলে, সুষেণ প্রদত্ত ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ইনি সুস্থ হইলেন।

রাবণ বধ হইলে, লক্ষ্মণ রামের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর রামের অনুগত থাকিয়া, ইনি সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রজার মনোরঞ্জনার্থ রাম সীতাকে বর্জ্জন করিলে, ইনি তাঁহাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আইসেন। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে ইনি অশ্বের সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে, ইনি অতীব দুঃখিত হন। রামের আদেশে ইহাঁর পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু স্বাধীন রাজ্য প্রাপ্ত

হইলেন। রাম কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি দ্বাররক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হন। অনন্তর দুর্ব্বাসা অগমন পূর্ব্বক ইহাঁকে রামের নিকটে সংবাদ প্রদানে আদেশ করিলেন। প্রজাবৃন্দের উপর ঋষিবরের অভিশাপের ভয়ে, ইনি রামের সমীপে গমন করায় বর্জ্জিত হইলেন। অতঃপর স্বজনবর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরযূতীরে উপনীত হইয়া যোগবলে তনুত্যাগ করিলেন। (রামা)

লক্ষ্মণ—(২) দুর্য্যোধনের পুত্র। ভারতযুদ্ধের ১৩শ দিবসে, অভিমন্যুর হস্তে ইনি নিপতিত হন। (মহা)

লক্ষ্মণা—দুর্য্যোধনের কন্যা। ইহাঁর স্বয়ম্বর উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণপুত্র শাম্ব ইহাঁকে হরণ করেন। কৌরবগণ কর্ত্তৃক শাম্ব পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলে, বলরাম তাঁহাকে মুক্ত করেন। অনন্তর লক্ষ্মণার সহিত শাম্বের বিবাহ হয়। (মহা)

লক্ষ্মণসেন—(১) বঙ্গের নরপতি বিশেষ। বল্লালসেন ইহাঁর পিতার নাম। সেন বংশীয় রাজগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১১০১ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইহাঁর বিজয়স্তম্ভ শ্রীক্ষেত্র, কাশী, ও প্রয়াগে দৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মণ সেন যেরূপ পরাক্রান্ত সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। ইহাঁর সভায় বিখ্যাত কবি জয়দেব বিরাজ করিতেন। (সেন রাজগণ)

লক্ষ্মণ সেন—(২) বঙ্গের সেনবংশীয় শেষ রাজা। ইহাঁর সময় বঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপে ছিল। বৃদ্ধবয়সে ইনি মন্ত্রিবর্গের উপর প্রায় সমুদায় কার্য্যের ভার ন্যস্ত করেন। পশ্চিম ভারত যবনকরতলস্থ হইলে, ইনি স্বরাজ্য রক্ষার্থ বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। কথিত আছে যে, শত্রুর অর্থে অথবা স্তোক বাক্যে বশীভূত হইয়া, ইহাঁর প্রধান মন্ত্রী, পণ্ডিতদ্বারায় শাস্ত্রের ব্যখ্যা করান যে কলিতে বঙ্গদেশ যবন অধিকারভুক্ত হইবে।

বৃদ্ধ লক্ষ্মণ শাস্ত্রের বচনে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। শত্রুগণ দেশ আক্রমণ করিলে, পলাইয়া যাইবার ব্যবস্থা সুচারুরূপে স্থিরীকৃত হইল। ব্যকৃতিয়ার খিলিজি নবদ্বীপে স্বসৈন্যে উপস্থিত হইলে, অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ রাজা পরিবার বর্গের সহিত খিড়কির দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। অতঃপর ইনি পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে উপনীত হইয়া, তথায় অবশিষ্ট জীবন নিরাপদে অতিবাহিত করেন। (ইতিহাস)

লক্ষ্মী—বিষ্ণুরপত্নী। সৌভাগ্যের অধিষ্টাত্রী দেবী বলিয়া ইনি বিদিত। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে এবং খ্যাতির গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপে ত্রৈলোক্য শ্রীহীন হইলে, ইনি সাগরতলগতা হন। পরে দেবদৈত্যের সমুদ্র মন্থনকালে ইনি উত্থিত হন। (মহা)

লক্ষ্মী বাই—ঝাঁসির রাণী। ইনি ঝাঁসির শেষ হিন্দু রাজা গঙ্গাধর রাওর মহিষী ছিলেন। গঙ্গাধর রাও অল্প বয়সে রোগাক্রান্ত হইয়া, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কোম্পানির রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই বালককে যেন রাজাসিংহাসন প্রদান করিয়া, তাঁহার পত্নী লক্ষ্মী বাইকে রাজ্যের কর্তৃত্বভার অর্পণ করা হয়।

লক্ষ্মীবাই বিধবা হইয়া স্বামীর নির্দ্দেশ অনুসারে সহগমন না করিয়া, দত্তকপুত্রের রক্ষক স্বরূপ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অধিক দিন ইহাঁকে রাজ-দণ্ড পরিচালিত করিতে হয় নাই। কোম্পানির গভর্ণমেণ্ট দত্তক পুত্র অগ্রাহ্য করিয়া, ঝাঁসি অধিকারভুক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। ইনি তজ্জন্য অতীব দুঃখিত হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রটী করেন নাই। রেসিডেণ্টের সহিত রাজ্য সম্বন্ধে কথোপকথনে, ইনি একদা সতেজগর্ব্ব বাক্যে বলিয়াছিলেন "মেরি ঝাঁসি দেঙ্গে নেই"।

লক্ষ্মী বাইয়ের সকল চেষ্টা বিফল হইল। ঝাঁসি কোম্পানির অধিকার ভুক্ত হইল। এ অন্যায্য ব্যবহারে অতীব দুঃখিত হইয়া, ইনি সন্তপ্ত হৃদয়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কোম্পানির প্রতি ইহাঁর বন্ধুত্বভাব তিরোহিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাবের উদ্রেক হইল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময়, লক্ষ্মীবাই কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। সেনা পরিচালনের ভার অন্যের উপর ন্যস্ত না করিয়া, বীর মহিলা স্বয়ং যোদ্ধৃবেশ ধারণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে শোভা পাইলেন। অতুল বিক্রমে হিন্দু রমণী ব্রিটিশ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সৈন্য পরিচালনে অসাধারণ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া বিপক্ষের সেনাপতিকে চমৎকৃত করিলেন। কয়েক মাস উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কল্পি নগরে ইহাঁর সেনানিবাস ছিল, উহা কোম্পানির হস্তগত হইলে, ইনি ভগ্নমনোরথ হইলেন না। "যাবৎ জীবন তাবৎ আশা" এই

উপদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া, ইনি পুনরায় সেনা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ ইহাঁর বীরত্বে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধে দেহ বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন, লক্ষ্মী-বাই ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত গোয়া-লিয়রের সন্নিধানে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বীর সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া, ইনি স্বীয় ভগিনীর সহিত নিজ সেনার নেতৃত্ব করিতে লাগি-লেন। অসীম সাহসে এবং রণ-কৌশলে, ইনি কোন বীরপুরুষের অপেক্ষা হীন ছিলেন না। বিপক্ষীয় সেনাপতি সার হিউ রোজ বলিয়া-ছিলেন, "লক্ষ্মীবাই যদিও রমণী, তথাপি তিনি বিপক্ষদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিনী ও সর্ব্বাপেক্ষা রণপারদর্শিনী"।

লক্ষ্মীবাই অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া স্বীয় সৈন্যের সাহসবর্দ্ধনার্থ বিপদ-সঙ্কুল স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। যেখানেই বিপদ ও ঘোরতর যুদ্ধ, সেই থানেই ইনি বিদ্যমান। কিন্তু ইহাঁর সাহস, বিক্রম, রণ-কৌশল, উৎসাহ সকলই বিফল হইল। বিপক্ষের গুলিতে ইনি আহত হইয়া রণভূমিতে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। সজল নয়নে ইহাঁর সৈন্য গণ রণস্থলে চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া, ইহাঁর পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করিল। (নারী চরিত)

লব—রামের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্মীকির তপোবনে সীতার বনবাস কালে ইহাঁর এবং কুশের জন্ম হয়। মুনিবরের দ্বারা ইহাঁরা শিক্ষিত হন। তাঁহার বিরচিত রামায়ণ ইহাঁরা মুখস্থ করিয়া গান করিতেন। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ভ্রাতৃসহ লব অযোধ্যায় উপনীত হন। গুরুর আদেশে ইহাঁরা স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করেন। ইহাঁদের পরিচয় পাইয়া, রাম সীতাকে সভায় আনয়ন করিলে, তিনি অন্তর্হিতা হন। ইনি ভ্রাতার সহিত পিতা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন। লব উত্তর-কোশলের রাজা হইয়া লবকোট (বর্ত্তমান লাহোর) নগরে রাজধানী স্থাপিত করেন। (রামা)

লবণ—রাক্ষস বিশেষ। এ কুম্ভী নসী ও মধু রাক্ষসের পুত্র ছিল। পিতৃদত্ত শিবের ত্রিশূল সহায়ে এ অতি অত্যাচারী হইয়া উঠে। এই শক্তি প্রভাবে লবণ বীরবর মান্ধাতাকে সৈন্যসহ ধ্বংস করে। মুনি ঋষিগণ ইহার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া, রামের নিকট গমন করেন। রাম লবণবধে প্রতিশ্রুত হইয়া, শত্রুঘ্নকে তাহার বিরুদ্ধে

প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্ন মধুবনে উপস্থিত হইয়া ইহাকে নিহত করেন। (রামা)

লীলাবতী—ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। ইনি গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার একমাত্র কন্যা বলিয়া, ইনি অতি যত্নে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ বিদ্যা-বলে ইহাঁর পিতা জানিতে পারেন যে, ইনি পতিপুত্রহীনা হইবেন। তিনি দুঃখিত হইয়া স্থির করি-লেন যে, এমন শুভ লগ্নে কন্যার বিবাহ দিবেন যে, কন্যা পতিপুত্র-বতী হন। শুভ লগ্নে বিবাহ স্থির করিয়া সকলে সেই সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সময় নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য, একটী পাত্র ছিদ্র করিয়া,তাহা জলের উপর ভাসাইয়া রাখা হইল। স্থির হইল যে, সেই পাত্রটী জলে পূর্ণ হইলে শুভ লগ্ন হইবেক। সকলে সমুৎসুক নেত্রে সলিলোপরি পাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বালস্বভাব-প্রযুক্ত লীলাবতী সেই পাত্রের উপর মস্তক নত করিয়া দেখিতেছিলেন। ইতি মধ্যে, ইহাঁর মস্তকস্থিত বিবা-হের মুকুট হইতে একটী ক্ষুদ্র মুক্তা সেই পাত্রে জলবিম্ববৎ পতিত হইয়া জলপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিল। লগ্নের আনুমানিক কাল অতীত হইতে দেখিয়া, সকলে অনু-সন্ধানে প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারি-লেন। ভাস্করাচার্য্য দুঃখিত হইলেন এবং দৈব অতিক্রম করা অসাধ্য বিবেচনায়, কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহের কিছুকাল পরে, ইনি বিধবা হইলেন।

অতঃপর লীলাবতী পিতা কর্ত্তৃক বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষিতা হইতে লাগিলেন। ইহাঁর নাম চিরস্মরণীয় করিবার বাসনায়, ভাস্করাচার্য্য স্বপ্রণীত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় "লীলাবতী" নামে পাটীগণিত প্রণয়ন করেন। পিতা প্রশ্ন করিতেছেন এবং কন্যা তাহার উত্তর দিতেছেন, এইরূপ ভাবে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক প্রণয়নে লীলাবতীর যে কোন হাত ছিল না, এরূপ বোধ হয় না। সম্ভবতঃ লীলাবতী পিতার দ্বারা চালিত হইয়া সেই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

লোপা, লোপামুদ্রা—ঋষিবর অগস্ত্যের পত্নী। কথিত আছে যে, মনোমত স্ত্রীর জন্য মহর্ষি ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎকৃষ্ট অংশ লইয়া, একটী কন্যা সৃষ্টি করেন। পরে উক্ত কন্যা বিদর্ভরাজের নিকট প্রেরিত হইয়া লোপা বা লোপামুদ্রা নামে খ্যাত হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে,

অগস্ত্যের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। উক্ত আছে যে, লোপা অগস্ত্যের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করেন। ঋষিবর ইল্বল দৈত্যের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে ধনরাশি আনিয়া স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। (মহা)

লোমপাদ, (রোমপাদ)—অঙ্গ-দেশীয় নৃপতি বিশেষ। ইহাঁর সহিত রাজা দশরথের বন্ধুত্ব ছিল। লোম-পাদ, সখা দশরথের কন্যা শান্তাকে নিজ আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক, স্বীয় কন্যার ন্যায় লালন পালন করেন। কথিত আছে যে, দেশে অনাবৃষ্টি হইলে, ইনি মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করেন। তাহাতে দেশে সুবৃষ্টি হয়। অতঃপর ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত পালিতা কন্যা শান্তার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। (রামায়ণ)

লোমশ—মুনি বিশেষ। বনবাসকালে পাণ্ডবদিগকে সঙ্গে লইয়া, ইনি নানা তীর্থে পর্য্যটন করেন। উপদেশ-পূর্ণ উপাখ্যান সকল বলিয়া, মুনিবর তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি করিতেন। (মহা)

লোমহর্ষণ—মুনি বিশেষ। ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য। বেদব্যাস শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ অর্পণ করেন। ইনি সেই সকল প্রচার করেন। (পুরাণ)

শকুনি—দুর্য্যোধনের মাতুল। ইনি গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র। শকুনি দুর্য্যোধনের মন্ত্রী ছিলেন, এবং প্রায়ই হস্তিনাপুরে বাস করিতেন। ইহাঁর কুমন্ত্রণায় চালিত হইয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে অনেক গর্হিত কার্য্য করেন। কুমন্ত্রণার জন্য ইহাঁর নাম প্রবাদ মধ্যে স্থান পাইয়াছে, যথা—"শকুনি মামা"।

শকুনি অক্ষক্রীড়ায় নিপুণতা লাভ করেন। দুর্য্যোধনের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া, ইনি যুধিষ্ঠিরের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়ায় জয়ী হন। ভারত সমরের ১৮শ দিবসে, ইনি সহদেবের হস্তে নিপতিত হন। (মহাভারত)

শকুন্তলা—মহারাজ দুষ্মন্তের মহিষী ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং অপ্সরা মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁকে মালিনী নদী-তীরে রক্ষা পূর্ব্বক মেনকা স্বর্গে গমন করিলে, একটী শকুন্ত (পক্ষী) পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ইহাঁকে রক্ষা করিয়াছিল। কণ্ব মুনি ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া, ইহাঁর নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা পালিতা হইয়া যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। একদা রাজা দুষ্মন্ত, মুনির তপোবনে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অনুপস্থিতিতে ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রস্থান করেন। তাঁহার ঔরসে ইহাঁর ভরত নামে বিখ্যাত পুত্রের জন্ম হয়। অতঃপর ইনি পুত্রের সহিত মুনি

কর্তৃক রাজসমীপে প্রেরিতা হন প্রথমে রাজা ইহাঁকে চিনিতে পারেন না; পরে দৈববাণীতে সমস্ত অবগত হইয়া, ইহাঁকে গ্রহণ করেন। (মহা)

শক্তি—মহর্ষি বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র। একদা রাজা কল্মাষপাদ মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সময়, ইহাঁকে পথিমধ্যে দেখিতে পান। ইনি পথ ছাড়িয়া না দিলে, তিনি ইহাঁকে কশাঘাত করেন। ইনি তাঁহাকে রাক্ষস হইবার অভিশাপ প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি রাক্ষসরূপে পরিণত হইয়া, ইহাঁকে উদরসাৎ করেন।

শক্তি অদৃশ্যন্তীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিনে। ইহাঁর মৃত্যুর সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে পরাশর জন্ম গ্রহণ করেন। (রামা)

শঙ্করাচার্য্য, শঙ্কর—প্রসিদ্ধ বেদান্তবাদী। ইনি কেরল দেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। প্রতিভা-বলে ইনি অতি অল্প বয়সে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে যে ইহাঁর সহিত জ্ঞাতিবর্গের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। মাতাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া, ইনি ধর্ম্মার্থ স্থানে স্থানে গমন করেন। প্রব্রজ্যা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ইনি দেখিলেন যে, ইহাঁর মাতা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ছেনা। কিন্তু জ্ঞাতিবর্গের কেহই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করেন নাই। ইহাতে অতীব দুঃখিত মনে ইনি মাতার সেবায় রত হইলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, ইহাঁর সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হইল। অনন্তর মাতৃদেহ প্রাঙ্গনে দাহ করিয়া, গৃহ হইতে চিরকালের জন্য বহির্গত হইলেন।

অতঃপর শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া স্থানে স্থানে মঠ স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চার সুবিধা করিলেন। ইহাঁর প্রণীত গীতার ভাষ্য বিখ্যাত। বেদান্তভাষ্য, মোহমুদ্গর প্রভৃতি ইনি অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিরচিত করেন। কাশ্মীরে, বদরিকাশ্রমে, কেদারনাথে, ইনি সময়ে সময়ে গমন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেন। এইরূপে বত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া, জীবনের প্রথমাংশ শেষ করেন।

শঙ্করাচার্য্য একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন এবং গণনাকার্য্যে অভ্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি একদা কাশীর কোন স্থানে বসিয়া, আগন্তুকদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় গণনা করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে একজন যোগীর শিষ্য তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বজ্রাঘাতে জীবন-নাশের বিষয় বলিয়া দিলেন। শিষ্য দুঃখিত

মনে গুরুর নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত অবগত করিলেন। তিনি শিষ্যকে অভয় দান দিয়া নিশ্চয় করিয়া বলিলেন যে, সে সময় তাঁহার মৃত্যু হইবে না। শিষ্য শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরু-বাক্য ব্যক্ত করিলে, ইনি পুনরায় গণনা করিয়া পূর্ব্বগণনা অভ্রান্ত দেখিলেন। অনন্তর ইনি গর্ব্বিত বচনে তাঁহাকে বলিলেন যে, গণনা ভুল হইলে, তিনি পুস্তকাদি গঙ্গায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক যোগীর শিষ্য হইবেন। যোগীও বলিয়া পাঠাইলেন যে, সেই সময়ে শিষ্যের মৃত্যু হইলে, তিনি ইহাঁর শিষ্য হইবেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগী যোগবলে শিষ্যকে সমাধিস্থ করিয়া, মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় সেই মৃত্তিকার উপর বজ্রপাত হইল; কিন্তু চেতনা হীন দেহের তাহাতে কোন অনিষ্ট হইল না। পরে যোগী জীবনীশক্তি সঞ্চালিত করিয়া, তাঁহাকে শঙ্করের নিকট প্রেরণ করেন। ইনি তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বাঙ্গীকারহেতু, মণিকর্ণিকার ঘাটে উপনীত হইয়া, গ্রন্থাদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। পরে যোগীর নিকট দীক্ষিত হইয়া যোগ-ক্রিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু প্রিয় গ্রন্থাদি বিনাশহেতু, ইনি অতীব ম্রিয়মাণ হইলেন। যোগী ইহাঁর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, মণিকর্ণিকার ঘাটে উপনীত হইয়া, গুরুর আদেশ জ্ঞাপন পূর্ব্বক গঙ্গার নিকট গ্রন্থাদি চাহিতে বলেন। এই আশ্চর্য্য আদেশে বিস্মিত হইয়া, ইনি পুত্তলিকার ন্যায় মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইলে, ইহাঁর মনে স্বতঃই গুরুর আদেশ উদিত হইল। একটী তরঙ্গ ইহাঁর পুথির তাড়া আনিয়া তীরে নিক্ষেপ করিল দেখিয়া, ইনি বজ্রাহতপ্রায় হইলেন। অতঃপর "গুরু কেমন ধন" তাহা জানিতে পারিয়া, আসক্তির স্থল সেই গ্রন্থাবলী দুই হস্তে উত্তোলন পূর্ব্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে বিদ্যাভিমান, জ্ঞানগরিমা, অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে অণু জ্ঞান করিয়া, গুরুর নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

শঙ্কু—(১) বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে, ইনি অত্যাচারী হইয়া উঠিলে, রাজ্যে অশান্তি বিরাজ করে। পরে ইনি ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যকে নিহত করিতে চেষ্টিত হইয়া, তাঁহার হস্তে নিপতিত হন।

(২)—বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের একজন।

শঙ্খ—ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মুনি বিশেষ।

শঙ্খচূড়—অসুররাজ বিশেষ। ইনি কঠোর তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুকে তুষ্ট করেন। পুণ্যবলে অসুরবর তুলসীদেবীকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হন। বহুকাল সুখে রাজত্ব করিলে, ইহাঁর সহিত দেবতাদিগের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে স্বয়ং মহাদেব ইহাঁর বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু স্বামীর জয় কামনায় স্বাধ্বী তুলসী দেবী বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, শঙ্খচূড় অজেয় হন। পরে বিষ্ণু ইহাঁর রূপ ধারণ পূর্ব্বক তুলসীর নিকট গমন করিলে, মহাদেবের হস্তে অসুর নিহত হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

শচী—(১) ইন্দ্রের স্ত্রী। ইনি দানবরাজ পুলোমার দুহিতা ছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম জয়ন্ত। বৃত্রবধের পর ইন্দ্রের অজ্ঞাত বাসের সময়, ইনি নহুষরাজ কর্ত্তৃক অপমানিত হইবার উপক্রম হইলে, দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে রক্ষা পাইয়াছিলেন। (মহাভারত)

—(২) চৈতন্যের মাতা। ইনি নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা ছিলেন। ইহাঁর সহিত শ্রীহট্ট নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পরিণয় হয়। মিশ্র মহাশয় নবদ্বীপে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। শচীদেবীর ক্রমান্বয়ে আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে বিশ্বরূপ নামে একটী পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। দশম গর্ভে চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করেন।

শচীদেবী সাংসারিক সুখে সুখী হইতে পারেন নাই। পুত্র বিশ্বরূপ অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। অতঃপর ইহাঁর স্বামী জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক প্রাপ্তি হয়। চৈতন্য পঞ্চ বিংশতি বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি দুই একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু আর গৃহী হন নাই। শচী চৈতন্যের স্ত্রীর সহিত গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাঁর বৃদ্ধ বয়সে, নিত্যানন্দ ইহাঁর গৃহে বাস করিয়া, ইহাঁকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন।

শতানন্দ—ঋষি বিশেষ। ইনি গৌতম ও অহল্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শতানন্দ জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। কথিত আছে যে, ইন্দ্র কর্ত্তৃক অহল্যা প্রতারিতা হইলে, গৌতম ইহাঁকে মাতৃবধার্থ আদেশ প্রদান করিয়া, প্রস্থান করেন। ইনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পিত্রাজ্ঞা পালনে যে পুণ্য, মাতৃবধেও সে পাপ হয়। ইতিমধ্যে গৌতম তপোবলে জানিতে

পারিলেন যে, অহল্যা বিশেষ অপরাধিনী নহেন এবং তাঁহাকে হনন করা অনুচিত। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, ইনি তাঁহার আদেশ তখনও পালন করেন নাই। তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে প্রশংসা করিলেন। ইনি কোন কার্য্য বিশেষ বিবেচনা না করিয়া করিবেন না বলিয়া, ইহাঁর অপর নাম "চিরকারী"। (মহা, রামা)

শতানীক—দ্রৌপদীর গর্ভ-জাত, নকুলের পুত্র। ইনি কুরুক্ষেত্রে যথাসাধ্য বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে অশ্বত্থামার রাত্রি-হত্যাকাণ্ডে ইনি নিহত হন। (মহা)

শত্রুঘ্ন—রামের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি দশরথের ঔরসে এবং সুমিত্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভরতের বড় অনুগত ছিলেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতেন। ভ্রাতাদিগের সহিত ইনি ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের বিবাহ-কালে, ইনি জনকভ্রাতা কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির পাণি-গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামে পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। রামের বনগমন হইলে, শত্রুঘ্ন ভরতের সহিত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃবিয়োগে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কুটিলা মন্থরা কর্ত্তৃক সেই গর্হিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, ইনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিমাতা কৌশল্যা কর্ত্তৃক নিবৃত্ত হন। চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ইনি অতীব সুখী হইলেন।

লবণ রাক্ষসের উপদ্রবের অবসান করিতে, শত্রুঘ্ন রামের আদেশে তাহার বিরুদ্ধে গমন করেন। অনন্তর অগস্ত্যের আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার পরামর্শে ইনি রাক্ষসকে শিবের অমোঘ ত্রিশূল-বিহীনাবস্থায় আক্রমণ করিয়া, নিহত করেন। অতঃপর রামের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মধুবন ধ্বংস করিয়া মথুরাপুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তথায় পুত্রদ্বয়কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। রামের দেহত্যাগের সময়, ইনি তাঁহার সহিত সরযূ নদীতে দেহত্যাগ করেন। (রামা)

শনি—সপ্তম গ্রহ। সূর্য্যের ঔরসে ও ছায়ার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। চিত্রগুপ্তের কন্যার সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। স্ত্রীর শাপে, ইনি কোন বস্তুতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহা বিনষ্ট হইত। হরপার্ব্বতীর পুত্র গণেশ জন্ম গ্রহণ করিলে, ইনি বিষ্ণু কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হন।

পুত্রদর্শনে অসম্মত হইয়া নিজ শাপ বৃত্তান্ত পার্ব্বতীকে অবগত করেন। পরে পার্ব্বতীর আদেশে ইনি গণেশকে দেখিবা মাত্র তাঁহার মস্তক ছিন্ন হয়। (পুরাণ)

শবরী—তাপস বিশেষ। ইনি মতঙ্গবনে পম্পানদীর তীরে তপস্যা করিতেন। সীতার অন্বেষণে রাম লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হইলে, ইনি সযত্নে তাঁহাদিগের অতিথি সৎকার করেন। পরে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া দেহ বিসর্জ্জন করেন। (রামা)

শম্ভুজি—শিবজির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। দিল্লীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়, শিবজি ইহাঁকে সঙ্গে লইয়া গমন করেন। তথায় ইনি পিতার সহিত কারারুদ্ধ হন। পিতার সহিত ইনিও পলায়ন পূর্ব্বক মথুরায় জনৈক বিশ্বস্ত বাহ্মণের আলয়ে গোপনে অবস্থান করেন। অতঃপর ইনি স্বদেশে নিরাপদে আনীত হন।

শম্ভুজি অতি দুর্দ্দান্ত স্বভাবের লোক হইয়া উঠেন। পিতার সহিত অনৈক্যতায় ইনি একবার মুসলমানদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। শিবজীর মৃত্যুর পর ইনি ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ছলে বলে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়া বৈমাত্র ভ্রাতা রাজারামকে বন্দী করেন। ইহাঁর দুর্ব্ব্যবহারে সকলে তিতিব্রত হইয়াছিল। শাহু নামে ইহাঁর একটী পুত্রের জন্ম হয়।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে একদা মৃগয়ার্থ গমন করিয়া, শম্ভুজি মোগল সৈন্যকর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া সম্রাট আরঙ্গজীবের নিকট নীত হন। তাঁহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ হইলে, উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অবশেষে সম্রাট ক্রোধে ইহাঁর জিহ্বাচ্ছেদন এবং তপ্ত লৌহ শলাকার দ্বারা চক্ষু বিনষ্ট করিয়া, মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন। (ইতিহাস)

শমীক—ঋষি বিশেষ। ইনি অতি ক্ষমাশীল ও তপোরত ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা পরীক্ষিত মৃগয়ার্থ বনে গমন করেন। একটী মৃগকে শরবিদ্ধ করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবিত হন। মৃগ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, রাজা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি শমীক ঋষিকে দর্শন করেন। ঋষি তখন মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যায় রত ছিলেন। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের কোন উত্তর না পওয়ায় রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া, ইহাঁর গলদেশে এক মৃতসর্প যোজনা করিয়া দেন। পরে ইহাঁর পুত্র শৃঙ্গী তৎবৃত্তান্ত শ্রবণান্তর, রাজাকে সপ্তরাত্রির মধ্যে সর্পদংশনে মৃত্যু-

মুখে পতিত হইবার শাপ প্রদান করেন। শমীক এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, অত্যন্ত দুঃখিত মনে রাজাকে সে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। (মহা)

শম্বর—অসুর বিশেষ। কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করিলে, শম্বর জানিতে পারে যে তাঁহার হস্তে ইহার বিনাশ হইবে। অসুর প্রদ্যুম্নকে ষষ্ঠ দিবসের রাত্রিতে সূতিকাগার হইতে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটী মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ধৃত হইয়া ইহার গৃহে নীত হয়। মায়াবতী প্রদ্যুম্নকে প্রাপ্ত হইয়া লালন পালন করিয়া আসুরিক মায়ায় শিক্ষিত করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মায়াবতীর নিকট সমুদায় অবগত হইয়া, শম্বরকে নিহত করেন। (হরি)

শম্বুক—শূদ্র তাপস বিশেষ। ইনি ত্রেতাযুগে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে যে, সে যুগে তপস্যায় শূদ্রের অধিকার না থাকায়, ইহাঁর তপশ্চরণে রাজ্যে পাপের সঞ্চার হয়। তজ্জন্য জনৈক ব্রাহ্মণতনয় অকালে কাল-কবলে পতিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ মৃত পুত্রসহ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাম নারদের নিকট সমুদায় অবগত হইয়া, শম্বুক তপস্বীকে বধ করেন। (রাম)

শরভঙ্গ—মুনি বিশেষ। ইনি দণ্ডকারণ্যে তাপস্য করিতেন। বনবাসকালে রাম ইহাঁর নিকট উপনীত হইলে, ইনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার সম্মুখে চিতারোহণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। (রামা)

শর্ম্মিষ্ঠা—যযাতির কনিষ্ঠা স্ত্রী। ইনি দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের দুহিতা ছিলেন। ইহাঁর সহিত শুক্রাচার্য্যের তনয়া দেবযানীর সখীভাব ছিল। একদা উভয়ে স্নানার্থ গমন করিয়া ইচ্ছানুরূপ জলক্রীড়া করেন। দেবযানী জল হইতে অগ্রে উঠিয়া, ভ্রমবশতঃ ইহাঁর বস্ত্র পরিধান করেন। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে প্রহার পূর্ব্বক কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানী যযাতি-কর্ত্তৃক কূপ হইতে উত্থাপিত হইয়া পিতাকে সমুদায় জ্ঞাত করেন। তাঁহারা দৈত্যরাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইলে, বৃষপর্ব্ব শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার তুষ্টি সাধন করেন।

অতঃপর দেবযানী যযাতির মহিষী হইয়া গমন করিলে, শর্ম্মিষ্ঠা পরিচারিকা বেশে তাঁহার অনুসরণ করেন। ইনি গোপনে যযাতির পত্নী হইলে, ইহাঁর দ্রুহ্য, অনু, ও পুরু নামে পুত্রত্রয়ের জন্ম হয়। ঘটনাক্রমে ইহাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। (মহা)

শর্য্যাতি—নরপতি বিশেষ। ইনি বৈবস্বত মনুর পুত্র ছিলেন। একদা ইনি সৈন্যসহ সপরিবারে বনে গমন করিয়া, চ্যবনের আশ্রমের নিকট উপনীত হন। ইহাঁর দুহিতা সুকন্যা অজ্ঞাতসারে ঋষিবরের চক্ষু বিদ্ধ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যসামন্তের মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করেন। পরে ইনি মুনিবরকে সুকন্যা ভার্য্যার্থ প্রদান করিয়া, তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করেন। (মহাভারত)

শল্য—নরপতিবিশেষ। ইনি মদ্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ইহাঁর ভগিনী মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর পরিণয় হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ইনি উপস্থিত হইয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হন। অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলে, রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধে পরাজিত হন। ভারত সমরে শল্য পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ সৈন্যসহ যাত্রা করেন। দুর্য্যোধন কৌশলক্রমে অগ্রে ইহাঁকে বরণ করিয়া লইয়া যান। যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির গুরুজ্ঞানে ইহাঁকে প্রণতি পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে, ইনি তাঁহাকে সমরবিজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ করেন। সেনাপতি হইয়া কর্ণ ইহাঁকে সারথিরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন। দুর্য্যোধন ইহাঁকে অনুনয়ের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে, ইনি তৎকার্য্যে নিযুক্ত হন। যুদ্ধের ১৬শ ও ১৭শ দিবসে ইনি কর্ণের সারথি হইয়াছিলেন। কর্ণের মৃত্যু হইলে, ইনি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অষ্টাদশ দিবসে কৌরবদিগের সেনাপতিরূপে বরিত হন। সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া শল্য সেই দিবসেই যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন। (মহা)

শাকটায়ন—মুনি বিশেষ। কথিত আছে যে ইনি বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত একখানি ব্যাকরণ আছে। তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। কেবল মান্দ্রাজে পরীক্ষক সমাজের পুস্তকালয়ে এবং লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া হাউসে তাহার দুই খণ্ড মাত্র আছে। মতান্তরে, এই ব্যাকরণ পাণিনির পরবর্ত্তী সময়ে বিরচিত। (পাণিনি)

শাণ্ডিল্য—মুনি বিশেষ। ইনি শাণ্ডিলা বংশের আদি পুরুষ। ভক্তি সূত্রের প্রণেতা বলিয়া, ইনি ভক্তি মার্গের পথ প্রদর্শক। (ধর্ম্মতত্ত্ব)

শান্তনু—নরপতি বিশেষ। ইনি চন্দ্রবংশীয় প্রতীপ মহিপতির তনয় ছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহার স্পর্শে জরাজীর্ণ ব্যক্তি সুস্থ হইত। ইনি অতি ধার্ম্মিক ও পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন।

বসুগণের অনুরোধে গঙ্গাদেবী তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিতে সম্মত হইলে, শান্তনু তাঁহাকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার সহিত ইঁহার এই নিয়ম স্থির হইল যে, ইনি তাঁহার কোন কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইলে, তিনি ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অতঃপর তাঁহার গর্ভে ইঁহার এক একটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, আর তিনি তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে সপ্ত পুত্র নিমজ্জিত হয়। অষ্টম পুত্র দেবব্রত ভূমিষ্ঠ হইলে, গঙ্গা তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ইনি তাহা নিষেধ করিলে, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত নিয়মানুসারে গঙ্গা ইহাঁকে পরিত্যাগ করিলেন। পুত্র জীবিত রহিল।

দেবব্রত ক্ষত্রিয়োচিত বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রত্যাগত হইলে, শান্তনু অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। একদা ইনি দাসরাজপালিতা কন্যা সত্যবতীকে (মৎস্যগন্ধা) দর্শন করিয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হন। কিন্তু কন্যার গর্ভজাত পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইবার বিষয় দাসরাজমুখে অবগত হইয়া ইনি, দেবব্রত বর্ত্তমানে, তাহাতে অসম্মত হইলেন। অনন্তর দেবব্রত পিতার মানোভাব অবগত হইয়া দাসরাজ-সকাশে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ এবং চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর শান্তনুর সহিত সত্যবতীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার গর্ভে ইঁহার চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্য নামক পুত্র দ্বয়ের জন্ম হয়। শান্তনু পরলোক গমন করিলে, চিত্রাঙ্গদ হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (মহা)

শান্তা—দশরথ-তনয়া। ইনি বাল্যে অঙ্গেশ্বর লোমপাদের হস্তে কন্যাস্বরূপে পিতৃকর্ত্তৃক সমর্পিত হন। অতঃপর ইনি লোমপাদ রাজভবনে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। লোমপাদ ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে দেশে আনয়ন পূর্ব্বক ইহাঁকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। (রামা)

শাম্ব——কৃষ্ণের পুত্র। জাম্ববতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি বলরাম দ্বারা শিক্ষিত হইয়া শৌর্য্য-বীর্য্যে তাঁহার অনুরূপ হন। দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বরে ইনি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিলে, কৌরব বীরগণ ইহাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দীকৃত করেন। সেই সংবাদে বলরাম হস্তীনাপুরে গমন করিয়া ইহাঁকে উদ্ধার করেন অতঃপর ইহাঁর সহিত লক্ষ্মণার পরিণয় কার্য্য সমাধা হয়। ইনি-প্রদ্যুম্নের সহিত বজ্রলাভপুরে গমন করিয়া, অসুর বধের সাহায্য করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় ইনি নিহত হন। (মহা, হরি)

শালিবাহন—নৃপতি বিশেষ। ইনি শক জাতীয় রাজা ছিলেন। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত অব্দ "শক" নামে অভিহিত। কথিত আছে যে, ইনি যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যকে জয় করিয়াছিলেন।

শাল্ব—নরপতিবিশেষ। ইনি কাশীরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁর রূপগুণের পরিচয় পাইয়া, অম্বা ইহাঁকে অগ্রে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। স্বয়ম্বর স্থলে বীরপ্রবর ভীষ্ম কন্যাত্রয় হরণ করিলে, তাঁহার সহিত ইহাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইনি পরাজিত হইলে, ভীষ্ম কন্যাত্রয় লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করেন। অম্বা ভীষ্মের অনুমতি লইয়া ইহাঁর নিকট আগমন করিলে, অপহৃতা বলিয়া ইনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। (মহা)

শিখণ্ডী——দ্রুপদরাজের তনয়। কথিত আছে যে ইনি পূর্ব্বজন্মে অম্বা ছিলেন; ভীষ্মের বধের জন্য এজন্মে স্ত্রীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি পুরুষ বলিয়া লোকের নিকট বিদিত হন।

শিখণ্ডীর সহিত দশার্ণ দেশাধিপতির তনয়ার পরিণয় হয়। ইহাঁর পত্নী স্বামীর স্ত্রীত্বের বিষয় পিতাকে জ্ঞাত করিলে, তিনি ক্রোধ সহকারে দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তখন ইনি লজ্জায় লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গহন বনে গমন করেন। কথিত আছে যে ইনি অরণ্যে গমন পূর্ব্বক কুবেরানুচর স্থূলকর্ণ যক্ষের আশ্রয় লইলেন। তিনি সমুদায় শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র-চিত্তে ইহাঁকে পুরুষত্ব প্রদান করিয়া, স্বয়ং স্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে, কুবেরের অভিশাপে স্থূলকর্ণ ইহাঁর জীবিতকালাবধি স্ত্রীরূপ রহিলেন।

শিখণ্ডী সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে

লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের নিকট, ইনি ধনুর্ব্বিদ্যায় শিক্ষিত হন।

ভারতযুদ্ধে শিখণ্ডী পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। স্ত্রীরূপে জন্ম বলিয়া ভীষ্ম ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতেন না। যুদ্ধের দশম দিবসে ইহাঁকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, অর্জ্জুন ভীষ্মকে সমরে পাতিত করেন। যুদ্ধান্তে অশ্বত্থামার রাত্রি-হত্যাকাণ্ডে ইনি তৎকর্ত্তৃক মৃত্যু-মুখে পতিত হন। (মহা)

শিনি—যদুবংশীয় বীর বিশেষ। ইনি দেবকরাজের কন্যা দেবকীকে বিবাহস্থল হইতে বসুদেবের ভার্য্যার্থ বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। সেই সভাস্থলে সোমদত্ত ইহাঁর প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে, উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শিনি জয়ী হইয়া সোমদত্তকে পদাঘাত করেন। ইহাঁর পুত্রের নাম সত্যক। (মহা)

শিবজি—মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ ভূপতি। ইনি ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে সাহাজির ঔরসে, জিজিবাইয়ের গর্ভে পুনার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে, শিউনরি দুর্গে জন্ম গ্রহণ করেন। সাহাজি দাক্ষিণাত্যে মুসলমান ভূপতি-দিগের অধীনে সেনানায়কের কার্য্য করিয়া, পুনা জায়গির স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি বিজয়পুরের অধীন কর্ণাটদেশ শাসন করিতে গমন করিলে, পুনা বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দাদাজি কনিদের উপর ন্যস্ত রহিল। শিবজি মাতার সহিত পুনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎ-কালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রচলিত শিক্ষা ইনি প্রাপ্ত হইতে লাগি-লেন। ক্রমে অশ্ব চালনায় এবং অস্ত্র সঞ্চালনায় ইনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। ইনি কোনরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত শ্রবণ করি-তেন। এই সকল গ্রন্থ শুনিয়া ইহাঁর মনে উচ্চ ভাবের উদয় হয়। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করা সম্ভব কি না, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ শিবজি উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। মাওয়ালিদিগের মধ্যে বিশ্বাসী লোকের সহিত ইনি পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকল ভ্রমণ করিতেন। ক্রমে সৈন্য রাখিতে আরম্ভ করিলেন। পুনার জাইগিরের টাকা পিতৃ-সমীপে প্রেরণ না করিয়া, সৈন্যব্যয়ে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অতঃ-পর হাবিলদারের সহিত যোগে, ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি টরণাদুর্গ হস্ত-গত করেন। ক্রমে অন্যান্য পার্ব্ব-তীয় দুর্গ অধিকৃত ও দৃঢ়ীভূত করিয়া, সেনা স্থাপন করিলেন।

শিবজি এখন স্পষ্টভাবে স্বাধীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল করতলস্থ করিলেন। বিজয়পুররাজের রাজ্য হইতে এই সকল স্থান অধিকার করায়, ইহঁার উপর তাঁহার জাতক্রোধ হইল। একদা ইনি রাজার অর্থ আত্মসাৎ করিয়া, এই ক্রোধানল সমধিক প্রজ্জলিত করিলেন। সাহাজিকে পুত্রের পৃষ্ঠপোষক মনে করিয়া বিজয়পুরের রাজা, তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন পূর্ব্বক, একটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে বন্ধ করিলেন। অতঃপর শিবজির নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বশ্যতা স্বীকার না করিলে, সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার চিরদিনের জন্য বন্ধ হইবে। পিতার জীবনের আশঙ্কায় ইনি বিজয়পুরের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে, ইহঁার বুদ্ধিমতী স্ত্রী সহিবাই অবিশ্বাসী বিজয়পুরকে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর ইনি মোগল সম্রাট সাজাহানের মধ্যস্থতায় পিতার মুক্তি সাধন করেন।

শিবজি সৈন্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারাট্টাদিগের অধিকৃত স্থান স্বকরতলস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জন্য জেউলির অধিপতি চন্দ্ররাও ইহঁার কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিহত হন। দিন দিন ইহঁার উন্নতি দর্শনে, বিজয়পুরের রাজা ভীত হইয়া, ইহঁার উচ্ছেদ সাধনার্থ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু তিনি ইহঁার বিরুদ্ধে সেনা পাঠাইলে, ইনি সে সকল ধ্বংশ করিলেন। অবশেষে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ আফ্‌জাল খাঁ ইহঁার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। তিনি ইহঁাকে ও ইহঁার সেনাদিগকে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ মনে করিতেন। ইনি যেন ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির বিষয় স্থির করিবার জন্য উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে, ইনি তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার সেনা বিধ্বস্ত করেন। বিজয়পুররাজ পুনরায় সৈন্য প্রেরণ করিলে, ইনি তাহাও নাশ করেন। রাজা স্বয়ং ইহঁার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন।

অবশেষে সাহাজি উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনার্থ বিজয়পুর হইয়া শিবজির প্রধান দুর্গা রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রের ঐশ্বর্য্য বিলোকন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অতঃপর ইনি পিতার মান্যরক্ষার্থ বিজয়পুরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। শিবজি পিতাকে রায়গড়ে অবস্থান পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে অনুরোধ করেন;

কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া স্বীয় কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন।

শিবজি এখন সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চাশ হাজার পদাতিক এবং সাত হাজার অশ্বারোহী সেনা করিলেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, ইহাঁর অধিকারস্থ প্রদেশের কতক অংশ মোগল সম্রাট অধিকৃত করেন, ইনি এখন তাহার প্রতিশোধ লইতে অস্ত্র ধারণ করিলেন। সম্রাট ইহাঁর বিরুদ্ধে সায়েস্তা খাঁর অধীন সৈন্য প্রেরণ করেন। মোগল সৈন্য পর্ব্বতদুর্গ সকল ক্রমে অধিকার করিতে লাগিল। অবশেষে পুনা নগর তাহাদের হস্তগত হইল। কিন্তু একদা রজনীযোগে পঁচিশজন সৈন্যসহ ইনি সায়েস্তা খাঁর আবাস স্থান আক্রমণ পূর্ব্বক, তাঁহার পুত্র ও রক্ষকদিগকে নিহত করিলেন। এই দুঃসাহসিক কার্য্যে দেশ মধ্যে ইহাঁর যশঃ পরিব্যাপ্ত হইলে মহারাট্টাগণ উৎসাহান্বিত হইল।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সাহাজির মৃত্যু হইলে, শিবজি "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। অতি সমারোহ পূর্ব্বক রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, ইনি স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বাধীন রাজার ন্যায় এখন হইতে ইহাঁর অন্যান্য কাজকর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ইনি রাজা হইলে, বিজয়পুররাজ ইহাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক কনক্যান আক্রমণ করেন। ইনি যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে বিপক্ষসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। অতঃপর ইনি নৌ-সেনার সৃষ্টি করিলেন। একদা ইহাঁর নৌসেনা মক্কার যাত্রীসহ কয়েক খানি জাহাজ লুটপাট করিল।

মোগল সম্রাট আরঙ্গজীব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, বহুসেনাসহ বীরবর জয়সিংহকে শিবজির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শিবজিও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু মোগল সৈন্যের গতি কোন ক্রমে রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে ইহাঁর পর্ব্বতদুর্গ সকল তাঁহাদের হস্তগত হইতে লাগিল। অবশেষে জয়সিংহের প্ররোচনায় ইনি মোগল সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন। পুরন্দর দুর্গে সন্ধির নিয়ম স্থির হইল যে, শিবজি তাঁহার ২০টী দুর্গ সম্রাটকে প্রদান করিবেন; সম্রাট ইহাঁর পুত্র শম্ভুজিকে মোগল সৈন্যের পঞ্চ সহস্রের উপর নেতৃত্ব দিবেন। শিবজি বিজয়পুর জয় করিতে সাহায্য করিলে, দাক্ষিণাত্যের রাজকরের চতুর্থ ও দশম অংশ প্রাপ্ত হইবেন।

অতঃপর শিবজি মোগল সেনার

সহিত প্রবল বিক্রমে বিজয়পুরের ধ্বংসের জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইহাঁর সাহস, বিক্রম, কৌশল, উদ্যম দর্শন করিয়া রাজপুত এবং মুসলমান সেনানীগণ চমৎকৃত হইলেন। সম্রাট পত্রের দ্বারা ইহাঁকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া, দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইনি জয় সিংহের পরামর্শে ও প্ররোচনায় দিল্লী গমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অতঃপর রায়গড়ে গমন পূর্ব্বক রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া নবম বৎসরের পুত্র শম্ভুজির সহিত দিল্লী যাত্রা করিলেন। পঞ্চ শত অশ্বারোহী এবং দুই সহস্র পদাতিক সৈন্য মাত্র ইহাঁর অনুগমন করিল।

সন্দিগ্ধচিত্তে শিবজি দিল্লী উপনীত হইলেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিবসে নিরস্ত্র হইয়া জয়সিংহের পুত্র রাম সিংহের সহিত ইনি রাজদরবারে উপস্থিত হন। প্রচলিত রীত্যনুসারে ইনি তিনবার প্রণিপাত করিলে, সম্রাট রাজসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উপস্থিত ব্যক্তি শিবজি কি না। তচ্ছ্রবণে ইনি সহসা বলিলেন "আমি শিবজি"। অনন্তর নিয়মিত ত্রিশ হাজার টাকা নজর প্রদত্ত হইলে, ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সম্রাট কর্ত্তৃক ইনি পঞ্চ সহস্র মোগল সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। এই সকল অবমাননা ইহাঁর অসহ্য হওয়ায়, ইনি রামসিংহের নিকট স্বীয় তরবারি চাহিলেন; এবং আত্মহারা হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন।

অতঃপর শিবজি বাসায় নীত হইয়া প্রকারান্তরে বন্দী হইলেন। সম্রাটের চক্রান্তে দিল্লী আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়া, স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার ফল, তাহা স্পষ্ট বুঝিলেন, কিন্তু নিরুদ্যম হইলেন না। বাল্যকাল হইতে বিপদাপদে অভ্যস্ত থাকায়, ইনি বর্ত্তমান বিপদে অভিভূত না হইয়া মুক্ত হইবার পথ নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক দিবস পরে, দিল্লীর জলবায়ু দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের পক্ষে, অস্বাস্থ্যকর বলিয়া, সৈন্যদিগকে বিদায় দিবার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইলে, ইহাঁর সৈন্য সামন্ত দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। ইহার কয়েক দিবস পরে, ইনি স্বীয় পীড়ার সংবাদ ঘোষণা করিলেন। রীতিমত চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য লাভ করিলেন বলিয়া প্রচার করিলেন। অতঃপর হিন্দু ও মুসলমানদিগের

দেবালয়ে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই তিন দিবস গত হইলে, এক দিবস বৈকালে মিষ্টান্নের এক চাঙ্গারিতে স্বয়ং এবং অপর চাঙ্গারিতে পুত্র শম্ভুজি লুক্কায়িত হইলেন। এই সকল দিল্লীর বহির্দ্দেশে দেবালয়ে প্রেরিত হইল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া, ইনি শম্ভুজিকে পশ্চাদ্ভাগে লইয়া সেই রাত্রিতেই মথুরা যাত্রা করিলেন। সমস্তরাত্রি অশ্বারোহণে গমন করিয়া, প্রভাতেরপূর্ব্বেই সপ্ত-নবতি মাইল অতিক্রম করিয়া, মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় জনৈক বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের নিকট শম্ভুজিকে রাখিয়া, ইনি মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক সন্ন্যাসিবেশে পদব্রজে দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাটপ্রেরিত সৈন্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য, ইনি প্রয়াগ, কাশী, পাটনা, গয়া, কটক, হাইদ্রাবাদ, বিজয়পুর হইয়া, চারি মাস পরে রায়গড়ে উপনীত হইলেন।

অতঃপর শিবজি প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত হইয়া মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। অনতিদীর্ঘকাল-মধ্যে পূর্ব্ব প্রদত্ত দুর্গা সকল অধিকার করিলেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট বহুসৈন্যসহ মহাবৎ খাঁকে ইহাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন। তদনন্তর ইহাঁর সহিত সম্রাটের সন্ধি স্থাপিত হইল।

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবজি মহা সমারোহ পূর্ব্বক সিংহাসনারোহণের উৎসব সম্পন্ন করিলেন। স্বর্ণ তুলট করিয়া, তাহা ব্রাহ্মণ ও দুঃখিগণকে বিতরণ করিলেন। এই সময় ইহাঁর উন্নতি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বাধীন হিন্দু রাজা বলিয়া দিল্লীর সম্রাট ও বিজয়পুরের রাজা কর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়াছিলেন। রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায় শান্তি বিরাজ করিতেছিল। বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য রাজ্যরক্ষার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। ইনি ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণাট প্রদেশ পর্য্যন্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর কাল সুখে কালাতিপাত করিয়া, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৫ই এপ্রেল, শিবজি পরলোক গমন করেন। (ইতিহাস)

শিবি——উশীনের নরপতি বিশেষ। ইনি অতিশয় দয়ালু ও ভক্তিমান্ ছিলেন। কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাঁর ভক্তি পরীক্ষার্থ, স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবেশে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হন। তিনি ইহাঁর পুত্রের মাংস রন্ধন করিতে বলিলে, ইনি তাহাই করিতে লাগিলেন। ইহাঁকে সেই

মাংস ভোজন করিতে বলিলে, ইনি তাহাও করিতে উদ্যত হই-লেন। তখন ব্রহ্মা স্বীয় বেশ ধারণ পূর্ব্বক, ইহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রস্থান করিলেন। (মহা)

শিশুপাল—চেদিরাজবিশেষ। ইনি দমঘোষের ঔরসে এবং বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কৃষ্ণের হস্তে ইহাঁর নিধন হইবে জানিতে পারিয়া, শ্রুতশ্রবা ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিয়া, পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত করান।

প্রতাপান্বিত জরাসন্ধের অনুগত থাকিয়া শিশুপাল, ভ্রাতা দন্তবক্রের সহিত, কৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু পিতৃস্বসার অনুরোধে কৃষ্ণ ইহাঁর অপরাধ ক্ষমা করিতেন। জরাসন্ধের শাসনে ভীষ্মকরাজ দুহিতা রুক্মিণীকে ইহাঁর সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন। ইনি বরবেশে বিদর্ভে উপনীত হইয়া ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিলে, ইনি বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করেন। পাণ্ডব-দিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, তাঁহার হস্তে নিহত হন।

শুকদেব—ঋষিবিশেষ। ইনি ব্যাস-দেবের ঔরসে, অরণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে ইহাঁর জন্মের জন্য মায়া নিমেষ মাত্র ধরা ত্যাগ করিলে, ইনি ভূমিষ্ঠ হন। অনন্তর তপস্যার্থ বনে গমন পূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁর তপোবিঘ্নার্থ অপ্সরা রম্ভা আগমন করিয়া বিফল-মনোরথ হন। ইনি মহা-রাজ পরীক্ষিতকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। (মহা, হরি)

শুক্রাচার্য্য—দৈত্য গুরু। ইনি মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর ষণ্ড ও অমর্ক নামে পুত্রদ্বয় এবং দেবযানী নাম্নী কন্যা হয়। কথিত আছে যে বলিরাজের দানে ব্যাঘাত করাতে, ইহাঁর একটী চক্ষু অন্ধ হয়।

সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে, শুক্রাচার্য্য যুদ্ধে মৃত দৈত্যদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন। এই মন্ত্র শিক্ষা করি-বার জন্য দেবগণ কচকে ইহাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ইহাঁর শিষ্য হইয়া গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণ উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহাকে দুইবার বধ করিলে, ইনি দেব-যানীর অনুরোধে তাঁহাকে পুন-র্জীবিত করেন। তৃতীয় বারে দৈত্যগণ তাঁহাকে ভস্মীভূত করিয়া সুরার সহিত ইহাঁকে পান করায়। কন্যার বিশেষ অনুরোধে কচকে পুনর্জীবিত করিয়া, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র

শিক্ষা দিয়া, উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির্গত হইতে বলেন। তাহাতে ইহাঁর মৃত্যু হইলে, কচ সেই মন্ত্র-বলে ইহাঁকে পুনর্জীবিত করেন। দৈত্যবালা শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক দেবযানী অপমানিতা ও প্রহারিতা হইলে, শুক্রাচার্য্য দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাইতে উদ্যত হইলেন। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্ব শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচারিকার্থ প্রদান করিয়া ইহাঁদের তুষ্টি সাধন করেন। দেবযানীর ইচ্ছাক্রমে ইনি তাঁহার বিবাহক্রিয়া যযাতির সহিত সম্পন্ন করেন। যযাতি গোপনে শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে, দেবযানী পিতৃসমীপে গমন পূর্ব্বক সমুদায় ব্যক্ত করেন। ইনি শাপপ্রদানে যযাতিকে অকালে জরাগ্রস্ত করেন। পরে তাঁহার অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই জরা দেহান্তর করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। (মহা, ভাগবত)

শুদ্ধোধন—বুদ্ধদেবের পিতা। ইনি কপিলবস্তুর শাক্যবংশীয় শেষ রাজা। ধার্ম্মিক ও প্রজাবৎসল ভূপতি বলিয়া ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজা দণ্ডপাণির ভগিনীদ্বয় মহামায়া ও গৌতমীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। বহু বৎসর অপুত্রক অবস্থার পর, মহামায়ার গর্ভে ইহাঁর পুত্র বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। পুত্র ধর্ম্মার্থ গৃহত্যাগ করিলে ইনি দুঃখিত মনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। অতঃপর সপ্তম বৎসর পরে, তিনি যোগীরবেশে কপিলবস্তুতে প্রত্যাগমন করিলে, ইনি সুখী হন। মৃত্যুসময়ে তাঁহাকে দেখিয়া, শুদ্ধোধন সুখে ইহলোকত্যাগ করেন।

শুনঃশেফ—ঋচিক ঋষির মধ্যম পুত্র। কথিত আছে যে, মহারাজ অম্বরীষ যজ্ঞে বলিদানার্থ ইহাঁকে ক্রয় করেন। অযোধ্যা গমনের পথে ইহাঁরা মুনিবর বিশ্বামিত্রের আশ্রমে অবস্থান করেন। ইহাঁর প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া, তিনি ইহাঁকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দিলে, ইনি যজ্ঞে জীবিত থাকেন। অতঃপর ইনি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়া দেবরথ নামে অভিহিত হন। (রামা, ভাগবত)

শুভঙ্কর—বঙ্গের বিখ্যাত গণিতবেত্তা। ইনি কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গণিত শাস্ত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। নিত্য ব্যবহারোপযোগী অঙ্ক কসিবার অতি সহজ নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ করিয়া, ইনি জনসাধারণের অশেষ সুবিধা করিয়া গিয়াছেন।

শুম্ভ—দানবরাজ বিশেষ। ভ্রাতা নিশুম্ভের সহিত দানব অতি পরা-

ক্রান্ত হইয়া উঠে। ক্রমে দেবতাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দেবরাজ্যের অধিপতি হয়। দেবতাদিগের অনুরোধে শক্তিরূপা স্বয়ং দুর্গা ইহাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। যুদ্ধে সেনাপতিগণ এবং নিশুম্ভ নিহত হইলে, শুম্ভ স্বয়ং সমরে গমন করেন। তুমুল সংগ্রামের পর দানবরাজ দেবীর হস্তে নিপতিত হয়। (মার্কণ্ডেয়)

শুষেণ—বানর-রাজ বিশেষ। কপিবর বালীবনিতা তারার পিতা ছিল। যেরূপ যুদ্ধে সেইরূপ চিকিৎসায়, ইহার পারদর্শিতা ছিল। শুষেণের পরামর্শে হনুমান ঔষধ আনয়ন করিলে, লক্ষ্মণ শক্তিশেলের আঘাত হইতে সুস্থতা লাভ করেন। (রামা)

শূর, শূরসেন—যদুবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইহাঁর বসুদেব নামক পুত্র এবং কুন্তী ও শ্রুতশ্রবা নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহাঁর সহিত কুন্তিভোজ রাজার সৌহার্দ্দ ছিল। বন্ধু অপুত্রক বিধায়, ইনি স্বীয় কন্যাদ্বয় তাঁহাকে দুহিতৃরূপে প্রদান করেন। (মহা, হরি,)

শূর্পণখা—রাবণের ভগিনী। বিশ্রবার ঔরসে এবং কৈকসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার সহিত বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের বিবাহ হয়। রাবণ দিগ্বিজয়ার্থ গমন করিয়া দানবদিগের সহিত যুদ্ধে তাহাকে নিহত করে। অতঃপর দয়ার্দ্রচিত্তে রাক্ষসরাজ ইহাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে আদেশ করে। সৈন্যসহ খর ইহার রক্ষক নিযুক্ত ছিল।

রামের বনবাসকালে, তিনি পঞ্চবটী বনে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে থাকিলে, একদা শূর্পণখা তথায় উপস্থিত হয়। রামের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, রাক্ষসী সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, লক্ষ্মণ ইহার নাসিকা-কর্ণ ছেদন করেন। রাক্ষসী খরকে সংবাদ প্রদান করিলে, রাক্ষস সসৈন্যে রামের শরে নিহত হয়। অতঃপর লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক ভ্রাতা রাবণকে সমুদায় অবগত করিয়া, সীতাকে হরণ করিতে উত্তেজিত করে। (রামা)

শৃঙ্গী—শমীক মুনির পুত্র। ইনি অল্প বয়সে তপস্যায় উন্নতি লাভ করেন। একদা ইনি জনৈক বয়স্য মুনিকুমারের মুখে জ্ঞাত হইলেন যে পরীক্ষিত শমীকের গলদেশে মৃতসর্প যোজনা করিয়া গমন করিয়াছেন। ইনি ক্রোধবশে রাজাকে সপ্তাহমধ্যে সর্প দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। এই শাপপ্রদানহেতু ইনি পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। (মহা)

শৈব্যা—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পত্নী। ইহাঁর পুত্রের নাম রোহিতাশ্ব। বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষার সময়, মুনিবরকে দক্ষিণা প্রদানার্থ, ইনি স্বামী কর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে ইনি পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পুত্রের মৃত্যু হইলে, ইনি তাঁহাকে দাহ করিতে শ্মশানে গমন করেন। তথায় স্বামীর সহিত ইনি পুনর্ম্মিলিত হইলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট হইয়া, রাজ্যাদি প্রত্যর্পণ করিলে, শৈব্যা স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিতা হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে যাপন করেন। (মহা)

শ্রীচন্দ্র—উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি ধর্ম্মবীর নানকের ঔরসে ও সুলক্ষণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নানকের ধর্ম্মভাব ইহাঁর হৃদয়ে অতি অল্প বয়সেই প্রতিফলিত হয়। ইনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিলেন। তজ্জন্য ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইলেন। ক্রমে বিস্তর লোক ইহাঁর নিকট গমন পূর্ব্বক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এইরূপে উদাসীন দলের সৃষ্টি হইল। (নানকপ্রকাশ)

শ্রীনিবাস—বৈষ্ণব বিশেষ। ইনি একজন ভক্তিমান শুদ্ধচেতা বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্যের সহিত ইহাঁর অতিশয় সদ্ভাব ছিল। তিনি ইহাঁর গৃহে প্রায়ই হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীবৎস—নৃপতিবিশেষ। ইহাঁর স্ত্রীর নাম চিন্তা। মহারাজ নলের ন্যায় ইনি পত্নীর সহিত অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। (কাশীদাসী মহাভারত)

শ্রীহর্ষ—নৈষধ চরিতের প্রণেতা। যজ্ঞ করিবার জন্য আদিশূর কনোজ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনি পূর্ব্বে কাণ্যকুব্জ প্রদেশের কঙ্ক নামক গ্রামে বাস করিতেন।

শ্রুতকীর্ত্তি—কুশধ্বজ রাজার কনিষ্ঠা কন্যা। ইহাঁর সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। ইহাঁর গর্ভে সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়।

শ্বেতকি—নরপতি বিশেষ। ইনি অতি ধার্ম্মিক ও যাগশীল ভূপতি ছিলেন। ইনি এত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন যে ইহাঁর পুরোহিতগণ যাজন কার্য্যে অসমর্থ হন। পরে তাঁহাদের পরামর্শে মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহাকে যাজক কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করেন। মহাদেব দুর্ব্বাসাকে তৎকার্য্য সাধনে আদেশ করেন। দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক রাজার

যজ্ঞকর্ম্ম সমাহিত হয়। কথিত আছে যে, ক্রমাগত শত বর্ষে এই যজ্ঞ শেষ হয়, এবং অগ্নিদেব ইহার অপরিমিত হবি ভক্ষণ করিয়া পীড়াগ্রস্ত হন।

ষণ্ড— শুক্রাচার্য্যের পুত্র। ইনি ভক্তিমান প্রহ্লাদের গুরু ছিলেন। (বিষ্ণু)

সংজ্ঞা—বিশ্বকর্ম্মার তনয়া এবং সূর্য্যের পত্নী। ইহাঁর গর্ভে বৈবস্বত মনু, যম, ও যমুনার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, ইনি স্বীয় শরীর হইতে নিজ আকৃতির ন্যায় ছায়া নাম্নী এক কামিনীকে সৃজন করেন। তাঁহাকে সূর্য্যগৃহে রাখিয়া, স্বয়ং পিতৃগৃহে গমন করেন। পতিত্যাগ করিয়া আসায়, বিশ্বকর্ম্মার নিকট তিরস্কৃত হইয়া, ইনি উত্তর কুরুবর্ষে অশ্বিনীরূপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে সূর্য্য সংজ্ঞার অবস্থিতির স্থান অবগত হইয়া, অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক, উত্তর কুরুবর্ষে গমন করেন। তথায় কিছুদিন একসঙ্গে বিচরণ করিলে, ইহাঁদের যমজ পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। (মহাভারত)

সংযথা—পৃথ্বীরাজের মহিষী। ইনি কনোজাধিপতি জয়চাঁদের দুহিতা ছিলেন এবং ১১৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে ইহাঁর মন বলবীর্য্য-সম্পন্ন দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের প্রতি আসক্ত হয়। ইহাঁর রূপগুণের সংবাদে তিনিও ইহাঁর প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের শত্রু ইহাঁর পিতা জয়চাঁদের জন্য, ইহাঁদের মনোভাব গোপনে রহিল।

১১৯০ খৃষ্টাব্দে জয়চাঁদ রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক, তদুপলক্ষে সংযথার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করেন। পৃথ্বীরাজ যজ্ঞে অনুপস্থিত হওয়ায়, জয়চাঁদ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা দ্বারীর বেশে সজ্জিত করিয়া, দ্বারদেশে স্থাপিত করেন। স্বয়ম্বর সভায় পৃথ্বীরাজের অনুপস্থিতিতে, সংযথা মহা বিপদে পতিত হইলেন। পূর্ব্বে মনে মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া, এখন অন্য পতি বরণ করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। অতি কষ্টে কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির করিলেন। ধর্ম্মরক্ষার্থ ইনি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইতে মনস্থ করিলেন। পৃথ্বীরাজের উপর পিতার বৈরিভাব জানিয়াও, উপস্থিত রাজন্যবর্গকে উপেক্ষা করিয়া, অনুপস্থিত পৃথ্বীরাজের উদ্দেশে বরমাল্য প্রদান করিতে কৃতকার্য্য হইয়া, পরিণামের জন্য বিপদভঞ্জন দয়াময়ের উপর নির্ভর করিলেন।

সংযথা স্বয়ম্বর সভায় সমবেত রাজন্যবর্গকে একে একে উপেক্ষা করিয়া, দ্বারদেশস্থ পৃথ্বীরাজের প্রতি-

মূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। কথিত আছে যে, পৃথ্বীরাজ ইহাঁর মনোভাব পূর্ব্বেই অবগত হইয়া, শুভ ঘটনার আশায় স্বীয় প্রতিমূর্ত্তির নিকট ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইহাঁকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় অশ্বে আরূঢ় করিয়া, দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। জয়চাঁদ সবন্ধু বান্ধবে ইহাঁদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ষষ্ঠ দিবস পথে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পৃথ্বীরাজ জয়লাভ পূর্ব্বক ইহাঁকে লইয়া, রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরে মহাসমারোহে উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

সংযথা মনোমত পতি প্রাপ্ত হইয়া, অতুল সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাঁর ভাগ্যে সে সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। জয়চাঁদ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া দিল্লীপতির বিরুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে আনয়ন করেন। প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করিলে, সংযথা মনে করিলেন যে বিপদের শান্তি হইল। কিন্তু ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে, মহম্মদ বহু সৈন্যসহ পুনরায় ভারতে আগমন করেন। কথিত আছে যে, সংযথা দুঃস্বপ্ন দর্শনে যুদ্ধে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু বীর রমণী পতিকে বীরকার্য্য হইতে বিরত হইবার প্রবৃত্তি না দিয়া, বরং তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। ইনি বাষ্পাপ্লুত নয়নে, স্বীয় হস্তে স্বামীকে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন। অতি কষ্টে আত্মসংযম পূর্ব্বক ভর্ত্তাকে যুদ্ধে বিদায় দিয়া, ইনি শয্যার আশ্রয় লইলেন।

পতিকে বিদায় দিয়া প্রতিপ্রাণা সংযথা জলমাত্র গ্রহণে জীবন ধারণ করিতেছিলেন। যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ দিল্লী পৌঁছিলে পৃথ্বীরাজবিরহে ইনি সমস্তই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্য কার্য্য অগ্রেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। পতির ধ্যান করিয়া, পতির চিহ্ন সংঙ্গে লইয়া, সংযথা জলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক সুখদুঃখের অতীত স্থানে উপস্থিত হইলেন। (রাজস্থান)

সগর—সূর্য্যবংশীয় বিখ্যাত নৃপতি। ইনি রাজা অসিতের পুত্র। ইহাঁর জন্মের সময়, অসিত শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, হিমালয় প্রদেশে সস্ত্রীক বাস করিতেন। অসিতের মৃত্যুকালে, ইনি মাতা কালিন্দীদেবীর গর্ভে ছিলেন। সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার পূর্ব্বক, তথায় সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইহাঁর স্ত্রী শৈব্যার গর্ভে একটী কন্যা ও অসমঞ্জ নামক একটী পুত্র হয়। ইহাঁর অপর স্ত্রী বৈদর্ভী এক মাংসপিণ্ড

প্রসব করিলে, তাহা হইতে ষষ্টি-সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়।

সগররাজ অতি পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। কথিত আছে যে ইনি একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। শততম যজ্ঞের সময়, ইন্দ্র স্বপদচ্যুত হইবার ভয়ে, ইহাঁর অশ্ব অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে লুকাইয়া রাখেন। সগরের আদেশে ইহাঁর পুত্রগণ পৃথিবী খনন পূর্ব্বক পাতাল পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা মুনির নিকট যজ্ঞাশ্ব দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে তস্কর বিবেচনায় শাস্তি প্রদানে উদ্যত হন। তখন মুনির কোপানলে তাঁহারা ভস্মীভূত হইলেন। পরে সগরের পৌত্র অংশুমান পাতালে গমন পূর্ব্বক কপিল মুনিকে তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলে, যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অতঃপর সগর-রাজ বহুকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। (রামা)

সঞ্জয়—ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। ইহাঁর পিতার নাম গবল্গণ। ইনি কুরু-পাণ্ডবদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। ইনি ব্যাসদেবের বরে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া ভারত যুদ্ধের ঘটনা-বলী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেন। কৌরব সৈন্য ধ্বংসের পর, সাত্যকি ইহাঁকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক ইনি রক্ষিত হন। যুদ্ধান্তে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পঞ্চাদশ বৎসর হস্তিনাপুরে পাণ্ডব-দিগের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। অতঃপর তাঁহার সহিত ইনি বন-গামী হন। বাড়বানলে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, ইনি তাঁহার আদেশে হিমালয় প্রদেশে গমন পূর্ব্বক, অবশিষ্ট জীবন তপ-শ্চরণে অতিবাহিত করেন। (মহা)

সত্যবতী—ব্যাসদেবের মাতা। ইনি বসুরাজের ঔরসে এবং মৎস-রূপা অদ্রিকা অপ্সরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মৎস্যের উদরে ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া, ধীবরেরা বসু-রাজের নিকট লইয়া যায়। তাঁহার আদেশে ইনি মৎস্যজীবীদিগের দ্বারা পালিত হইয়া মৎস্যগন্ধা বা দাস-রাজকন্যা বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

সত্যবতী পিতার আদেশে যমুনা নদীতে নৌকাচালনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা মুনিবর পরাশর ইহাঁর নৌকায় যমুনা পার হইবার সময়, ইহাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, ইহাঁর গাত্র সুগন্ধ সংযুক্ত করেন। তাঁহার ঔরসে, ইহাঁর ব্যাসদেব (দ্বৈপায়ন) নামক পুত্রের জন্ম হয়। পুত্র ইহাঁর অনুমতি লইয়া তপস্যার্থ বনগমন করেন।

সত্যবতীর শরীরের সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, শান্তনুরাজ ইহাঁকে বিবাহ করিবার জন্য দাসরাজ-সকাশে গমন করেন। কন্যার গর্ভজাত পুত্র পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইবার বিষয় জ্ঞাপন করিলে, তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর দেবব্রত (ভীষ্ম) পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য দাসরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে স্বীকৃত হইয়া, ইহাঁকে আনয়ন করেন। ইহাঁর সহিত শান্তনুর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ইহাঁর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। শান্তনুর মৃত্যু হইলে, ইনি ভীষ্মের আশ্রয়ে সপুত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের অকাল মৃত্যু হওয়ায়, সত্যবতী নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। অতঃপর ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া, ইনি স্বীয় পুত্র ব্যাসদেবের দ্বারা পুত্রবধূদ্বয়ের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন। অনন্তর পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, ইনি ব্যাসের পরামর্শে পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত বনগমন পূর্ব্বক তপশ্চরণে দেহত্যাগ করেন। (মহাভারত)

সত্যবান্—নরপতি বিশেষ। ইনি শাল্বদেশের ভূপতি দ্যুমৎসেনের ঔরসে ও শৈব্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর বাল্যকালে দ্যুমৎসেন দৈবযোগে অন্ধ হইলে, তাঁহার রাজ্য শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয়। অনন্যোপায় হইয়া তিনি পুত্র ও ভার্য্যা সহ বনে আশ্রয় লইলেন।

সত্যবান্ পিতামাতার সর্ব্বতোভাবে অধীন থকিয়া তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষায় সর্ব্বদা রত হইলেন। এই সময়ে মনোমত পতির অন্বেষণে সাবিত্রী বহির্গত হইয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া, বনমধ্যে ইহাঁকেই মনোনীত করিলেন। ইহাঁর রূপগুণে এবং ধর্ম্মভাবে তিনি মোহিত হইয়া রাজন্যবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কুটীরবাসী যুবকের সুখ-দুঃখের ভাগিনী হইতে প্রয়াসী হইলেন। অতঃপর ইহাঁদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। ইনি সস্ত্রীক পিতা মাতার সেবা করিয়া সুখে দিন যাপন করিতে লগিলেন।

বিবাহের এক বৎসর পরে, সত্যবানের মৃত্যু হয়। তখন ইহাঁর সাধ্বী স্ত্রী যমরাজের নিকট অন্যান্য বরের সহিত স্বামীর প্রাণদান এবং শ্বশুরের চক্ষু ও রাজ্য প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হন।

অনন্তর দ্যুমৎসেন রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজদণ্ড পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলে, সত্যবান্ যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাজদণ্ডে জীবন-নাশের বিরোধী হইয়া, ইনি একদা

পিতাকে বলিয়াছিলেন, "বিনা-শাস্ত্রক দণ্ড বিধান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এরূপ দণ্ডে যাহাকে বধ করা যায়, তাহার কোন উপকার হয় না। তাহার দণ্ড দেখিয়া অন্যেরও কোন শাসন হয় না। কেন না, তৎপরেও আবার তাহার মত অন্য দোষী দৃষ্ট হইতেছে। অত-এব গুরুদোষে দোষীকে বরং আজীবন কারাবদ্ধ করিয়া, তাহার মনের কলুষিত ভাব দূর করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।"

পিতার মৃত্যুর পর, সত্যবান্ রাজ্য সুশাসন করিয়া এবং স্বজনবর্গে পরি-বেষ্টিত হইয়া, সুখে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। (মহা)

সত্যভামা—কৃষ্ণের স্ত্রী। ইনি সত্রা-জিতের তনয়া ছিলেন। ইহাঁর বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, কৃষ্ণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া পারিজাত পুষ্প আনয়ন করেন। ইহাঁর গর্ভে, কৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়। ইনি পুণ্যকব্রতের অনু-ষ্ঠান করিয়া, ভর্ত্তাকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক নারদকে দান করিয়াছিলেন।

যদুবংশ ধ্বংস এবং কৃষ্ণের দেহ-ত্যাগ হইলে, ইনি অন্যান্য যাদব মহিলাদিগের সহিত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তিনাপুরে নীত হন। অতঃপর বনগমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন তপ-শ্চরণে অতিবাহিত করেন। (হরি)

সত্রাজিৎ—যাদব বিশেষ। কথিত আছে যে, সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে বিখ্যাত স্যমন্তক মণি প্রদান করেন। ইনি সেই মণি সহোদর প্রসেনকে দান করিয়াছিলেন। মৃগয়ায় প্রসেন হত হইলে, কৃষ্ণ সেই মণি আনিয়া ইহাঁকে প্রদান করেন। ইহাঁর কন্যা সত্যভামার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ হয়। অক্রূরের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, শতধন্বা ইহাঁকে নিহত করিয়া স্যমন্তক অপহরণ করেন। (হরি)

সনৎ-কুমার—ব্রহ্মার মানস পুত্র, মুনিবিশেষ। ধর্ম্মজ্ঞ, মহতপা বলিয়া ইনি অন্যান্য মুনি ঋষির শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রাজর্ষি বৈশ্যের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে, গৌতম ও অত্রির মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, ইহাঁকে মধ্যস্থ করিয়া অন্যান্য সকলে সে বিবাদ ভঞ্জন করেন। (মহা)

সনাতন—বৈষ্ণব সাধু। ইনি গৌড়ের নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতা রূপ ধর্ম্মার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করিলে, ইনি গৃহে রহিলেন। স্বীয় বুদ্ধি ও কার্য্যকৌশলে ইনি ক্রমে রাজমন্ত্রী হইলেন।

সনাতন ক্রমে ঘোর সংসারী হইয়া উঠেন। অপরের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা না করিয়া, স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত থাকিলেন। কথিত আছে যে, ইনি স্বীয় বাস-স্থান প্রসারণার্থ এক নিঃস্ব ব্যক্তির ভদ্রাসন গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি তাহা কোন ক্রমে প্রদান করিতে স্বীকৃত না হইলে, ইনি যে কোন প্রকারে তাহা লইতে উদ্যত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া তিনি বৃন্দাবনে ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপের নিকট গমন পূর্ব্বক আমূল সমুদায় ব্যক্ত করেন। তিনি "যরী, রলা, ইরং, নয়" এই আটটী অক্ষর পত্রাঙ্কিত করিয়া, সেই ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। ইনি উক্ত আটটী অক্ষরে নিম্ন লিখিত শ্লোক পূরণ করিলেন—

যদুপতে ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতে ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং,
নশ্বরজগদিদমবধারয়॥

শ্লোকের মর্ম্ম অবগত হইলে, ইহাঁর চৈতন্যোদয় হইল। তখন ইনি সে দুঃখী ব্যক্তিকে নিজাবাসে বাস করিতে দিয়া, স্বয়ং সংসার ত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন।

সনাতন ক্রমে রাজকার্য্যে বীত-শ্রদ্ধ হইয়া গৃহে বসিয়া, কেবল ধর্ম্মালোচনা করিতে লগিলেন। রাজা অনুরোধ করিলেও, ইনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ না করায়, তৎকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। সুযোগ পাইয়া, ইনি কারাধ্যক্ষকে সাত-হাজার টাকা দিয়া পলায়ন করি-লেন। অনন্তর চৈতন্যের নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন গমন পূর্ব্বক,ইনি ধর্ম্মচর্চ্চায় অবশিষ্ট জীবন সুখে যাপন করেন। (ভক্তমালা)

সম্পাতি—জটাসুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অরুণের পুত্র। কথিত আছে যে, যৌবনে বল বিক্রমে, দুই ভ্রাতা অদ্বিতীয় ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে ইহাঁরা দুই ভ্রাতা একদা যুদ্ধার্থে গমন করিয়া তাঁহাকে জয় করেন। অতঃপর ইহাঁরা সূর্য্যের প্রতি ধাবিত হইলে, তাঁহার প্রখর উত্তাপে জটায়ু দগ্ধপ্রায় হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন, সম্পাতি তাহাকে নিজ পক্ষের ছায়াদান করিয়া রক্ষা করেন। জটায়ু নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পক্ষদ্বয় দগ্ধ হওয়ায়, সম্পাতি অজ্ঞান অবস্থায় বিন্ধ্যপর্ব্বতে পতিত হন। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ইনি নিশাকর মুনির বাক্যে, সেই স্থানে অবস্থান করেন। কপিগণ যখন সীতান্বেষণে বহির্গত হয়, তখন ইনি তাহাদিগকে সীতা-পহারক রাবণের বৃত্তান্ত সবিশেষ

বলিয়া দেওয়ায়, ইহাঁর পক্ষোদ্‌গম হয়। (রামা)

সম্বরণ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইনি, পঞ্চালদেশীয় নৃপতি কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া, সিন্ধুনদতীরে বাস করেন। পরে বশিষ্ঠ ঋষিকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া, বিশেষ চেষ্টা পাইয়া, নিজ রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করেন। কথিত আছে যে, ইনি একদা সূর্য্য তনয়া তপতীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে সমুৎসুক হন। অতঃপর পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ সূর্য্যলোকে গমন করিয়া, তপন দেবের অনুমত্যনুসারে তপতীকে আনয়ন পূর্ব্বক, ইহাঁর সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার গর্ভে, ইহাঁর বিখ্যাত পুত্র কুরুর জন্ম হয়। (মহা)

সম্বর্ত্ত—ঋষি বিশেষ। ইনি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র এবং বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি তপস্যা দ্বারা অতি তেজসম্পন্ন মুনি হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি ইহাঁর হিংসা করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, ইনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন।

মহারাজ মরুত্ত যজ্ঞার্থ সম্বর্ত্তের শরণাগত হন। ইনি স্বীয় তেজোবলে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার ব্যাঘাত উৎপাদনে অসমর্থ হইয়া মরুত্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। (মহা)

সরমা—বিভীষণের পত্নী। ইনি গন্ধর্ব্বরাজ শৈলষুর দুহিতা ছিলেন। ধার্ম্মিকা রমণী বলিয়া ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। ইহাঁর গর্ভে তরণীসেনের জন্ম হয়। সীতা লঙ্কায় নীতা হইলে, ইনি মাত্র তাঁহার প্রিয়কারিণী ও প্রিয়ভাষিণী সুহৃদ্ ছিলেন। অনেক সময়ে ইনি তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতেন। রাবণ সবংশে নিহত এবং বিভীষণ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলে, সরমা লঙ্কায় রাজমহিষী হইয়া সুখে জীবন যাপন করেন। (রামা)

সহদেব—(১) পঞ্চম পাণ্ডব। মাদ্রীর গর্ভে এবং অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। মাদ্রী স্বামীর সহগমন করিলে, সভ্রাতা সহদেব বিমাতা কুন্তীর দ্বারা পালিত হন। ভ্রাতাদিগের সহিত সহদেব কৃপাচার্য্য এবং দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শস্ত্রে শিক্ষিত হন। অসিমুষ্টি ধারণ বিষয়ে, ইনি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণসহ ইনি সুখদুঃখ ভোগ করেন। দ্রৌপদীর গর্ভে ইহাঁর শ্রুতসেন নামে পুত্রের জন্ম হয়। ইনি ভানু

মতী নাম্নী যাদবীরও পাণিগ্রহণ করেন। (হরিবংশ ১৪৭অ)

পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে, সহদেব দক্ষিণদিকে গমন পূর্ব্বক ভূপতিদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করেন। ভ্রাতৃগণের সহিত ইনি দ্বাদশ বৎসর বনেবাস করেন। এক বৎসর অজ্ঞাত বাসকালে, ইনি বিরাট রাজভবনে তন্ত্রীপাল নামে গোরক্ষণাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন। ভারতসমরে সহদেব সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসে ইনি শকুনিকে নিহত করেন। ভ্রাতাদিগের সহিত ইনি মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া "কোন ব্যক্তিকেই আত্ম সদৃশ প্রাজ্ঞ জ্ঞান করিতেন না" বলিয়া পাপস্পর্শে সুমেরুশিখরে পতিত হন। (মহা)

(২)—জরাসন্ধের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কৌরব পক্ষে ভারত যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে ইহাঁর মৃত্যু হয়। (মহা)

সাত্যকি—যদুবংশীয় বীরপুরুষ। ইনি শিবিনন্দন সত্যকের পুত্র ছিলেন। ইহাঁর অপর নাম যুযুধান। ইনি কৃষ্ণের শিষ্য ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। অর্জ্জুনও ইহাঁকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করেন। অস্ত্রশাস্ত্রে ইনি একজন মহাযোদ্ধা হইয়া উঠেন। ইহাঁর পুত্রের নাম অঙ্গদ।

ভারতসমরে সাত্যকি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, ইনি কৌরবপক্ষের সেনা ধ্বংশ করেন। চতুর্দ্দশ দিবসের সমরে জয়দ্রথ-বধদিবসে, ইনি যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুনের সংবাদ জানিবার জন্য, কৌরবসৈন্যের ব্যূহ ভেদ করেন। অতঃপর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, ইনি মহারথীদিগকে পরাজিত করেন। অবশেষে ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, তাঁহার বধ্য হন। তখন অর্জ্জুন তাঁহার হস্তচ্ছেদন করিলে, ইনি তাঁহাকে নিহত করেন।

যদুবংশ ধ্বংস কালে সাত্যকি নিহত হন। (মহা, হরি)

সান্দীপনি—কৃষ্ণ-বলরামের গুরু। কাশীর নিকট অবন্তীপুরে ইহাঁর নিবাস ছিল। সর্ব্ব শাস্ত্রে ইহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা হেতু কৃষ্ণবলরাম ইহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষান্তে শিষ্যদ্বয় গুরু দক্ষিণা দানে ইচ্ছুক হইলে, ইনি নিজ পুত্রের উদ্ধার কামনা করেন। প্রবাসতীর্থে স্নানের সময় সান্দীপনির পুত্রকে পঞ্চজন নামক দৈত্য হরণ করে। দৈত্যকে বধ করিয়া, কৃষ্ণবলরাম গুরুপুত্রকে আনয়ন করেন। পরে, সান্দীপনি

দ্বারকায় যদুবংশের পৌরহিত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হন। (হরিবংশ)

সাবিত্রী—সত্যবানের পত্নী। ইনি অশ্বপতিরাজের একমাত্র দুহিতা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহাঁর রূপগুণও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে ইনি অতুলনীয় রূপগুণবতী মহিলা বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

সাবিত্রীর বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, বিবাহাকাঙ্ক্ষী কোন উপযুক্ত পাত্র অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হয় না। তখন তিনি ইহাঁকে স্বীয় স্বামী মনোনীত করিয়া লইতে আদেশ করেন। অতঃপর বৃদ্ধ মন্ত্রিগণসহ ইনি দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। বিবিধ জনপদ, তীর্থ ও তপোবন পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, ইনি সত্যবানকে মনোনীত করিলেন। 'তাঁহার অসীম রূপগুণে মোহিত হইয়া, ইনি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবায় রত থাকায়, ইহাঁর মন তাঁহার প্রতি যত আকৃষ্ট হইয়াছিল, অন্য লোকের অতুল ঐশ্বর্য্য তত আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ধর্ম্মশীলা সাবিত্রী উপযুক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তির অন্বেষণ করিতেছিলেন। গুণে মুগ্ধ হইয়া, ইনি রাজন্যবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কুটীরবাসী সত্যবানের সুখদুঃখের ভাগী হইতে অভিলাষী হইলেন।

অতঃপর পিতৃসমীপে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার আদেশে সাবিত্রী সলজ্জ ভাবে সত্যবানের নাম উল্লেখ করিলেন। রাজসভায় দেবর্ষি নারদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি সত্যবানের অশেষ প্রশংসা করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জামাতা করিতে রাজাকে নিষেধ করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া, তিনি উত্তর করিলেন যে, এক বৎসরের পরে, সত্যবানের মৃত্যু হইবে। পাত্রান্তর অন্বেষণে আদিষ্ট হইয়া, সাবিত্রী বিনীতভাবে উত্তর করিলেন যে, যাঁহাকে একবার পতিত্বে বরণ করা হইয়াছে, তাঁহাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও আর বরণ করা যাইতে পারে না। এখন পত্যন্তর গ্রহণে দ্বিচারিণী হওয়া অপেক্ষা, বিবাহের এক বৎসর পরে বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হওয়া, ইনি শ্রেয়োজ্ঞান করিলেন। ইহাঁর মনের দৃঢ়তা অবগত হইয়া, নারদ সত্যবানের সহিত তনয়ার বিবাহ দিতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন।

অতঃপর সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ইনি সন্তুষ্টচিত্তে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ণ গমন করিলেন। তপোবনে উপস্থিত হইয়া, ইনি সমুদায় কার্য্যের ভার স্বহস্তে লইলেন। ইহাঁর পরি-

চর্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, অন্ধ দ্যুমৎসেন এবং তাঁহার মহিষী রাজ্যচ্যুতির দুঃখ অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন। লক্ষ্মী-স্বরূপা মাতার গুণে সত্যবান স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নারদকথিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের তিন দিবস পূর্ব্বে, সাবিত্রী ত্রিরাত্রব্রত অবলম্বন করিয়া অহর্নিশ উপবাসী রহিলেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিবসে সত্যবান্ ফলমূলাদি আহরণার্থ বনমধ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলে, ইনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া, তাঁহার অনুগমন করিলেন। মৃত্যু সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, তিনি অসুস্থতা বোধ করিয়া, ইহাঁর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা পূর্ব্বক, নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কথিত আছে যে, ক্ষণকাল পরে সত্যবানের মৃত্যু হইলে, স্বয়ং যমরাজ তাঁহাকে লইতে তথায় উপস্থিত হন। সতী সাবিত্রী স্তব স্তুতিতে যমরাজকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট অন্যান্য বরের মধ্যে স্বামীর পুনর্জীবনের বর প্রাপ্ত হন। ইহাঁর পতিভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া, যমরাজ দ্যুমৎসেনকে চক্ষু ও রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির বর প্রদান করেন। অতঃপর সাবিত্রী স্বামিসহ রাজ্যে গমন পূর্ব্বক সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। (মহা)

সিংহিকা (১)—দক্ষরাজ তনয়া। ইহাঁর সহিত মহর্ষি কশ্যপের পরিণয় হয়। ইহাঁর গর্ভে গন্ধর্ব্বদিগের জন্ম হয়। (পুরাণ)

(২)—রাক্ষসী বিশেষ। ইহার পুত্রের নাম রাহু। লঙ্কার সন্নিহিত সমুদ্র গর্ভে সিংহিকা বাস করিত। জলোপরি জীব জন্তুর ছায়া পতিত হইলে, রাক্ষসী মায়াবলে তাহাদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিত। হনুমানের লঙ্কা গমনের সময়, সিংহিকা তাহাকে গ্রাস করিলে, কপিবর উদর বিদীর্ণ করিয়া ইহাকে নিহত করেন। (রামা)

সিন্ধু——মুনিপুত্র বিশেষ। ইনি অন্ধ মুনির একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের পরিচর্য্যায় ইনি কালাতিপাত করিতেন। একদা রাত্রিকালে জল আনয়নার্থে নদীতে গমন করেন। জলে শব্দ শ্রবণ করিয়া মহারাজ দশরথ অন্ধকারে জলহস্তী ভ্রমে শব্দঘাতী শরে ইহাঁকে নিহত করেন। এই পাপহেতু দশরথ পুত্রবিচ্ছেদশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। পুত্রশোকে অন্ধক মুনি দেহ ত্যাগ করেন। (রামা)

সীতা—রামের মহিষী। কথিত আছে যে, রাজর্ষি জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে,

তাঁহার লাঙ্গলের অগ্রভাগে ভূতল হইতে একটী কন্যা উত্থিতা হন। সীতা (লাঙ্গল পদ্ধতি) হইতে সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া, তিনি ইহঁার নাম "সীতা" রাখিলেন। তাঁহার দ্বারা পালিতা হওয়ায়, ইনি জানকী, বৈদেহী, এবং মৈথিলী নামেও পরিচিতা হইলেন।

সীতা রূপগুণে অতুলনীয়া হইলেন। ইহাঁর বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, জনক-রাজ এই পণ প্রচার করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতার ভর্ত্তা হইবেন। সীতাপ্রার্থী রাজন্যবর্গ পণে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতেন। বিশ্বামিত্রের সহিত রামলক্ষ্মণ মিথিলা পুরীতে আগমন করিলে, সেই ধনু তাঁহাদিগকে প্রদর্শিত হয়। রাম তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে বাণ যোজনা করিয়া ভগ্ন করিলেন।

অতঃপর রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল। ইনি স্বামিসহ অযোধ্যায় গমন করিলেন। ইহাঁর ব্যবহারে পিতৃকুলের ন্যায় শ্বশুরকুলের সকলেই অতীব প্রীতি লাভ করিলেন। পতিপ্রাণা হইয়া ইনি অহরহ ভর্ত্তার পরিচর্য্যায় রত থাকিলেন। এইরূপে স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিতা হইয়া, সীতা পরম সুখে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

রামের যুবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়, ঘটনাক্রমে তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস স্থির হইল। সীতা পতিসহগমনে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। রাম কোন ক্রমে ইহাঁকে রাখিয়া যাইতে না পারিয়া, ইহাঁকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনগমন করিলেন। পতিসহবাসের অনির্ব্বচনীয় সুখ ইহাঁর হৃদয় এতদূর পরিপূর্ণ করিয়াছিল যে, বনবাসজনিত দুঃখ ইনি অনুভব করিতে পারেন নাই। ইহাঁর চিত্ত বিনোদনার্থ রামলক্ষ্মণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

রাম মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, সীতা ঋষিপত্নী অনসূয়ার কর্ত্তৃক সম্যকরূপে সৎকৃতা হন। তিনি ইহাঁকে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ সকল প্রদান করেন। দণ্ডকারণ্যে ইনি বিরাধ রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, রামলক্ষ্মণ তাঁহাকে নিহত করিয়া, ইহাঁকে উদ্ধার করেন। অতঃপর পঞ্চবটী বনে ইনি স্বামী ও দেবরের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। একদা শূর্পণখা ইহাঁদের কুটীরে আগমন পূর্ব্বক, রামের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, ইহাঁকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন লক্ষ্মণ তাহার নাসিকাকর্ণ ছেদন

করিলে, খর রাক্ষস সসৈন্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত হয়। রাম রাক্ষস ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি কুটীরে লক্ষ্মণ কর্তৃক পরিরক্ষিতা হন।

অতঃপর শূর্পণখার প্ররোচনায়, রাবণ মারীচসহ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল। মারীচ মায়াবলে মৃগরূপ ধারণ করিয়া ইহাঁর দৃষ্টিগোচর হইলে, ইনি তাহাকে ধৃত করিবার জন্য রামকে অনুরোধ করেন। ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণার্থ লক্ষ্মণকে কুটীরে রাখিয়া, রাম মৃগের অনুসরণ করিলেন। বহুদূর গমন করিয়া মারীচ শরবিদ্ধ হইয়া, মৃত্যুসময়ে রামের স্বরে "হা সীতে, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করে। বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া রাম সেইরূপ কাতরোক্তি করিয়াছেন মনে করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে তৎসমীপে যাইতে আদেশ করেন। তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাঁহাকে ভৎর্সনা পর্য্যন্ত করিলেন। তখন অতীব দুঃখে তিনি সেই স্বর উদ্দেশে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে কুটীরে উপস্থিত হইয়া, ইহাঁকে হরণ করিল। ইহাঁর কাতর বা কঠোব উক্তিতে রাক্ষস বিচলিত না হইয়া, ইহাঁকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। পক্ষিবর জটায়ু ইহাঁর রক্ষার জন্য যুদ্ধে রাবণ হস্তে মৃতপ্রায় হইলেন। গমনকালে সীতা স্বীয় অলঙ্কার সকল পথে বিক্ষিপ্ত করিলেন।

লঙ্কায় নীতা হইয়া সীতা অশোক বনে রক্ষিতা হইলেন। রাবণ ইহাঁকে এক বৎসরের সময় দিয়া, অন্যথা ভক্ষণ করিবার ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রাক্ষসীগণে পবিবেষ্টিতা হইয়া, ইনি রামের বিরহে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীদিগের দুর্ব্যবহারেও কঠোর বাক্যে ইনি সর্ব্বদা জ্বালাতন হইতেন। চেড়ীদিগের মধ্যে ত্রিজটা ইহাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করিত। বিভীষণপত্নী সরমা ইহাঁর প্রিয়কারিণী ছিলেন। তিনি অনেক সময় আশ্বাস প্রদান করিয়া ইহাঁকে সান্ত্বনা করিতেন। এইরূপে দশমাস অতিবাহিত হইল।

অতঃপর হনুমান লঙ্কায় উপনীত হইলে, সীতা তাঁহার মুখে রামের সংবাদ শ্রবণে সুখী হন। সমুদ্র বন্ধন পূর্ব্বক, রাম বানরসৈন্যসহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, ইহাঁর মনে মুক্তির আশা উদয় হইল। মায়াবলে রাবণ রামের মৃতদেহাদি ইহাঁকে দর্শন করাইলে, ইনি মর্ম্মাহত হন। পরে সরমার নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আশ্বস্ত হইলেন। রাবণ সবংশে নিহত হইলে, ইনি রামের নিকট

নীতা হন। সর্ব্বজনের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত রাম ইহাঁকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলিলে, ইনি সে পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণা হইলেন। অতঃপর রামের সহিত ইনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সীতা সপ্তবিংশতি বৎসর রাজসুখ ভোগ করিলেন। লঙ্কায় বাসকালে ইহাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কোন কোন নাগরিকের মনে সন্দেহ হয়। রাম তাহা অবগত হইয়া ম্রিয়মাণ হইলেন। সর্ব্বস্ত্রীর আদর্শস্বরূপা রাজমহিষীর চরিত্র সন্দেহের অতীত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি অতি কষ্টে ইহাঁকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে প্রেরণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ ইহাঁকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আইসেন।

সীতা নির্ব্বাসিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় মনোবেদনা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি এই সময়ে অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। সীতা যে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহা মহর্ষি বাল্মীকি তপোবলে জানিতে পারেন। তিনি ইহাঁকে স্বীয় আশ্রমে স্থান দিয়া অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। কুশ ও লব নামে ইহাঁর দুইটী যমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। পুত্রযুগলের মুখ দর্শনে ইনি কথঞ্চিত সুখী হইলেন এবং অনন্যমনে তাহাদের লালন পালনে সতত নিযুক্ত রহিলেন।

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে, সশিষ্য বাল্মীকি অযোধ্যায় উপনীত হন। কুশী-লবের রামায়ণ গান শ্রবণে রাম তাঁহাদিগকে স্বীয় পুত্র জানিতে পারিয়া,সীতাকে আনয়নার্থ বাল্মীকির নিকট দূত প্রেরণ করেন। মুনিবরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে,সীতাকে স্বীয় বিশুদ্ধির নিমিত্ত সভাসম্মুখে শপথ করিতে হইবে। পর দিবস বাল্মীকিসহ ইনি সভায় উপনীতা হইলে, বাল্মীকি ও রাম ইহাঁর বিশুদ্ধ চরিত্রের বিষয় সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন। অতঃপর সীতা অবনত বদনে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি যেরূপ রাঘব ভিন্ন অপর কাহাকেও কখন মনোমধ্যে চিন্তা করি নাই, সেইরূপ এই মাধবী পৃথিবীরও আমাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দান করা কর্ত্তব্য। আমি যেরূপ কর্ম্ম, বাক্য, মনের দ্বারা সর্ব্বদা রামচন্দ্রকে অর্চ্চনা করিয়াছি, সেইরূপ মাধবী দেবীও আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর প্রদান করুন। আমি যেরূপ শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অপর কাহাকেও জানি না, সেইরূপ মাধবী দেবীও আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর দান করুন।"

ইত্যবসরে ভূতল হইতে সহসা একখানি সিংহাসন উত্থিত হইল। ধরণীদেবী সীতাকে বাহুযুগল দ্বারা তন্মধ্যে গ্রহণ ও স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া আসনে উপবেশিত করিলেন। অতঃপর সেই সিংহাসন ইহাঁদিগকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিল। (রামা)

সীতারাম রায়——বঙ্গের নরপতি বিশেষ। যশোহর জেলায় মহম্মদপুরে ইহাঁর রাজধানী ছিল। স্থানে স্থানে ইহাঁর দীঘি ও রাস্তা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহাঁর প্রধান সেনানী মেনাহাতী নামে বিখ্যাত ছিলেন।

কথিত আছে যে, সীতারাম এক প্রকার স্বাধীন রাজা হইয়া উঠেন। বঙ্গের নবাবের সৈন্য কয়েকবার পরাস্তও করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য এবং সৌভাগ্য ইহাঁর অবনতির কারণ হইল। ক্রমে বিলাসী হইয়া ইনি রাজ কার্য্য ত্যাগ করিলেন। ইহাঁর শৈথিল্যে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই সুযোগে নবাবের সেনা মহম্মদপুর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে।

সুকন্যা—চ্যবন পত্নী। ইনি মহারাজ শর্য্যাতির তনয়া ছিলেন। একদা মহারাজ পৌরজনসহ মৃগয়ায় উপস্থিত হইয়া, ঋষিবর চ্যবনের আশ্রমের সন্নিধানে শিবির স্থাপন করেন। বয়স্যাগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া, সুকন্যা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে একটী বল্মীকের স্তুপের নিকট উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে উজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করিয়া, বালস্বভাব প্রযুক্ত ইনি তাহা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করেন। সেই উজ্জ্বল পদার্থই মুনিবরের চক্ষুদ্বয়। অতঃপর চ্যবন রাজসৈন্যের মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করিলে, শর্য্যাতি তাঁহার হস্তে সুকন্যাকে ভার্য্যার্থে প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

সুকন্যা সন্তুষ্ট চিত্তে স্বামিসহ বনে বাস করিতে লাগিলেন। একদা ইনি দেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সন্তুষ্ট করিয়া স্বামীর চক্ষু প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বরে তিনি যৌবনও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋষিবরের ঔরসে প্রমথি নামে ইহাঁর পুত্রের জন্ম হয়। ইনি অনুনয়ের দ্বারা স্বামীকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতৃযজ্ঞ সম্পাদনার্থ প্রেরণ করেন। (মহা)

সুকেশ—রাক্ষসবিশেষ। এ একজন ধার্ম্মিক রাক্ষস ছিল। ইহার সহিত গন্ধর্ব্বকন্যা দেববতীর বিবাহ হয়। মাল্যবান্, সুমালী, ও মালী, নামে ইহার তিনটী পুত্র হয়। (রামা)

সুগ্রীব—সূর্য্যের তনয় কপিরাজ। রক্ষরজা ইহাঁর পালক পিতা

ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কিষ্কিন্ধায় রাজা হইলে, সুগ্রীব তাহার অধীনে সুখে বাস করেন। ইহাঁর স্ত্রীর নাম রুমা।

বালী মায়াবী দৈত্যের সহিত যুদ্ধে গহ্বরে প্রবেশ করিলে, সুগ্রীব গহ্বর-দ্বার রক্ষার্থ নিযুক্ত রহিলেন। সংবৎসর পরে, বানর-বর ভ্রাতাকে নিহত মনে করিয়া কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর পৌর ও অমাত্যগণের পরামর্শে সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক, রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বালী মায়াবীকে বধ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইল। ইহাকে রাজ্যের অধীশ্বর দেখিয়া অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া, যুদ্ধে পরাজয় পূর্ব্বক দেশ হইতে বিতাড়িত করে। বালীর ভয়ে সুগ্রীব নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া পরে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে অমাত্যগণসহ নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন।

ইতি মধ্যে রাবণ সীতাকে হরণ করিলে, রাম সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বালীকে নিহত করিয়া, ইহাঁকে কিষ্কিন্ধায় রাজত্ব প্রদান করেন। অতঃপর সীতার উদ্দেশ হইলে, সৈন্যসহ সুগ্রীব রামের অধীনে লঙ্কায় উপস্থিত হন। যুদ্ধে সুগ্রীব অনেক রাক্ষস-বীর সংহার করেন। রাবণও ইহাঁর নিকট প্রথম দিন পরাজিত হইয়াছিলেন। রাক্ষস বংশ ধ্বংস হইলে, ইনি বানর সৈন্যসহ অযোধ্যায় উপস্থিত হন। রামের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধায় উপনীত হইয়া, সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অতঃপর বহু বর্ষ পরে রাম দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, সুগ্রীব অঙ্গদকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া, রামের সহিত দেহ ত্যাগ করেন। (রামা)

সুদামা—কৃষ্ণের সহপাঠী। ইনি কৃষ্ণবলরামের সহিত সান্দীপনি মুনির নিকট শিক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ও যশস্বী হইলে, ইনি স্বীয় স্ত্রীর পরামর্শে ও অনুরোধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। কথিত আছে যে, তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য ইনি ভিক্ষালব্ধ একমুষ্টি চিপিটক মাত্র সঙ্গে লইয়া গমন করেন। ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ ইহাঁকে অতি সাদরে গ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রদত্ত চিপিটকমুষ্টি অতি সন্তোষের সহিত তিনি ভক্ষণ করেন। লজ্জায় ইনি তাঁহার নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রেরণ করিয়াছেন। (ভাগবত)

সুন্দ—দৈত্য বিশেষ। ইহার পিতার নাম নিকুম্ভ। ব্রহ্মার বরে, ভ্রাতা উপসুন্দসহ এই দৈত্য অন্যের অবধ্য হয়। একসঙ্গে দুই ভ্রাতা বহুকাল রাজত্ব করে। ইহাদের অত্যাচার হইতে ত্রৈলোক্য মুক্ত করিবার জন্য, ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা পরম রূপবতী তিলোত্তমার সৃষ্টি করেন। তিনি ইহাদের নিকট উপনীত হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য দুই ভ্রাতার বিবাদ আরম্ভ হইল। এই বিবাদে উভয়েই নিহত হয়। (মহাভারত)

সুপার্শ্ব—রাবণের মন্ত্রী। ইনি অতি শিষ্ট ও ন্যায়পরায়ণ সচিব ছিলেন। মেঘনাদ বধ হইলে, রাবণ ক্রোধে সীতাবধে উদ্যত হইলে, ইনি তাহাকে সদুপদেশ প্রদানে, সে পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। (রামা)

সুভদ্রা—অর্জ্জুনের পত্নী। ইনি বসুদেবের ঔরসে এবং রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য ইনি কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তাবস্থায়, ইনি একদা অর্জ্জুনের দৃষ্টিগোচর হইলে, তিনি ইহাঁর রূপে বিমুগ্ধ হন। অতঃপর কৃষ্ণের নিকট সমুদায় অবগত হইয়া, তাঁহার [illegible], অর্জ্জুন ইহাঁকে হরণ ক[illegible]। তদনন্তর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে সুখী হইলেন। ইহাঁর গর্ভে, অর্জ্জুনের অভিমন্যু নামে পুত্রের জন্ম হয়।

পাণ্ডবগণ বনবাসে গমন করিলে, সুভদ্রা পুত্রসহ পিত্রালয়ে অবস্থান করেন। ভারতযুদ্ধের সময়, ইনি দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডব শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। অভিমন্যু নিহত হইলে, ইনি অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে পরীক্ষিতের জন্ম হইলে, ইনি কথঞ্চিৎ সুখী হন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থানে গমন করিলে, ইনি হস্তিনাপুরে ছিলেন। তপশ্চরণে সুভদ্রা শেষ জীবন যাপন করেন। (মহা)

সুমালী—রাবণের মাতামহ, রাক্ষস বিশেষ। এই রাক্ষস সুকেশ নামক ধার্ম্মিক রাক্ষসের পুত্র ছিল। ভ্রাতা মাল্যবান্ ও মারীচের সহিত তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলে, তাঁহার বরে ইহারা অজেয় হয়। তখন তিন জনে সুরাসুরগণকে পীড়ন করিতে লাগিল। ইহাদের আদেশে, বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কা নির্ম্মাণ করেন। ইহাদের উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া, দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তিনি ইহাদিগকে বারম্বার যুদ্ধে পরাস্ত করিলে, ইহারা লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে গমন করে। বহুকালান্তে, সুমালী মর্ত্ত্য ভ্রমণ করিতে করিতে, বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে, ঈর্ষা[illegible]

হইয়া, নিজ কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট প্রেরণ করে। রাক্ষসী মুনি কর্ত্তৃক পত্নী রূপে গৃহীত হইলে, তাহার গর্ভে রাবণাদির জন্ম হয়। সভ্রাতা রাবণ বর প্রাপ্ত হইলে, সুমালী স্বগণ লইয়া, লঙ্কায় পুনরায় গমন করে। রাবণ স্বর্গ জয়ার্থে গমন করিলে, তথায় অষ্টমবসু সাবিত্রের হস্তে ইহার নিধন হয়। (রামায়ণ)

সুমিত্রা—দশরথের পত্নী। ইহাঁর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। রামের বনবাস হইলে, ইনি স্বামীর মৃত্যুতে ও পুত্রের বিচ্ছেদে ম্রিয়মাণা হইয়া, অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বনবাসান্তে রামলক্ষ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ইনি সুখী হইলেন। কৌশল্যার মৃত্যুর পর, সুমিত্রা পরলোক গমনকরেন। (রামায়ণ)

সুমুখ—নাগবিশেষ। ইনি ঐরাবত বংশোদ্ভব আর্য্যকের পৌত্র। ইহাঁর সহিত মাতলি-কন্যা গুণকেশীর বিবাহ হয়। গরুড় সুমুখকে ভক্ষণ করিবার দিন স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে মাতলি ইহাঁকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যান। তথায় বিষ্ণুর আদেশে, ইন্দ্র ইহাঁকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিতে, গরুড় তথায় উপস্থিত হইয়া, স্বীয় বলের পরিচয় দিয়া, বিষ্ণুর সাক্ষাতে ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু নিজ বাহু গরুড়ের স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিলে, পক্ষিবর গুরুভারে মৃতপ্রায় হইয়া, তাঁহার স্তুতি করিয়া, অব্যাহতি পাইলেন। অনন্তর বিষ্ণু সুমুখকে পদাঙ্গুলিদ্বারা গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। তদবধি ইহাঁদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। (মহা)

সুরভী, (সুরভি)—দক্ষরাজকন্যা। ইহাঁর সহিত কশ্যপের পরিণয় হয়। ইহাঁ হইতে যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তু উৎপন্ন হইয়াছে। (হরিবংশ)

সুরসা——নাগমাতা। সীতান্বেষণে হনুমানের সাগর লঙ্ঘনকালে, তাহার বল পরীক্ষার্থ সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষি নিচয় ইহাঁকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। ইনি হনুর নিকটে রাক্ষসীমুর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হন। তিনি শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলে, ইনিও নিজ মুখ অধিকতর ব্যাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সুরসা যখন মুখ অতিশয় বিস্তৃত করিলেন, তখন হনুমান অতি ক্ষুদ্রকায় হইয়া, ইহাঁর মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়া, পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। সুরসা, হনুমানের ধৈর্য্য,

বুদ্ধি ও কার্য্যকারিতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যাগমন করেন। (রামায়ণ)

সুশর্ম্মা—ত্রিগর্ত্তের রাজা। কীচকের বাহুবলে বিরাটরাজ ইহাঁর রাজ্য অধিকার করেন। ইনি দুর্য্যোধনের আশ্রয় লইলেন। অতঃপর ভীমের হস্তে কীচকের বিনাশ হইলে, ইনি কুরুরাজকে বিরাটের গাভীগণ আনয়নার্থ পরামর্শ দিয়া, স্বয়ং বিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করেন। পরে ইনি ছদ্মবেশী ভীমের নিকট পরাজিত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদত্ত সৈন্যের অধিনায়ক হন। অর্জ্জুন হস্তে ইনি ১৮শ দিবসের যুদ্ধে নিপতিত হন। (মহা)

সূর্য্য——অদিতি গর্ভসম্ভূত, কশ্যপ-নন্দন। ইনি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে ভ্রমণ করেন। ইনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে, ইহাঁর বৈবস্বত মনু ও যম নামে দুইটী পুত্র এবং যমুনা নাম্নী একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ইহাঁর তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, সংজ্ঞা ছায়াকে সৃজন করিয়া, ইহাঁর নিকট রাখিয়া পলায়ন করেন। ছায়ার গর্ভে, ইহাঁর শনি নামে পুত্র এবং তপতী নামে কন্যার জন্ম হয়। কিছুকাল পরে, সমুদায় অবগত হইয়া, ইনি সংজ্ঞার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, উত্তরকুরুবর্ষে তাঁহাকে অশ্বিনীরূপে প্রাপ্ত হন। ইনিও অশ্বরূপে তথায় তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে ইহাঁদের অশ্বিনীকুমার নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। অতঃপর ইনি সস্ত্রীক নিজালয়ে প্রত্যাগত হন। কথিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা তৎপরে ইহাঁর বাহ্য তেজের লাঘব করিয়া দিলে, সংজ্ঞা ইহাঁর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর ঔরসে, কপিরাজ সুগ্রীব এবং কুন্তীপুত্র কর্ণের জন্ম হয়।

সূর্য্যের অপরাপর প্রধান প্রধান নাম—অরুণ, আদিত্য, তপন, দিবাকর, বিভাকর, ভানু, ভাস্কর, মার্ত্তণ্ড, মিহির, রবি, সহস্রাংশু।

সৃঞ্জয়—নরপতি বিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম শিত্য। দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত ইহাঁর সখা ছিলেন। একদা তাঁহারা ইহাঁর নিকট উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমত সময়ে ইহাঁর বয়স্থা রূপবতী কন্যা তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ তাঁহাকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করিলে ইনি কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

সৃঞ্জয় বহুকাল অপুত্রক ছিলেন। দেবর্ষির বরে ইহাঁর "সুবর্ণষ্ঠীবী" নামে একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

হইয়া, নিজ কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট প্রেরণ করে। রাক্ষসী মুনি কর্তৃক পত্নী রূপে গৃহীত হইলে, তাহার গর্ভে রাবণাদির জন্ম হয়। সভ্রাতা রাবণ বর প্রাপ্ত হইলে, সুমালী স্বগণ লইয়া, লঙ্কায় পুনরায় গমন করে। রাবণ স্বর্গ জয়ার্থে গমন করিলে, তথায় অষ্টমবসু সাবিত্রের হস্তে ইহার নিধন হয়। (রামায়ণ)

সুমিত্রা—দশরথের পত্নী। ইহাঁর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। রামের বনবাস হইলে, ইনি স্বামীর মৃত্যুতে ও পুত্রের বিচ্ছেদে ম্রিয়মাণা হইয়া, অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বনবাসান্তে রামলক্ষ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ইনি সুখী হইলেন। কৌশল্যার মৃত্যুর পর, সুমিত্রা পরলোক গমনকরেন। (রামায়ণ)

সুমুখ—নাগবিশেষ। ইান ঐরাবত বংশোদ্ভব আর্য্যকের পৌত্র। ইহাঁর সহিত মাতলি-কন্যা গুণকেশীর বিবাহ হয়। গরুড় সুমুখকে ভক্ষণ করিবার দিন স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে মাতলি ইহাঁকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যান। তথায় বিষ্ণুর আদেশে, ইন্দ্র ইহাঁকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিতে, গরুড় তথায় উপস্থিত হইয়া, স্বীয় বলের পরিচয় দিয়া, বিষ্ণুর সাক্ষাতে ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু নিজ বাহু গরুড়ের স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিলে, পক্ষিবর গুরুভারে মৃতপ্রায় হইয়া, তাঁহার স্তুতি করিয়া, অব্যাহতি পাইলেন। অনন্তর বিষ্ণু সুমুখকে পদাঙ্গুলিদ্বারা গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। তদবধি ইহাঁদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। (মহা)

সুরভী, (সুরভি)—দক্ষরাজকন্যা। ইহাঁর সহিত কশ্যপের পরিণয় হয়। ইহাঁ হইতে যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তু উৎপন্ন হইয়াছে। (হরিবংশ)

সুরসা——নাগমাতা। সীতান্বেষণে হনুমানের সাগর লঙ্ঘনকালে, তাহার বল পরীক্ষার্থ সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষি নিচয় ইহাঁকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। ইনি হনুর নিকটে রাক্ষসীমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হন। তিনি শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলে, ইনিও নিজ মুখ অধিকতর ব্যাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সুরসা যখন মুখ অতিশয় বিস্তৃত করিলেন, তখন হনুমান অতি ক্ষুদ্রকায় হইয়া, ইহাঁর মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়া, পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। সুরসা, হনুমানের ধৈর্য্য,

বুদ্ধি ও কার্য্যকারিতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যাগমন করেন। (রামায়ণ)

সুশর্ম্মা—ত্রিগর্ত্তের রাজা। কীচকের বাহুবলে বিরাটরাজ ইহাঁর রাজ্য অধিকার করেন। ইনি দুর্য্যোধনের আশ্রয় লইলেন। অতঃপর ভীমের হস্তে কীচকের বিনাশ হইলে, ইনি কুরুরাজকে বিরাটের গাভীগণ আনয়নার্থ পরামর্শ দিয়া, স্বয়ং বিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করেন। পরে ইনি ছদ্মবেশী ভীমের নিকট পরাজিত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদত্ত সৈন্যের অধিনায়ক হন। অর্জ্জুন হস্তে ইনি ১৮শ দিবসের যুদ্ধে নিপতিত হন। (মহা)

সূর্য্য——অদিতি গর্ভসম্ভূত, কশ্যপনন্দন। ইনি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে ভ্রমণ করেন। ইনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে, ইহাঁর বৈবস্বত মনু ও যম নামে দুইটী পুত্র এবং যমুনা নাম্নী একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ইহাঁর তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, সংজ্ঞা ছায়াকে সৃজন করিয়া, ইহাঁর নিকট রাখিয়া পলায়ন করেন। ছায়ার গর্ভে, ইহাঁর শনি নামে পুত্র এবং তপতী নামে কন্যার জন্ম হয়। কিছুকাল, পরে, সমুদায় অবগত হইয়া, ইনি সংজ্ঞার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, উত্তরকুরুবর্ষে তাঁহাকে অশ্বিনীরূপে প্রাপ্ত হন। ইনিও অশ্বরূপে তথায় তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে ইহাঁদের অশ্বিনীকুমার নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। অতঃপর ইনি সস্ত্রীক নিজালয়ে প্রত্যাগত হন। কথিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা তৎপরে ইহাঁর বাহু তেজের লাঘব করিয়া দিলে, সংজ্ঞা ইহাঁর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁর ঔরসে, কপিরাজ সুগ্রীব এবং কুন্তীপুত্র কর্ণের জন্ম হয়।

সূর্য্যের অপরাপর প্রধান প্রধান নাম—অরুণ, আদিত্য, তপন, দিবাকর, বিভাকর, ভানু, ভাস্কর, মার্ত্তণ্ড, মিহির, রবি, সহস্রাংশু।

সৃঞ্জয়—নরপতি বিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম শ্বিত্য। দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত ইহাঁর সখা ছিলেন। একদা তাঁহারা ইহাঁর নিকট উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমত সময়ে ইহাঁর বয়স্থা রূপবতী কন্যা তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ তাঁহাকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করিলে ইনি কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

সৃঞ্জয় বহুকাল অপুত্রক ছিলেন। দেবর্ষির বরে ইহাঁর "সুবর্ণষ্ঠীবী" নামে একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

একদা দস্যুগণ সেই পুত্রকে হরণ করিয়া নিহত করে। তজ্জন্য ইনি অতীব শোকসন্তপ্ত হইলে, নারদ ইহাঁকে উপদেশ প্রদানে বীত-শোক করেন। তাঁহার বরে ইহাঁর পুত্র পুনর্জীবিত হইয়াছিল। (মহা)

সোমদত্ত—নরপতি বিশেষ। ইহাঁর পিতার নাম বাহ্লিক এবং পুত্রের নাম ভূরিশ্রবা। দেবক রাজার কন্যার সয়ম্বর স্থলে ইনি উপস্থিত ছিলেন। যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের জন্য কন্যা প্রার্থী হইয়া, তথায় উপনীত হন। তিনি বলপূর্ব্বক দৈবকীকে লইয়া প্রস্থান করেন। ইনি তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া যুদ্ধে পরাস্ত হন। সর্ব্বসমক্ষে শিনি ইহাঁকে পদাঘাত করেন। সেই দুঃখে তপশ্চরণে মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া, বর প্রাপ্ত হন যে, ইহাঁর পুত্র শিনিপৌত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। ইনি ভারত যুদ্ধে কৌরব পক্ষাবলম্বন করেন। ১৪শ দিবসের রাত্রিযুদ্ধে, ইনি সাত্যকি কর্ত্তৃক নিহত হন। (মহাভারত)

সৌভরি—মুনি বিশেষ। ইনি তপস্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। বহুকাল পরে, সংসারী হইবার বাসনায়, ইনি মহারাজ মান্ধাতার নিকটে একটী কন্যা ভার্য্যার্থ প্রার্থনা করেন। তিনি ইহাঁকে কন্যাগণের নিকট প্রেরণ করিলে, ইনি তপোবলে দিব্যদেহ ধারণ করেন। কন্যাগণ সকলেই ইহাঁকে বরমাল্য প্রদান করিলে, ইনি তাঁহাদিগকে তপোবনে আনয়ন করেন। যোগবলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, ইনি ভার্য্যাগণসহ বহুকাল সুখে যাপন করেন। ইহাঁর বহুসংখ্যক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ইনি পুনরায় সংসার পরিত্যাগ ও চিত্ত সংযম পূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। (পুরাণ)

স্বর্ণময়ী—বঙ্গের দানশীলা খ্যাতনাম্নী মহারাণী। ইনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর সহিত কাশিম-বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের পরিণয় হয়। বিধবা হইয়া ইনি স্বয়ং সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁর সুবন্দোবস্তে জমীদারীর বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে।

স্বর্ণময়ী পরদুঃখে অতিশয় কাতরা। বিপুল বিভবের অধিকারিণী হইয়া, ইনি মুক্তহস্তে অর্থদ্বারা পরোপকারে ব্রতী হইয়াছেন। সহস্র সহস্র দরিদ্র লোক ইহাঁর কৃপায় সুখী হইয়াছে। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, ইনি দীন দরিদ্র লোকদিগকে অকাতরে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বঙ্গে এরূপ বিদ্যালয় আছে কি না সন্দেহ, যাহার অভাব জ্ঞাত হইয়া

ইনি অর্থ দানে সাহায্য করেন নাই। স্বর্ণময়ী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্বাহা—অগ্নিদেবের পত্নী। ইনি তাঁহার দাহিকাশক্তিরূপে বর্ণিত। প্রকৃতি দেবী হইতে ইহাঁর উৎপত্তি। বিষ্ণুকে কামনা করিয়া, ইনি কঠোর তপস্যা করেন। বিষ্ণু সাক্ষাৎ হইয়া ইহাঁকে অগ্নির পত্নী হইতে আদেশ করিলে, ইনি তাহাতেই স্বীকৃত হন। ব্রহ্মাও ইহাঁকে অগ্নির পত্নী হইতে অনুজ্ঞা করিয়া, এই বর প্রদান করেন যে, সকল মন্ত্রের শেষে "স্বাহা" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক, হবি প্রদান করিলে, সকল দেবতা তাহা প্রাপ্ত হইবেন। (পুরাণ)

হংস—ক্ষত্রিয় বীর বিশেষ। হংস ভ্রাতা ডিম্বকের সহিত তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, মহাস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া, অন্যের অজেয় হয়। হরবরে দর্পিত হইয়া ইহারা অত্যাচারী হইয়া উঠে। অন্যান্য মুনিঋষিদিগের সহিত দুর্ব্বাসাকে অপমানিত করিয়া, তাঁহার কৌপীন ছেদন করে। তপোনাশভয়ে ঋষিবর ইহাদিগকে ভস্মীভূত না করিয়া, দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট উপনীত হইয়া, তাঁহাকে সমুদায় অবগত করিলেন। তিনি ইহাদিগকে নিহত করিতে স্বীকৃত হইলেন। পিতার রাজসূয় যজ্ঞে হংস কৃষ্ণের নিকট কর চাহিয়া পাঠায়। কর না দেওয়ায় উভয় পক্ষে পুষ্করে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্তৃক হংস নিহত হয় এবং ডিম্বক ভ্রাতৃশোকে যমুনায় নিমজ্জিত হয়। (হরিবংশ)

হনুমান—কপিবীর। ইনি অঞ্জনার গর্ভে ও পবনদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, অঞ্জনা ফলাহরণে বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, ইনি অতীব ক্ষুধিত হইয়া সূর্য্যকে খাদ্য বস্তু মনে করিয়া, ভক্ষণ করিতে গমন করেন। তথায় রাহুকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হন। রাহু ইন্দ্রের আশ্রয় লইলে, তিনি ঐরাবতের উপর আরূঢ় হইয়া, ইহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইনি ঐরাবতকে দেখিয়া বৃহত্তর খাদ্যদ্রব্য মনে করিয়া, ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তখন দেবরাজ বজ্রাঘাতে ইহাঁকে সুমেরু শিখরে নিক্ষেপ করেন। পর্ব্বতে পতিত হইয়া ইহার বাম হনু ভগ্ন হইল। মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া পবনদেব পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া, ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বিবিধ বর প্রদান করিলেন।

কথিত আছে যে, সূর্য্যের নিকট ইনি শাস্ত্রাদি শিক্ষা করেন।

বালস্বভাবপ্রযুক্ত হনুমান আশ্রমে গমন পূর্ব্বক মুনিঋষিদিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিতেন। তাঁহারা ইহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, কেহ বলিয়া না দিলে,ইনি স্বীয় বলের বিষয় অজ্ঞ থাকিবেন। ইহার সহিত সুগ্রীবের সৌহৃদ্য ছিল। ইনি কিষ্কিন্ধায় গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বালীকর্ত্তৃক সুগ্রীব তাড়িত হইলে, ইনি তাহার সহিত ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে অবস্থান করেন। সীতার অন্বেষণার্থ রাম লক্ষ্মণ ইহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাদের সহিত সুগ্রীবের বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। বালী-বধান্তে সুগ্রীব রাজা হইলে, ইনি সুখী হন।

হনুমান কপিসৈন্যসহ সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অতঃপর নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সম্পাতির পরামর্শে লঙ্কাগমনে উদ্যোগী হন। সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার সময়, ইনি সিংহিকা নাম্নী রাক্ষসীকে নিহত এবং সুরসাকে সন্তুষ্ট করিয়া লঙ্কায় উপনীত হন। পরে অশোকবনে সীতার সন্দর্শন লাভ করিয়া সুখী হন। রাবণের বলাবল পরীক্ষার্থ ইনি তাহার প্রমোদবন ভগ্ন করিয়া, বহু রাক্ষসসৈন্যসহ অক্ষকুমারকে নিহত করেন। ইন্দ্রজিতের নাগপাশাস্ত্রে বন্দী হইয়া, ইনি রাবণ সভায় নীত হন। বস্ত্রখণ্ড সংযুক্ত করিয়া ইহাঁর লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান করিলে, ইনি সেই অগ্নিতে লঙ্কা দগ্ধ করেন। অতঃপর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, রাম সকাশে আগমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করেন।

রাম সাগর বন্ধন পূর্ব্বক বানরসৈন্য সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে, হনুমান অনেক রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধে নিপাতিত করেন। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পতিত হইলে, ইনি ওষধিপর্ব্বত আনয়ন করিলে, ঔষধ প্রয়োগে তিনি সুস্থ হন। যুদ্ধান্তে ইনি রামের সহিত অযোধ্যায় গমন করেন। রামের দেহত্যাগের সময়, তিনি ইহাঁকে দীর্ঘজীবন যাপন করিতে আদেশ করেন। অতঃপর গন্ধমাদন পর্ব্বতে ইনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। বনবাসকালে ভীমসেন ইহার নিকট উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহার বলদর্প চূর্ণ করিবার জন্য, লাঙ্গুল উত্তোলন করিতে বলেন। তিনি তাহা না পারিয়া, লজ্জিত হইলেন। অতঃপর আত্মপরিচয় প্রদানে, হনুমান তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। (রামা, মহা)

হরিদাস—সাধু বৈষ্ণব বিশেষ। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বুড়নগ্রামে,

মুসলমান বংশে ইহাঁর জন্ম হয়। হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া, ইনি সতত হরিনাম করিতেন। অন্যান্য কার্য্য কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইনি কেবল হরিনাম জপ করিয়া, দিন যাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে ইনি কুনিয়া গ্রামের সন্নিহিত বনে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, মনের সাধে অনন্যমনে হরিনাম জপ করিতেন। অদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহার নিকট ভক্তিবিষয়ক উপদেশ শ্রবণে, ইনি পরম প্রীতি লাভ করেন।

হরিদাস যবন ছিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুর ন্যায় হরিনাম করায়, স্থানীয় কাজি ইহাঁর উপর বিরক্ত হইলেন। মুসলমান ধর্ম্মে ইহাঁকে পুনরায় আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া, তিনি শাস্তির জন্য ইহাঁকে নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। ইনি কোনক্রমে হরিনাম ত্যাগে স্বীকৃত না হইলে, কাজির পরামর্শে নবাব অনিচ্ছাসত্বেও ইহাঁকে বাইস বাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন। বাইস বাজারে পাইকগণের নিকট বেত্রাঘাত খাইয়াও, ইনি মরিলেন না। অতঃপর ইনি গভীর ধ্যানে নিশ্চেষ্ট ভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিলে, লোকে মনে করিল যে, ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। কাজির পরামর্শে নবাব ইহাঁকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ করিলেন। গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাষিতে ভাষিতে, ইনি তীরে উঠিয়া নবাবকে দর্শন করিয়া হাস্য করিলেন। ইনি যে প্রকৃত সাধু ব্যক্তি তাহা নবাব বুঝিতে পারিয়া, ইহাঁর নিকট ক্ষমা চাহিয়া, ইহাঁকে যথেচ্ছাবিচরণে অনুজ্ঞা দিলেন।

হরিদাস এখন ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি নবানুরাগে প্রফুল্লমনে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ লক্ষাধিক হরিনাম জপ না করিয়া, ইনি শয়ন করিতেন না। ইহাঁর ভক্তি এবং বিশুদ্ধ চরিত্রে মোহিত হইয়া, সকলে ইহাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

জনৈক জমিদার হরিদাসের সাধনায় বিঘ্নোৎপাদনার্থ একদা রজনী যোগে ইহাঁর কুটীরে একটী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে প্রেরণ করেন। তিনি কুটীরে উপস্থিত হইলে, ইনি তাহাকে নামজপ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সমস্ত রাত্রি ইহাঁর নাম জপ শেষ হইল না। তিনি প্রাতে গৃহে গমন পূর্ব্বক সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বিতীয় রত্রিও ইহাঁর জপে অতিবাহিত হইল। ইহাঁর অনুকরণে, তিনিও কয়েক বার হরি-

নাম জপ করিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে তিনি উপস্থিত হইয়া, অপেক্ষাকৃত একাগ্রমনে হরিনাম জপ করিলেন। ইনি সমস্ত রাত্রি নাম জপে যাপন করিয়া, প্রভাতে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। হরিনাম-রসে তিনি মগ্ন হইয়া, ইহাঁর পদতলে পতিত হইলেন এবং পাপকৃত আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া, ইহাঁর নিকট হরিনামে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। ইনি তাহাকে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুণ্ডিত মস্তকে সেই কুটীরবাসী হইয়া হরিনাম জপিতে আদেশ করিয়া, স্থানান্তরে, গমন করিলেন।

অতঃপর হরিদাস নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ইহাঁর ভক্তি ও প্রেমে সাধু বৈষ্ণবগণ মোহিত হইয়া, ইহাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। চৈতন্যদেব ইহাঁকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিতেন। ইনিও তাঁহার সহিত অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। চৈতন্য লীলাচলে গমন করিলে, ইনিও তথায় উপস্থিত হইলেন। সাধু বৈষ্ণবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ইনি শেষ জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের সম্মুখে হরিনাম জপ করিতে করিতে, হরিদাসের দেহত্যাগ হয়। (চৈতন্যচরিত)

হরিশ্চন্দ্র—নরপতি বিশেষ। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কুর তনয় ছিলেন। অন্যান্য বহুল রাজগুণের মধ্যে দাতৃত্ব ও সত্যপরায়ণতার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁর মহিষীর নাম শৈব্যা। তাঁহার গর্ভে রোহিতাশ্ব নামে ইহাঁর পুত্রের জন্ম হয়।

কথিত আছে যে, একদা মহর্ষি বশিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তচ্ছ্রবণে বিশ্বামিত্র ইহাঁকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া, দানস্বরূপ ইহাঁর সমুদায় রাজ্য গ্রহণ করেন। দক্ষিণার জন্য, সপুত্রা শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়া এবং স্বয়ংও বিক্রীত হইয়া, তাঁহাকে অর্থ প্রদান করেন। ইনি শ্মশানে চণ্ডালের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পুত্র মৃত হইলে, শৈব্যা তাহাকে দাহ কবিতে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। ইনি স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া, একমাত্র পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া, রোহিতাশ্বকে পুর্ণর্জীবিত করিয়া, ইহাঁর রাজ্য প্রত্যার্পণ করিলেন। ইনি স্ত্রীপুত্রসহ রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (পুরাণ)

হরুঠাকুর—বিখ্যাত গীত রচক। ইহাঁর প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায়

জন্ম গ্রহণ করেন।

হরুঠাকুর প্রথমে কবির দলে ইচ্ছানুসারে গান বাঁধিয়া দিতেন। কখন কখন স্বয়ংও তাহা গান করিতেন। কথিত আছে যে, একদা রাজা নবকৃষ্ণ ইহাঁর গান শ্রবণে প্রীত হইয়া, ইহাঁকে একজোড়া শাল পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। ইনি অপমানবোধে তাহা তৎক্ষণাৎ ঢুলিকে অর্পণ করেন। তদ্দর্শনে রাজা প্রথমে কুপিত হন; পরে পরিচয় পাইয়া ইহাঁকে অতি সমাদর করেন। তাঁহার উত্তেজনায় ইনি একটী কবির দল করিয়া, অতি অল্পদিনের মধ্যে বিখ্যাত হইলেন। নবকৃষ্ণের সহিত ইহাঁর সৌহৃদ্য জন্মিল। তাঁহার মৃত্যুতে ইনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কবির দল ত্যাগ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে, ইনি ইহ জীবন ত্যাগ করেন। (বাঙ্গালাভাষা)

হর্য্যশ্ব্য—নরপতি বিশেষ। ইনি পঞ্চালের রাজা ছিলেন। কথিত আছে যে, পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, ইনি তাঁহাদিগের দ্বারা স্বীয় রাজ্যের শাসন স্বচ্ছন্দে সম্পাদিত হইবে মনে করিয়া, অন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করেন না (পঞ্চ+অলং)। এই সকল পুত্রদিগের দ্বারা স্বীয় রাজ্য শাসিত হইত বলিয়া, রাজ্যের নাম "পঞ্চাল" রক্ষিত হয়। (পুরাণ)

হারীত—ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণেতা মুনি বিশেষ। ইহাঁর প্রণীত হারীত সংহিতা (স্মৃতিগ্রন্থ) বিখ্যাত।

হিড়িম্ব—রাক্ষস বিশেষ। এই রাক্ষস যে বনে বাস করিত, জতুগৃহ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ সেই বন দিয়া রাত্রিতে গমন করিতেছিলেন। দীর্ঘপথ পর্য্যটনে ক্লান্তিহেতু কুন্তী এবং পাণ্ডবগণ নিদ্রিত হইলে, ভীম জাগরিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। হিড়িম্ব তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভগিনী হিড়িম্বাকে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া আনিতে আদেশ করে। রাক্ষসী তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া, ভীমের প্রতি আসক্তিহেতু ভ্রাতার আদেশ পালনে অনিচ্ছুক হয়। তখন রাক্ষস সক্রোধে ভীমের প্রতি ধাবিত হইয়া, তাঁহার হস্তে নিহত হয়। (মহা)

হিড়িম্বা—রাক্ষসী বিশেষ। হিড়িম্ব রাক্ষসের ভগিনী। নিদ্রিত পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া আনায়নার্থ প্রেরিত হইলে, রাক্ষসী ভীমের প্রতি আসক্ত হয়। হিড়িম্ব নিহত হইলে, রাক্ষসী কুন্তীকে স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করিয়া, ভীমের ভার্য্যা হইল। অতঃপর স্বামীর সহিত রাক্ষসী বনান্তরে গমন করে। ইহার গর্ভে ঘটোৎ-

কচের জন্ম হইলে, ভীম ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আইসে। পুত্র ঘটোৎকচের আশ্রয়ে হিড়িম্বা অবস্থান করিতে লাগিল। (মহাভারত)

হিমালয়——ভারতবর্ষের উত্তরস্থ পর্ব্বতরাজ। ইনি পিতৃগণের দুহিতা মেনাকে (মেনকা) বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে, ইহাঁর মৈনাক নামে পুত্র এবং গঙ্গা ও উমা নামে কন্যাদ্বয়ের জন্ম হয়।

হিরণ্যকশিপু—দৈত্যরাজ বিশেষ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণু হস্তে নিহত হইলে, দৈত্যবর ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মা ইহাকে বর দিলেন, যে, ইনি জীবজন্তুর ও অস্ত্রের অবধ্য হইবেন; ভূতলে, জলে, বা শূন্যে, এবং দিবা বা রাত্রিভাগে ইহার মৃত্যু হইবে না। এইরূপ বরে দর্পিত হইয়া, ইনি যথেচ্ছাচারে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হিরণ্যকশিপুর মহিষীর নাম কয়াধু। তাহার গর্ভে প্রহ্লাদাদি ইহার চারিটী পুত্রের জন্ম হয়। প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত হইয়া উঠেন। পিতৃ তাড়নায় কিংবা শিক্ষকের চেষ্টায়, তিনি বিষ্ণুর উপাসনা ত্যাগ করেন না। তথন দৈত্যপতি ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্রের বধাদেশ করিলেন। বিষে, অগ্নিতে, জলে, হস্তিপদতলে, অস্ত্রে, তাঁহার মৃত্যু না হইলে, ইনি তাঁহাকে, নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক, এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন যে, হরিই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র কারণ। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর হরি কোথায় থাকে ?" তিনি উত্তর করিলেন, "হরি সর্ব্বত্রই আছেন।" ইনি স্ফটিকস্তম্ভ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, "তোর হরি ইহাতে আছে ?" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "অবশ্য আছেন।" তখন ইনি বজ্রমুষ্টিতে সেই স্তম্ভ ভগ্ন করিলে, তাহা হইতে এক ভয়ানক নরসিংহ মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া, হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় জানুর উপরে স্থাপন পূর্ব্বক দিবারাত্রির সন্ধিভাগে স্বীয় নখরাঘাতে নিহত করিলেন। (বিষ্ণু-পুরাণ)

হিরণ্যাক্ষ—দৈত্যরাজ বিশেষ। ইনি কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া, দৈত্যবর যথেচ্ছায় রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পত্নীর নাম উপদানবী। দেবরাজ্য হরণ মানসে, ইনি সসৈন্তে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক দেবতাদিগকে

যুদ্ধে পরাস্ত করেন। কথিত আছে যে, হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করে। অবশেষে বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, ইহাঁকে নিহত করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। (ভাগবত)

হেমচন্দ্র—বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি জৈন সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "অভিধান চিন্তামণি" প্রসিদ্ধ।

হেমা—অপ্সরা বিশেষ। ময়দানবের ঔরসে, ইহাঁর দুহিতা রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর জন্ম হয়। (রামা)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের বিখ্যাত কবি। ইনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুলিটা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমবাবু বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যথারীতি শিক্ষিত হন। অতঃপর বিংশতি বৎসর বয়সে খিদিরপুরে আগমন পূর্ব্বক, কলিকাতায় হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় জুনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া হেমবাবু কয়েক বৎসর বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হন। সেই সময়ে বি,এ, এবং বি,এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর কয়েক মাস মুন্সেফের কার্য্য করিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় হাইকোর্টে ওকালতি কার্য্য আরম্ভ করেন। বিদ্যা বুদ্ধি, সততা, ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া, ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন।

হেমবাবু একজন স্বাভাবিক কবি। মেঘনাদবধ কাব্যের টীকা ও সমালোচনা করিয়া, ইনি স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি এবং কাব্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। মধুসূদনের পর, ইনি স্বীয় কবিতার উচ্ছাসে বঙ্গবাসীকে মোহিত করিয়াছেন। ইহাঁর নূতন ছন্দে এবং সুললিত ভাষায় বঙ্গীয় পাঠক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইল। ইহাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি অতুলনীয়। ইনি নিম্নলিখিত কবিতা-গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন—চিন্তা-তরঙ্গিণী, বৃত্রসংহার কাব্য, ছায়াময়ী, দশ মহাবিদ্যা, বীরবাহুকাব্য, এবং কবিতাবলী।

পরিশিষ্ট।

আরিস্‌টটল্‌—গ্রিকদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি ৩৮৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যশস্বী হইলে, ইনি মাসিডনের রাজপুত্র আলেক্‌জাণ্ডারের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। বীরবর আলেকজাণ্ডার ইহাঁকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ইনি এথেন্স নগরে অবস্থান পূর্ব্বক শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। ইহাঁর বিদ্যার যশে আকৃষ্ট হইয়া, বহুশিষ্য ইহাঁর নিকট শিক্ষার্থ আগমন করিত। ইনি বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। অলঙ্কার, পদ্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, ন্যায়, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিসম্বন্ধে ইনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ৩২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

আলেক্‌জাণ্ডার——ম্যাসিডনের বিখ্যাত রাজা। ৩৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে, ফিলপের ঔরসে এবং ওলিম্‌পিয়াসের গর্ভে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতি যত্নপূর্ব্বক শিক্ষিত হন। কথিত আছে যে, ইনি হোমারের গ্রন্থ এত ভালবাসিতেন যে, তাহা সদা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন, এমন কি রাত্রিকালেও তাহা বালিশের নীচে রাখিয়া, নিদ্রা যাইতেন। ইহাঁর বিংশ বৎসর বয়সে, পিতার মৃত্যু হওয়ায়, ইনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। স্বরাজ্য প্রসারিত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, ইনি এসিয়া জয় করিতে মনস্থ করিলেন।

এই উদ্দেশ্যে আলেক্‌জাণ্ডার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে, চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ যাত্রা করেন। ইনি ক্রমে সিরিয়া, প্যালেস্‌টাইন, পারস্য, ইজিপ্‌ট জয় করেন। অতঃপর ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে, ইনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তক্ষশীলার রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক, পঞ্চাবের জনৈক ভূপতি পোরাস্‌কে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ইনি জয়ী হইলেন এবং পোরাসের

বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। তদনন্তর, ইনি মগধরাজ্য আক্রমণে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু ইহাঁর সৈন্যগণ কোনক্রমে তাহাতে স্বীকৃত না হইলে, ইনি অগত্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সৈন্যের কিয়দংশ জলপথে প্রেরণ করিয়া, ইনি অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া স্থলপথে বেলুচিস্‌স্থানের মধ্য দিয়া, পারস্য গমন করিলেন। অতঃপর ইনি ব্যাবিলনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় জনৈক অমাত্যের বিবাহোপলক্ষে অতিরিক্ত পান ভোজনে রোগাক্রান্ত হইয়া, আলেক্‌জাণ্ডার ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ওয়াসিংটন—আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেট রাজ্যের স্থাপয়িতা। ইনি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে, ভারজিনিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষা করিয়া, ইনি প্রথমতঃ জরিপিকার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে সৈনিকের কার্য্যে প্রবেশ করেন। যখন যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তাহা ইনি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন।

আমেরিকার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ওয়াসিংটন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, স্বদেশবাসীদিগের দ্বারা সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে ইনি স্বীয় সৈন্য বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত করিয়া, বিপক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ইহাঁর বুদ্ধি, বিবেচনা, কৌশল, ও সাহসে চালিত হইয়া, সৈন্যগণ জয় লাভ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে, সন্ধির দ্বারা ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট স্বাধীন বলিয়া, ইংলণ্ড স্বীকার করিলেন। এই সময়ে সেনাগণ ইহাঁকে দেশের রাজা করিবার জন্য ইহাঁর অনুমতি জিজ্ঞাসা করিলে, ইনি তাহাতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইলেন।

অতঃপর ওয়াসিংটন ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। এই পদে ইনি তিনবার নির্ব্বাচিত হইয়া, দক্ষতার সহিত সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে, এই মহাত্মা পরলোক গমন করেন।

কলম্বাস্‌—আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা। ইনি ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে, জেনোয়া নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইনি সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভূমধ্যসাগরে কয়েকবার গমনাগমন করিয়া, ইহাঁর এই ইচ্ছা সমধিক বলবতী হইয়াছিল। ইনি একজন নাবিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, কয়েকখানি মানচিত্র প্রাপ্ত হন।

সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, ইহাঁর মনে উদয় হইল যে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে, মহাদেশ আছে। সেই বিষয় ইনি যত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই ইহাঁর মনে তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল।

রাজার সাহায্য ব্যতিরেকে সে ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব মনে করিয়া, কলম্বাস্ রাজসাহায্যপ্রার্থী হইলেন। জেনোয়া, পর্টুগেল, ও ইংলণ্ডে সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া, ইনি একরূপ হতাশ হইলেন। পরিশেষে স্পেন দেশের রাজার নিকট উপনীত হইলে, ইহাঁকে তিনি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর নাবিক সহিত তিনখানি জাহাজ ইহাঁর আজ্ঞাধীনে ন্যস্ত হইল।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস্ মহাসমুদ্রে ভাসিলেন। পথে বিবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, ইনি আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, সালভেডর্ এবং হেটী দ্বীপ আবিষ্কার করিলেন।

অতঃপর স্পেনে প্রত্যাগমন করিয়া, কলম্বাস্ সর্ব্বজনকর্ত্তৃক অতি সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার গমন পূর্ব্বক, আরও কয়েকটী দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ইহাঁর সৌভাগ্যদর্শনে, স্পেনদেশের লোকেরা ইহাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া, ইহাঁকে সময়ে সময়ে অনেক লাঞ্ছনা দিয়াছিল। ইহাঁর যশোরাশি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে, ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাত্মা মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ক্লাইব—ভারতে ব্রিটিশরাজ্য স্থাপয়িতা। ইনি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়া, ইনি পাঠোন্নতি করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু সাহসিক কার্য্যে গ্রাম্য বালকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনরূপ উন্নতির আশা না থাকায়, ইনি পিতৃকর্ত্তৃক মান্দ্রাজে কোম্পানির অধীন লেখকের কার্য্যে প্রেরিত হইলেন। এ দেশের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায়, ইনি দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, পিতার নিকট পত্র লিখিলে, তিনি তাহাতে অসম্মত হন। অতঃপর ইনি স্বীয় জীবননাশের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইনি মনে করিলেন যে, ইহাঁর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধন হইবে বলিয়া, জীবননাশ হইল না।

লেখকের কার্য্য ভাল না লাগায়, ক্লাইব ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই

সময় ফরাসিরা মান্দ্রাজ প্রদেশে পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বীকে আক্রমণ করিলে, ইনি ইংরাজসৈন্যসহ তাঁহাদের পক্ষাবলম্বীর রাজধানী আরকট আক্রমণ করিয়া অধিকৃত করেন। এই যুদ্ধে ইহাঁর বুদ্ধি, কৌশল ও বীরত্বে সকলে চমৎকৃত হইল। ক্রমে ইনি ফ্রান্সের সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া, ব্রিটিশ আধিপত্য মান্দ্রাজ প্রদেশে স্থাপন করিলেন।

অতঃপর কলিকাতায় কোম্পানির পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া, ইনি বঙ্গদেশে সসৈন্য আগমন করেন। কলিকাতা জয় করিয়া, ইনি নবাবের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

তদনন্তর সিরাজ উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে ষড়্‌যন্ত্র হয়, ক্লাইব তাহাতে লিপ্ত থাকেন। ইনি সৈন্যসহ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মুরসিদাবাদ যাত্রা করেন। পলাশীতে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে নবাবসেনানী মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকায়, ইনি জয় লাভ করেন। যুদ্ধান্তে মিরজাফরকে বঙ্গের সিংহাসন অর্পণ পুর্ব্বক তাঁহাকে "স্বাক্ষী গোপাল" করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশ ব্রিটিশহস্তগত করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ডাচ্‌দিগের সৈন্য ধ্বংস করিয়া, বঙ্গদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। স্বদেশে গমন করিলে, ইনি সর্ব্বজন কর্ত্তৃক সাদরে গ্রহীত হইয়া, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব কোম্পানির সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ইনি অনেক বিষয়ের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন পূর্ব্বক সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। অতঃপর ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, ক্লাইব আত্মহত্যা করিয়া জীবনের শেষ করেন।

গ্যালিলিও——ইটালির বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌। ইনি ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে পাইসা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপন পূর্ব্বক ইনি পাঁচিশ বৎসর বয়সে পাইসা বিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রতিভাবলে ইনি গণিত শাস্ত্র সমালোচনা পূর্ব্বক অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত করেন। পেনডুলামের গতি আবিষ্কার করিয়া জগতের মহৎ উপকার সাধিত করিয়াছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের অসীম উপকার করিয়াছেন। ইউরোপে ইনি পৃথিবীর গতি প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং সূর্য্যকে সৌরাজগতের কেন্দ্র স্থির করেন। এই মতের জন্য ইহাঁকে অদূরদর্শী

সঙ্কীর্ণমনা ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও ইহ-লোক ত্যাগ করেন।

আল্‌ফ্রেড্‌—ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজা। ইনি ৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এথেল্‌-উলফের ঔরসে এবং অস্‌বারগার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইনি লেখাপড়ার পক্ষপাতী ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হইলে, ৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফ্রেড্‌ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। অতি দক্ষতা সহকারে ইনি এই উভয় কার্য্য সম্পাদন করেন। ৮৭১ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, ইনি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই সময় ডেনমার্ক দেশবাসিগণ ইংলণ্ড অধিকারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। তাহা-দের সহিত ইহাঁর অনেক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে একবার সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া, ইনি জনৈক শূকরপালকের কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কথিত আছে যে একদা গৃহকর্ত্রী ইহাঁকে রুটী উল্টাইতে বলিয়া কার্য্যান্তরে গমন করে এবং আসিয়া দেখে যে ইহাঁর অমনোযোগ বশতঃ রুটী পুড়িয়া গিয়াছে। তখন গৃহিণী তিরস্কার করিয়া ইহাঁকে বলিল, "খেতে পার, খাটতে পার না।"

বীণাবাদকের বেশে আল্‌ফ্রেড ডেনশিবিরে গমন পূর্ব্বক তাহাদের বলাবল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আই-সেন। অতঃপর স্বীয় সৈন্য সামন্ত একত্র করিয়া, ইনি ডেনদিগকে এডিংটনে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করি-লেন। তদনন্তর উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। দেশের কতকাংশ ডেনরাজকে প্রদান পূর্ব্বক, স্বয়ং অবশিষ্ট দেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইনি নৌ-সেনার সৃষ্টি করিয়া, ডেন-তস্করদিগের উপদ্রব হইতে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশ সকল নিরাপদ করেন।

আলফ্রেড় স্বদেশের জন্য ৫৬টী যুদ্ধ করেন; কিন্তু যুদ্ধকার্য্য ব্যতীতও, স্বনাম চিরস্মরণীয় করিবার অপর অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আইন বিধিবদ্ধ করিয়া বিচারের সৌকার্য্য বিধান করেন। প্রাচীন অর্থদণ্ডের স্থলে শারীরিক দণ্ডবিধান করিয়া সাধারণের উপকার করেন। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবলে লিখিত ঈশ্বরের দশটী আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য আইনানুসারে দণ্ড-নীয় করিয়াছিলেন। দেশে বিদ্যা-চর্চ্চারও বিশেষ সুবিধা করেন।

আল্‌ফ্রেড় দিবসকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ধর্ম্মার্থে

নিয়োগ করিতেন। ২য় ভাগ রাজকার্য্যে অতিবাহিত হইত, এবং ৩য় ভাগ বিশ্রাম, নিদ্রা ও ভোজনার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহাঁর স্ত্রীর নাম অল্স্উইথ। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর দুইটী পুত্র এবং তিনটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। ৯০১ খৃষ্টাব্দে আল্ফ্রেড পরলোক গমন করেন।

কনফিউসিয়াস্—চীনদেশীয় বিখ্যাত জ্ঞানী। ইনি ৫৫১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হইলেও, ইনি পিতামহ কর্ত্তৃক যত্নে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়া, ইনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সাধুতা এবং পরিশ্রম সহকারে কার্য্য সম্পাদন করিয়া, ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হইলে, ইনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর কনফিউসিয়াস্ বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। কয়েক বৎসর এই রূপে অতিবাহিত হইলে, ইনি স্বদেশের উন্নতির জন্য যত্নপরায়ণ হইলেন। এই সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রচার করিলে, ইনি পরিবর্ত্তনবিদ্বেষীদিগের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। যদিও ইহাঁর উপদেশ সকল সর্ব্বতোভাবে লোকের উপকারের জন্য প্রদত্ত হইত, তথাপি বিপক্ষগণের ষড়যন্ত্রে ইনি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন।

এইরূপে নিগৃহীত হইয়াও কন্ফিউসিয়াস্ স্বীয় সাধু উদ্দেশ্য ত্যাগ করিলেন না। ইহাঁর উৎকৃষ্ট মতে আকৃষ্ট হইয়া, সাধারণে ইহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে ইহাঁর শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এই সকল শিষ্যের মধ্যে দশ জনকে ইনি প্রধান শিষ্য করিলেন। তাঁহারা ইহাঁর মত প্রচার করিতে যত্নবান্ হইলেন। ক্রমে ইহাঁর মত দেশমধ্যে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। রাজা, প্রজা সকলেই ইহাঁর মত গ্রহণ করিলেন। এই মহাত্মা ৪৭৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

ডিমস্থিনিস্—গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত বক্তা। ইনি ৩৮৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগহেতু, বাল্যকালে ইহাঁর শিক্ষার প্রতি যত্ন হয় নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধিসহ প্রগাঢ় প্রযত্ন সহকারে ইনি এই অভাব দূরীভূত করেন।

বিখ্যাত বক্তা হইবার আশায়, ডিমস্থিনিস্ বিশেষ চেষ্টা করেন। মুখে নুড়ি পাথর রাখিয়া সমুদ্রের ধারে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেন। পাঠের ব্যাঘাত আশঙ্কায় ইনি অর্দ্ধ মস্তক মুণ্ডিত করিয়া, মৃত্তি-

কার নিম্নে একটী প্রকোষ্ঠে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। ভাষা পরিশুদ্ধ করিবার জন্য, ইনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আট দশবার "নকল" করিয়াছিলেন। ক্রমে ইনি দেশের সর্ব্বপ্রধান বক্তা হইলেন। ইহাঁর বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া, গ্রীসদেশবাসিগণ মাসিডনের রাজা ফিলিপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর পর, আণ্টিপিটার ইহাঁর জীবন লইতে চেষ্টিত হইলে, ইনি পলায়ন পূর্ব্বক দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, বিষভক্ষণে ৩২২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

নিউটন—ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ১৬৪২খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। অতি প্রশংসার সহিত অধ্যয়ন শেষ করিয়া, ইনি বৈজ্ঞানিক সত্যসকল আবিষ্কার করিতে যত্নপরায়ণ হইলেন। অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। [illegible] খৃষ্টাব্দে নিউটন পরলোক গমন করেন।

নেপোলিয়ন—ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট। ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে করসিকা দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন দশ বৎসর বয়সে সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক পনর বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। পাঠে নিবিষ্টচিত্ততাহেতু ইনি বালকদিগের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেন। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। অতঃপর অতি দক্ষতার সহিত বিবিধ যুদ্ধবিগ্রহের কার্য্য সম্পাদন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পারিসের বিদ্রোহ দমন করিয়া, ইনি যশস্বী হইলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ইটালির সৈন্যাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া, তথায় গমন করিলেন। দেড় বৎসরের মধ্যে অষ্ট্রেরিয়ার সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাদিগকে ইটালি হইতে বিতাড়িত করেন। তথায় ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপিত হইলে, ইনি দেশে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ইজিপ্ট জয় করিতে গমন করিয়া, তথায় ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক "কন্সল্" নাম গ্রহণ করিয়া দেশের রাজকার্য্যের প্রধান পদ স্বীয় হস্তে লইলেন। অতঃপর ফ্রান্সের বিপক্ষদিগের সহিত প্রত্যেক যুদ্ধে জয়ী হইয়া, ইনি দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট হইলেন। ইউরোপের অন্যান্য রাজন্যবর্গ ইহাঁর

বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, ইনি তাঁহাদিগকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া দমন করিতে, ইনি পাঁচ লক্ষ সৈন্যসহ যাত্রা করেন। তথায় দারুণ শীতে, অনাহারে এবং যুদ্ধে সেই বিরাট-সৈন্যদল ধ্বংসপ্রায় হইলে, ইনি অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার মাত্র সৈন্যসহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ইউরোপের রাজন্যবর্গ ইহাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া, দশ লক্ষাধিক সেনাসহ ফ্রান্স আক্রমণ করেন। অনন্যোপায় হইয়া, ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজাদিগের অনুমতিক্রমে এল্‌বা দ্বীপে গমন করেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন এল্‌বা হইতে ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করেন। সাধারণ লোকে ইহাঁকে সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ইহাঁর পক্ষ অবলম্বন করিল। ইউরোপের রাজন্যবর্গ ইহাঁর বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইনি জার্ম্মাণির সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া, ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত ওয়াটারলুতে সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় ১৮ই জুন তারিখে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জার্ম্মাণসৈন্য ব্রিটিশের সাহায্যে উপস্থিত হইলে, ইনি পরাজিত হন। অতঃপর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলে, ইনি সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে কারারুদ্ধ হন। তথায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পিটার—রুসিয়ার বিখ্যাত সম্রাট। ইনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ইনি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। অতঃপর দেশের উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হইলেন। বহির্বাণিজ্যের সুবিধার্থ ইনি দেশে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। সেই কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য, ইনি ডেনমার্কে স্বয়ং গমন পূর্ব্বক স্বীয় হস্তে কার্য্য শিখেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জাহাজ-নির্ম্মাণ কার্য্যে লোক নিযুক্ত করিলেন। ইনি সেণ্টপিটার্সবর্গে রাজধানী স্থাপিত করেন। দেশে বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধার জন্য এই মহাত্মা বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। সাধ্যানুসারে সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়া, পিটার ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ফ্রাঙ্কলিন—আমেরিকার বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক। বোষ্টন নগরে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে, ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার দৈন্য

দশাহেতু যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়া, দশ বৎসর বয়সে ইনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনার্থ নিযুক্ত হইলেন। ছাপাখানার কার্য্য শিক্ষা করিয়া তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। বিদ্যালয়ের সহিত ইনি বিদ্যাচর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। দিবসের কার্য্যাবসানে যে সময় পাইতেন, তাহা আত্মোন্নতিতে নিয়োগ করিতেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দ ইনি বিখ্যাত পঞ্জিকা প্রকাশিত করেন। যুবকদিগের শিক্ষার্থ উক্ত পুস্তকে উপদেশ পূর্ণ প্রবন্ধ সকল সন্নিবেশিত করিতেন। এই সকল প্রবন্ধ এত উৎকৃষ্ট যে, অদ্যাপি সে সমস্ত আগ্রহ সহকারে অধীত হইয়া থাকে। ব্যবসায়ে উন্নতির সহিত বিদ্যার ও জ্ঞানের উন্নতি করিয়া, ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন।

অতঃপর ফ্রাঙ্কলিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সাধ্যানুসারে স্বদেশের উপকার সাধনে যত্নবান হইলেন। আমেরিকার সহিত ব্রিটিশ-রাজের বিবাদ আরম্ভ হইলে, ইনি স্বদেশের দূতস্বরূপ ইংলণ্ডে গমন করেন। অতঃপর ফ্রান্সের রাজধানীতে, স্বদেশের দৌত্যকার্য্যে অবস্থান করেন। ইউনাইটেড-ষ্টেট স্বাধীন হইলে, ইনি হৃষ্টচিত্তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অতঃপর ফ্রাঙ্কলিন যাবজ্জীবন স্বদেশের মঙ্গলের জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইহাঁর চেষ্টায় অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া, ইনি বিজ্ঞান চর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। ঘুঁড়ীর সাহায্যে ইনি মেঘের বৈদ্যুতিক তত্ত্বের বিষয় আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগকে বিস্ময়াপন্ন করেন। ১৭৯০খৃষ্টাব্দে এই মহাত্মা মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ভিক্টোরিয়া—ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী। ইনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম এডওয়ার্ড এবং মাতার নাম ম্যারিয়া লুইসা ভিক্টোরিয়া। ইনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সিংহাসনে আরূঢ়া হন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার এলবার্টের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। ১৮৬১খৃষ্টাব্দে ইনি বৈধব্যদশায় পতিত হইয়াছেন।

সিপাইযুদ্ধের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, মহারাণী ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

মহম্মদ—মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইনি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কানগরে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগহেতু, ইনি কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। যিনি ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি

ইহাঁকে উষ্ট্রচালকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, এক নগর হইতে অন্য নগরে প্রেরণ করিতেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে, ইনি একটী ধনবতী বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া,গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত হন।

মহম্মদ অতি চিন্তাশীল ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মকলহ সময়ে সময়ে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিত। এই সকল দর্শন করিয়া, ইনি ব্যথিত হৃদয়ে চিন্তা করিতেন যে, যদি এই সকল সম্প্রদায় এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করা যায়, তবে দেশের পক্ষে মহৎ উপকার সাধিত হয়। একটী পর্ব্বতগুহায় নিবিষ্টচিত্তে, ইনি এই বিষয়ে চিন্তা করিতেন। কথিত আছে যে, ইনি তথায় ঈশ্বর-দূত গ্যাব্রিয়লের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মগ্রন্থ "কোরাণ" প্রচার করেন।

অতঃপর মহম্মদ "একেশ্বরবাদী" মত প্রচার করিলেন। প্রথমে ইহাঁর স্ত্রী এবং দুই একজন লোক মাত্র এই মত গ্রহণ করেন। ক্রমে ইহাঁর শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে, ইনি মক্কা হইতে মদিনা নামক নগরে ৬২২ খৃষ্টাব্দে, পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করেন। আত্মরক্ষার্থ ইনি ক্রমে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাঁর শিষ্যবৃন্দ অনতিকাল মধ্যে সমুদায় আরবদেশ অধিকার পূর্ব্বক ইহাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। অতঃপর সিরিয়া জয় করিতে উৎসাহিত হইয়া,ইনি অনেকগুলি নগর অধিকার করিলেন। কথিত আছে যে এই সময়ে জনৈক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে, মহম্মদ ৬৩২ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

মিলটন—ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। অতি প্রযত্ন সহকারে শিক্ষিত হইয়া ইনি ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। অতঃপর দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ক্রমওয়েল ব্রিটিশ রাজদণ্ডচালনে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি তাঁহার সেক্রেটরি হইলেন। এই কার্য্য ইনি গুরুতর পরিশ্রম পূর্ব্বক অতি দক্ষতার সহিত সমাধা করিতেন।

শেষ বয়সে মিলটন অন্ধ হন। এই অন্ধাবস্থায় ইনি জগৎবিখ্যাত "প্যারাডাইস্ লষ্ট" নামক গ্রন্থ অতি যত্ন সহকারে প্রণয়ন করেন। ইহাঁর দুহিতারা মধ্যে মধ্যে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে মিলটন মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মোজেস্——ইহুদিদিগের ধর্ম্মবিধি-প্রণেতা। ইনি ১৫৭১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে মেষপালকের কার্য্য করিতেন; এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও শ্বশুরের মেষ পালন করিতেন। কথিত আছে যে ইহুদিদিগকে ইজিপ্ট হইতে প্যালেস্টাইনে আনয়নার্থ ঈশ্বর ইহাঁকে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশে এবং সাহায্যে ইনি তাহাদিগকে লইয়া ইজিপ্ট হইতে বহির্গত হন। সিনাই পর্ব্বতের নিকট সকলে উপস্থিত হইলে, ঈশ্বরের আদেশে মোজেস্ পর্ব্বত শিখরে গমন করেন। কথিত আছে যে, তথা হইতে ইহুদিদিগের নিমিত্ত নিয়মাবলী এবং নিম্ন লিখিত ঈশ্বরের দশটী আজ্ঞা আনয়ন করেন—

১। আমা ব্যতীত আর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিও না।
২। প্রতিমা পূজা করিও না।
৩। ঈশ্বরের নাম বৃথা লইও না।
৪। বিশ্রাম দিন(রবিবার)পবিত্র রাখিবে।
৫। পিতামাতাকে সম্মান করিবে।
৬। হত্যা করিও না।
৭। পরদার করিও না।
৮। চুরি করিও না।
৯। মিথ্যা কথা বলিও না।
১০। পরদ্রব্যে লোভ করিও না।

১৪৫১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে একশত বিংশতি বৎসর বয়সে, মোজেস্ দেহত্যাগ করেন।

যিশুখৃষ্ট—খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইনি ন্যাজারসে মেরির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর জন্মের দিন হইতে খৃষ্টান অব্দ প্রচলিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের সময় ইনি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেরুজলমে উপস্থিত হইয়া ইহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ ও আলোচনা করেন। তদনন্তর ইনি জন নামক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রিশ-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইনি অনন্যমনে সাধনায় রত ছিলেন।

অতঃপর যিশুখৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস, মানবগণের মধ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃভাব, পবিত্র জীবন যাপন, ইহাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথের মূলমন্ত্র। ইনি তিন বৎসর কাল অনন্যমনে ধর্ম্ম প্রচার করেন। অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে দ্বাদশ ব্যক্তি ইহাঁর প্রধান শিষ্য হইলেন। অনন্তর ইহুদিদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া, যিশুখৃষ্ট তাহাদিগের ষড়যন্ত্রে রাজদণ্ডে ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করেন।

রবার্ট ব্রুস্—স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত রাজা। ইনি ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড স্কটল্যাণ্ড অধিকার করিলে, ইনি তাঁহার পক্ষ

অবলম্বন করেন। ইংলিশ সৈন্য সহ ইনি স্বাধীনতাপ্রিয় স্কট-দিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা একদল বিপক্ষ সৈন্য পরাস্ত করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আহার করিতে উপবিষ্ট হন। আহারের সময় অতীত হওয়ায় এবং গুরুতর পরিশ্রম হেতু ক্ষুধাধিক্য বশতঃ, রক্তাক্ত হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া, ইনি ভোজন করিতে বসিলেন। ভোজন করিবার সময় জনৈক ইংলিশ সেনানী ইহাঁকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিল, "ঐ ব্যক্তি স্বীয় (অর্থাৎ স্বজাতীর) রক্ত পান করিতেছে।" ইনি তাহা শ্রবণ করিয়া অতি দীনচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রবার্ট ব্রুস্ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে স্বদেশের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধারণ করিবেন না। অনতিকাল বিলম্বে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি স্কটল্যাণ্ডের রাজা বলিয়া অভিষিক্ত হইলেন। ইংলিশ সৈন্য ইহাঁকে ধৃত করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইল। ইংরাজ পক্ষাবলম্বী স্কট্‌সকল হইতে ইনি সমধিক জ্বালাতন হইয়াছিলেন। কিন্তু অসাধারণ বল, সহিষ্ণুতা, এবং যুদ্ধকৌশল হেতু ইনি বিবিধ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

অবশেষে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ব্রুস্ ব্যানাকবর্ণের যুদ্ধে ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া স্কটল্যাণ্ডে স্বীয় আধিপত্য দৃঢ়ীভূত করেন। অতঃপর ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে অপর একটী যুদ্ধে জয়ী হইলে, ইনি ইংলিশরাজ কর্ত্তৃক স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১৩২৯ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ব্রুস্ পরলোক গমন করেন।

রমুলাস্——বিখ্যাত রোমরাজ্যের স্থাপয়িতা। ইনি এবং ইহাঁর যমজ ভ্রাতা রিমাস্ এল্‌বা দেশের রাজকন্যা সিলবিয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের অব্যবহিত পরে মাতার পিতৃব্য কর্ত্তৃক ইহাঁরা টাইবার নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। পালাটিন পাহাড়ের পাদদেশে নদীর তীরে সংলগ্ন হইয়া, ইহাঁরা তথায় একটী বাঘিণীর স্তনপান করিয়া জীবিত ছিলেন। পরে জনৈক মেষপালক কর্ত্তৃক পালিত হন।

ভ্রাতাসহ রমুলাস্ সেই পার্ব্বত্য-প্রদেশে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইহাঁর সহিত পলাতক দাস এবং নগর হইতে তাড়িত দুর্বৃত্ত সকল মিলিত হইল। তাহারা ইহাঁর আজ্ঞাধীনে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণভাবে ইহাঁর

বাধ্য হইল। তাহাদের লইয়া ইনি নূতন রাজা স্থাপন করিলেন। ইহাঁর নামানুসারে রাজধানীর নাম "রোম" রক্ষিত হইল।

কথিত আছে যে রমুলাস মাতার পিতৃব্যকে বিনাশ করিয়া মাতামহকে স্বরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করেন। রোমে ইহাঁর আজ্ঞাধীনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তথায় স্ত্রীলোক না থাকায়, ইনি কৌশলে সেবিয়ানদিগের অনেক গুলি অবিবাহিতা বালিকা আনয়ন করেন। স্বয়ং এবং অধীনস্থ লোকেরা সেই সকল বালিকাদিগকে বিবাহ করেন। এই উপলক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইহাঁদের স্ত্রীবৃন্দ যুদ্ধস্থলে গমন পুর্ব্বক উভয় পক্ষে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। সেবিয়ানদিগের সহিত ইহাঁর সন্ধি হইলে, ইনি নিরাপদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া রমুলাস্ ইহলোক ত্যাগ করেন।

লাইকারগাস্—গ্রীসের অন্তঃর্গত স্পার্টা রাজ্যের বিখ্যাত ব্যবস্থাপক। ইনি ইউনমাস্ নামক রাজার দ্বিতীয় পুত্র এবং ৯ম পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে স্পার্টা নগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পিতার মৃত্যু হইলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হইয়া অল্পকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন ইনি গর্ভবতী রাজ্ঞীর গর্ভস্থ শিশুর অবিভাবকরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইহাঁর সুশাসনে প্রজাবৃন্দ সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

লাইকারগাস্ এই সময় স্বীয় মহাত্মতাগুণে দারুণ প্রলোভন হইতে মুক্ত হন। রাজরাণী ইহাঁকে স্বীয় হস্তের সহিত রাজ্য প্রদান করিতে প্রস্তাব করেন। ইনি তাহাতে অসম্মত হইয়া নবপ্রসূত ভ্রাতৃপুত্রের নামে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অন্যান্য দেশের রাজনীতি এবং আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সুশাসনের অভাবে দেশের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিতহৃদয় হইলেন।

অতঃপর সর্ব্বজনের অনুরোধে, লাইকারগাস্ দেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করিলেন। ইহাঁর নিয়মানুসারে দেশের সমস্ত লোক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইল। কষ্ট সহ্য করা, সকলকেই অতি অল্প বয়স হইতে, শিক্ষা করিতে হইত। সর্ব্ব প্রকার বিলাসিতা দেশ হইতে দূরীকৃত হইল স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত ব্যায়াম দ্বারা

দৃঢ়কায়বিশিষ্ট হইতে বাধ্য হইল। সৈন্যগণ এরূপ কঠোর নিয়মে প্রত্যহ চালিত হইত, যে তাহারা তাহা অপেক্ষা যুদ্ধকার্য্য সহজ মনে করিত।

কথিত আছে যে এইরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া, লাইকারগাস স্পার্টানদিগকে নিজের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সেইসকল নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। ইনি দেশ হইতে চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত হইলেন। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়া, স্পার্টানগণ গ্রীসের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। ইনি ক্রীটদ্বীপে ৮৭০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সক্রেটিস—গ্রীসদেশের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী। ইনি ৪৬৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তর ইনি সৈনিকের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর যুবকদিগের শিক্ষার্থ ইনি আথেন্স নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে ইনি সকলকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সক্রেটিস দেশ মধ্যে মহাযশস্বী হইলেন। ইহাঁর সর্ব্বনাশের চেষ্টায়, বিপক্ষগণ ইহাঁর নামে যুবকদিগকে বিপথগামী করার অভিযোগ করিল। তাহাদের ষড়যন্ত্রে ইহাঁর প্রাণ নাশের দণ্ড হয়। [illegible]বৃন্দ অতীব দুঃখিত চিত্তে ইহাঁর পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কোথায়ও মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই বলিয়া, ইনি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রদত্ত বিষপানে ৩৯৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সক্রেটিস পরলোক গমন করেন।

সিজার—রোমের বিখ্যাত বীরপুরুষ। ইনি ১০০পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। ইহাঁর সর্ব্বমুখী প্রতিভা ইহাঁকে রোমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি করে। কি বক্তৃতায়, কি রাজনীতিতে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া গণ্য হইলেন। যুদ্ধ বিদ্যায় ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। গলদিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, ইনি ৫৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া, তাহার কিয়দংশ জয় করেন।

সিজার ক্রমে রোম রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। ইজিপ্ট্ দেশে রোমের আধিপত্য বিস্তার করেন। তথাকার রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার গর্ভে ইহাঁর একটী কন্যার জন্ম হয়। রোম সম্রাজ্যে ইহাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত হইলে, রোমের স্বাধীন প্রকৃতির লোকে মনে করিলেন যে ইনি ক্রমে রাজা হইবেন। এই ভয়ে ব্রুটাসপ্রমুখ কয়েকজন